অধ্যায়-১
ভূমিকা ও পটভূমি
INTRODUCTION AND BACKGROUND

১. ১ ভূমিকা (Introduction)

কৃষি অর্থনীতির উপর নির্ভরশীল হলেও বাংলাদেশের নগরায়নের হার অতি দ্রুত। ২০১৫ সালের হিসাবে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ২০ শতাংশ শহরে বাস করে, ২০১৯ সাল নাগাদ হয়েছে ৩৬ শতাংশ এবং বর্তমানে শতকরা ৪০ শতাংশেরও বেশি বাস করে শহর এলাকায়। এই বিপুল জনসংখ্যা বাংলাদেশের পৌরসভা সমূহের ভৌত ও সামাজিক অবকাঠামোর উপর উল্লেখযোগ্য হারে প্রভাব ফেলেছে। অন্যদিকে পৌরসভা পরিচালনায় জনগণের সম্পৃক্ততার মধ্যেও আর্থিক ব্যবস্থাপনার দূর্বলতার কারণে পৌরসভার পরিচালন ব্যবস্থাপনা তুলনামূলক ভালো। পৌরসভার নিজস্ব আয় কম হওয়ায় সব সময়েই সরকারের বরাদ্দের উপর পৌরসভাকে নির্ভর করতে হয়। পৌরসভার পরিচালনায় দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনবলের খুবই অভাব। পৌরসভার ভূমি ব্যবহারের জন্য ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা এখনও চূড়ান্ত হয়নি। অপরিকল্পিত ও দ্রুত নগরায়ন বসবাসকারী জনগণের জন্য ব্যাপক অবকাঠামোসহ নাগরিক সেবার চাহিদা বাড়িয়ে দিয়েছে। তাই বিভিন্ন সময় পরিকল্পিত পরিকল্পনা ছাড়াই অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য কাজ করা হয়েছে। ভবিষ্যৎ বিবেচনা করে সারিয়াকান্দি পৌরসভা একটি পরিকল্পিত উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে আসছে। আর এই চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে পৌরসভা দীর্ঘ মেয়াদী উন্নয়ন দর্শণকে সামনে রেখে স্বল্প মেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষে সারিয়াকান্দি পৌরসভার ৫ বছর মেয়াদী "পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা (PDP)" প্রণয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

পিডিপি পৌর জনগণের অংশগ্রহণমূলক অনুশীলন ও আলাপ-আলোচনা পদ্ধতি অনুসরণে নাগরিকদের চাহিদা ও অগ্রাধিকার নির্ণয় এবং বিদ্যমান অবস্থা নিরুপণ ও তার বিস্তারিত বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে প্রণীত হয়েছে। এ জন্য যে সকল পদ্ধতি বা Tools ব্যবহার করে হয়েছে সেগুলোর মধ্যে Base Line Survey (Secondary Survey), মাষ্টার প্ল্যান, Focus Group Discussion (FGD) এবং ওয়ার্ড ভিশন ও পৌরসভা ভিশন অণুশীলনে ষ্টেকহোল্ডারদের বিশ্লেষণ অন্যতম।

১.২ পটভূমি (Background)

বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় পৌরসভা হলো স্থানীয় সরকার কাঠামোর অন্যতম উন্নয়ন প্রতিনিধি। তৃনমূল পর্যায়ে ইহা একটি গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানও বটে। প্রাচীন জনপদেও নগরের পানীয় জল সরবরাহ নিশ্চিতকরণ, রাস্তা সংস্কার, অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে নগররাষ্ট্র বা পৌরসভার অবদান অতীব পুরাতন। প্রাচীন গ্রীসের নগররাষ্ট্র থেকে শুরু হয়ে বর্তমান বিশ্বের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পৌরসভা সমূহ স্থানীয় ভাবে অর্থ উপার্জন, কেন্দ্রীয় সরকারের সহায়তা এবং নাগরিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে কাজ করে আসছে। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ ও সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা করনে বাংলাদেশের স্থানীয় সরকারের অন্যতম স্তর হলো পৌরসভা ।

সারিয়াকান্দি পৌরসভায় পিডিপি প্রনয়নের প্রয়োজনীয়তার অনুভব কোন নিদিষ্ট সময়ে হয়ে উঠেনি। বিগত সময়ে সারিয়াকান্দি পৌরসভা বড় কোন প্রকল্পের অন্তর্ভূক্ত না হলেও ছোট্ট ছোট্ট প্রকল্পের আওতায় উন্নয়ন কার্যক্রম করার ক্ষেত্রে কোন পরিকল্পিত পরিকল্পনা ছাড়াই অবকাঠামো উন্নয়নের কাজ করা হয়েছে ফলে সামগ্রিক উন্নয়ন পরিলক্ষিত হচ্ছে না। বিহিত অবস্থায় ভবিষ্যত বিবেচনা করে সারিয়াকান্দি পৌরসভা একটি পরিকল্পিত উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে আসছে। এ জন্য দীর্ঘ মেয়াদি উন্নয়ন দর্শনকে সামনে রেখে স্বল্প মেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে সারিয়াকান্দি পৌরসভা ২০২৮ সাল পর্যন্ত "পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা" (পিডিপি) প্রণয়নের কার্যক্রম গ্রহন করা হয়েছে।

পিডিপি পৌর জনগণের অংশগ্রহণমূলক অনুশীলন ও আলাপ-আলোচনা পদ্ধতি বিশেষ করে পৌরসভা আইন/২০০৯ অনুসরণে TLCC & WC নাগরিকদের চাহিদা ও অগ্রাধিকার নির্ণয় এবং বিদ্যমান অবস্থা নিরুপণ ও তার বিস্তারিত বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে প্রণীত হয়েছে। এ জন্য যে সকল পদ্ধতি বা Tools ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলোর মধ্যে বেইজলাইন সার্ভে (Secondary source), ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (FGD) এবং ওয়ার্ড ভিশন ও পৌরসভা ভিশন অনুশীলনে স্টেকহোল্ডারদের বিশ্লেষণ অন্যতম।

১.৩ পরিকল্পনা কি? (Introduction to Planning)

মি.নিউম্যান বলেন - ভবিষ্যতে কি করতে হবে তার অগ্রীম সিদ্ধান্তকে পরিকল্পনা বলে। ও. ডোনেল এর মতে কোন দিন, কোথায়, কোন কার্য, কার দ্বারা এবং কিভাবে সম্পন্ন হবে তা স্থির করাই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য। সাধারণ অর্থে- ভবিষ্যত কার্যক্রমের পূর্ব নির্ধারিত নক্শা বা চিত্রকে পরিকল্পনা বলে। ব্যাপক অর্থে পরিকল্পনা হলো প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত বিভিন্ন উপায় ও উপাদানের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে কি করতে হবে, কি ভাবে করতে হবে, কখন ও কত সময়ে করতে হবে ইত্যাদি বিষয়ের পূর্ব নির্ধারিত প্রতিচ্ছবি কে পরিকল্পনা বলে।

পরিকল্পনা বলতে যা বুঝা যায় তা হলো কোন কাজ করার পূর্বে সে কাজ সম্বন্ধে গবেষণা করা এবং কাজটিকে এমন ভাবে সাজানো হয় যেন কাজটির উদ্দেশ্য সঠিক ভাবে অর্জন করা যায়। সফল পরিকল্পনার জন্য চারটি বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়।

- সকল স্থাপনা ও টেকসই যোগাযোগের নিশ্চয়তা প্রদান করা;
- সম্পদের সুষ্ঠু বন্টন ও টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করা;
- সঠিক ভূমির ব্যবহার নিশ্চিত করা;
- পরিবেশের ভারসাম্য নিশ্চিত করা;
- জনগণের জন্য পর্যাপ্ত সেবা প্রদান করা;
- জনগণের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা;
- আয়ের উৎস বৃদ্ধি করা;
- জনগণের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন করা; এবং
- অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণ ইত্যাদি।

১.৪ পিডিপি সম্পর্কিত আলোকপাত (Overview of PDP)

স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এবং স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) (সংশোধন) আইন, ২০১০ এর ধারা ৫০ (গ) এবং দ্বিতীয় তফশিলের ৩২, ৩৩ ও ৩৪ ধারানুযায়ী পৌরসভার মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন, ভূমির উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও ভূমি উন্নয়ন প্রকল্প কার্যকর করার বিধান আছে। উক্ত বিধান অনুযায়ী পৌর এলাকার ইতিহাস, পরিসংখ্যান, জনসেবামূলক এবং অন্যান্য নির্ধারিত বিষয়াদির বিবরণ সম্বলিত জরিপ, পৌর এলাকার কোন স্থানের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ ইত্যাদি তথ্য নিয়ে একটি পরিকল্পনা করা হয় যা পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা বা পিডিপি নামে পরিচিত। পিডিপি হচ্ছে পুরো শহরের জন্য পৌরসভা কর্তৃক প্রণয়নকৃত একটি সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা যাতে পৌর জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে চাহিদা চিহ্নিত করতঃ অগ্রাধিকার তালিকা নির্ণয়ের মাধ্যমে প্রণীত এবং যা কারিগরি ও আর্থিক সম্ভাব্যতা সমীক্ষার দ্বারা সমর্থিত। পিডিপিতে সুশাসন ও সুপরিকল্পিত নগরায়নের নিমিত্তে পৌরবাসীর চাহিদা মোতাবেক জনস্বাস্থ্য, আবর্জনা অপসারণ, সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা, পাবলিক টয়লেট নির্মাণ, জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন ইত্যাদি। পানি সরবরাহ ও পানি নিষ্কাশন, বাজার স্থাপন, কসাইখানা নির্মাণ, রাস্তা, ব্রীজ, কালভার্ট, বৃক্ষরোপন, শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন এবং বিদ্যুতায়নসহ সমস্ত কাজের পরিকল্পনা ও সম্ভাব্য ব্যয় উল্লেখ আছে। সারিয়াকান্দি পৌরসভায় দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন 'ভিশন' এবং মধ্যম ও স্বল্প মেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনার সমন্বয়ে একটি PDP (পিডিপি) প্রণয়ন করা হচ্ছে। পিডিপি প্রস্তুত ও প্রক্রিয়াকরণের উদ্দেশ্যে অভিপ্রায় সমূহ নিম্নে বর্ণিত হল ঃ

(ক) দীর্ঘ মেয়াদী উন্নয়ন 'ভিশন' ও উন্নয়ন কৌশল এবং স্বল্প ও মধ্যমেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে পরিকল্পিত ও সমন্বিত উন্নয়নের সামর্থ অর্জন;

(খ) সুশৃংখল আর্থিক পরিকল্পনা গ্রহণ, উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের অগ্রাধিকার নির্ণয়ে একই ধরনের মাপকাঠি অনুসরণ, পরিচালনা ব্যবস্থার সংস্কার, প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি করণ, কর্ম সম্পাদনার মানদন্ড নির্ধারণ ও মনিটরিং ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে সম্পদের কার্যকর ব্যবহার প্রবর্তন করা;

(গ) সারিয়াকান্দি পৌরসভা তাদের নিজেদের দ্বারা নিজেদের পরিকল্পনা তৈরী, প্রকল্প প্রণয়ন, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও মনিটরিং ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা প্রাপ্তির মাধ্যমে পৌরসভার দক্ষতা বৃদ্ধি;

(ঘ) অবকাঠামো ও সেবাসমূহ উন্নয়নের সাথে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও পরিবেশ ব্যবস্থাপনা সমন্বিত করার মাধ্যমে স্থায়ীত্বপূর্ণ উন্নয়ন ধারা প্রবর্তন;

(ঙ) কমিউনিটির চাহিদা মোতাবেক অগ্রাধিকার নির্ণয়ে মহিলা, দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে এবং সেক্টর ভিত্তিক ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠনের (যেখানে নাগরিকগণ পৌর কর্মকর্তাদের সাথে একত্রে কাজ করার সুযোগ পাবে) মাধ্যমে উন্নয়ন পরিকল্পনার অগ্রাধিকার নির্ণয়ে গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ ও নাগরিক সংস্কৃতি ('সিভিক কালচার') প্রবর্তন;

(চ) উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রতিটি স্তরে জেন্ডার বিষয় সমন্বিত করতঃ জেন্ডার এ্যাকশন প্লান তৈরী বাস্তবায়নের মাধ্যমে উন্নয়নের মূল ধারায় জেন্ডার কার্যক্রম অন্তর্ভূক্তিকরণ; এবং

(ছ) TLCC ও WC তে দরিদ্র জনগোষ্ঠির পর্যাপ্ত ও যথার্থ অংশগ্রহণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করাসহ তাদের অংশগ্রহণে PRAP প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে পৌর ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সিদ্ধান্ত গ্রহণে দরিদ্র জনগোষ্ঠিকে সমন্বিত করা।

১.৫ পিডিপি প্রনয়ণের উদ্দেশ্য (Objectives of PDP Preparation)

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা লিপিবদ্ধ করত: পরিকল্পনা মোতাবেক কাজ বাস্তবায়ন করাই পিডিপি প্রনয়ণের প্রধান উদ্দেশ্য। পিডিপি এমন একটি উন্নয়ন পরিকল্পনার পুস্তিকা যেখানে পৌরসভার সমস্ত ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা লিপিবদ্ধ থাকবে। পৌর এলাকার বিভিন্ন কমিটির এর প্রত্যাশা বাস্তবায়নের জন্য সারিয়াকান্দি পৌরসভা স্বল্প মেয়াদি পরিকল্পনা নিয়ে একটি পিডিপি প্রস্তুত করা হয়েছে। পিডিপি প্রনয়নের বর্তমান ধারনা বাংলাদেশের জন্য সম্পূর্ণ নতুন এবং পৌরসভার বিদ্যমান দক্ষতা ও সীমাবদ্ধতার বিষয়টিও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। পিডিপি তৈরীর নির্দেশিকার সার্বিক বিষয় বিবেচনায় এনে সারিয়াকান্দি পৌরসভার জন্য স্বল্পমেয়াদী একটি পিডিপি প্রনয়ণ করা হয়েছে। পিডিপির মাধ্যমে সারিয়াকান্দি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন পরিকল্পনা, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি ও সংস্কার কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে, যার ওপর ভিত্তি করে এলজিইডি ও বিভিন্ন দাতা সংস্থা হতে কারিগরি ও আর্থিক সহায়তার সুযোগ পাওয়া যাবে।

পিডিপি প্রনয়ণের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ঃ

১। পৌর এলাকাকে আবাসিক, বানিজ্যিক, শিল্প, কৃষি, শিক্ষা ও উম্মুক্ত স্থান হিসেবে ভাগ করে স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করা;

২। বর্জ্য পদার্থ অপসারণ ও কমিউনিটি ভিত্তিক আবাসনের স্থান নির্ধারন পূর্বক পরিকল্পনা গ্রহণ;

৩। সারিয়াকান্দি পৌরবাসীকে সেবা প্রদানের লক্ষ্যে আর্থিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতামূলক পরিচালন ব্যবস্থার উন্নতিকরণ;

৪। সারিয়াকান্দি পৌরসভার নাগরিকদের জীবন-যাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে মৌলিক ভৌত-অবকাঠামো নির্মাণ ও সেবার মান বৃদ্ধিকরণ;

৫। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য অতি প্রয়োজনীয় মৌলিক সেবা প্রদানের মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসকরণ; এবং

৬। দেশের সকল নগর উন্নয়ন বিষয়ক সংস্থা ও পৌরসভার দক্ষতা বৃদ্ধির সহায়ক নগর উন্নয়ন নীতিমালা প্রণয়নে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান।

অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ায় নগর পরিকল্পনা প্রণয়ন (Participatory Urban Planning) ঃ

অংশগ্রহণমূলক নগর পরিকল্পনা প্রণয়ন পদ্ধতি অনুসরণে প্রকল্পের আওতায় পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা (পিডিপি) প্রণয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী বিশেষ করে নারী ও দরিদ্রদের প্রতিনিধিসহ নাগরিক গোষ্ঠি TLCC, ও WC তে প্রতিনিধিত্ব করেছে এবং পিডিপি প্রণয়নে পর্যায়ক্রমিক আলাপ-আলোচনা হয়েছে। এ ধরণের অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে পিডিপি প্রণয়নের ফলে পৌরসভার কর্মকর্তা/কর্মচারী, নির্বাচিত প্রতিনিধি ও নাগরিকদের মধ্যকার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হবে। ফলশ্রুতিতে উন্নত পৌর সেবা প্রদানের জন্য সম্পদ সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণসহ সেবা সরবরাহ দ্রুততর হবে। পিডিপি প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় নারীদের

যৌক্তিক অংশগ্রহণ ছাড়াও তাদের সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পৌরসভা ভিত্তিক Gender Action Plan (GAP) তৈরী করা হয়েছে এবং উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সকল ক্ষেত্রে জেন্ডার সংক্রান্ত বিষয়সমূহ সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

পিডিপি প্রণয়নের লক্ষ্যে দরিদ্র এলাকায় নারীদের সাথে মত বিনিময় সভা।

পিডিপি প্রণয়নের লক্ষ্যে দরিদ্র এলাকায় নারীদের সাথে মত বিনিময় সভা ও সামাজিক মানচিত্র অঙ্কন।

দারিদ্র্য বান্ধব নগর উন্নয়ন (Pro-Poor Urban Development) ঃ

পৌরসভার দারিদ্র্য হ্রাসকরণের জন্য নির্ধারিত কার্যক্রম চিহ্নিতকরণ ও প্রণয়নের জন্য পিডিপি'র সাথে দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কর্মসূচি (Poverty Reduction Action Plan) প্রতিটি পিডিপি'র সাথে সংযুক্ত থাকবে। নারীদের ক্ষমতায়নের জন্য PRAP কার্যক্রম বাস্তবায়নের সময় প্রতিটি নির্বাচিত বস্তিতে নারীদের নিয়ে বস্তি উন্নয়ন কমিটি বা Slum Improvement Committee (SIC) প্রতিষ্ঠা করা হবে। TLCC ও WC তে পৌরসভার সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার এ ধরণের নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠির যথাযথ প্রতিনিধিত্ব থাকবে। PRAP বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বস্তি এলাকায় দরিদ্রদের জন্য মৌলিক সেবা প্রদানের নিমিত্তে বাজেটে পর্যাপ্ত পরিমান অর্থের বরাদ্দ নিশ্চিত করা হবে।

বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণ (Private-Sector Participation) ঃ

স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এবং স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) (সংশোধন) আইন, ২০১০ এর ধারা ৯৫ ও ৯৬ মোতাবেক নগর অবকাঠামো ব্যবস্থাপনার জন্য বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণ উৎসাহিত করা হয়েছে। বাস টার্মিনাল, ট্রাক

টার্মিনাল, শিল্প পার্ক, শিল্প নগরী, গ্রোথ সেন্টার, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, মেডিকেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, কমিউনিটি ভিত্তিক আবাসন, বিনোদন কেন্দ্র যথা- পার্ক, জলাশয়, উদ্যান, চিড়িয়াখানা ইত্যাদি নির্মাণ, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ও হস্তান্তরের জন্য প্রতিযোগীতামূলক পদ্ধতিতে বেসামরিক প্রতিষ্ঠানের নিকট ছেড়ে দেওয়া হবে। পানি সরবরাহ ও কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় এ ধরণের বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণের বিষয় পরীক্ষা করে বাস্তব ভিত্তিক পদ্ধতি নিরূপণের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হবে।

সারিয়াকান্দি পৌরসভার হতদরিদ্র এলাকার কিছু স্থিরচিত্র।

সারিয়াকান্দি পৌরসভার হতদরিদ্র এলাকায় চলাচলের রাস্তার স্থিরচিত্র।

১.৬ পিডিপি রিপোর্টের ব্যাপ্তি (Scope of the PDP Report) ঃ

পৌরসভার উন্নয়ন বিষয়ক প্রতিবেদন এর ব্যাপ্তি নিম্নে দেওয়া হলোঃ

অধ্যায় - ০১ ঃ ভূমিকা
অধ্যায় - ০২ ঃ পিডিপি প্রস্তুত প্রক্রিয়া
অধ্যায় - ০৩ ঃ আর্থ সামাজিক চিত্র
অধ্যায় - ০৪ ঃ সেবা প্রাপ্তির সুবিধা
অধ্যায় - ০৫ ঃ দারিদ্রতা এবং ঝুঁকি সমূহ
অধ্যায় - ০৬ ঃ নগর পরিকল্পনা এবং ভূমি ব্যবহার ব্যবস্থাপনা
অধ্যায় - ০৭ ঃ পৌরসভার ভিশন তৈরি, উন্নয়নের ক্ষেত্রসমূহের অগ্রাধিকার চিহ্নিতকরণ ও বাস্তবায়ন কৌশল নির্ণয়
অধ্যায় - ০৮ ঃ ভিশন অর্জন/বাস্তবায়ন পরিকল্পনা
অধ্যায় - ০৯ ঃ আর্থিক পরিকল্পনা ও স্থায়ীত্বশীলতা
অধ্যায় - ১০ ঃ পৌরসভার বিনিয়োগ পরিকল্পনা

পরিশিষ্ট সমূহ

পরিশিষ্ট - ১ ঃ নগর পরিচালন উন্নতিকরণ কর্মসূচি
পরিশিষ্ট - ২ ঃ জেন্ডার কর্ম পরিকল্পনা
পরিশিষ্ট - ৩ ঃ দরিদ্র হ্রাসকরণ কর্ম পরিকল্পনা
পরিশিষ্ট - ৪ ঃ ভূমি ব্যবহার ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা
পরিশিষ্ট - ৫ ঃ কোর গ্রুপ এর সভার কার্যবিবরণী
পরিশিষ্ট - ৬ ঃ টিএলসিসি'র বিশেষ সভার কার্যবিবরণী
পরিশিষ্ট - ৭ ঃ পৌর পরিষদের মাসিক সভার কার্যবিবরণী

১.৭ পিডিপি প্রস্তুত প্রক্রিয়ার ধাপ সমূহ (Steps for Processing PDP Preparation)ঃ

পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা (পিডিপি) হচ্ছে পুরো শহরের জন্য পৌরসভা কর্তৃক প্রণয়নকৃত একটি সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা, যা পৌর জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে চাহিদা চিহ্নিত করতে অগ্রাধিকার নির্ণয়ের মাধ্যমে প্রণীত এবং কারিগরি ও আর্থিক সম্ভাবনা সমীক্ষার দ্বারা সমর্থিত। সারিয়াকান্দি পৌরসভায় দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন দর্শন এবং স্বল্প ও মধ্য মেয়াদী কৌশল নির্ধারণ, সুশৃঙ্খল আর্থিক পরিকল্পনার মাধ্যমে সীমিত সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার, অগ্রাধিকার নিরূপণে একই ধরণের মাপকাঠির ব্যবহার, পরিচালন ব্যবস্থার সংস্কার এবং প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, কর্মদক্ষতার মাইল ফলক স্থাপন ছাড়াও নিজেরাই নিজেদের প্রকল্পের 'প্ল্যান' প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ, উন্নত অবকাঠামো ও সেবা প্রদান, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং উন্নত পরিবেশ ব্যবস্থাপনার জন্য কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা প্রাপ্তি ইত্যাদি পিডিপি প্রস্তুত ও প্রক্রিয়াকরণের মূল অভিপ্রায় বা উদ্দেশ্য।

পিডিপি প্রস্তুত প্রক্রিয়ায় নিম্নবর্ণিত ধাপসমূহ অনুসরণ করা হয়েছে ঃ

মূল ধাপ সমূহ		প্রক্রিয়া সমূহ
ধাপ-১ ঃ	প্রস্তুতি ধাপ (Preparatory Phase)	▪ 'ইনসেপশন ওয়ার্কশপ' আয়োজন ▪ পৌরসভা পর্যায়ে 'কোর গ্রুপ' গঠন করা ▪ টিএলসিসি (TLCC) গঠন ▪ ডব্লিউসি (WC) গঠন
ধাপ-২ ঃ	বাস্তব অবস্থা নিরুপন (Situation Assessment)	(ক) স্টেক হোল্ডার বিশ্লেষণ (খ) বিদ্যমান অবস্থার সমীক্ষা ঃ ● বেজলাইন তথ্য সংগ্রহ (সেকেন্ডারী সোর্স) ● ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (FGD) ● পোভার্টি ম্যাপিং, মূল্যায়ন ও অগ্রাধিকার নির্ধারণ
ধাপ-৩ ঃ	পৌরসভার উন্নয়ন দর্শন প্রণয়ন	▪ ওয়ার্ড ভিশনিং ▪ পৌরসভার সামর্থ ও দুর্বলতা এবং সুযোগ ও হুমকি বিশ্লেষণ (SWOT Analysis) ▪ পৌরসভা পর্যায়ে ভিশনিং ▪ অগ্রাধিকার নির্ধারণ
ধাপ-৪ ঃ	পৌসভার উন্নয়ন কৌশল প্রণয়ন	▪ সার্বিক উন্নয়ন কৌশল নির্ধারণ ▪ অগ্রাধিকার নির্ণয়, প্রকল্প চিহ্নিতকরণ ও সম্ভাব্যতা যাচাই
ধাপ-৫ ঃ	আর্থিক অবস্থার পর্যালোচনা ও বিনিয়োগ পরিকল্পনা প্রস্তুত	পৌরসভার আর্থিক চিত্রঃ ▪ রাজস্ব আয় ও ব্যয় বিশ্লেষণ ▪ মোট দেনা নির্ধারণ ▪ ব্যয় নির্ধারণ ও সেক্টর পরিকল্পনা (Sector Planing) প্রস্তুত ▪ আর্থিক ক্রিয়া পদ্ধতি (Financial Operating) প্রণয়ন

মূল ধাপ সমূহ		প্রক্রিয়া সমূহ
ধাপ-৬ ঃ	পরিচালন ব্যবস্থার সংস্কার (Governance Reform) এবং প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ ও দক্ষতা বৃদ্ধির পরিকল্পনা প্রণয়ন	▪ পৌরসভা পর্যায়ে জেন্ডার এ্যাকশন প্ল্যান (GAP) প্রণয়নের কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুতকরণ ▪ পৌরসভা পর্যায়ে দারিদ্র্য হ্রাসকরণ পরিকল্পনা (PRAP) প্রণয়নের কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুতকরণ ▪ দক্ষতা বৃদ্ধির এ্যাকশন প্ল্যান প্রণয়ন
ধাপ-৭ ঃ	পরিবেশ এবং পুনর্বাসন নির্দেশিকা অনুসরণ	▪ পরিবেশ সংক্রান্ত এ্যাকশন প্ল্যান প্রণয়ন (প্রয়োজন হলে) ▪ ভূমি ব্যবহার ব্যবস্থাপনা প্ল্যান প্রণয়ন ▪ পুনর্বাসন এ্যাকশন প্ল্যান প্রণয়ন (প্রয়োজন হলে)
ধাপ-৮ ঃ	খসড়া পিডিপি দলিলের বৈধতা দান ও অনুমোদন	▪ স্টেক হোল্ডারদের সাথে মত বিনিময় ▪ দলিলের চূড়ান্তরূপ প্রদান

১.৮ পিডিপির ব্যপ্তি (Scope of PDP) ঃ

প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সাধারণ ভাবে ৩টি অংশের সমন্বয়ে পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা (পিডিপি) প্রণিত হবে যা নিম্নরূপ ঃ

(ক) অবকাঠামো ও সেবা সরবরাহ উন্নতিকরণ আওতায় পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন, ড্রেনেজ ব্যবস্থা, কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থা, বস্তি উন্নয়ন, বাজার, রাস্তা, সেতু/কালভার্ট, কসাইখানা নির্মাণ এবং নগর পরিবেশের উন্নয়ন।

(খ) আর্থিক পরিকল্পনার আওতায় সারিয়াকান্দি পৌরসভার আর্থিক ব্যবস্থা পরিবীক্ষন (Review) এবং বিনিয়োগ পরিকল্পনা তৈরী; এবং

(গ) প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধির আওতায় পৌরসভার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধিসহ পৌরসভার সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী জনবল নিয়োগ এবং নাগরিকদের অংশ গ্রহণ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে পৌরসভার পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত নগর পরিচালন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হবে।

এ ছাড়াও নিম্নোক্ত দলিল সমূহ অত্র পিডিপিতে অন্তর্ভূক্ত থাকবেঃ

ক) সারিয়াকান্দি পৌরসভা ভূমি ব্যবহার ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বা Land use Management Plan
খ) জেন্ডার এ্যাকশন প্ল্যান বা Gender Action Plan (GAP)
গ) দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কর্ম-পরিকল্পনা বা Poverty Reduction Action Plan (PRAP)

১.৮.১ প্রস্তুতিমূলক পর্ব ঃ বিভিন্ন গ্রুপ ও কমিটিসহ প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা স্থাপন করা (Preparatory phase: Establishment of the Institutional Arrangement Including Various Groups and Committees) ঃ

পৌরসভা কোর গ্রুপ গঠন, শহর সমন্বয় কমিটি গঠন ও কার্যকর করণ, ওয়ার্ড কমিটি গঠন ও কার্যকর করণ, জেন্ডার কমিটি গঠন ও কার্যকর করণ এবং সেক্টর ভিত্তিক ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন ও কার্যকর করণসহ প্রারম্ভিক কর্মশালার আয়োজন করা, পিডিপি প্রণয়নের প্রস্তুতিমূলক পর্ব। পিডিপি প্রণয়নের কজের গতিশীলতার আনয়নের জন্য এ প্রস্তুতিমূলক পর্ব।

১.৮.২ পৌরসভা কোর গ্রুপ গঠন করা (Formation of Pourashava Core Group) ঃ

(ক) পৌরসভা কোর গ্রুপ গঠন

মেয়রের নেতৃত্বে এবং এলজিইডি সার্বিক তত্ত্বাবধানে পৌরসভার কোর গ্রুপ পিডিপি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে নেতৃত্ব দিবে। এই লক্ষ্যে ২১/১২/২০২২ ইং তারিখের স্মারক নং সারিয়া/পৌ/প্রকৌ/বি/২০২২/৩০ এ পৌরসভার কোর গ্রুপ গঠন করা হয় যা নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

ক্রঃ নং	নাম	পদবী	কমিটির পদবী
১	মোঃ মতিউর রহমান	মেয়র	আহ্বায়ক
২	মোঃ বজলুর রহমান	কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-০৩	সদস্য
৩	মোঃ মামুনুর রশীদ	কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-০৫	সদস্য
৪	মোঃ ফজলুল করিম	কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-০৯	সদস্য
৫	মোছাঃ আলেফা বেগম	সংরক্ষিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-৬, ৮ ও ৯	সদস্য
৬	মোঃ নাজমুল হুদা	কার্য্য সহকারী	সদস্য
৭	মোঃ জাহাঙ্গীর আলম	উপ-সহকারী প্রকৌশলী ও পৌনিক (ভারঃ)	সদস্য-সচিব

(খ) পৌরসভা কোর গ্রুপের কার্য পরিধি

প্রকল্প পরামর্শক/ কনসালটেন্ট এবং প্রকল্প ব্যবস্থাপনা অফিসের সহায়তায় কোর গ্রুপ- সমন্বয়, পরামর্শ ও পরিবীক্ষণ সহায়তা প্রদান করবে। আরও সুনির্দিষ্ট ভাবে, কোর গ্রুপ নিম্ন লিখিত দায়িত্ব পালন করবে।

১) পিডিপি প্রস্তুতকরণের কাজ তদারকি করা
২) পিডিপির ডকুমেন্ট পর্যালোচনা ও বৈধকরণ
৩) প্রকল্প চিহ্নিত করণে সহায়তা
৪) চিহ্নিত প্রকল্পসমূহ প্রস্তুত, অনুমোদন ও বাস্তবায়নে সহায়তা
৫) পিডিপি বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণে সহায়তা

প্রকল্প পরামর্শকগণ এবং প্রকল্প ব্যবস্থাপনা অফিসের সহায়তায় কোর গ্রুপ- পিডিপি এর সমন্বয়, পরামর্শ ও পরিবীক্ষণে সহায়তা প্রদান করবে।

১.৮.৩ শহর সমন্বয় কমিটি গঠন ও কার্যকরকরণ (Formation of Town Level Coordination Committee (TLCC) and its functionalization)

পৌরসভা হলো স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ দ্বারা পরিচালিত একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা। নাগরিকদের কল্যাণার্থে এবং সমগ্র পৌর এলাকার নাগরিকদেরকে যথাযথ সেবা প্রদানের লক্ষ্যে এই সংস্থা সৃষ্টি করা হয়েছে। ইহা জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত একটি কল্যাণমূখী সংস্থা। এ কারণে পৌরসভার উন্নয়নমূলক ও সেবাধর্মী এই উভয় ধরণের কর্মকান্ডে নাগরিকদের অংশগ্রহণ অত্যাবশ্যকীয়। পৌরসভা উন্নয়নমূলক ও সেবাধর্মী কর্মকান্ডে নাগরিকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে, স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯-এর ১১৫ ধারার ক্ষমতাবলে 'শহর সমন্বয় কমিটি' (টিএলসিসি) গঠনের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগ ০৯ মার্চ ২০১১ খ্রিঃ ৪৬.০৬৩.০২২.০১.০০.০০১.২০১১-২৫৮ নং স্মারকের মাধ্যমে বিজ্ঞপ্তি জারী করে।

পূর্ববর্তী ও চলমান বিভিন্ন প্রকল্পের অভিজ্ঞতার আলোকে প্রতীয়মান হয়েছে যে, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সমূহের কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় স্থানীয় সংশ্লিষ্ট মহলের অংশগ্রহণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। স্থানীয় সংশ্লিষ্ট মহলের অংশগ্রহণ উন্নয়ন কর্মকান্ডে দক্ষতা বৃদ্ধিতে অবদান রাখার পাশাপাশি উন্নয়ন উদ্যোগের স্থায়ীত্ব নিশ্চিত করে।

সংশ্লিষ্ট মহলের অংশগ্রহণের লক্ষ্যে, স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এবং প্রাসঙ্গিক আদেশ দ্বারা 'শহর সমন্বয় কমিটি' (টিএলসিসি)-কে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া হয়েছে। পৌরসভার আনুষ্ঠানিক অংশগ্রহণ প্রক্রিয়ায় 'শহর সমন্বয় কমিটি'কে স্থানীয় বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার জনগণের ও সংশ্লিষ্ট মহলের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

শহর সমন্বয় কমিটি (টিএলসিসি)

'শহর সমন্বয় কমিটি' পৌর-কাউন্সিলরবৃন্দ, সংশ্লিষ্ট সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষের প্রতিষ্ঠান ও নাগরিকদের প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত পৌরসভার একটি প্রতিনিধিত্বধর্মী কমিটি, যার সদস্য সংখ্যা কোন অবস্থাতেই ৫০ (পঞ্চাশ) এর অধিক হবে না। এই পঞ্চাশ সদস্যের মধ্যে অবশ্যই এক-তৃতীয়াংশ মহিলা সদস্য থাকতে হবে। প্রতি ওয়ার্ড থেকে ০১- ০৩

জন সদস্য মনোনীত করতে হবে। শহর সমন্বয় কমিটির সদস্য চূড়ান্ত ভাবে মনোনীত করার পূর্বে সম্ভাব্য যোগ্য নাগরিকদের সাথে যোগাযোগ করে অন্তর্ভুক্তিতে তাদের আগ্রহ জানতে হবে। প্রতিষ্ঠানের ভূমিকার গুরুত্ব বিবেচনায় রেখে সহযোগী প্রতিষ্ঠান চিহ্নিত করতে হবে। সর্বপরি স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনের নির্দেশনা মোতাবেক 'শহর সমন্বয় কমিটি' গঠিত হইতে হবে। সারিয়াকান্দি পৌরসভার স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯-এর ১১৫ ধারার মোতাবেক ০১/০৮/২০২১ ইং সারিয়াকান্দি পৌরসভায় 'শহর সমন্বয় কমিটি' (টিএলসিসি) পুনঃগঠন করা হয় যা নিম্নরূপঃ

শহর সমন্বয় কমিটি ঃ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী/পরিচয়	কমিটিতে পদবী
১.	মোঃ মতিউর রহমান, মেয়র, সারিয়াকান্দি পৌরসভা,বগুড়া।	মেয়র	চেয়ারপার্সন
২.	মোছাঃ রিনা বেগম, কাউন্সিলর সংরক্ষিত আসনঃ ১,২,৩	সংরক্ষিত কাউন্সিলর	সদস্য
৩.	মোছাঃ শেফালি বেগম, কাউন্সিলর সংরক্ষিত আসনঃ ৪,৫,৭	সংরক্ষিত কাউন্সিলর	সদস্য
৪.	মোছাঃ আলেফা বেগম, কাউন্সিলর সংরক্ষিত আসনঃ ৬,৮,৯	সংরক্ষিত কাউন্সিলর	সদস্য
৫.	মোঃ মিলন প্রাং , কাউন্সিলর ওয়ার্ড নংঃ ০১	কাউন্সিলর	সদস্য
৬.	খন্দকার মোঃ খোরশেদ আলম, কাউন্সিলর ওয়ার্ড নংঃ ০২	কাউন্সিলর	সদস্য
৭.	মোঃ বজলুর রহমান, কাউন্সিলর ওয়ার্ড নংঃ ০৩	কাউন্সিলর	সদস্য
৮.	মোঃ আপেল মিয়া (রনি), কাউন্সিলর ওয়ার্ড নংঃ ০৪	কাউন্সিলর	সদস্য
৯.	মোঃ মামুনুর রশীদ, কাউন্সিলর ওয়ার্ড নংঃ ০৫	কাউন্সিলর	সদস্য
১০.	মোঃ মুন্‌জু মিয়া, কাউন্সিলর ওয়ার্ড নংঃ ০৬	কাউন্সিলর	সদস্য
১১.	মোঃ শিতাবুল ইসলাম, কাউন্সিলর ওয়ার্ড নংঃ ০৭	কাউন্সিলর	সদস্য
১২.	মোঃ মেহেদী হাসান, কাউন্সিলর ওয়ার্ড নংঃ ০৮	কাউন্সিলর	সদস্য
১৩.	মোঃ ফজলুল করিম, কাউন্সিলর ওয়ার্ড নংঃ ০৯	কাউন্সিলর	সদস্য
১৪.	সহকারী কমিশনার, ভূমি সারিয়াকান্দি, বগুড়া।	জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধি	সদস্য
১৫.	উপজেলা প্রকৌশলী, সারিয়াকান্দি, বগুড়া।	প্রতিনিধি এলজিইডি, বগুড়া	সদস্য
১৬.	সহকারী প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, বগুড়া।	প্রতিনিধি সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, বগুড়া।	সদস্য
১৭.	সহকারী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, জোন, বগুড়া।	প্রতিনিধি গণপূর্ত অধিদপ্তর বগুড়া জোন।	সদস্য
১৮.	উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা, সারিয়াকান্দি, বগুড়া।	প্রতিনিধি জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, বগুড়া।	সদস্য
১৯.	উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা, সারিয়াকান্দি, বগুড়া।	প্রতিনিধি জেলা সমবায় কার্যালয়, বগুড়া।	সদস্য
২০.	উপ-সহকারী প্রকৌশলী,জনস্বাস্থ্য সহকারী প্রকৌশলী কার্যালয়, সারিয়াকান্দি, বগুড়া।	প্রতিনিধি জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, বগুড়া।	সদস্য
২১.	উপ-সহকারী প্রকৌশলী, টিএনটি, সারিয়াকান্দি, বগুড়া।	প্রতিনিধি জেলা টিএনটি কার্যালয়, বগুড়া।	সদস্য
২২.	জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম, প্রভাষক, আব্দুল মান্নান সরকারী মহিলা কলেজ, সারিয়াকান্দি, বগুড়া।	পেশাজীবী প্রতিনিধি	সদস্য
২৩.	জনাব খায়রুল আলম, সভাপতি যমুনা থিয়েটার, সারিয়াকান্দি, বগুড়া	পেশাজীবী প্রতিনিধি	সদস্য
২৪.	জনাব এ্যাড. শফিকুল ইসলাম (হিরা) , হিন্দুকান্দি, সারিয়াকান্দি, বগুড়া।	পেশাজীবী প্রতিনিধি	সদস্য
২৫.	জনাব আবু তৈয়ব জহুরুল ইসলাম বাদশা, সভাপতি, বণিক সমিতি, সারিয়াকান্দি, বগুড়া।	পেশাজীবী প্রতিনিধি	সদস্য
২৬.	জনাব ডাঃ মিলটন কুমার সাহা, সহকারী অধ্যাপক, শহীদ জিয়া মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল, বগুড়া।	পেশাজীবী প্রতিনিধি	সদস্য

ক্রমিক নং	নাম	পদবী/পরিচয়	কমিটিতে পদবী
২৭.	জনাব এ্যাড. সাকোয়াত হোসেন, পরিচালক, পল্লী গণ উন্নয়ন সংস্থা, সারিয়াকান্দি, বগুড়া।	এনজিও প্রতিনিধি	সদস্য
২৮.	জনাব শাফি মাহমুদ,পরিচালক, রুরাল ডেভেলফম্যান্ট ফাউন্ডেশন, সারিয়াকান্দি, বগুড়া।	এনজিও প্রতিনিধি	সদস্য
২৯.	জনাব আশিক আহম্মেদ, স্বাস্থ্য উন্নয়ন সংস্থা, সারিয়াকান্দি, বগুড়া।	এনজিও প্রতিনিধি	সদস্য
৩০.	জনাব মোঃ কোরবান আলী,সভাপতি, পল্লী গণ উন্নয়ন সংস্থা, সারিয়াকান্দি, বগুড়া।	এনজিও প্রতিনিধি	সদস্য
৩১.	জনাব আব্দুর রশিদ, সাবেক প্রধান শিক্ষক, সারিয়াকান্দি সরকারী বালক উচ্চ বিদ্যালয়, বাড়ইপাড়া, ০৯ নং ওয়ার্ড, সারিয়াকান্দি পৌরসভা, বগুড়া।	নাগরিক সমাজ	সদস্য
৩২.	জনাব বাবু অরুনাংশু কুমার, সাবেক প্রধান শিক্ষক, সারিয়াকান্দি সরকারী বালক উচ্চ বিদ্যালয়, সারিয়াকান্দি, ০৫ নং ওয়ার্ড, সারিয়াকান্দি পৌরসভা, বগুড়া।	নাগরিক সমাজ	সদস্য
৩৩.	জনাব আলহাজ্ব মোজাহার আলী সরদার, সমাজসেবক, সারিয়াকান্দি, ০৫ নং ওয়ার্ড, সারিয়াকান্দি, বগুড়া।	নাগরিক সমাজ	সদস্য
৩৪.	জনাব মোঃ আইয়ুর আলী তরফদার, ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, সারিয়াকান্দি, বগুড়া।	নাগরিক সমাজ	সদস্য
৩৫.	জনাব বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল করিম, সমাজসেবক, সারিয়াকান্দি, ০৫ নং ওয়ার্ড, সারিয়াকান্দি পৌরসভা, বগুড়া।	নাগরিক সমাজ	সদস্য
৩৬.	জনাব চন্দ্রন কুমার চক্রবর্তি, সারিয়াকান্দি, ০৬ নং ওয়ার্ড, সারিয়াকান্দি পৌরসভা, বগুড়া।	নাগরিক সমাজ	সদস্য
৩৭.	জনাব বীর মুক্তিযোদ্ধা আলী আজগর, সাবেক কমান্ডার , ০৪ নং ওয়ার্ড, সারিয়াকান্দি পৌরসভা, বগুড়া।	নাগরিক সমাজ	সদস্য
৩৮.	জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম পটল, ব্যাংকার, সারিয়াকান্দি ০৬ নং ওয়ার্ড, সারিয়াকান্দি পৌরসভা, বগুড়া।	নাগরিক সমাজ	সদস্য
৩৯.	জনাব মোঃ শাহাদত জামান গেদা, বাগবেড়, ০৭ নং ওয়ার্ড, সারিয়াকান্দি পৌরসভা, বগুড়া।	নাগরিক সমাজ	সদস্য
৪০.	জনাব মোঃ খাজা নাজিমদ্দিন, সাবেক কাউন্সিলর, বাড়ই পাড়া ০৮ নং ওয়ার্ড, সারিয়াকান্দি পৌরসভা, বগুড়া।	নাগরিক সমাজ	সদস্য
৪১.	জনাব মোঃ সবুজ আলী, প্রধান শিক্ষক, গজারিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, হিন্দুকান্দি, ০১ নং ওয়ার্ড, সারিয়াকান্দি পৌরসভা, বগুড়া	নাগরিক সমাজ	সদস্য
৪২.	জনাব মোঃ মমতাজুর রহমান মন্ডল, হিন্দুকান্দি, ০৪ নং ওয়ার্ড, সারিয়াকান্দি পৌরসভা,বগুড়া।	নাগরিক সমাজ	সদস্য
৪৩.	জনাব প্রভাত চন্দ্র সাহা, সারিয়াকান্দি ০৫নং ওয়ার্ড, সারিয়াকান্দি পৌরসভা,বগুড়া।	শহর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি	সদস্য
৪৪.	জনাব মিনহাজ উদ্দিন, সাবেক কাউন্সিলর, হিন্দুকান্দি ০১ নং ওয়ার্ড, সারিয়াকান্দি পৌরসভা, বগুড়া।	শহর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি	সদস্য
৪৫.	জনাব চানু রাজভর, সারিয়াকান্দি, ০৬নং ওয়ার্ড, সারিয়াকান্দি পৌরসভা,বগুড়া।	শহর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি	সদস্য
৪৬.	জনাব আব্দুর রশিদ, ট্রাক শ্রমিক, বাড়ইপাড়া, ০৯নং ওয়ার্ড, সারিয়াকান্দি পৌরসভা,বগুড়া।	শহর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি	সদস্য
৪৭.	জনাব শফিকুল ইসলাম, সারিয়াকান্দি, ওয়ার্ড নং-০৬, সারিয়াকান্দি পৌরসভা,বগুড়া।	শহর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি	সদস্য
৪৮.	জনাব মোঃ রেজাউল করিম, হিন্দুকান্দি, ওয়ার্ড নং-০১ সারিয়াকান্দি পৌরসভা,বগুড়া।	শহর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি	সদস্য
৪৯.	জনাব সামছুর রহমান (ছনছু), হিন্দুকান্দি, ওয়ার্ড নং-০১, সারিয়াকান্দি পৌরসভা,বগুড়া।	শহর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি	সদস্য
৫০.	জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম	উপ-সহকারী প্রকৌশলী ও পৌনিক (ভারঃ) সারিয়াকান্দি পৌরসভা	সদস্য-সচিব

‘শহর সমন্বয় কমিটি’র কার্যপরিধি (ToR)

স্থানীয় সরকার বিভাগের ০৯ মার্চ ২০১১ খ্রিষ্টাব্দের ৪৬.০৬৩.০২২.০১.০০.০০১.২০১১-২৫৮ নং স্মারকে জারীকৃত প্রজ্ঞাপনে উল্লেখিত ‘শহর সমন্বয় কমিটি’র কার্যপরিধি নিচে উল্লেখ করা হলো-

১)	নাগরিকদেরকে পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন পর্যায়ে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে সচেতন করাসহ পৌরসভার সার্বিক উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরীর বিষয় আলোচনার উদ্যোগ নেয়া;
২)	পৌরসভার সার্বিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের বিষয় অগ্রগতি, সহযোগীতা, ও তত্ত্বাবধান এবং মনিটরিং করা;
৩)	কমিটির সভায় পৌরসভার কর ধার্যকরণসহ কর আদায়ের বিষয়ে আলোচনা করা;
৪)	পৌরসভা কর্তৃক পৌরবাসীকে বিভিন্ন সেবা প্রদান সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করা;
৫)	কমিটি গঠনের ১৫ দিনের মধ্যে শহর সমন্বয় কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠান করা;
৬)	প্রতি তিন মাসে একটি সভা অনুষ্ঠান করা এবং প্রতিটি সভার কার্যবিবরণী তৈরী করা;
৭)	পৌরসভা কর্তৃক বাস্তবায়িত উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের অগ্রগতি, গুনগতমান ও সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা;
৮)	পৌরসভার পরিচালন ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের বিষয়ে আলোচনা করা;
৯)	পৌরসভার উন্নয়ন কর্মকান্ডে নাগরিক সম্পৃক্ততা নিয়ে আলোচনা করা;
১০)	পৌরসভার স্থায়ী কমিটি সমূহের কাজের অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করা; এবং
১১)	সকল শহর সমন্বয় কমিটির আলোচনা, সিদ্ধান্ত সমূহ কার্যবিবরণী আকারে লিপিবদ্ধ করা এবং পরবর্তী সভাসমূহে সিদ্ধান্ত সমূহের বাস্তবায়নের অবস্থা আলোচনা করা ও ব্যবস্থা চালিয়ে যাওয়া।

শহর সমন্বয় কমিটি সভার গুরুত্ব

শহর সমন্বয় কমিটি হলো পৌরসভার নির্বাচিত প্রতিনিধি, জনসেবা প্রদানকারী সংস্থা সমূহের প্রতিনিধি, নারী ও দারিদ্র্য জনগোষ্ঠির প্রতিনিধিসহ নাগরিক সমাজ, পেশাজীবি প্রতিনিধি, এবং বেসরকারী সংস্থা সমূহের (এনজিও) প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত পৌরসভা ভিত্তিক একটি ফোরাম। নিম্নলিখিত কারণে শহর সমন্বয় কমিটি’র সভা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

- কর নির্ধারণ ও আদায়সহ পৌরসেবা ও উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনার বিষয়ে সদস্যদের মতামত প্রদানের সুযোগ প্রদান করে;
- পৌরসেবা ও উন্নয়ন কর্মকান্ড সম্পর্কে নাগরিক সমাজ ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট মহলের মতামত পাওয়া যায়;
- জনসেবা প্রদানকারী সংস্থা সমূহ ও পৌরসভার মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে তহবিলের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়;
- পৌরসভা ও অন্যান্য সেবা প্রদানকারী সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত সেবা ও অবকাঠামো সম্পর্কিত সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সুপারিশ প্রদানের মাধ্যমে পৌরসভার উন্নয়নের জন্য একটি সমন্বিত পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করার পরিবেশ সৃষ্টি করে;
- পৌরসভায় ‘সুশাসন’ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পৌরসভার সামগ্রিক ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে।

টিএলসিসি’র সভাকে কার্যকরী ও ফলপ্রসূ করন

সারিয়াকান্দি পৌরসভা স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯-এর ১১৫ ধারার সকল টি ও আর (TOR) মেনে ‘শহর সমন্বয় কমিটি’ (টিএলসিসি) কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। তবে ‘শহর সমন্বয় কমিটি’ (টিএলসিসি) কে অধিকতর কার্যকর ও ফলপ্রসূ করতে শুধু মাত্র প্রকল্পভূক্ত সারিয়াকান্দি পৌরসভায় নয় বরং সকল পৌরসভার ক্ষেত্রে নিম্ন লিখিত বিষয়াদি বিশেষ বিবেচনায় রাখতে হবে।

- পৌরসভার সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারী, দারিদ্র্য জনগোষ্ঠি, সুশীল সমাজ, পেশাজীবি ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট মহলের প্রতিনিধিত্ব ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে;
- পৌরসভার সুযোগ-সুবিধা এবং উন্নয়ন কর্মকান্ডের উপর মালিকানা ও নাগরিক দায়িত্ববোধ সৃষ্টি করতে হবে;
- নাগরিক সেবা প্রদানকারী সংস্থা সমূহের সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে, এবং সামগ্রিক পৌর পরিচালন ব্যবস্থার সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সুপারিশ প্রণয়নের মাধ্যমে পৌরসভার সমন্বিত উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হবে;

- পৌর প্রশাসন, আর্থিক ব্যবস্থাপনা, অবকাঠামো এবং পরিসেবা কার্যক্রম ব্যবস্থাপনায় সুপারিশ প্রদানের মাধ্যমে পৌর প্রশাসনের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে পৌরসভাকে সহায়তা করতে হবে।

১.৮.৪ ওয়ার্ড কমিটি, জেন্ডার কমিটি, পিইউ কমিটি গঠন ও কার্যকরকরণ (Formation of ward Committees WC), Gender Committee (GC) and Planning Unit (PU) and its functionalization)

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রকল্পের মাধ্যমে শহর ও পল্লী অঞ্চলের সংযোগ সাধন পূর্বক আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করা, দারিদ্র্য সীমা কমানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করাসহ প্রকল্পের আওতায় স্থানীয় সরকার হিসাবে পৌরসভা সমূহকে শক্তিশালী করার উপযোগী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের নগর সেক্টরে বাস্তবায়িত বিভিন্ন প্রকল্পের অভিজ্ঞতা ও নাগরিক সম্পৃক্ততা কার্যক্রমের সুফল বিবেচনা করে স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন ২০০৯ এর ১৪ নং ধারায় পৌরসভার সেবামূলক ও অন্যান্য আর্থ-সামাজিক কার্যক্রমের বিষয়ে জনগণের মতামত গ্রহণের উদ্দেশ্যে ওয়ার্ড পর্যায়ে কমিটি গঠনের বিধান রাখা হয়েছে। কোন প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের সাথে জনগণকে সম্পৃক্ত করা হলে প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পায় এবং জনগণের চাহিদার অগ্রাধিকার নির্ণয়সহ বাস্তবায়িত সেবাধর্মী কাজের গুণগতমান বজায় রাখা সহজ হয়। জনগণকে সম্পৃক্ত করে আংশগ্রহণমূলক ভাবে পৌরসভা উন্নয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করায় জনগণের ইচ্ছার সাথে পৌরসভার একটি সেতুবন্ধন তৈরী হয়, যা পৌরসভাকে একটি সফল প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে সহায়ক হয়। গত ০১-০৮-২০২১খ্রিঃ তারিখে সারিয়াকান্দি পৌরসভায় স্থানীয় সরকার বিভাগের প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী নিম্ন লিখিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে ৯টি ওয়ার্ডে "ওয়ার্ড কমিটি" পুনঃগঠন করা হয়। তন্মধ্যে ১টি "ওয়ার্ড কমিটি" এর নমুনা নিম্নরুপঃ এবং নিম্মে উল্লেখিত কার্যপরিধি অনুযায়ী কমিটির সদস্যগণ দায়িত্ব পালন করবেন।

০১ নং ওর্য়াড কমিটির (WC) কাঠামো পুণ: গঠন নিম্নরুপ:

ক্রমিক নং	নাম	পেশা/পদবী	কমিটিতে পদবী
০১	মোঃ মিলন প্রাং	কাউন্সিল, সারিয়াকান্দি পৌরসভা, বগুড়া।	সভাপতি
০২	মোছাঃ রিনা বেগম	সংরক্ষিত কাউন্সিলর, সারিয়াকান্দি পৌরসভা, বগুড়া।	সহ-সভাপতি
০৩	মো: দৌলতজামান মোল্লা	দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি	সদস্য
০৪	মো: নান্টু সরকার	দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি	সদস্য
০৫	মোছা: সুইটি বেগম	দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি	সদস্য
০৬	আব্দুল খালেক	নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি	সদস্য
০৭	মোছা: শিরিন বেগম	নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি	সদস্য
০৮	বিপ্লব মাহমুদ	পেশাজীবী সংগঠন	সদস্য
০৯	সুলতানা মাহমুদ	পেশাজীবী সংগঠন	সদস্য
১০	মোঃ জাহাঙ্গীর আলম	উপ-সহকারী প্রকৌশলী, সারিয়াকান্দি পৌরসভা, বগুড়া।	সদস্য-সচিব

ওয়ার্ড কমিটির (WC) কার্যপরিধি: আইনের বিধান সাপেক্ষে ওর্য়াড কমিটির কার্যপরিধি নিম্মরূপ হইবেঃ-

১. ওয়ার্ডের চলমান,বাস্তবায়িতব্য উন্নয়নমূলক কাজের অগ্রগতি, গুণগত মান ও সমস্যা নিয়ে ওয়ার্ডের নাগরিকবৃন্দের সহিত আলোচনা করা;
২. ধারা -১১৫ এর অধীনে গঠিত কমিটির সভায় ওয়ার্ডের অবকাঠামো এবং সেবা ও সমস্যাসমূহ উপস্থাপন করা;
৩. জনগণকে কর, উপ-কর, ফিস, টোল ও রেইট ইত্যাদি প্রদানের জন্য সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচালনা করা;
৪. জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধনসহ অত্যাবশ্যকীয় আর্থ-সামাজিক উপাত্ত সংগ্রহ;
৫. রাস্তার বাতি, নিরাপদ পানির উৎস ও অন্যান্য জনকল্যানমূলক প্রকল্প নির্ধারনের জন্য পরিষদকে পরামর্শ প্রদান;
৬. পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, স্যানিটেশন, পরিবেশ সংরক্ষণ, বৃক্ষরোপন বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করা;
৭. ওয়ার্ডের বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার লোকের মধ্যে ঐক্য ও সুসম্পর্ক সৃষ্টি করার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা;
৮. সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচিভুক্ত যেমন, ভিজিডি, ভিজিএফ, বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা,ভর্তুকি ইত্যাদি ব্যক্তিদের তালিকা তৈরি করে পৌরসভায় প্রেরণ করা;
৯. জনস্বাস্থ্য বিষয় কার্যক্রম, বিশেষত বিভিন্ন প্রকার রোগ প্রতিরোধ, পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম, বর্জ্য অপসারনের ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে সহায়তা করা;
১০. মহামারী ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় জরুরী ভিত্তিতে কার্যক্রম গ্রহণ করা;
১১. পৌরসভা কর্তৃক বাজেট অনুমোদন সাপেক্ষে, প্রতি ছয়মাসে একবার ১৫০ জন গণ্যমান্য ব্যাক্তিকে আমন্ত্রন জানিয়ে ওয়ার্ডে
সার্বিক কর্মকান্ড সম্পর্কে উন্মুক্ত আলোচনা করিয়া, সফল বাস্তবায়নের জন্য উহা পরিষদে প্রেরণ করা;
১২. সরকার এবং পরিষদ কর্তৃক সময় সময় অর্পিত অন্য কোন দায়িত্ব পালন;

ওয়ার্ড কমিটি সভার গুরুত্ব

ওয়ার্ড কমিটি হচ্ছে নির্বাচিত ও স্থানীয় অধিবাসীদের সমন্বয়ে গঠিত ওয়ার্ড ভিত্তিক একটি ফোরাম। নিম্নলিখিত কারণে ওয়ার্ড কমিটি'র সভা গুরুত্বপূর্ণ।

- ওয়ার্ড এর উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় স্থানীয় অধিবাসীদের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করে;
- ত্রৈমাসিক সভা ও আলোচনার মাধ্যমে ওয়ার্ডের সমস্যা সমূহ চিহ্নিত করে এবং ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মাধ্যমে তা শহর সমন্বয় কমিটিতে উপস্থাপন করে;
- অবকাঠামো উন্নয়ন ও পরিসেবা প্রদান, পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করে;
- পৌরকর ও ফি-সমূহ নিয়মিত প্রদান নিশ্চিত করে;

- আইন-শৃংখলা ও আর্থ-সামাজিক বিষয়ে পৌরসভাকে সহযোগীতা প্রদানে নাগরিক দায়িত্ববোধ সৃষ্টি করে।

সারিয়াকান্দি পৌরসভা স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯-এর ১৪ ধারার সকল টি ও আর (TOR) মেনে 'ওয়ার্ড কমিটি' (WC) কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। তবে 'ওয়ার্ড কমিটি' (WC) কে অধিকতর কার্যকর ও ফলপ্রসূ করতে শুধুমাত্র প্রকল্প ভূক্ত সারিয়াকান্দি পৌরসভায় নয় বরং সকল পৌরসভার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়াদি বিশেষ বিবেচনায় রাখতে হবে।

- ওয়ার্ডের বাসিন্দা ও নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্যে নিয়মিত সংযোগ স্থাপন করা;
- পৌরসভার অবকাঠামো ও পরিসেবা প্রদানে সমস্যা সম্পর্কে নাগরিক চাহিদা ও ধারণা নিরূপণ, এবং সমস্যা সমাধানে কার্যকর ব্যবস্থা চিহ্নিত করা;
- পৌরসভার আর্থিক সঙ্গতি বৃদ্ধি, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় কমিয়ে আনা এবং পৌরসেবার মান বৃদ্ধি করা;
- কর পরিশোধ, পৌরসেবা গ্রহণে
- নাগরিক অধিকার ও পৌরসভার কর্মকান্ডে মালিকানা বোধ সৃষ্টিতে নাগরিক সচেতনতা বৃদ্ধি করা;
- নাগরিকদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে পৌরসভায় সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করা।

জেন্ডার কমিটি গঠন ও কার্যকরকরণ (Formation of Gender Committee (GC) and its Functionalization)

জেন্ডার কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও তত্ত্বাবধান কার্যক্রমে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পৌরসভা একজন নারী ওয়ার্ড কাউন্সিলরকে প্রধান করে একটি জেন্ডার কমিটি গঠন করবে। কমিটি জেন্ডার সংশ্লিষ্ট বিষয় সমূহ সমন্বয় করবে এবং কর্ম-পরিধি অনুসারে জেন্ডার কর্ম-পরিকল্পনার কার্যাবলী সম্পাদন করবে। জেন্ডার কমিটি তাদের কার্যাবলী অব্যাহত রাখবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে।

সারিয়াকান্দি পৌরসভায় গঠিত জেন্ডার কমিটি যা নিম্নরুপঃ

টেবিলঃ- জেন্ডার কমিটি

ক্রঃ নং	নাম	পদবী	কমিটিতে পদবী
১	মোছা: রিনা বেগম	কাউন্সিলর (সংরক্ষিত) ১,২,৩	সভাপতি
২	মোঃ মতিউর রহমান	মেয়র	সদস্য
৩	মোছা: আলেফা বেগম	কাউন্সিলর (সংরক্ষিত), ৬,৮,৯	সদস্য
৪	মোছা: শেফালী বেগম	কাউন্সিলর (সংরক্ষিত), ওয়ার্ড নং ৪,৫,৭	সদস্য
৫	খন্দকার মো: খোরশেদ আলম	কাউন্সিলর (সাধারণ), ওয়ার্ড নং ০২	সদস্য

জেন্ডার কমিটির কর্ম-পরিধিঃ

১. নিয়মিত মাসিক সভা অনুষ্ঠান এবং সভার কার্যবিবরণী প্রস্তুত করা;
২. জেন্ডার কর্ম-পরিকল্পনার কার্যাবলী পরিবীক্ষণ, জেন্ডার সম্পর্কিত সমস্যাবলী নিয়ে আলোচনা করা এবং পৌরসভার জেন্ডার কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন ও পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনায় অন্তর্ভূক্তিকরণে সহযোগিতা প্রদান করা;
৩. জেন্ডার সমতা সংশ্লিষ্ট বিষয় সমূহ চিহ্নিত করণ এবং আঞ্চলিক, সরকারি প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসহ পৌরসভার ভূমিকা নির্ধারণ;
৪. সংশ্লিষ্ট ফোরাম সমূহে জেন্ডার কমিটির কার্যাবলী উপস্থাপন;
৫. পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনায় বর্ণিত সংশ্লিষ্ট কার্যাবলী সম্পাদন ও তত্ত্বাবধানে পৌরসভাকে সহযোগিতা করা;
৬. জেন্ডার বিষয়ে বাজেট বরাদ্দের জন্য সুপারিশ করা।

জেন্ডার কমিটি কার্যকর প্রক্রিয়া ঃ

- নিয়মিত মাসিক সভা অনুষ্ঠান এবং সভার কার্যবিবরণী প্রস্তুত কর;
- জেন্ডার কর্ম-পরিকল্পনার কার্যাবলী পরিবীক্ষণ, জেন্ডার সম্পর্কিত সমস্যাবলী নিয়ে আলোচনা করা এবং পৌরসভার জেন্ডার কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন ও পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনায় অন্তর্ভূক্তি করণে সহযোগিতা প্রদান করা;
- জেন্ডার সমতা সংশ্লিষ্ট বিষয় সমূহ চিহ্নিতকরণ এবং আঞ্চলিক, সরকারি প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসহ পৌরসভার ভূমিকা নির্ধারণ;
- সংশ্লিষ্ট ফোরাম সমূহে জেন্ডার কমিটির কার্যাবলী উপস্থাপন;
- পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনায় বর্ণিত সংশ্লিষ্ট কার্যাবলী সম্পাদন ও তত্ত্বাবধানে পৌরসভাকে সহযোগিতা করা;
- জেন্ডার বিষয়ে বাজেট বরাদ্দের জন্য সুপারিশ করা।

জেন্ডার কমিটির সভাকে কার্যকরী ও ফলপ্রসূ করতে নিম্ন লিখিত পদক্ষেপ অনুসরণ করা প্রয়োজনঃ

- পৌর নাগরিকবৃন্দকে সম্পৃক্ত করে এবং সুনির্দিষ্ট কিছু পদক্ষেপ অনুসরণ করে সারিয়াকান্দি পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে;
- TLCC এবং WC সমূহে নারী প্রতিনিধি নিশ্চিত করার বিষয়টি জেন্ডার কমিটি ফলোআপ করবে;
- TLCC গঠনে এক-তৃতীয়াংশ নারী সদস্য এবং WC গঠনে ৪০% নারী সদস্যের অন্তর্ভূক্তি নিশ্চিত করতে হবে;
- পৌরসভা স্থায়ী কমিটি সমূহ গঠনকালে ৪০% নারী প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে হবে;
- পৌরসভা সমূহ মেয়র প্যানেলেও কমপক্ষে একজন নারী সদস্য রাখা;
- প্রকল্প সমাপ্তির পরেও জেন্ডার কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য বাজেট বরাদ্দসহ এর বাস্তবায়ন কাজ অব্যাহত রাখা।

পরিকল্পনা ইউনিট গঠন ও কার্যকরকরণ (Formation of Planning Unit (PU) and its Functionalization) ঃ

সারিয়াকান্দি পৌরসভা বর্তমানে 'গ' শ্রেণিভূক্ত, যাদের সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামোতে পরিকল্পনা ইউনিট অন্তর্ভূক্ত নেই। পরিকল্পিত নগর উন্নয়ন এবং অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা ইউনিট গঠন করা অত্যন্ত জরুরী। এটা দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে শহর পরিকল্পনা এখনও আমাদের নগর পরিকল্পনা সংস্কৃতির অংঙ্গ হয়ে ওঠেনি। ব্যক্তিগত ভাবে ভূমি উন্নয়ন ও ভবন নির্মাণ স্বল্পতই পরিকল্পিত উন্নয়নের সাথে সম্পর্কিত থাকে এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষও উন্নয়নের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম নয়। সারিয়াকান্দি পৌরসভা আইনের নির্দেশনা অনুসারে শহর পরিকল্পনা ইউনিট গঠনের মাধ্যমে ভবিষ্যতে একটি পরিকল্পিত নগর হিসেবে গড়ে তুলতে চায়। সুতরাং, সারিয়াকান্দি পৌরসভায় সুনির্দিষ্ট কর্ম পরিধিসহ একটি পরিকল্পনা ইউনিট গঠন করার বাস্তব প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। পরিকল্পিত নগর গড়ে তুলতে উপ-সহকারী প্রকৌশলীকে ইউনিট প্রধান করে পরিকল্পনা ইউনিট গঠন করা হয়।

সারিয়াকান্দি পৌরসভায় গঠিত নগর পরিকল্পনা ইউনিটের প্রজ্ঞাপন জারি করা হয় যা নিম্নরুপ।

নগর পরিকল্পনা ইউনিট

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	কমিটিতে পদবী
০১	মোঃ জাহাঙ্গীর আলম	উপ-সহকারী প্রকৌশলী	সভাপতি
০২	মোঃ তাজুল ইসলাম	কার্য্য সহকারী	সদস্য
০৩	মোছাঃ আঞ্জুমান আরা	টিকাদানকারী সুপারভাইজার	সদস্য
০৪	মোঃ নাজমুল হুদা	কার্য্য সহকারী	সদস্য
০৫	মোঃ আব্দুর রহমান	সার্ভেয়ার	সদস্য সচিব

শহর পরিকল্পনা শাখার সদস্যবৃন্দের কর্মপরিধিঃ

১. উপ-সহকারী প্রকৌশলী ইউনিট প্রধানের দায়িত্ব পালন করবেন এবং সার্ভেয়ার সদস্য সচিব দায়িত্ব পালন করবেন।
২. পরিকল্পনা শাখার প্রধান পরিকল্পনা শাখার সার্বিক সমন্বয় ও সকল কাজ বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করবেন। তিনি শহর পরিকল্পনাবিদকে (ভারপ্রাপ্ত) তার দায়িত্ব পালনে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবেন।
৩. ভারপ্রাপ্ত শহর পরিকল্পনাবিদ পৌরসভা শহর পরিকল্পনাবিদের কর্মপরিধি অনুসারে দায়িত্ব পালন করবেন। ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা/মহা পরিকল্পনা অনুসারে তিনি দালান নির্মাণের জন্য ভূমি-ব্যবহার ছাড়পত্র প্রদান করবেন। তিনি প্রদেয় দালান নির্মাণ নক্শার মাঠ পর্যায়ের তদন্ত এবং প্রয়োজনীয় অনুমোদন ও বেআইনী স্থাপনা চিহ্নিতকরণের দায়িত্ব পালন করবেন। তিনি তার সকল দায়িত্বের অনুমোদন ও পরবর্তী নির্দেশনার জন্য ইউনিট প্রধানের নিকট পেশ করবেন।
৪. অন্য তিনজন সদস্য (স্বাস্থ্য কর্মকর্তা/স্যানিটারি ইন্সপেক্টর, উপ-সহকারী প্রকৌশলী এবং পৌনিক) পরিকল্পনা শাখার সকল কার্যক্রমের বিষয়ে তথ্য সরবরাহ, নির্দেশনা এবং গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রদান করবেন।
৫. পরিকল্পনা শাখার সভা মাসে অন্তত একবার অনুষ্ঠিত হবে।

কমিটির কার্যপরিধি (TOR) ঃ

১. স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন ২০০৯-এর সিডিউল ২-এর ধারা ৩২-এর নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে পৌরসভার মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রস্তাবনার উপর আলোচনা করা। খসড়া মহাপরিকল্পনা সহজ প্রাপ্য হলে তাকে চূড়ান্তকরণের পদক্ষেপ গ্রহণ।
২. PDP প্রণয়নের জন্য আলোচনার উদ্যোগ গ্রহণ এবং পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় নাগরিক সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করা (শুধুমাত্র প্রথম পর্বে)।
৩. সংশ্লিষ্ট নির্দেশিকার আলোকে PDP'র খসড়া প্রণয়ন (শুধুমাত্র প্রথম পর্বে)

পরিকল্পনা ইউনিটকে কার্যকরী ও ফলপ্রসূ করতে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ অনুসরণ করা প্রয়োজনঃ ঃ

- নালা-নর্দমা পরিকল্পনা, যানবাহন ও পরিবহন পরিকল্পনা, ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা এবং কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাসহ মহা-পরিকল্পনা প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণ;
- PDP নির্দেশিকা অনুযায়ী পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা (PDP) প্রণয়ন প্রক্রিয়া আরম্ভ করা এবং PDP'র বার্ষিক মূল্যায়ন করা;
- ভবন পরিকল্পনা অনুমোদন এবং ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র আবেদনের প্রক্রিয়া সুনির্দিষ্টকরণ;
- ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা/মহা পরিকল্পনা অনুযায়ী ভবন নির্মাণ বা অন্য কোন কাজের জন্য ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র প্রদান;
- ভবন নির্মাণ আইন এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী ভবন পরিকল্পনার অনুমোদন প্রদান;
- অবৈধ ভবন ও ভূমি ব্যবহার চিহ্নিত করণ এবং অবৈধ ভবন ও ভূমির বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ;
- সরকারী নির্দেশনা অনুযায়ী নগর পরিকল্পনা উন্নয়নে দায়িত্ব ও কার্যাবলী সম্পাদন করা;
- মহা পরিকল্পনা, পিডিপি এবং সরকার প্রদত্ত অন্যান্য নির্দেশনা অনুসরণ করে একটি সমন্বিত বিনিয়োগ পরিকল্পনা প্রণয়ন;
- সর্বপরি পরিকল্পনা ইউনিটের মাধ্যমে পৌরসভার এখতিয়ার ভুক্ত এলাকার মধ্যে পরিকল্পিত উন্নয়ন নিশ্চিত করা।

অভিযোগ নিষ্পত্তি সেল (Grievance Redressal Cell -GRC) গঠন ও কার্যকরকরণ ঃ

*পৌ*রসভার পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও পৌরসভার দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য পৌরসভার সেবা ও কার্যাবলী সম্পর্কে নাগরিকদের অবহিতকরণ এবং পৌর প্রশাসন পরিচালন ব্যবস্থায় তাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অংশগ্রহণ একটি অন্যতম পূর্বশর্ত। অভিযোগ প্রতিকার সেল এমন একটি সেল যার মাধ্যমে পৌর সেবার মান ও ঘাটতি অথবা অকার্যকারীতা, সেবা প্রদানে নিযুক্ত কর্মচারীদের অদক্ষতা, সেবা প্রাপ্তিতে নাগরিকদের ভোগান্তি, সেবা সরবরাহে সময়ের অপচয় এবং পৌর- পরিবেশ ও পৌর- সেবার অন্তরায় সংক্রান্ত নাগরিকদের কৃত অপরাধ ইত্যাদি বিষয়ে অভিযোগ আকারে জমা হবে। অন্যদিকে ঐসব অভিযোগ প্রতিকার কার্যক্রমের মাধ্যমে যেমন সংক্ষুদ্ধ নাগরিকের অভিযোগের নিষ্পত্তি/ প্রতিকার করা যাবে এবং তেমনই এ প্রক্রিয়ায় প্রাপ্ত তথ্যাদির আলোকে পৌরসভার পরিচালন ব্যবস্থা ও পৌর সেবার মান উন্নয়নের উপযুক্ত কৌশল অবলম্বন করা সম্ভব হবে। এটি একটি চলমান ও পর্যায় ক্রমিক উন্নয়নের প্রক্রিয়া এবং পৌরসভার নাগরিক সনদে অর্ন্তভূক্ত একটি সেবা কার্যক্রম।

অভিযোগ নিষ্পত্তি সেল এর গঠন ও কার্য পরিধি:

ক)	জ্যেষ্ঠতম প্যানেল মেয়র (১)	আহ্বায়ক
খ)	সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের পুরুষ ও মহিলা কাউন্সিলর	সদস্য
গ)	পিআইইউ'র একজন প্রতিনিধি/পৌরসভার ষ্টাফ (মেয়র কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
ঘ)	এনজিও প্রতিনিধি (অভিযোগের সাথে সংশ্লিষ্ট)	সদস্য
ঙ)	ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি/অভিযোগকারী	আমন্ত্রিত ব্যক্তি

১. নগর বাসীরা যে কোন পরিদর্শন কারীর গ্রীভেন্স/ অভিযোগ গ্রহণের জন্য পৌরসভা অফিসের সুবিধাজনক স্থানে অভিযোগ ডেস্ক খোলা ও অভিযোগ বাক্স স্থাপন করা।

২. সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কাউন্সিলরকে সভাপতি করে এবং মহিলা ওয়ার্ড কাউন্সিলর, একজন ষ্টাফ, একজন বাস্তবায়নকারী এনজিও প্রতিনিধি এবং ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে প্রকল্পের আওতায় জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত অভিযোগ প্রতিকারের জন্য প্রতিটি ওয়ার্ডে 'গ্রীভেন্স রিড্রেস' (GRC) সেল গঠন করা। উক্ত কমিটির কার্যপরিধি নিম্নরূপঃ

- ✓ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের নিয়ে প্রতিমাসে এক বা একাধিক গ্রীভেন্স রিড্রেস কমিটির (GRC) সভা অনুষ্ঠান করা;
- ✓ প্রতিটি গ্রিভেন্সের যথার্থত বিচার করা;
- ✓ অভিযোগ পাওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে গ্রীভেন্সের সমাধান করা; এবং

- ✓ যদি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি গ্রীভেন্স রিড্রেস সেলের (GRC)-র সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট হয়, তবে তাকে পৌরসভা গ্রীভেন্স রিড্রেস সেলে আপিল করার পরামর্শ দেয়া।

৩. অভিযোগ/ গ্রীভেন্স গুলো পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বাছাই করা এবং গুরুত্বপূর্ণ গ্রীভেন্স/ অভিযোগ সমূহ মাসিক ভিত্তিতে আলোচনা ও সমাধানের লক্ষ্য নিয়ে নির্বাচন করা।

৪. নির্বাচিত গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ সমূহের অভিযোগকারী গণকে গ্রীভেন্স রিড্রেস সেলের আমন্ত্রণ জানানো, মাসিক ভিত্তিতে সভা করা, অভিযোগ কারীদের সাথে গ্রীভেন্সে সমাধান করা অথবা বিষয়টি পৌরসভার মাসিক সভার আলোচ্য সূচীতে অন্তর্ভূক্ত করা।

৫. গৃহীত সকল গ্রীভেন্সের গ্রহণের তারিখ, অভিযোগকারীর সাথে যোগাযোগের বিস্তারিত ঠিকানা, গ্রীভেন্সের ধরণ, কার্যকর হওয়ার তারিখসহ সঠিক পদক্ষেপ সম্পর্কে একমত হওয়া এবং চূড়ান্ত ফলাফল লিপিবদ্ধ রাখা।

৬. যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য গ্রীভেন্স রিড্রেসকে পৌরসভার মাসিক সভার আলোচ্য সূচীতে অন্তভুক্ত করা।

MCC গঠন ও কার্যকর করণ:

পৌরসভার যে সমস্ত জনগুরুত্বপূর্ণ কর্মকান্ড পরিচালনা করে তা নাগরিকদের জানানো এবং সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য গণযোগাযোগ সেল বিশেষ ভূমিকা গ্রহন করতে পারে। এই সেল কি কি কার্যক্রম পরিচালনা করে তা হল বিভিন্ন দিবস পালন (নারী দিবস, টিকা দিবস, বিশ্ব পানি দিবস, বিশ্ব হাত ধোঁয়া, বিশ্ব এইডস দিবস, রোকেয়া দিবস,স্বাস্থ্য দিবস ও করোনার ভ্যাকসিন দেওয়ার সচেতনতা) এবং আলোচনা সভা ও র‍্যালী সভা সমাবেশ, পানির বিল এবং ট্যক্স আদায় সহ বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম এ সেলের মাধ্যমে প্রচার করা হয়ে থাকে। কর্মতৎপরতা শর্তে পূর্ণ বাস্তবায়ন করা।

এক জন পুরুষ ও এক জন মহিলা কাউন্সিলরকে উপদেষ্টা করে প্রকল্পের কার্যক্রম এবং পৌরসভার অন্যান্য সেবা কার্যক্রম প্রচারের জন্য নির্দিষ্ট কার্য পরিধিসহ নিম্নোক্ত ভাবে গণ মাধ্যম সেল (MCC) গঠন করাঃ

গণমাধ্যম সেলের আকার

ক) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা	- চেয়ারপার্সন
খ) নির্বাহী প্রকৌশলী/সহকারী প্রকৌশলী	- সদস্য
গ) স্বাস্থ্য কর্মকর্তা/স্বাস্থ্য শাখার প্রতিনিধি	- সদস্য
ঘ) হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	- সদস্য
ঙ) সচিব/প্রশাসনিক কর্মকর্তা (পৌরসভা মেয়র নির্ধারন করবেন)	- সদস্য-সচিব

গণ মাধ্যম সেলের (MCC) কার্যপরিধি:

১. পরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়নের জন্য গণ মাধ্যম সেল বিভিন্ন বার্তা ও উপাদান তৈরি সহ প্রচার অভিযান পরিচালনা ও প্রচারের পরিকল্পনা গ্রহণ করা;

২. MCC কর্তৃক বার্তা/উপাদান/হালনাগাদ তথ্য জনসাধারণের নিকট স্থানীয় সংবাদপত্র, বিজ্ঞাপন বোর্ড, লিফলেট, পোষ্টার, ষ্টিকার, মাইকিং,ক্যাবল টিভি এবং প্রচার অভিযান কার্যক্রম যেমন র‍্যালী ইত্যাদিও মাধ্যমে বছরে ২ বার প্রচার করা; এবং

৩. প্রতি কোয়ার্টারে কমপক্ষে একবার MCC-র সভা করা বা প্রয়োজন অনুসারে একাধিক সভা করা।

সারিয়াকান্দি পৌরসভার বিভিন্ন স্থাপনার ছবি

সারিয়াকান্দি কলেজ, বগুড়া।

উপজেলা মডেল মসজিদ, সারিয়াকান্দি, বগুড়া

কালিতলা গ্রোয়েন বাঁধ, সারিয়াকান্দি, বগুড়া।

সারিয়াকান্দি থানা, বগুড়া।

বাঙ্গালী নদী, সারিয়াকান্দি, বগুড়া।

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, সারিয়াকান্দি, বগুড়া।

অধ্যায়-২
সারিয়াকান্দি পৌরসভার বিবরণ
DESCRIPTION OF SARIAKANDI POURASHAVA

২.১ সারিয়াকান্দি পৌরসভার অবস্থান (Location of Sariakandi Pourashava)

বগুড়ার একটি ঐতিহ্যবাহী উপজেলা সারিয়াকান্দি। বগুড়া শহর হতে ২২ কিলেমিটার পূর্ব দিকে এর অবস্থান। উপজেলার বুক চিরে বয়ে গেছে প্রমত্তা যমুনা ও বাঙালি নদী। নদী পথে যাতায়াতের সুবিধার কারণে এক সময় এখানে গড়ে ওঠে নৌ-বন্দর। প্রতি বছর বন্যায় উজান থেকে বয়ে আসা পলিমাটির কারণে এখানকার জমিগুলো উর্বর। ফলে বিভিন্ন ফসল ফলে।

সারিয়াকান্দির নাম করণের সঠিক ইতিহাস জানা যায় না। অনেকের মতে সারিয়াকান্দিবাসীর আদি পিতৃভূমি ছিল দিনাজপুর জেলার ঘোড়াঘাট। তবে মুসলমানরাই এতদাঞ্চলে প্রথম আগমন করে তা নিশ্চিত। আর সেটা বোঝা যায় নওকিলা (নতুন দুর্গ) নামকরণ থেকে যার অপভ্রংশই হলো বর্তমান নওখিলা। যা সে সময় নওখিলা থানা নামে নামকরণ করা হয়। ১৮২১ সালে নওখিলাকে বগুড়া জেলার একটি থানা হিসাবে ঘোষণা করা হয়। পরবর্তীতে ১৮৬৮ সালের ২০ মার্চ নওখিলা থানাকে সারিয়াকান্দিতে স্থানান্তর করা হয়। পরবর্তীতে এই নওখিলা থানার নতুন নামকরণ করা হয় সারিয়াকান্দি থানা। সারিয়াকান্দি থানার উৎস্য সম্পর্কে তথ্য নির্ভর সঠিক কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না। তবে জনশ্রুতি আছে প্রায় দুই হাজার বছর পূর্বে নদী অববাহিকায় অত্র গ্রামটি খানা-খন্দকে পূর্ণ ছিল। সে খানা-খন্দকে সারিয়াকান্দির স্থানীয় ভাষায় কান্দি বলা হতো। সারি সারি সেসব কান্দিকে কেন্দ্র করেই 'সারিয়াকান্দি' নামকরণের উদ্ভব হয়- যা বিতর্কিত হয়ে 'সারিয়াকান্দি' রূপ লাভ করে। অনেকের মতে আগে এ অঞ্চলে প্রচুর কলাগাছ জন্ম নিত। সারি বাঁধা সেসব কলাগাছে সারবাঁধা কলার কাঁদি (স্থানীয় ভাষায় কান্দি) ঝুলে থাকত। সারি সারি সেসব কাঁদি হতেই ক্রমে ক্রমে 'সারে-কান্দি' এবং পরবর্তীতে 'সারিয়াকান্দি' নামের উদ্ভব হয়েছে। সারিয়াকান্দি উপজেলা বগুড়া জেলার পূর্বাংশে অবস্থিত একটি নদীবাহিত উপজেলা।

সারিয়াকান্দি পৌরসভা একটি প্রাচীন উপজেলা শহর। যেখানে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকজন সাম্প্রদায়িক সম্প্রতির মধ্য দিয়ে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রেখে বসবাস করে আসছে যুগ যুগ ধরে। পৌরসভার সঙ্গে ৩ (তিন) টি জেলা শহরের সরাসরি যোগাযোগ আছে ও প্রতিনিয়ত জনসাধারন বিভিন্ন কাজে ও ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য পৌর শহরে আসে। পৌর শহরের পূর্বে জামালপুর জেলা, উত্তরে গাইবান্ধা জেলা ও দক্ষিণে সিরাজগঞ্জ জেলা। এলাকার জনসাধারণের আর্থিক ও সামাজিক মান উন্নয়নের স্বার্থে ১৯৯৯ সালে সারিয়াকান্দি উপজেলায় সারিয়াকান্দি পৌরসভা প্রতিষ্ঠিত হয়। ০৯ টি ওয়ার্ডের সমন্বয়ে গঠিত একটি ''গ'' শ্রেণীর পৌরসভা । সারিয়াকান্দি পৌরসভা বগুড়া জেলা শহর হতে প্রায় ২২ কিঃ মিঃ পূর্ব দিকে। এর অবস্থান ২৪°৪৪′ হতে ২৫°০৪′ অক্ষাংশ এর ৮৯°৩১′ হতে ৮৯°৩১′পূর্ব -দ্রাঘিমাংশ ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে অবস্থিত। এ এলাকায় এপ্রিল মাস থেকে বর্ষাকাল শুরু হয় এবং অক্টোবর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে ৯১% বৃষ্টিপাত হয়। নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত এখানকার শীত কাল এবং এ সময়ে বৃষ্টি পাতের পরিমাণ কম-বেশী ৯% (সূত্র পানি উন্নয়ন বোর্ড)।

এক নজরে সারিয়াকান্দি

সারিয়াকান্দি উপজেলা বগুড়া জেলা সদর হতে ২২ কিলোমিটার পূবে অবস্থিত। উপজেলার মোট আয়তন ৪৩২.৫৫ বর্গ কিলোমিটার। সারিয়াকান্দি উপজেলার উত্তর দিকে সোনাতলা উপজেলা, দক্ষিণ দিকে ধনুট উপজেলা, পূর্বে দিকে জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জ উপজেলা ও পশ্চিম দিকে গাবতলী উপজেলা অবস্থিত। সারিয়াকান্দি উপজেলায় ১ টি পৌরসভা ও ১২ টি ইউনিয়ন যথা: সারিয়াকান্দি উপজেলার ইউনিয়ন সমূহ হলঃ - ১) সারিয়াকান্দি সদর ২) নারচী ৩) বোহাইল ৪) চালুয়াবাড়ী ৫) চন্দনবাইশা ৬) ফুলবাড়ী ৭) হাটশেরপুর ৮) কর্ণিবাড়ী ৯) কাজলা ১০) কুতুবপুর ১১) কামালপুর ১২) ভেলাবাড়ী নিয়ে গঠিত। এই উপজেলাই মোট গ্রামের সংখ্যা- ২১৬ টি এবং মৌজার সংখা- ১২২ টি। লোক সংখ্যা ২,৪০,০৮৩ জন (২০০১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী)। শিক্ষিতের হার ৪২%। পাকা রাস্তাঃ- ৩১.১৯ কিলোমিটার, আধা পাকা রাস্তাঃ-৩০ কিলোমিটার, কাঁচা রাস্তাঃ- ২৩৬.৬৬ কিলোমিটার, নদী ঃ-২ টি ।

পৌরসভার অবস্থান, এলাকা ও জনসংখ্যা ঃ

সারিয়াকান্দি উপজেলার প্রায় মধ্যভাগে সারিয়াকান্দি পৌরসভার অবস্থান। পৌরসভা একটি সেবামূলক স্বায়ত্ব প্রতিষ্ঠান। প্রতিনিয়ত পৌরবাসীকে বিবিধ সেবা গ্রহনে পৌরসভা কার্যালয়ে যোগাযোগ রক্ষা করতে হয়। অধিকাংশ পৌরবাসী সেবার ধরণ, সেবা গ্রহনের প্রক্রিয়া সম্পর্কে অবগত নয়। তাই পৌর কর্তৃপক্ষ সরকারী নিদেশনার আলোকে পৌরসভা কার্যালয়ে তথ্য ও সেবা কেন্দ্রের শুভ উদ্বোধন করার সিদ্ধান্ত গ্রহন করেছে। এর অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে পৌর এলাকার সকল বৈষয়িক তথ্যসমূহ পৌরবাসীর নিকট সহজলভ্যকরণ এবং আত্মঃ যোগাযোগের মাধ্যমে এলাকার প্রকৃত সমস্যা চিহ্নিতকরণ তথা পৌরবাসীকে নাগরিক দায়িত্ব পালনে অধিকতর সচেতন করা।

সারিয়াকান্দি পৌরসভা একটি প্রাচীন উপজেলা শহর। যেখানে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকজন সাম্প্রদায়িক সম্প্রতির মধ্যদিয়ে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রেখে বসবাস করে আসছে যুগ যুগ ধরে। পৌরসভার সঙ্গে ৩ (তিন) টি জেলা শহরের সরাসরি যোগাযোগ আছে ও প্রতিনিয়ত জনসাধারন বিভিন্ন কাজে ও ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য পৌর শহরে আসে। পৌর শহরের পূর্বে জামালপুর জেলা, উত্তরে গাইবান্ধা জেলা ও দক্ষিণে সিরাজগঞ্জ জেলা। এলাকার জনসাধারণের আর্থিক ও সামাজিক মান উন্নয়নের স্বার্থে পৌরসভাটি গঠিত হয়। সারিয়াকান্দি পৌরসভা ১৯৯৯ সালে স্থানীয় সরকারের এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ০৯টি ওয়ার্ডের সমন্বয়ে ''গ'' হিসেবে গঠিত হয়। পৌরসভার আয়তন ৩.৫৭ বর্গ কিলোমিটার। মোট জনসংখ্যা ঃ ১৮৫৪৩ জন, পুরুষ : ৯৩৯৮ জন, মহিলা : ৯১৪৫ জন (২০১১ সনের আদমশুমারী)। পৌরসভার আয়তন ঃ ৩.৫৭ বর্গমিটার। শিক্ষার হার ৪২.৭৯%। জনঘনত্ব ৫১৬৫/বর্গকিমি। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ঃ (ক) প্রাথমিক বিদ্যালয় ঃ ১৩টি (খ) উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ঃ ০৩ টি (গ) মাদ্রাসা ঃ ১২ টি (ঘ) কলেজ ঃ ০২টি। স্বাস্থ্য সেবা ঃ সরকারি হাসপাতাল-১টি, বেসরকারি ক্লিনিক-৪ টি।

সারিয়াকান্দি পৌরসভার

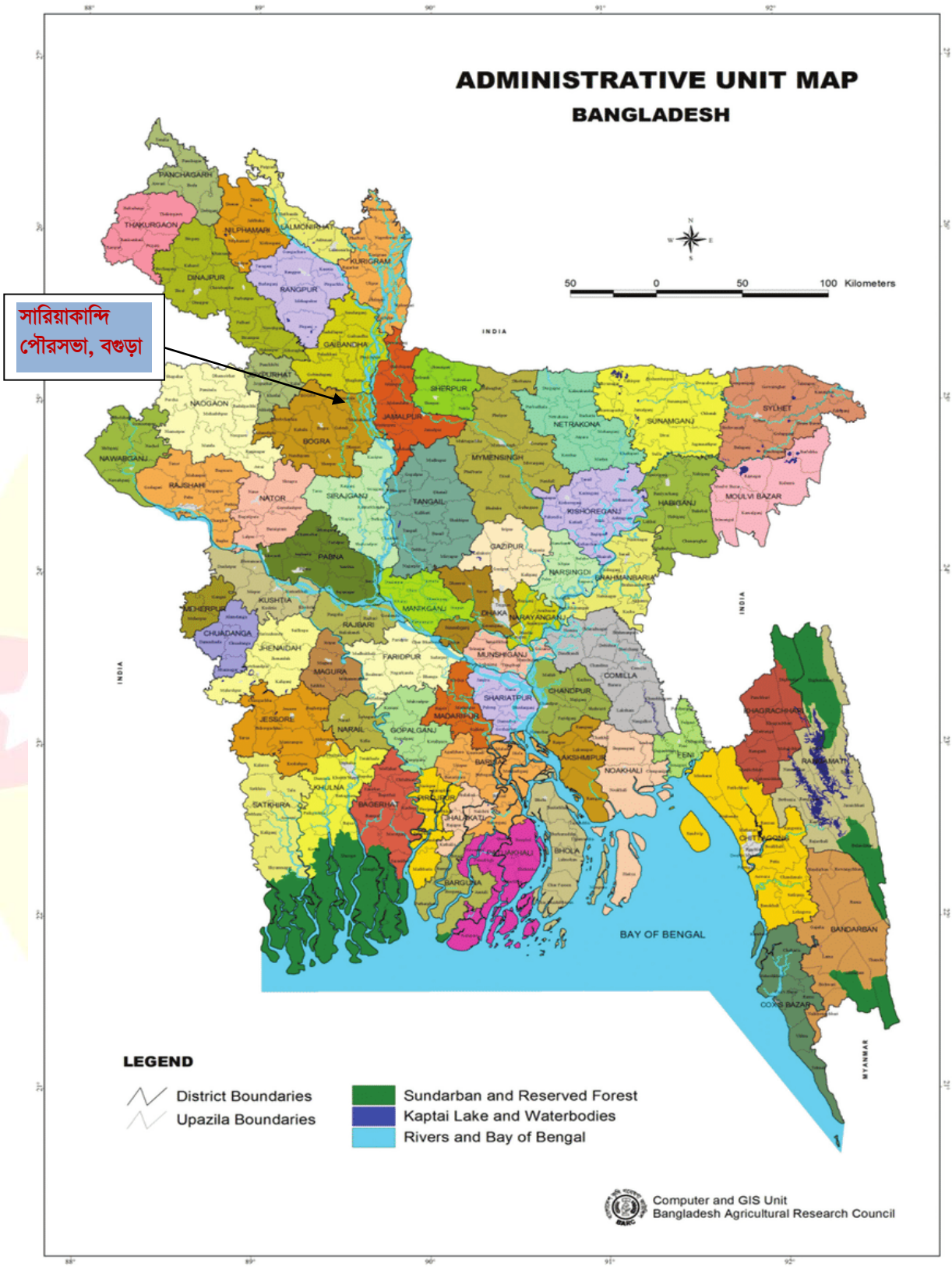

২.২ ভূমির ব্যবহার (Land use)

৩.৫৭ বর্গ কিলোমিটার আয়তন বিশিষ্ট সারিয়াকান্দি পৌরসভার বেশির ভাগ এলাকায় এখনও গ্রামীণ পরিবেশ বিদ্যমান। পৌরসভা এক একটি মহল্লাকে গ্রাম বললে ভূল হবে না। অনেক মহল্লার মধ্যেই নির্ধারিত কোন কাঁচা/পাকা ড্রেন/ফুটপাথ নেই যার মাধ্যমে নিকটবর্তী রোড নেটওয়ার্কের সাথে সংযোগ দেওয়া যেতে পারে। বিভিন্ন FGD থেকে এটা আরও স্পষ্ট হয়েছে যে ঐ সব মহল্লার

রাস্তা, ড্রেন, ডাস্টবিন, পানি সরবরাহ ইত্যাদি মৌলিক পৌর সুবিধা নেই বললেই চলে। অন্য দিকে এসব মহল্লার বাইরে অধিকাংশই কৃষি জমি অথবা অনাবাদি পতিত জমি। পৌরসভার উপজেলা শহর উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় Natural Resources Planners Ltd (NRB) কর্তৃক ভূমি ব্যবহার ম্যাপ বা পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। তবে ২০২১-২২ সালে পরিচালিত জেনারেল 'এ্যাসেসমেন্ট' এবং পরবর্তী সময়ে অন্তঃবর্তীকালীন এ্যাসেসমেন্ট এর তথ্য হতে বিভিন্ন প্রকার হোল্ডিং এর বিবরণ সংগ্রহ করা হয়েছে, যা নিম্নোক্ত ছক-১এ উল্লেখ করা হলোঃ

টেবিল ২.১: সারিয়াকান্দি পৌরসভার হোল্ডিং সংক্রান্ত তথ্য

ক্রমিক নং	হোল্ডিং এর ধরণ	হোল্ডিং সংখ্যা
১	সরকারী (আবাসিক, বাণিজ্যিক, শিল্প কারখানা, অন্যান্য	৫৫ টি
২	বেসরকারী (আবাসিক, বাণিজ্যিক, শিল্প কারখানা, অন্যান্য	৫৫৯৬ টি
	মোট	৫৬৫১ টি

এছাড়া বেইজ লাইন সার্ভের তথ্যানুযায়ী পৌর শতকরা ১০ ভাগ পরিবার পাকা, শতকরা ৪৫ ভাগ পরিবার আধা পাঁকা, ৪৫ ভাগ টিনসেড ও ভাগ কাঁচা বাড়ীতে বসবাস করে।

টেবিল ২.২ ঃ সারিয়াকান্দি পৌরসভার বর্তমান ভূমি ব্যবহার

ভূমি ব্যবহার সমূহ	এলাকা (একর)	শতকরা হার (%)
আবাসিক এলাকা	২৯৪.২৫	৩৩.১৩%
বাণিজ্যিক এলাকা	১১.১৪	১.২৫%
কৃষি এলাকা	২৫৯.৮৪	২৯.২৬%
শিল্প এলাকা	৪.৪৮	০.৫০%
যোগাযোগ	০.৫৮	০.০৭%
জলাশয়/পানি এলাকা	২৬৮.১০	৩০.১৯%
সেবা কার্যকলাপ	১.১০	০.১২%
উন্মুক্ত স্থান	-	-
সবুজ নগরায়ন	০.০৭	০.০১%
শিক্ষা ও গবেষণা	১১.৮৯	১.৩৪%
পৌরসভা	-	-
কমিউনিটির সেবা	৩.৮৩	০.৪৩%
ধর্মীয় এলাকা	-	-
অফিস এলাকা	-	-
সংরক্ষিত এলাকা	-	-
বিনোদন সুবিধা	০.০৮	০.০১%
মিশ্র ব্যবহার	৪.০০	০.৪৫%
সার্কুলেশন নেটওয়ার্ক	২৩.৭৬	২.৬৮%
সরকারি সেবা	৪.৩৯	০.৪৯%
বেসরকারি সেবা	০.৬০	০.০৭%
মোট	৮৮৮.০৭	১০০%

উৎস ঃ সারিয়াকান্দি পৌরসভা খসড়া মাস্টার প্লান, ২০১৫

উপরোক্ত টেবিল থেকে দেখা যায় যে, বর্তমানে পৌরসভার মোট জমির প্রায় ৩৪.৭৭% কৃষি কাজে ব্যবহৃত হয় এবং আবাসিক ভূমি ২৮.৫%। ভূমি ব্যবহারের দিক দিয়ে তৃতীয় স্থানে আছে জলাশয়। এরপর আছে বাণিজ্য এলাকা।

সারিয়াকান্দি পৌরসভার ভূমি ব্যবহারের

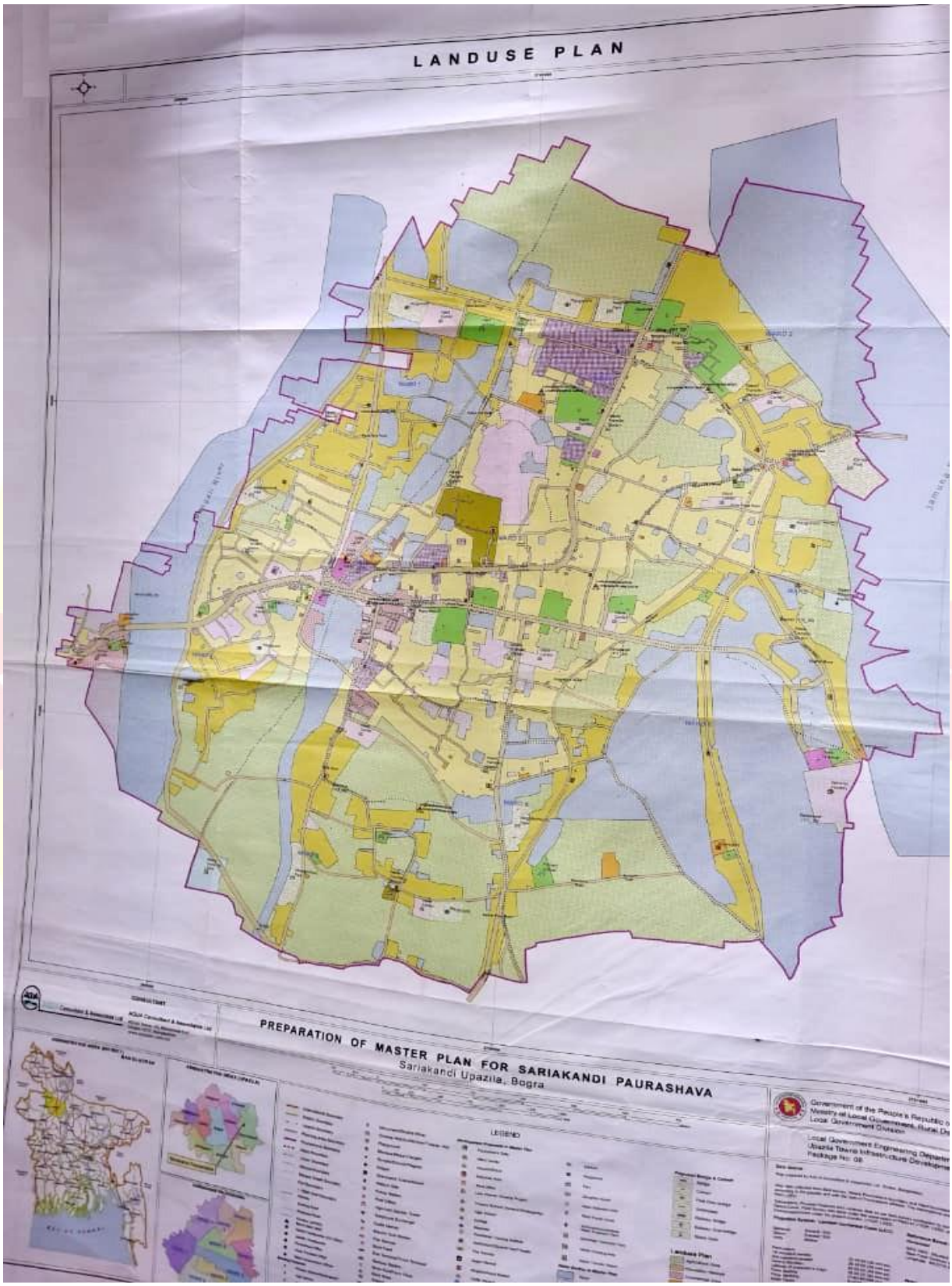

২.৩ পৌরসভার বর্তমান সময়ে উদ্ভুত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ও উদ্বেগ (Emerging Issues and Concerns in the recent time of the Pourashava)

সারিয়াকান্দি পৌরসভা ১৯৯৯ সালে "গ" শ্রেণিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। উন্নত শহুরে সুবিধা প্রাপ্তির জন্য নগরায়ন অতি দ্রুত হারে ঘটছে। পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব শহর ও গ্রাম উভয় অংশে পড়ছে। সারিয়াকান্দি পৌরসভায় নিম্নোক্ত ৩টি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ ও উদ্বেগজনকঃ

- পৌরসভার ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা তথা আধুনিক মাস্টার প্লান প্রণয়ন
- জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে উদ্ভুত বিষয়সমূহ মোকাবেলা
- নগর দারিদ্র তথা পিছিয়েপড়া জনগোষ্ঠির উন্নয়ন

(ক) পৌরসভার ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা

সমগ্র শহরকে সুবিন্যস্ত পরিকল্পনার মাধ্যমে কতগুলি ভূমি ব্যবহার জোনে (আবাসিক, বানিজ্যিক, শিল্প ও অন্যান্য) ভাগ করা হবে। ইমারত নির্মাণের অনুমোদন দেয়ার সময় এই ভূমি ব্যবহার জোন অনুসরণ করা হবে। এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হলো শহরকে সুশৃঙ্খল ও পরিবেশ সম্মতভাবে গড়ে তোলা যাতে শহরের মানুষের স্বাস্থ্যকর ও নিরাপদ বসবাস নিশ্চিত করা যায়। সুষ্ঠু পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা নির্মাণ করে বন্যা ও জলাবদ্ধতা প্রতিরোধের ব্যবস্থা করা হবে এবং বাসযোগ্য ও সুস্থ্য পরিবেশ বজায় রাখার জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ক সরকারি বিধি বিধান ও নীতি কার্যকর করা হবে। এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হলো বন্যা ও জলাবদ্ধতা থেকে শহরের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং বাসযোগ্য ও সুস্থ্য পরিবেশ বজায় রাখা। শহরের অভ্যন্তরে যাতায়াত ব্যবস্থাকে সহজ ও কার্যকর করা এবং বাইরের সঙ্গে শহরের যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজ করা। এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হলো যাতে শহরের মানুষ সহজে শহরের মধ্যে চলাচল করতে পারে এবং বাহিরের সঙ্গে সুষ্ঠু যোগাযোগ রক্ষা করা যায়।

এলজিইডির আওতায় উপজেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পে উপরোক্ত মহা পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ সারিয়াকান্দি পৌরসভাতে ২০১৫ সালে সমাপ্ত হয়েছে। অত্র পিডিপির আওতায় স্বল্প ও মধ্য মেয়াদী যে সকল উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহন করা হবে তা যাতে উক্ত মহা পরিকল্পনার সাথে সাংঘর্ষিক না হয় সে দিক বিবেচনা করে সাব-প্রজেক্ট নির্বাচন করা হয়েছে।

(খ) জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে উদ্ভুত বিষয়সমূহ মোকাবেলা

বিভিন্ন জরিপের তথ্য থেকে দেখা যায় যে, এখানে যথেষ্ট বৃষ্টিপাত হলেও বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ও পরিমাপের তেমন কোন ব্যবস্থা নেই। এখানকার ভূগর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিক, আয়রন ও ক্যালসিয়াম কার্বনেট বিদ্যমান। এলাকাটি গভীর নলকুপ এলাকা । ফলে গ্রীষ্ম মৌসুমে খাবার পানির সংকট দেখা দেয়। পৌরসভার মধ্যে অসংখ্য পুকুর ও পার্শ্ব দিয়ে দুটি নদী আছে। বর্ষা মৌসুমে প্রচুর বৃষ্টিপাত হওয়ার কারণে শহরের নিম্নাঞ্চল গুলি তলিয়ে যায়। নিম্নাঞ্চল গুলিতে জরুরী ভিত্তিতে ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটিয়ে এলাকার জনসাধারণের দূর্ভোগ লাঘব করা যেতে পারে। ওয়ার্ড ভিশনিং অনুশীলনে পানি নিষ্কাশনের জন্য সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা প্রণয়ণের বিষয়ে সাব প্রজেক্ট প্রণয়ন কালে এসব বিষয় বিবেচনায় আনার কথা বলা হয়। সারিয়াকান্দি পৌরসভা এবং এর পার্শ্ববর্তী এলাকা এখানকার মাটি বেঁলে, দোআঁশ এবং উর্বর। ফলে এখানে প্রচুর পরিমাণে ধান ও বিভিন্ন ধরনের ফলমূল ও শাকসবজি উৎপাদিত হয়।

টেবিল ২.৩ ঃ সারিয়াকান্দি পৌরসভার গড় বৃষ্টিপাত ও তাপমাত্রা

মাসের নাম	বৃষ্টিপাত(মি.মি.)	তাপমাত্রা সর্বোচ্চ (°সে)	তাপমাত্রা সর্বনিম্ন (°সে)
জানুয়ারি	৫.৮	২২	১৪
ফেব্রুয়ারি	৬.১	২৪	১৬
মার্চ	২৩.৯	৩১	২২
এপ্রিল	৪৬.৮	৩৩	২৪
মে	৭৭.৬	৩৪	২৭
জুন	১০৭.৩	৩৬	২৯
জুলাই	১৫৫.১	৩৭	৩১
আগস্ট	১১২.৭	৩২	৩২
সেপ্টেম্বর	১০৯.১	৩৫	৩৪

মাসের নাম	বৃষ্টিপাত(মি.মি.)	তাপমাত্রা সর্বোচ্চ (°সে)	তাপমাত্রা সর্বনিম্ন (°সে)
অক্টোবর	৬৮.৯	২৯	২৭
নভেম্বর	১১.৫	৩১	২৪
ডিসেম্বর	২.৮	২৭	১৮
মোট	**৭২৭.৬**	**৩৭১**	**২৯৮**

সূত্রঃ এন ও এ এ

(গ) নগর দারিদ্র তথা পিছিয়েপড়া জনগোষ্ঠির উন্নয়ন

বেজলাইন সার্ভে ২০২২ এর তথ্য থেকে দেখা যায় যে, সারিয়াকান্দি পৌরসভার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার দেশের গড় নগর জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় মোটামোটি। এ হিসেবে বৃদ্ধি অব্যাহত থাকলে ২০৩১ সালে সারিয়াকান্দি পৌরসভার জনসংখ্যার পরিমাণ দাঁড়াবে **২৩৪৪৬** জন । শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিনোদনমূলক পার্ক, শিল্প পার্কসহ অন্যান্য পরিকল্পিত সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেলে এই জনসংখ্যা আরো অনেক বেড়ে যাবে। ২০১১ সালে যেখানে ১৮৫৪৩ জনসংখ্যার জন্য মৌলিক সেবার খুব সামান্যই পৌরসভা প্রদান করতে পারছে, সেখানে ২০৩১ সালের বর্ধিত জনসংখ্যার জন্য পৌর সেবা সুবিধা প্রদানের বিষয় নিশ্চিত করতে হলে বড় ধরণের বিনিয়োগ কার্যক্রম গ্রহণ অত্যাবশ্যক। এজন্য একদিকে যেমন সম্পদ সংগ্রহ করার কার্যক্রম জরুরী; অন্যদিকে তেমনি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করার অন্যতম শর্ত হচ্ছে পৌরসভার পরিচালন ব্যবস্থার সংস্কারের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি এবং সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ ও তা বাস্তবায়ন। পার্শ্ববর্তী এলাকা হতে পৌর এলাকায় বসতি গড়ে তোলার কারনে পৌর এলাকায় বসবাসরত জনগোষ্ঠির একটা বড় অংশই দরিদ্র যার বিবরন নিম্নের টেবিলে দেওয়া হল।

আদমশুমারির তথ্য বিশ্লেষণে পুরুষ ও মহিলা জনসংখ্যার অনুপাত (Sex Ratio) এর তথ্য চিত্র দেখা যায় যে যেখানে ২০২২ সালে এ অনুপাত ১০০:১০৩ সেখানে ২০৩১ সালে পার্থক্য আরও বৃদ্ধি পাবে। সুতরাং এ কথা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে সারিয়াকান্দি পৌর এলাকায় মহিলা জনসংখ্যা উল্লেখ যোগ্য হারে বাড়ছে। সে হিসেবে পিডিপিতে মহিলাদের সুযোগ সুবিধার বিষয়টিতে বিশেষ ভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

২.৪ পৌরসভার কর্মসংস্থান ও নাগরিক সুযোগ সুবিধার বিদ্যমান চিত্রঃ (Employment and Existing Sariakandi Profile of Pourashava)

টেবিল ২.৪ ঃ সারিয়াকান্দি পৌরসভার কর্মসংস্থান ও নাগরিক সুযোগ সুবিধা অবস্থা

কর্মসংস্থানের চিত্র		শিল্প/ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের চিত্র		পরিবহণ সুবিধার চিত্র	
কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র	কর্মজীবী %	প্রতিষ্ঠানের বিবরণ	সংখ্যা	যাতায়াত সুবিধা	সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫	৬
(ক) কৃষি ও কৃষি ভিত্তিক কর্মসংস্থান	১৯%	(ক) খুচরা বিক্রয় কেন্দ্র	৭২৫	বাস টার্মিনাল	-
(খ) পশুপালন	৭%	(খ) পাইকারী বিক্রয় কেন্দ্র	৭০	রেল স্টেশনের সংখ্যা	-
(গ) মৎস্য শিকার/মৎস্য চাষ	৫%	(গ) ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প (বিনিয়োগ ৫০,০০০ টাকার কম)	৮০	প্রতিদিন চলাচলকারী বাসের সংখ্যা	-
(ঘ) বাণিজ্য (ব্যবসা বৃত্তি ইত্যাদি)	১৭%	(ঘ) ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোক্তা (SME) (৫০,০০০-৫০০,০০০ টাকা)	৭৫	প্রতিদিন চলাচলকারী ট্রেনের সংখ্যা	-
(ঙ) প্রবাসী	১%	(ঙ) বড় শিল্প (বিনিয়োগ ৫,০০,০০০ টাকার উপরে)	৪	বাস স্ট্যান্ডে/রেল স্টেশনে মহিলাদের বসার স্থান	-
(চ) শিল্প শ্রমিক	৫%	(চ) অন্যান্য (উল্লেখকরুন)	-	দৈনিক ট্রিপএর সংখ্যা	-
(ছ) দিন মজুর (মুজুরী ভিত্তিক)	২৩%	(ছ) মোট ট্রেড লাইসেন্স সংখ্যা	১০৭৩	বাস স্ট্যান্ডের মহিলাদের টয়লেট	-
(জ) ক্ষুদ্র পেশা/ ব্যবসায়?	১৯%	(জ) ট্রেড লাইসেন্স বিহীন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	২৮০	রেল স্টেশনের মহিলাদের টয়লেট	-
(ঝ) অন্যান্য (চাকুরী)	৪%			জেটির সংখ্যা	-
(ঞ) মোট	১০০%				-

সারিয়াকান্দি পৌরসভার বয়স প্রায় ২৪ বছর। বিগত বছর গুলোতে সরকারের একাধিক কার্যক্রম এই সারিয়াকান্দি পৌরসভাতে/ উপজেলায় পরীক্ষা (Piloting) করে চূড়ান্ত করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে ছবিযুক্ত ভোটার তালিকা ও জাতীয় পরিচয় পত্র তৈরীর কাজ অন্যতম। সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রমের 'পাইলটিং' এর জন্য সারিয়াকান্দি কে আদর্শ স্থান হিসেবে বিবেচনা করলেও এখানে পৌর নাগরিক সুযোগ সুবিধা উন্নয়নের তেমন কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি; যদিও বেসরকারি ভাবে এখানে বিভিন্ন শ্রেনীর ব্যবসা কেন্দ্র গড়ে উঠায় কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। নিম্নোক্ত ছক-১ এ সারিয়াকান্দি পৌরসভার নাগরিকবৃন্দের কর্মসংস্থান, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, পরিবহন সুবিধা, যোগাযোগ সুবিধা, বিদ্যুৎ সুবিধা, স্বাস্থ্য বিষয়ে সুযোগ সুবিধা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং আবাসন সংক্রান্ত বিদ্যমান অবস্থা চিত্র বর্ণিত হ'ল (উৎস : বেইজ লাইন সার্ভে) ঃ

টেবিল ২.৫ ঃ সারিয়াকান্দি পৌরসভার নাগরিক সুযোগ সুবিধা প্রাপ্তি

যোগাযোগ সুবিধার চিত্র		বিদ্যুৎ সংযোগ চিত্র		স্বাস্থ্য বিষয়ক চিত্র	
বিষয়	কভারেজ হ্যাঁ/না	এলাকা	কভারেজ %	বিষয়	বিদ্যমান সংখ্যা
৭	৮	৯	১০	১১	১২
ক) টেলিফোন এক্সজেঞ্জ	হ্যাঁ	ক) আওতাভুক্ত পরিবারের শতকরা হার	১০০%	(ক) সরকারী হাসপাতালের সংখ্যা	১
খ) টেলিগ্রাফ অফিস	হ্যাঁ	খ) আওতাভুক্ত সরকারী অফিসের শতকরা হার	১০০%	(খ) বেসরকারী হাসপাতালের সংখ্যা	-
গ) ডাকঘর	হ্যাঁ	গ) আওতাভুক্ত বাণিজ্যিক	১০০%	(গ) সরকারী চিকিৎসা কেন্দ্র	-
ঘ) সেলফোন সংযোগ	হ্যাঁ	আওতাভুক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের শতকরা হার সংখ্যা	১০০%	(ঘ) বেসরকারী চিকিৎসা কেন্দ্রের সংখ্যা (ক্লিনিক)	৩
ঙ) ইন্টারনেট সংযোগ	হ্যাঁ			(ঙ) ডায়াবেটিস কেন্দ্রের সংখ্যা	০
				(চ) মাতৃমঙ্গল/প্রসূতি কেন্দ্র	-
				(ছ) পৌরসভা কর্তৃক পরিচালিত স্বাস্থ্য কেন্দ্র সংখ্যা	০
				(জ) অন্যান্য স্বাস্থ্য কেন্দ্র	০

টেবিল ২.৬ ঃ সারিয়াকান্দি পৌরসভার নাগরিক সুযোগ সুবিধা প্রাপ্তি

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিষয়ক চিত্র		ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের চিত্র		আবাসন চিত্র	
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরণ	সংখ্যা	প্রতিষ্ঠানের ধরণ	সংখ্যা	আবাসনের ধরন	শতকরা হার
১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
ক) মোট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা	১৩	ক) ব্যাংকের সংখ্যা	৩	ক) টিনের ঘরে বসবাসকারী পরিবার	৪৫%
খ) পৌরসভা কর্তৃক পরিচালিত বিদ্যালয়ের সংখ্যা	-	খ) ব্যাংক বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	৫	খ) সেমিপাকা ঘরে বসবাসকারী	৪৫%
গ) মাদ্রাসার সংখ্যা	১২	গ) সঞ্চয়ী এবং ঋণ দলের সংখ্যা	২	গ) পাকা ঘরে বসবাসকারী পরিবার	১০%
ঘ) মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা	৩				
ঙ) মহাবিদ্যালয়/ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা	২				

২.৫ জনমিতি ও জীবন-জীবিকা (Demography and Livelihood)

পৌরসভা কর্তৃক পরিচালিত বেইজ লাইন সার্ভের মাধ্যমে প্রাপ্ত ২০২২ সালের সমন্বিত ওয়ার্ড-ভিত্তিক জনসংখ্যার চিত্র নিম্নোক্ত ছক-১ এ প্রদত্ত হল ঃ

টেবিল ২.৭ ঃ সারিয়াকান্দি পৌরসভার ওয়ার্ড-ভিত্তিক জনসংখ্যা

ওয়ার্ড নং	পুরুষ	মহিলা	ওয়ার্ডের মোট জনসংখ্যা
০১	১৩০১	১২৬৬	২৫৬৭
০২	১২১৯	১১৮৫	২৪০৪
০৩	১০১৮	৯৯২	২০১০
০৪	১১৬৮	১১৩৬	২৩০৪
০৫	১০৮৫	১০৫৬	২১৪১
০৬	১০৪৭	১০১৮	২০৬৫
০৭	১১৮৭	১১৫৬	২৩৪৩
০৮	৬০১	৫৮৬	১১৮৭
০৯	৭৭২	৭৫০	১৫২২
সর্বমোট	**৯৩৯৮**	**৯১৪৫**	**১৮৫৪৩**

সূত্র: বিবিএস, ২০১১

২০১১ এর তথ্য এবং তদানুযায়ী **২০০১-২০১১** সালের জনসংখ্যা তথ্যাদির তুলনামূলক বিবরণী নিম্নোক্ত **ছক-২** এ প্রদত্ত হ'লঃ
সূত্র: বিবিএস, ২০১১

টেবিল ২.৮ ঃ সারিয়াকান্দি পৌরসভার অধিবাসীদের ধরন

ওয়ার্ড নং	পরিবার সংখ্যা	মহিলা প্রধান পরিবার	স্থায়ী	ভাড়াটে	পেশা
১	৭৯৫	৩১	৭৭০	২৫	শ্রমিক, চাকুরীজীবি , ব্যবসায়ী ও কৃষক
২	৬০১	১৮	৫৮৪	১৭	শ্রমিক, চাকুরীজীবি, ব্যবসায়ী ও কৃষক
৩	৬৭৩	৪৮	৬৫১	২২	শ্রমিক, চাকুরীজীবি, ব্যবসায়ী ও কৃষক
৪	৭৪৮	১৯	৭০৬	৪২	শ্রমিক, চাকুরীজীবি , ব্যবসায়ী ও কৃষক
৫	৬৯৩	২০	৪১৩	২৮০	শ্রমিক, চাকুরীজীবি , ব্যবসায়ী ও কৃষক
৬	৬৮৫	১৯	৩৩০	৩৫৫	শ্রমিক, চাকুরীজীবি, ব্যবসায়ী ও কৃষক
৭	৭৮১	৩৬	৭৫৯	২২	শ্রমিক, চাকুরীজীবি, ব্যবসায়ী ও কৃষক
৮	২৯৫	৩১	২৭৭	১৮	শ্রমিক, চাকুরীজীবি, ব্যবসায়ী ও কৃষক
৯	৩৮০	৪৮	৩৫০	৩০	শ্রমিক, চাকুরীজীবি, ব্যবসায়ী ও কৃষক
মোট	**৫৬৫১**	**২৭০**	**৪৮৪৪**	**৮৭০**	

তথ্য সূত্রঃ বেইজ লাইন সার্ভে-২০২২

উপরোক্ত ছকের তথ্যাদি থেকে দেখা যায় যে, বেইজলাইন সার্ভে অনুযায়ী বিবিএস তথ্য ২০১১ সালে সারিয়াকান্দি পৌরসভায় বসবাসকারী মোট জনসংখ্যা **১৮৫৪৩** যার মধ্যে পুরুষ **৯৩৯৮** ও মহিলা **৯১৪৫**, পরিবার সংখ্যা **৫৬৫১ টি** ।

২.৬ সারিয়াকান্দি পৌরসভার জনসংখ্যার প্রক্ষেপণ (Population Projection of Sariakandi Pourashava)ঃ

যেহেতু সারিয়াকান্দি পৌরসভায় ১টি উৎস থেকে জনসংখ্যার উপাত্ত সংগ্রহ করে বিশ্লেষণ করা হয়েছে সেহেতু জনসংখ্যা সম্পর্কিত অন্যান্য বিশ্লেষণও শুধুমাত্র একটি উৎসের তথ্যের ভিত্তিতে করা হয়েছে। নিম্নোক্ত একটি ছকে বিদ্যমান জনসংখ্যা ও তা বৃদ্ধির হার অনুসরণে (২০১১-২০৩১ মহাপরিকল্পনা), ২০১১, ২০১৬, ২০২১, ২০২৬ ও ২০৩১, সালের সারিয়াকান্দি পৌরসভার প্রক্ষেপিত (Projected) সম্ভাব্য জনসংখ্যা, পরিবারের গড় আকার ৪.২০ ধরে সম্ভাব্য জনসংখ্যার ঘনত্ব এবং সারিয়াকান্দি পৌরসভায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ০.৬৮ অনুসারে ঐ বছর গুলোতে সারিয়াকান্দি পৌরসভায় জনসংখ্যা কত হতে পারে তার বিবরণ দেওয়া হল ঃ

টেবিল ২.৯ ঃ সারিয়াকান্দি পৌরসভার ওয়ার্ড ভিত্তিক জনসংখ্যা প্রক্ষেপণ (২০১১-২০৩১)

ওয়ার্ড নং	প্রক্ষেপণ জনসংখ্যা (আদমশুমারী বর্ষ- ২০১১)				
	মোট জনসংখ্যা ২০১১	মোট জনসংখ্যা ২০১৬	মোট জনসংখ্যা ২০২১	মোট জনসংখ্যা ২০২৬	মোট জনসংখ্যা ২০৩১
০১	২৫৬৭	২৭২২	২৮৮৭	৩০৬১	৩২৪৬
০২	২৪০৪	২৫৪৯	২৭০৩	২৮৬৭	৩০৪০
০৩	২০১০	২১৩১	২২৬০	২৩৯৭	২৫৪১
০৪	২৩০৪	২৪৪৩	২৫৯১	২৭৪৭	২৯১৩
০৫	২১৪১	২২৭০	২৪০৭	২৫৫৩	২৭০৭
০৬	২০৬৫	২১৯০	২৩২২	২৪৬২	২৬১১
০৭	২৩৪৩	২৪৮৫	২৬৩৫	২৭৯৪	২৯৬৩
০৮	১১৮৭	১২৫৯	১৩৩৫	১৪১৫	১৫০১
০৯	১৫২২	১৬১৪	১৭১১	১৮১৫	১৯২৪
মোট	১৮৫৪৩	১৯৬৬৩	২০৮৫১	২২১১১	২৩৪৪৬

২০১১ সালে মোট জনসংখ্যা ১৮৫৪৩ বৃদ্ধির হার ১.১৮%

জনসংখ্যা প্রক্ষেপণের সূত্র ঃ

$$P_p = P_b(1+r)^n$$

P_p = Projected population in the year 'n'
P_b = Based population
r = Rate of natural increase of population per annum (%)
n = Number of year

২.৭ আর্থ-সামাজিক চিত্র (Socio Economic Profile)

২.৭.১ বস্তি ও ক্লাস্টারের দারিদ্র্যের চিত্র (Poverty Profile of Slums/clusters)

সারিয়াকান্দি পৌরসভা কর্তৃক সংগ্রহীত ২০২২ সালের তথ্যানুযায়ী উক্ত পৌরসভায় বসবাসরত মোট বস্তির সংখ্যা ১৯ টি। বস্তি এলাকায় মোট পরিবারের সংখ্যা ১০২৪ টি। বস্তি এলাকার মোট আয়তন ৫০ একর । উল্লেখ্য, দরিদ্র ও অতিদরিদ্রদের মধ্যে ২৪৮ টি মহিলা প্রধান পরিবার রয়েছে যাদের মোট জনসংখ্যা ১৫০০ জন এবং ২২ টি পরিবারে মানষিক প্রতিবন্ধী রয়েছে যাদের সংখ্যা ৬৫ জন। দিন মজুর, রিক্সা চালক, ভ্যান চালক, গৃহিনী, জেলে, কামার, ইত্যাদি শহরের দরিদ্র পরিবার গুলোর মূল পেশা। পৌরসভার মধ্যে এসব দরিদ্র পরিবারের অবস্থানসহ বিস্তারিত তথ্য নিম্নোক্ত ছকে বর্ণিত হ'ল **(উৎসঃ বেইজ লাইন সার্ভে সংযুক্তি-১)**ঃ

টেবিল ২.৮ ঃ বস্তি ও ক্লাস্টারের দারিদ্র্যের তথ্য

ক্রঃ নং	বসবাসকারী এলাকার অবস্থান	বস্তি / ক্লাস্টারের সংখ্যা	এলাকার আয়তন (একর)	আবাসিক পরিবার সংখ্যা	আবাসিক জনসংখ্যা	মহিলা প্রধান পরিবার		শারিরীক ও মানষিক প্রতিবন্ধী	
						পরিবার সংখ্যা	জন-সংখ্যা	পরিবার সংখ্যা	জনসংখ্যা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	বস্তি (৫০ পরিবারের অধিক)	১৯	৪০.৫০	৮৮০	৪৪০০	২৩৫	১৪১০	১৫	৪৫
২	ক্লাস্টার (৫০ পরিবারের কম)	৩	৯.৫০	১৪৪	৭২০	১৩	৯০	৭	২০
৩	অন্যান্য ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অবস্থান	-	-	-	-	-	-	-	-
৪	মোট	২২	৫০	১০২৪	৫১২০	২৪৮	১৫০০	২২	৬৫

২.৭.২ দরিদ্র, নিম্ন আয়, মধ্য আয় ও উচ্চ আয়ের পরিবার চিত্র (Poor, Low Income, Middle Income & High Income Household Profile)

সারিয়াকান্দি পৌরসভার বেইজ লাইন সার্ভে-২০২২ থেকে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী পারিবারিক আয়ের ধরণ অনুযায়ী পরিবারের চিত্র নিম্নের টেবিল ২.৪ এ দেখানো হলো-

টেবিল ২.৯ ঃ সারিয়াকান্দি পৌরসভার পারিবারিক আয়ের চিত্র

ক্রঃ নং	পারিবারিক আয়ের ধরণ টাকা/মাসিক	পরিবারের সংখ্যা	শতকরা হার(%)
১	৫,০০০ টাকা পর্যন্ত আয়	৫২০	৯.০১%
২ ক	৫০০১ থেকে ১০,০০০ টাকা পর্যন্ত আয়	২০০৫	৩৫.৪৮%
২ খ	১০,০০১ থেকে ২০০০০ টাকা পর্যন্ত আয়	১৩৪০	২৩.৯০%
২ গ	২০০০১ থেকে ৩০,০০০ টাকা পর্যন্ত আয়	১৫০	২.৬৫%
৩	৩০,০০০ টাকার উর্ধ্বে আয়	১৬৩৬	২৮.৯৬%
৪	সকল শ্রেণীর আয় (মোট)	৫৬৫১	১০০%

তথ্য সূত্রঃ বেইজ লাইন সার্ভে-২০২২

২.৭.৩ FGD থেকে পাওয়া নিম্ন, মধ্য ও উচ্চ আয়ের পরিবার চিত্র (Low Income, Middle Income & High Income Household Profile FGD)

সারিয়াকান্দি পৌরসভায় ৯ টি ওয়ার্ডে ১০ টি FGD অনুষ্ঠান করা হয়। উক্ত FGD হতে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী নিম্ন আয়ের (মাসিক ৫০০০/- টাকা পর্যন্ত) পরিবারের শতকরা হার ৯.৯০% , মধ্য আয়ের (মাসিক ৫০০১-১০০০০/- টাকা পর্যন্ত) পরিবারের শতকরা হার ৩৫.৪৮% এবং উচ্চ আয়ের (মাসিক ১০০০১-২০০০০/- টাকার পর্যন্ত) পরিবারের শতকরা হার ২৩%। পক্ষান্তরে বেইজ লাইন সার্ভের তথ্য হতে দেখা যায় যে, দরিদ্রসহ নিম্ন আয়ের (মাসিক ২০০০১-৩০০০০ টাকা পর্যন্ত) পরিবারের শতকরা হার ২.৬৫% , উচ্চ আয়ের (মাসিক ৩০০০০ টাকার উর্দ্ধে) পরিবারের শতকরা হার ২৮.৯৫%। FGD থেকে এ সংক্রান্ত প্রাপ্ত তথ্য নিম্নোক্ত ছকে বিস্তারিত উল্লেখকরা হলো (উৎস FGD) ঃ

টেবিল ২.৯ ঃ সারিয়াকান্দি পৌরসভার পারিবারিক আয়ের চিত্র

আয়ের শ্রেণী	FGD মহল্লা/এলাকার নাম								
	হিন্দু কান্দি শিল্প পাড়া	ধাপ হুন্দাই পাড়া	থানা রোড	হিন্দু কান্দি	কুঠিবাড়ী	কয়ের পাড়া	বাগ বেড়	বারুই পাড়া সরকার পাড়া	বারুই পাড়া
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
নিম্ন আয়ের পরিবার (%) মাসিক আয় টাকা ১০,০০০/- পর্যন্ত	১৮.১৯%	১৯.৪০%	২৫.২৯%	২৯.৮৭%	২৭.৮৯%	৩৩.৮৬%	১৯.৯৯%	২০.৮৯%	২১.৭০%
মধ্য আয়ের পরিবার (%) মাসিক আয় টাকা ১০০০০- ১৫০০০ পর্যন্ত	১৫.২০%	১৩.৮৯%	১২.০২%	১০.৭৭%	১২.৭২%	১৫.৮১%	১২.৮৫%	১০.৪০%	১৬.৫৯%
উচ্চ আয়ের পরিবার (%) মাসিক আয় টাকা ১৫০০০/- এর উর্ধ্বে	৩.২২%	৫.২২%	৭.১৯%	১৩.৬৯%	৭.৮৯%	২৫.৫৯%	১৫.৮৩%	১২.৩৯%	১১.৭৯%

২.৮ অর্থনীতি ও ক্রমোন্নতি নির্ধারক (Economy and Growth Determinants)

সারিয়াকান্দি পৌরসভায় বেজলাইন সার্ভে ২০৩১ পর্যন্ত সমন্বিত করা হয়েছে। আদমশুমারী ২০১১, নিজস্ব জরিপ ২০১৩ ও বেজলাইন সার্ভে ২০২২ পর্যন্ত সমন্বিত তথ্য পর্যালোচনা করে এবং একই সাথে পৌরসভার বিদ্যমান অবস্থা বিশ্লেষণ করে নিম্নোক্ত তথ্যগুলি পাওয়া গিয়েছে। তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ১৯% পরিবার কৃষি, ৪% পরিবার চাকুরি, পশুপালন ও মৎস চাষ ৭% ও ৫% পরিবার, ব্যবসা ১৭% পরিবার, প্রবাসী ১% পরিকার, শিল্প শ্রমিক ৫% পরিবার, ক্ষুদ্র ব্যবসা ১৯% পরিবার ও দিন মজুর ২৩% পেশায় নিয়োজিত। এ সব তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, সারিয়াকান্দি পৌরসভার প্রধান ক্রমোন্নতির ক্ষেত্র (Growth Sector) হচ্ছে কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও চাকুরী। এই ৩টি সেক্টরকে সারিয়াকান্দি পৌরসভার অর্থনৈতিক ক্রমোন্নতির নির্ধারক হিসেবে বিবেচনা করা যায়।

সারিয়াকান্দি পৌরসভায় এখনও গ্রামীণ পরিবেশ বিদ্যমান যেখানে প্রচুর খাল, ডোবা, কৃষি জমি রয়েছে। পৌর এলাকায় দ্রুত হারে বসতি বৃদ্ধি পেলেও রাস্তা-ঘাট, পানি নিষ্কাশনের জন্য পর্যাপ্ত ড্রেনের ব্যবস্থা, সড়ক বাতির ব্যবস্থা এবং নিরাপদ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা নেই। পরিকল্পিত উন্নয়নের মাধ্যমে সারিয়াকান্দি পৌর এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং নিয়ন্ত্রিত ক্রমোন্নতি নিশ্চিত করা গেলে পৌরসভার সার্বিক অর্থনীতি ও ক্রমোন্নতি উপর এর শুভ প্রভাব পড়বে।

ভৌগলিক অবস্থার কারণে সারিয়াকান্দি পৌর এলাকায় সড়ক পথে যোগাযোগ ব্যবস্থা খুবই উন্নত। স্বল্প খরচে এখান থেকে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন পন্য আমদানী-রপ্তানী করা যায়।

অধ্যায়-৩
সেবা প্রাপ্তির সুবিধা
ACCESS TO SERVICES

অবকাঠামো ও সেবা সুবিধার চিত্র (Infrastructure and service Delivery Profile)

বেইজ লাইন সার্ভের মাধ্যমে সারিয়াকান্দি পৌরসভার অবকাঠামো ও সেবা সমূহের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এসব তথ্য থেকে পৌরসভার নির্ধারিত কার্যাবলীর আওতায় প্রদানযোগ্য/প্রদত্ত অবকাঠামো ও সেবাসমূহের বিদ্যমান অবস্থা, পৌরসভার মোট চাহিদা, ব্যবধান ও ব্যবধান পূরণে প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমাণ সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায়। নিম্নে প্রতিটি অবকাঠামো ও সেবা সংক্রান্ত বিষয়ের সারাংশ বর্ণিত হল ঃ

৩.১.পানি সরবরাহ (Water Supply)

সারিয়াকান্দি পৌর এলাকার জনসংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেলেও অর্থের অভাবে পানি সরবরাহ ব্যবস্থার এখনও করা সম্ভব হয় নাই। বেইজ লাইন সার্ভের তথ্যানুযায়ী পৌরসভা কর্তৃক স্থাপিত কিছু হস্ত চালিত নলকূপ রয়েছে যা অধিকাংশই নষ্ট। পানি সরবরাহ স্থাপনার বিদ্যমান অবস্থা, চাহিদা ও চাহিদা মেটানোর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হ'ল ঃ

টেবিল ৩.১ ঃ সারিয়াকান্দি পৌরসভার পানি সরবরাহের বর্তমান অবস্থা ও চাহিদা

পানি সরবরাহ (অবকাঠামো)

সূচক/ প্যারামিটার	পানি ব্যবস্থা					পানি পরিশোধন প্লান্ট		আন্ডার গ্রাউন্ড রিজার্ভার		ওভারহেড ট্যাংক	
	চালু হস্ত চালিত নলকুপ	গভীর নলকুপ (পাইপ লাইনে পানি সরবরাহ)		নলবাহিত পানি সরবরাহ বিস্তাতির		ধরণ	ধারণ ক্ষমতা (প্রতিদিন গ্যালন/ লিটার)	সংখ্যা	ধারণ ক্ষমতা (গ্যালন/ লিটার)	সংখ্যা	ধারণ ক্ষমতা (গ্যালন/ লিটার)
	সংখ্যা	সংখ্যা	পরিমাপ (সেঃ মিঃ ডায়া)	ট্যাংক মেইন্স দৈর্ঘ্য (কিমি)	সার্ভিস মেইন্স দৈর্ঘ্য (কিমি)						
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১. বিদ্যমান অবস্থা সংখ্যা / দৈর্ঘ্য, পরিমাণ)	৮৫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৫. পৌরসভার মোট চাহিদা	৯৭৫	৪ টি	৩৫০ সে.মি.	৪.০০	২৫	ফিল্টার বেড টাইপ	৮০০কি.মি. প্রতি ঘন্টা	৪টি	৬৮০কি.মি.	৪	৬৮০কি.মি.
৬. ব্যবধান (৫ - ১)	৮৯০	৪টি	৩৫০ কি.মি.	৪.০০	২৫	ফিল্টার বেড টাইপ	৮০০ কি.মি. প্রতি ঘন্টা	৪টি	৬৮০কি.মি.	৪	৬৮০কি.মি.
৭. ব্যবধান পুরনে খরচ (টাকা)	৬,৬৭,৫০,০০০/-	১,০০,০০,০০০/-		৬,০০,০০,০০০/-		৫,০০,০০,০০০/-		১২,০০,০০,০০০/-		৮,০০,০০,০০০/-	

উৎস ঃ পৌরসভার বেইজ লাইন সার্ভে, ২০২২।

সারিয়াকান্দি পৌর এলাকায় পৌরসভা থেকে প্রদও ৮৫টি হস্তচালিত নলকূপ বিদ্যমান আছে। বেইজ লাইন সার্ভের প্রদর্শিত চাহিদানুযায়ী আরও ৮৯০ হস্তচালিত নলকূপের প্রয়োজন। নলবাহিত পানি সরবরাহের জন্য ০৪টি প্রডাকশন টিউবওয়েল, ৮কি.মি. ট্রাঙ্ক মেইন্স, ২৫কি. মি.সার্ভিস মেইন্স স্থাপন করা প্রয়োজন।

মুখ্য বিষয়/সমস্যা

১. পৌরসভার পানি সরবরাহ ব্যবস্থা নাই।
২. পানি সরবরাহ ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের অভাব।
৩. পানি সরবরাহের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যাক পাম্প প্রয়োজন।
৪. পানি সরবরাহের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যাক পাইপ লাইন স্থাপন করার প্রয়োজন।
৫. পানি সরবরাহ শাখায় প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ করা প্রয়োজন।
৬. ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট ও ওভারহেড ট্যাংক প্রয়োজনীয়।
৭. ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলনে খরচ কম ।

ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন, ওয়ার্ড ভিশনিং, ওয়ার্ড কমিটি ও শহর সমন্বয় কমিটির আলোচনা

পিডিপি প্রনয়নের লক্ষ্যে সারিয়াকান্দি পৌরসভার ১ নং ওয়ার্ডের এফজিডি কার্যক্রমের ছবি।

পিডিপি প্রনয়নের লক্ষ্যে সারিয়াকান্দি পৌরসভার ০১ নং ওয়ার্ডের সামাজিক মানচিত্র অঙ্কন।

সারিয়াকান্দি পৌরসভার পানি সরবরাহের বর্তমান অবস্থা ও চাহিদা

ওয়ার্ড নং	বর্তমান অবস্থা	ভবিষ্যৎ করণীয়
১	সারিয়াকান্দি পৌরসভার নিজস্ব সাপ্লাই পানির ব্যবস্থা নাই। দূরবর্তী উৎস হতে খাবার পানি সংগ্রহ করতে হয় এবং অন্যান্য কাজের জন্য পুকুর, জলাশয় বা নদী থেকে পানি সংগ্রহ করে ব্যবহার করে থাকে।	১) দূরবর্তী স্থানে গভীর নলকূপ বা নতুন প্রযুক্তির আধুনিক ট্রিটমেন্ট প্লান্ট স্থাপন করে বিশুদ্ধ আর্সেনিক মুক্ত পানি সরবরাহ করা। ২) ওভারহেড ট্যাংক স্থাপন/নির্মাণ করে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পৌরসভার পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা।
২	সারিয়াকান্দি পৌরসভার নিজস্ব সাপ্লাই পানির ব্যবস্থা নাই। দূরবর্তী উৎস হতে খাবার পানি সংগ্রহ করতে হয় এবং অন্যান্য কাজের জন্য পুকুর, জলাশয় বা নদী থেকে পানি সংগ্রহ করে ব্যবহার করে থাকে।	১) দূরবর্তী স্থানে গভীর নলকূপ বা নতুন প্রযুক্তির আধুনিক ট্রিটমেন্ট প্লান্ট স্থাপন করে বিশুদ্ধ আর্সেনিক মুক্ত পানি সরবরাহ করা। ২) ওভারহেড ট্যাংক স্থাপন/নির্মাণ করে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পৌরসভার পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা।
৩	সারিয়াকান্দি পৌরসভার নিজস্ব সাপ্লাই পানির ব্যবস্থা নাই। দূরবর্তী উৎস হতে খাবার পানি সংগ্রহ করতে হয় এবং অন্যান্য কাজের জন্য পুকুর, জলাশয় বা নদী থেকে পানি সংগ্রহ করে ব্যবহার করে থাকে।	১) দূরবর্তী স্থানে গভীর নলকূপ বা নতুন প্রযুক্তির আধুনিক ট্রিটমেন্ট প্লান্ট স্থাপন করে বিশুদ্ধ আর্সেনিক মুক্ত পানি সরবরাহ করা। ২) ওভারহেড ট্যাংক স্থাপন/নির্মাণ করে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পৌরসভার পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা।
৪	সারিয়াকান্দি পৌরসভার নিজস্ব সাপ্লাই পানির ব্যবস্থা নাই। দূরবর্তী উৎস হতে খাবার পানি সংগ্রহ করতে হয় এবং অন্যান্য কাজের জন্য পুকুর, জলাশয় বা নদী থেকে পানি সংগ্রহ করে ব্যবহার করে থাকে।	১) দূরবর্তী স্থানে গভীর নলকূপ বা নতুন প্রযুক্তির আধুনিক ট্রিটমেন্ট প্লান্ট স্থাপন করে বিশুদ্ধ আর্সেনিক মুক্ত পানি সরবরাহ করা। ২) ওভারহেড ট্যাংক স্থাপন/নির্মাণ করে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পৌরসভার পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা।
৫	সারিয়াকান্দি পৌরসভার নিজস্ব সাপ্লাই পানির ব্যবস্থা নাই। দূরবর্তী উৎস হতে খাবার পানি সংগ্রহ করতে হয় এবং অন্যান্য কাজের জন্য পুকুর, জলাশয় বা নদী থেকে পানি সংগ্রহ করে ব্যবহার করে থাকে।	১) দূরবর্তী স্থানে গভীর নলকূপ বা নতুন প্রযুক্তির আধুনিক ট্রিটমেন্ট প্লান্ট স্থাপন করে বিশুদ্ধ আর্সেনিক মুক্ত পানি সরবরাহ করা। ২) ওভারহেড ট্যাংক স্থাপন/নির্মাণ করে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পৌরসভার পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা।
৬	সারিয়াকান্দি পৌরসভার নিজস্ব সাপ্লাই পানির ব্যবস্থা নাই। দূরবর্তী উৎস হতে খাবার পানি সংগ্রহ করতে হয় এবং অন্যান্য কাজের জন্য পুকুর, জলাশয় বা নদী থেকে পানি সংগ্রহ করে ব্যবহার করে থাকে।	১) দূরবর্তী স্থানে গভীর নলকূপ বা নতুন প্রযুক্তির আধুনিক ট্রিটমেন্ট প্লান্ট স্থাপন করে বিশুদ্ধ আর্সেনিক মুক্ত পানি সরবরাহ করা। ২) ওভারহেড ট্যাংক স্থাপন/নির্মাণ করে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পৌরসভার পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা।
৭	সারিয়াকান্দি পৌরসভার নিজস্ব সাপ্লাই পানির ব্যবস্থা নাই। দূরবর্তী উৎস হতে খাবার পানি সংগ্রহ করতে হয় এবং অন্যান্য কাজের জন্য পুকুর, জলাশয় বা নদী থেকে পানি সংগ্রহ করে ব্যবহার করে থাকে।	১) দূরবর্তী স্থানে গভীর নলকূপ বা নতুন প্রযুক্তির আধুনিক ট্রিটমেন্ট প্লান্ট স্থাপন করে বিশুদ্ধ আর্সেনিক মুক্ত পানি সরবরাহ করা। ২) ওভারহেড ট্যাংক স্থাপন/নির্মাণ করে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পৌরসভার পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা।
৮	সারিয়াকান্দি পৌরসভার নিজস্ব সাপ্লাই পানির ব্যবস্থা নাই। দূরবর্তী উৎস হতে খাবার পানি সংগ্রহ করতে হয় এবং অন্যান্য কাজের জন্য পুকুর, জলাশয় বা নদী থেকে পানি সংগ্রহ করে ব্যবহার করে থাকে।	১) দূরবর্তী স্থানে গভীর নলকূপ বা নতুন প্রযুক্তির আধুনিক ট্রিটমেন্ট প্লান্ট স্থাপন করে বিশুদ্ধ আর্সেনিক মুক্ত পানি সরবরাহ করা। ২) ওভারহেড ট্যাংক স্থাপন/নির্মাণ করে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পৌরসভার পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা।
৯	সারিয়াকান্দি পৌরসভার নিজস্ব সাপ্লাই পানির ব্যবস্থা নাই। দূরবর্তী উৎস হতে খাবার পানি সংগ্রহ করতে হয় এবং অন্যান্য কাজের জন্য পুকুর, জলাশয় বা নদী থেকে পানি সংগ্রহ করে ব্যবহার করে থাকে।	১) দূরবর্তী স্থানে গভীর নলকূপ বা নতুন প্রযুক্তির আধুনিক ট্রিটমেন্ট প্লান্ট স্থাপন করে বিশুদ্ধ আর্সেনিক মুক্ত পানি সরবরাহ করা। ২) ওভারহেড ট্যাংক স্থাপন/নির্মাণ করে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পৌরসভার পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা।

প্রধান প্রধান পরামর্শ ঃ

১. বিশুদ্ধ সুপেয় পানির ব্যবস্থা করা ।
২. পৌরসভা কর্তৃক বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ আরো বৃদ্ধি করা।
৩. ২য় অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে নলবাহিত পানি সরবরাহের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ; এবং
৪. জনসংখ্যার বৃদ্ধি ও এলাকা ভিত্তিক জনসংখ্যার ঘনত্ব বিবেচনায় পর্যায়ক্রমে বিশুদ্ধ সুপেয় পানি সরবরাহের অবকাঠামো নির্মাণ ও সম্প্রসারণ।

৩.২ নর্দমা ব্যবস্থা (Drainage System)

সারিয়াকান্দি পৌর এলাকায় চাহিদার তুলনায় ড্রেনের পরিমান অনেক কম। রাস্তার পাশে অনেক ডোবা ও খাল থাকায় প্রাকৃতিক ভাবেই পানি সেখানে চলে যায়। কিন্তু বর্তমানে রাস্তার পাশে পর্যাপ্ত ড্রেন না থাকায় বেশির ভাগ বাড়ি-ঘরের উঠানে বৃষ্টির পানি জমে থাকে বা রাস্তার পাশে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয় এবং জনদুর্ভোগ বৃদ্ধি পায়। তখন পৌর এলাকার বিভিন্ন পুকুর ও নিচু এলাকা জলাদ্ধতার সৃষ্টি হয়। জলাবদ্ধতার কারনে বিভিন্ন পানি বাহিত রোগের (যেমন কলেরা, ডায়রিয়া, আমাশয় ইত্যাদি) প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। পৌর এলাকায় ইতোপূর্বে নির্মিত পাকা ড্রেনগুলি কিছু অংশ খালে আউটফল হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। পৌরসভা কর্তৃক প্রয়োজনীয় ও সমন্বিত নর্দমা ব্যবস্থা না থাকায় বর্ষাকালে অতি-বৃষ্টির দরুন কাঁচা-পাকা সকল রাস্তায় জলাবদ্ধতার কারণে যানবাহন ও পায়ে চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়ে।

টেবিল ৩.২ ঃ সারিয়াকান্দি পৌরসভার ড্রেইনেজের বর্তমান অবস্থা ও চাহিদা

সূচক/প্যারামিটার	স্যারফেস ড্রেইন													ড্রেইনের শেষ মুখ/আউটফল			খাল/নদীর নাম বা নীচু অঞ্চলের নাম (হেক্টর) এককে	নির্গমনের পূর্বে কোন পরিশোধন (ট্রিটমেন্ট) করা হয় কিনা হ্যাঁ/না
	আরসিসি ড্রেইন (কিঃমিঃ)				ইটের তৈরী ড্রেইন (কিঃমিঃ)				কাঁচা ড্রেইন (কিঃমিঃ)				মোট ড্রেইন					
	প্রাইমারী	সেকেন্ডারী	টারসিয়ারী	মোট	প্রাইমারী	সেকেন্ডারী	টারসিয়ারী	মোট	প্রাইমারী	সেকেন্ডারী	টারসিয়ারী	মোট		খাল	নদী	নীচু অঞ্চল		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
১. বিদ্যমান অবস্থা (সংখ্যা/দৈর্ঘ্য, পরিমাণ)	১.০০ কি:মি:	.৯০০ কি:মি:	.৫০০ কি:মি:	২.৪ কি:মি:	২.০০ কি:মি:	১.০০ কি:মি:	.৩০০ কি:মি:	৩.৩০ কি:মি:	৪.০০ কি:মি:	২.৫ কি:মি:	১.০০ কি:মি:	৭.৫ কি:মি:	১৩.২ কি:মি:	✓	✓	✓	ঙ্গালী নদী, হাতিরঝিল ক্যানেল	না
২. ক) যে স্কীম/ প্রোগ্রামের আওতায় নির্মিত হয়েছিল	PS	PS	PS		PS	PS	PS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
২. খ) স্কীমের ব্যয় বহনকারী / অর্থের যোগানদাতা	ADP, GOB	ADP, GOB	ADP, GOB		ADP, GOB	ADP, GOB	ADP, GOB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
২. গ) স্কীম বাস্তবায়নকারী সংস্থা	PS	PS	PS		PS	PS	PS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৩. ক) পরিচালন ও রক্ষনাবেক্ষনকারী (O&M) সংস্থা	PS	PS	PS	PS	PS	PS	PS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৩. খ) কতবার এবং কিকি সংস্কার/মেরামত করা হয়	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৩. গ) সংস্কারের বার্ষিক খরচ (টাকা)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৫.) পৌরসভার মোট চাহিদা	২০.০ ক.মি.	৪.৪০ কি.মি.	১.৫ কি.মি.	২৫.৯০ কি:মি:		১.০০ কি:মি:	.৩০০ কি:মি:	৩.৩০ কি:মি:	৪.০০ কি:মি:	২.৫ কি:মি:	১.০০ কি:মি:	৭.৫ কি:মি:	১৩.২ কি:মি:					
৬. ব্যবধান (৫ - ১)	১৯.০ কি.মি.	৩.৫ কি.মি	১.০০ কি.মি	২৩.৫ কি.মি.		-	-	-	-	-	-	-	-				-	

পর্যবেক্ষণ ঃ উপরের তথ্যাদি হতে যে সকল বিষয় গুরুত্বপূর্ন মর্মে প্রতিয়মান হয় যে- (১) চাহিদার তুলনায় বিদ্যমান ড্রেনেজ ব্যবস্থা খুবই নগন্য; (২) প্রায় ২৩.৫ কি: মি: বিভিন্ন ক্যাটাগরির নতুন ড্রেন নির্মাণ দরকার । এখনও পর্যন্ত পৌর এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসণ ও দূষিত পানি নিষ্কাশনের জন্য দীর্ঘ মেয়াদি কোন পরিকল্পনা নেই ;

মুখ্য বিষয়/সমস্যা

(১) বিদ্যমান ড্রেন গুলির কিছু খালে এবং কিছু নিঁচু অঞ্চলের সাথে সংযুক্ত এবং

(২) পৌরসভার আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণে নতুন ড্রেন নির্মাণ এবং সংস্কার কাজ যথাসময়ে সম্পন্ন করা হয়ে ওঠে না।

(৩) নিয়মিত ড্রেন পরিস্কার না করায় এবং ড্রেনের ভিতর বাড়ি-ঘরের ময়লা আবর্জনা ফেলায় ড্রেন ভর্তি হয়ে পানি প্রবাহে বাধাগ্রস্থ হয়

ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন, ওয়ার্ড ভিশনিং, ওয়ার্ড কমিটি ও শহর সমন্বয় কমিটির আলোচনা

১. সারিয়াকান্দি পৌরসভায় ড্রেইনেজ নেটওয়ার্ক নেই।
২. ড্রেইনে, খালে ও নিচু জমিতে জলবদ্ধতার কারণে এলাকার পরিবেশ দূষিত হয়।
৩. ড্রেন না থাকায় বর্ষাকালে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়। এতে চলাচলে অসুবিধা হয় এবং মশা মাছির উপদ্রব বাড়ে।

পিডিপি প্রনয়নের লক্ষ্যে সারিয়াকান্দি পৌরসভার ২ নং ওয়ার্ডের এফজিডি কার্যক্রমের ছবি।

পিডিপি প্রনয়নের লক্ষ্যে সারিয়াকান্দি পৌরসভার ২ নং ওয়ার্ডের সামাজিক মানচিত্র অঙ্কন

সারিয়াকান্দি পৌরসভার ড্রেনের বর্তমান অবস্থা ও চাহিদা

ওয়ার্ড নং	বর্তমান অবস্থা	ভবিষ্যৎ করণীয়
১	১নং ওয়ার্ডে কোন ড্রেনেজ ব্যবস্থা নাই। খাল ও নালার মাধ্যমে পানি নিস্কাশিত হয়। যার কারনে বৃষ্টি হওয়ার সময় পানি প্রবাহ বিঘ্নিত হয়। ফলে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয় ।	পৌর এলাকার মাষ্টার প্ল্যান অনুযায়ী ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন করা প্রয়োজন। ড্রেনের আউটফল নির্মাণ, পানি অপসারণের জন্য খালসমূহে ড্রেনের Slop Maintain করা দরকার। ড্রেনের উপর স্ল্যাবের ব্যবস্থা করা দরকার।
২	২নং ওয়ার্ডের ড্রেনজ ব্যবস্থা আংশিক। খাল ও নালার মাধ্যমে পানি নিস্কাশিত হয়। যার কারনে বৃষ্টি হওয়ার সময় পানি প্রবাহ বিঘ্নিত হয়। ফলে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয় ।	পৌর এলাকার মাষ্টার প্ল্যান অনুযায়ী ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন করা প্রয়োজন। ড্রেনের আউটফল নির্মাণ, পানি অপসারণের জন্য খালসমূহে ড্রেনের Slop Maintain করা দরকার। ড্রেনের উপর স্ল্যাবের ব্যবস্থা করা দরকার।
৩	৩নং ওয়ার্ডে কোন ড্রেনেজ ব্যবস্থা নাই। খাল ও নালার মাধ্যমে পানি নিস্কাশিত হয়। যার কারনে বৃষ্টি হওয়ার সময় পানি প্রবাহ বিঘ্নিত হয়। ফলে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয় ।	পৌর এলাকার মাষ্টার প্ল্যান অনুযায়ী ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন করা প্রয়োজন। ড্রেনের আউটফল নির্মাণ, পানি অপসারণের জন্য খালসমূহে ড্রেনের Slop Maintain করা দরকার। ড্রেনের উপর স্ল্যাবের ব্যবস্থা করা দরকার।
৪	৪নং ওয়ার্ডের ড্রেনজ ব্যবস্থা আংশিক। খাল ও নালার মাধ্যমে পানি নিস্কাশিত হয়। যার কারনে বৃষ্টি হওয়ার সময় পানি প্রবাহ বিঘ্নিত হয়। ফলে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয় ।	পৌর এলাকার মাষ্টার প্ল্যান অনুযায়ী ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন করা প্রয়োজন। ড্রেনের আউটফল নির্মাণ, পানি অপসারণের জন্য খালসমূহে ড্রেনের Slop Maintain করা দরকার। ড্রেনের উপর স্ল্যাবের ব্যবস্থা করা দরকার।
৫	৫নং ওয়ার্ডের ড্রেনজ ব্যবস্থা আংশিক। খাল ও নালার মাধ্যমে পানি নিস্কাশিত হয়। যার কারনে বৃষ্টি হওয়ার সময় পানি প্রবাহ বিঘ্নিত হয়। ফলে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয় ।	পৌর এলাকার মাষ্টার প্ল্যান অনুযায়ী ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন করা প্রয়োজন। ড্রেনের আউটফল নির্মাণ, পানি অপসারণের জন্য খালসমূহে ড্রেনের Slop Maintain করা দরকার। ড্রেনের উপর স্ল্যাবের ব্যবস্থা করা দরকার।
৬	৬নং ওয়ার্ডের ড্রেনজ ব্যবস্থা আংশিক। খাল ও নালার মাধ্যমে পানি নিস্কাশিত হয়। যার কারনে বৃষ্টি হওয়ার সময় পানি প্রবাহ বিঘ্নিত হয়। ফলে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয় ।	পৌর এলাকার মাষ্টার প্ল্যান অনুযায়ী ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন করা প্রয়োজন। ড্রেনের আউটফল নির্মাণ, পানি অপসারণের জন্য খালসমূহে ড্রেনের Slop Maintain করা দরকার। ড্রেনের উপর স্ল্যাবের ব্যবস্থা করা দরকার।
৭	৭নং ওয়ার্ডে কোন ড্রেনেজ ব্যবস্থা নাই। খাল ও নালার মাধ্যমে পানি নিস্কাশিত হয়। যার কারনে বৃষ্টি হওয়ার সময় পানি প্রবাহ বিঘ্নিত হয়। ফলে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয় ।	পৌর এলাকার মাষ্টার প্ল্যান অনুযায়ী ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন করা প্রয়োজন। ড্রেনের আউটফল নির্মাণ, পানি অপসারণের জন্য খালসমূহে ড্রেনের Slop Maintain করা দরকার। ড্রেনের উপর স্ল্যাবের ব্যবস্থা করা দরকার।
৮	৮নং ওয়ার্ডে কোন ড্রেনেজ ব্যবস্থা নাই। খাল ও নালার মাধ্যমে পানি নিস্কাশিত হয়। যার কারনে বৃষ্টি হওয়ার সময় পানি প্রবাহ বিঘ্নিত হয়। ফলে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয় ।	পৌর এলাকার মাষ্টার প্ল্যান অনুযায়ী ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন করা প্রয়োজন। ড্রেনের আউটফল নির্মাণ, পানি অপসারণের জন্য খালসমূহে ড্রেনের Slop Maintain করা দরকার। ড্রেনের উপর স্ল্যাবের ব্যবস্থা করা দরকার।
৯	৯নং ওয়ার্ডের ড্রেনজ ব্যবস্থা আংশিক। খাল ও নালার মাধ্যমে পানি নিস্কাশিত হয়। যার কারনে বৃষ্টি হওয়ার সময় পানি প্রবাহ বিঘ্নিত হয়। ফলে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয় ।	পৌরসভা কর্তৃক পরিকল্পিত ভাবে ঢাকনাসহ পাকা ড্রেন নির্মাণ করে নিকটবর্তী খালে অথবা নদীতে সংযোগ দিলে জলাবদ্ধতা নিরসন হবে।

প্রধান প্রধান পরামর্শ ঃ

১. নিয়মিত কর্মসূচী অনুযায়ী ড্রেইন পরিষ্কার রাখার জন্য পৌরসভার প্রয়োজনীয় সংখ্যক জনবল নিয়োগ।
২. ড্রেইন নির্মাণ, বিদ্যমান ড্রেইন ও খালের সংস্কার, সঠিক আউটফল চিহ্নিত করে তার সাথে ড্রেইনের সংযোগ প্রদান।

৩. নদী পাশ দখলমুক্ত ও প্রয়োজনীয় সংস্কার ও সম্প্রসারণ করা।
৪. ১ম অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ড্রেন নির্মাণ ও সংস্কার করা দরকার।
৫. মহা পরিকল্পনা অনুযায়ী পৌর এলাকাকে একটি ড্রেইনেজ নেটওয়ার্কের আওতায় নিয়ে আসা।

৩.৩ স্যানিটেশন (Sanitation)

পৌর এলাকাকে ১০০% স্বাস্থ্য-সম্মত ল্যাট্রিন ব্যবহারকারী এলাকা হিসেবে ঘোষণা করা হলেও জরিপের তথ্য অনুযায়ী প্রকৃতপক্ষে এখনও ২০% পরিবার স্বাস্থ্য-সম্মত ল্যাট্রিন ব্যবহারের সুবিধা হতে বঞ্চিত। নিম্নে বিদ্যমান পারিবারিক স্যানিটেশন ব্যবস্থার তথ্য উল্লেখকরা হলো ঃ

১। বিদ্যমান পারিবারিক স্যানিটেশন ব্যবস্থা ঃ

ক) সুয়্যারের (পয়ঃপ্রনালী) সাথে সংযোগপ্রাপ্ত পরিবারের শতকরা হার ঃ ০%
খ) সেপটিক ট্যাংক আছে এরূপ পরিবারের শতকরা হার ঃ ১০%
গ) সোকওয়েল আছে এরূপ পরিবারের শতকরা হার ঃ ১০%
ঘ) গুজনেকসহ স্লাব রিং যুক্ত ল্যাট্রিনের পরিবারের শতকরা হার ঃ ৮০%
ঙ) ঝুলন্ত ল্যাট্রিন আছে এরূপ পরিবারের শতকরা হার ঃ ০%
চ) খোলা ল্যাট্রিন আছে এরূপ পরিবারের শতকরা হার ঃ ০%
জ) কোন ল্যাট্রিন নাই এমন পরিবারের শতকরা হার ঃ ০%
ঝ) মোট পরিবারের সংখ্যা: ১০০%

২। জনসংখ্যার কি অনুপাতে খোলা জায়গায় মলত্যাগ করতে যায়ঃ ০%
৩। বাড়ীতে ল্যাট্রিন তৈরীর পরিবর্তে স্বতন্ত্রভাবে কেউ কি খোলা জায়গায় মলত্যাগ করতে যায় ? যায় ০%
৪। এসব অভ্যাসের কারণ কি ?
৫। পৌরসভায় খোলা জায়গায় মলত্যাগের স্থান কোথায় কোথায় ?
৬। সেপটিক ট্যাংক/পিট কে পরিষ্কার করে? পৌরসভা=১ বেসরকারী ভাবে =২√
৭। পরিবারের পয়ঃ নিষ্কাশন স্থাপনার আবর্জনা বস্তুসমূহ গৃহের বাহিরে কোথায় ফেলা হয়? (একের অধিক উত্তর দেয়া যাবে) পরিত্যক্ত জায়গায়।

- নিকটবর্তী খোলা যায়গায় ফেলা হয় ।√
- শহরের মধ্যে/শহরের চারপাশে/নির্ধারিত জায়গায় ফেলা হয়।
- শহরের মধ্যে/শহরের চারপাশে/নির্ধরিত স্থানে গর্তের মধ্যে ফেলা হয় এবং ঢেকে রাখা হয়।
- নিকটবর্তী ড্রেনে ফেলা হয়
- অন্যান্যা (উল্লেখ করুন)

৮। পরিবারের পয়ঃ নিষ্কাশন স্থাপনার আবর্জনা গৃহের বাহিরে ফেলার পূর্বে পরিশোধন করা হয় কিনা ? হ্যাঁ/না√

৯. ক। পৌরসভার কয়টি পাবলিক টয়লেট (গণশৌচাগার) আছে ?
১) বাণিজ্যিক এলাকায় ২
২) বস্তিতে _____

৯. খ। মহিলাদের জন্য আলাদা টয়লেটের সুবিধা আছে কিনা ? হ্যাঁ=১, না=২√
১০। এইসব টয়লেট কাদের দ্বারা পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা করা হয় ? √
ক) বণিজ্যিক এলাকায় পৌরসভা
খ) বস্তিতে নিজ নিজ

১১। এ সব টয়লেট ব্যবহারের জন্য কোন মূল্য (চার্জ) দিতে হয় কিনা ? হ্যাঁ=১√, না=২

১২। স্যানিটেশন সম্পর্কে পৌরসভার চাহিদা সমূহ কি কি?
আরো গন শৌচাগার নির্মান ও রক্ষনাবেক্ষন জন্য লোকবল নিয়োগ।

১৩। চাহিদা ও বিদ্যমান অবস্থার পার্থক্য কি (চাহিদা-বিদ্যমান ব্যবস্থা)?
ক) আলাদা টয়লেট√
খ) সরকারী টয়লেট সুবিধা√
গ) স্কুল ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের টয়লেট সুবিধা
ঘ) হার্ডওয়ার পদ্ধতি (পরিবহন, পরিচ্ছন্নতা, পরিশোধন ইত্যাদি)
ঙ) অন্যান্য / সফ্টওয়ার / স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য শিক্ষা উন্নয়ন)

১৪। উল্লেখিত ব্যবধান সমূহ পুরনের জন্য প্রাক্কলিত ব্যয় কত হবে ?
ক) আলাদা টয়লেট
খ) সরকারী টয়লেট সুবিধা
গ) স্কুল ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের টয়লেট সুবিধা
ঘ) হার্ডওয়ার পদ্ধতি (পরিবহন, পরিচ্ছন্নতা, পরিশোধন ইত্যাদি)
ঙ) অন্যান্য / সফ্টওয়ার / স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য শিক্ষা উন্নয়ন) সারিয়াকান্দি পৌরসভার স্যানিটেশন সম্পর্কে চাহিদা ও বিদ্যমান অবস্থার পার্থক্য নিম্নে বর্ণিত হ'ল ঃ

চাহিদা– ১। স্বাস্থ্য বিভাগে জনবল নিয়োগ।
২। এডিপি বরাদ্দকৃত টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি করা।√

চাহিদা ও বিদ্যমান অবস্থার পার্থক্য (চাহিদা-বিদ্যমান ব্যবস্থা) ঃ
ক) প্রতি পরিবারের আলাদা টয়লেট√
খ) সরকারী টয়লেট সুবিধা
গ) স্কুল ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের টয়লেট সুবিধা
ঘ) হার্ডওয়ার পদ্ধতি (পরবহণ, পরিচ্ছন্নতা, পরিশোধন ইত্যাদি)
ঙ) অন্যান্য / সফ্টওয়ার / স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য শিক্ষা উন্নয়ন

মূখ্য বিষয়/সমস্যা ঃ

১. স্বাস্থ্য বিভাগে জনবলের অভাব।
২. এডিপি বরাদ্দের স্বল্পতা।
৩. জন সমাগম হয় এরূপ অন্যান্য স্থানে পাবলিক টয়লেট নেই।
৪. ময়লা পরিবহন এর পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেই।
৫. স্বাস্থ্য শিক্ষা উন্নয়নের কার্যক্রমের অভাব।

ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন, ওয়ার্ড ভিশনিং, ওয়ার্ড কমিটি ও শহর সমন্বয় কমিটির আলোচনা

১. ল্যাট্রিনের ময়লা (পংকিল) অপসারণের জায়গা নেই এবং ময়লা অপসারন কাজ ম্যানুয়েলি করতে হয়।
২. দরিদ্র পরিবারের স্যানিটারী ল্যাট্রিনের ব্যবস্থা।
৩. পৌরসভার সংশ্লিষ্ট শাখার জনবলের অভাব।
৪. বর্ষা মৌসুমে ল্যাট্রিনের/সোকওয়েলের ময়লা বের হয়ে পরিবেশ দূষণ ঘটায়।

সারিয়াকান্দি পৌরসভার পয়ঃনিষ্কাশনের বর্তমান অবস্থা ও চাহিদা

ওয়ার্ড নং	বর্তমান অবস্থা	ভবিষ্যৎ করণীয়
১	বর্তমানে ১নং ওয়ার্ডে পয়ঃনিষ্কাশনের ব্যবস্থা মোটামোটি ভালো। অধিকাংশ পরিবারের স্থানীয় প্রযুক্তিতে সেপটিকং ট্যাংকসহ স্যানেটারি ল্যাট্রিন তৈরী করে ব্যবহার করছে। দ্ররিদ্র এলাকায় দু-কুয়া বিশিষ্ট ল্যাট্রিন তৈরী করে ব্যবহার করছে। এবং দ্ররিদ্র শ্রেণীর কিছু অংশ খোলা ল্যাট্রিনও ব্যবহার করছে।	পৌরসভা কর্তৃপক্ষ জনসচেতনতার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত। পৌরসভার সংশিষ্ট শাখায় জনবল নিয়োগের মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধিসহ স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন নির্মাণে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা।
২	বর্তমানে ২নং ওয়ার্ডে পয়ঃনিষ্কাশনের ব্যবস্থা মোটামোটি ভালো। অধিকাংশ পরিবারের স্থানীয় প্রযুক্তিতে সেপটিকং ট্যাংকসহ স্যানেটারি ল্যাট্রিন তৈরী করে ব্যবহার করছে। দ্ররিদ্র এলাকায় দু-কুয়া বিশিষ্ট ল্যাট্রিন তৈরী করে ব্যবহার করছে। এবং দ্ররিদ্র শ্রেণীর কিছু অংশ খোলা ল্যাট্রিনও ব্যবহার করছে।	পৌরসভার কর্তৃপক্ষ জনসচেতনতার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত। পৌরসভার সংশিষ্ট শাখায় জনবল নিয়োগের মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধিসহ স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন নির্মাণে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা। এবং পৌরসভার উদ্যোগে স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন স্থাপন করা হলে স্থায়ী সমাধান হবে।
৩	বর্তমানে ৩নং ওয়ার্ডে পয়ঃনিষ্কাশনের ব্যবস্থা মোটামোটি ভালো। অধিকাংশ পরিবারের স্থানীয় প্রযুক্তিতে সেপটিকং ট্যাংকসহ স্যানেটারি ল্যাট্রিন তৈরী করে ব্যবহার করছে। দ্ররিদ্র এলাকায় দু-কুয়া বিশিষ্ট ল্যাট্রিন তৈরী করে ব্যবহার করছে। এবং দ্ররিদ্র শ্রেণীর কিছু অংশ খোলা ল্যাট্রিনও ব্যবহার করছে।	৩ নং ওয়ার্ডের ২০% গরীব জনগনের মাঝে বিনা মূল্যে স্বাস্থ্য সন্মত স্যানেটারি টয়লেট নির্মান করা। ঝুলন্ত লেট্রিন অপসারন করতে হবে। রিং স্রাব ল্যাট্রিন স্বাস্থ্য সম্মত করতে হবে এবং দরিদ্র এলাকায় হাউজ হোল্ড ও কমিউনিটি ল্যাট্রিন নির্মান করতে হবে।
৪	বর্তমানে ৪নং ওয়ার্ডে পয়ঃনিষ্কাশনের ব্যবস্থা মোটামোটি ভালো। অধিকাংশ পরিবারের স্থানীয় প্রযুক্তিতে সেপটিকং ট্যাংকসহ স্যানেটারি ল্যাট্রিন তৈরী করে ব্যবহার করছে। দ্ররিদ্র এলাকায় দু-কুয়া বিশিষ্ট ল্যাট্রিন তৈরী করে ব্যবহার করছে। এবং দ্ররিদ্র শ্রেণীর কিছু অংশ খোলা ল্যাট্রিনও ব্যবহার করছে।	২০% মানুষ আর্থিক ভাবে অস্বচ্ছল থাকার কারণে স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন স্থাপন করতে পারছে না। কিন্ত পৌরসভা কর্তৃক স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন নির্মানের মাধ্যমে স্থায়ী ভাবে সমাধান করা সম্ভব।
৫	বর্তমানে ৫নং ওয়ার্ডে পয়ঃনিষ্কাশনের ব্যবস্থা মোটামোটি ভালো। অধিকাংশ পরিবারের স্থানীয় প্রযুক্তিতে সেপটিকং ট্যাংকসহ স্যানেটারি ল্যাট্রিন তৈরী করে ব্যবহার করছে। দ্ররিদ্র এলাকায় দু-কুয়া বিশিষ্ট ল্যাট্রিন তৈরী করে ব্যবহার করছে। এবং দ্ররিদ্র শ্রেণীর কিছু অংশ খোলা ল্যাট্রিনও ব্যবহার করছে।	পৌরসভার কর্তৃপক্ষ জনসচেতনতার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত। পৌরসভার সংশিষ্ট শাখায় জনবল নিয়োগের মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধিসহ স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন নির্মাণে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা। এবং পৌরসভার উদ্যোগে স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন স্থাপন করা হলে স্থায়ী সমাধান হবে।
৬	বর্তমানে ৬নং ওয়ার্ডে পয়ঃনিষ্কাশনের ব্যবস্থা মোটামোটি ভালো। অধিকাংশ পরিবারের স্থানীয় প্রযুক্তিতে সেপটিকং ট্যাংকসহ স্যানেটারি ল্যাট্রিন তৈরী করে ব্যবহার করছে। দ্ররিদ্র এলাকায় দু-কুয়া বিশিষ্ট ল্যাট্রিন তৈরী করে ব্যবহার করছে। এবং দ্ররিদ্র শ্রেণীর কিছু অংশ খোলা ল্যাট্রিনও ব্যবহার করছে।	পৌরসভার কর্তৃপক্ষ জনসচেতনতার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত। পৌরসভার সংশিষ্ট শাখায় জনবল নিয়োগের মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধিসহ স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন নির্মাণে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা। এবং পৌরসভার উদ্যোগে স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন স্থাপন করা হলে স্থায়ী সমাধান হবে।
৭	বর্তমানে ৭নং ওয়ার্ডে পয়ঃনিষ্কাশনের ব্যবস্থা মোটামোটি ভালো। অধিকাংশ পরিবারের স্থানীয় প্রযুক্তিতে সেপটিকং ট্যাংকসহ স্যানেটারি ল্যাট্রিন তৈরী করে ব্যবহার করছে। দ্ররিদ্র এলাকায় দু-কুয়া বিশিষ্ট ল্যাট্রিন তৈরী করে ব্যবহার করছে। এবং দ্ররিদ্র শ্রেণীর কিছু অংশ খোলা ল্যাট্রিনও ব্যবহার করছে।	পৌরসভার কর্তৃপক্ষ জনসচেতনতার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত। পৌরসভার সংশিষ্ট শাখায় জনবল নিয়োগের মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধিসহ স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন নির্মাণে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা। এবং পৌরসভার উদ্যোগে স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন স্থাপন করা হলে স্থায়ী সমাধান হবে।

ওয়ার্ড নং	বর্তমান অবস্থা	ভবিষ্যৎ করণীয়
৮	বর্তমানে ৮নং ওয়ার্ডে পয়ঃনিষ্কাশনের ব্যবস্থা মোটামোটি ভালো। অধিকাংশ পরিবারের স্থানীয় প্রযুক্তিতে সেপটিকং ট্যাংকসহ স্যানেটারি ল্যাট্রিন তৈরী করে ব্যবহার করছে। দ্ররিদ্র এলাকায় দু-কুয়া বিশিষ্ট ল্যাট্রিন তৈরী করে ব্যবহার করছে। এবং দ্ররিদ্র শ্রেণীর কিছু অংশ খোলা ল্যাট্রিনও ব্যবহার করছে।	পৌরসভার কর্তৃপক্ষ জনসচেতনতার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত। পৌরসভার সংশিষ্ট শাখায় জনবল নিয়োগের মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধিসহ স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন নির্মাণে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা। এবং পৌরসভার উদ্যোগে স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন স্থাপন করা হলে স্থায়ী সমাধান হবে।
৯	বর্তমানে ৯নং ওয়ার্ডে পয়ঃনিষ্কাশনের ব্যবস্থা মোটামোটি ভালো। অধিকাংশ পরিবারের স্থানীয় প্রযুক্তিতে সেপটিকং ট্যাংকসহ স্যানেটারি ল্যাট্রিন তৈরী করে ব্যবহার করছে। দ্ররিদ্র এলাকায় দু-কুয়া বিশিষ্ট ল্যাট্রিন তৈরী করে ব্যবহার করছে। এবং দ্ররিদ্র শ্রেণীর কিছু অংশ খোলা ল্যাট্রিনও ব্যবহার করছে।	পৌরসভার কর্তৃপক্ষ জনসচেতনতার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত। পৌরসভার সংশিষ্ট শাখায় জনবল নিয়োগের মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধিসহ স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন নির্মাণে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা। এবং পৌরসভার উদ্যোগে স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন স্থাপন করা হলে স্থায়ী সমাধান হবে।

পিডিপি প্রনয়নের লক্ষ্যে সারিয়াকান্দি পৌরসভার ৩ নং ওয়ার্ডের এফজিডি কার্যক্রমের ছবি।

পিডিপি প্রনয়নের লক্ষ্যে সারিয়াকান্দি পৌরসভার ৩ নং ওয়ার্ডের সামাজিক মানচিত্র অঙ্কন।

প্রধান প্রধান পরামর্শ ঃ

১. পৌরসভায় পর্যাপ্ত সংখ্যক পাবলিক টয়লেট নির্মাণ করা আবশ্যক;
২. পাবলিক টয়লেটে মহিলাদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা থাকা দরকার;
৩. ল্যাট্রিনের ময়লা অপসারণের জায়গার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন;
৪. ময়লা সংগ্রহ ও পরিবহণের জন্য সাকশন মোশিন সহ যানবাহনের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন ;

৫. স্যানিটেশন সংক্রান্ত স্বাস্থ্য শিক্ষা ও জনসচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম গ্রহণ;
৬. প্রতি পরিবারের জন্য আলাদা টয়লেটের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন;
৭. দরিদ্র পরিবারের জন্য অংশিদারিত্বে স্বল্প মূল্যে অথবা বিনা মূল্যে স্যানিটারী ল্যাট্রিন সরবরাহের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন; এবং
৮. স্যানিটেশন ব্যবস্থার সার্বক্ষণিক মনিটরিং ও তদারকির জন্য স্বাস্থ্য বিভাগে প্রয়োজনীয় সংখ্যক জনবল নিয়োগ সহ পৌর পরিষদকে এ বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করা প্রয়োজন।

পর্যবেক্ষণ ঃ বেইজ লাইন সার্ভে থেকে জানা যায় যে, পৌরসভার বাজার এলাকায় ২ টি পাবলিক টয়লেট আছে; কিন্তু বস্তি /মহল্লায়/পাবলিক স্পটে কোন পাবলিক টয়লেট নেই। এসব টয়লেট ব্যবহারের জন্য কোন চার্জ দিতে হয় না এবং এগুলোর ব্যবস্থাপনা কিভাবে হয় সে সম্পর্কেও কোন তথ্য পৌরসভার জানা নেই। পক্ষান্তরে FGD এ অংশগ্রহণকারীগণ স্যানিটেশন ব্যবস্থাকে ৪র্থ অগ্রাধিকার হিসেবে চিহ্নিত করলেও ওয়ার্ড ভিশনিং এ প্রাপ্ত ৫টি প্রধান অগ্রাধিকারের তালিকায় স্যানিটেশন অগ্রাধিকার নেই । এজন্য স্বাস্থ্য বিভাগে জনবল নিয়োগ, এডিপি বরাদ্দ বৃদ্ধির মাধ্যমে মহিলাদের বিষয় বিবেচনায় রেখে প্রয়োজনীয় সংখ্যক পাবলিক টয়লেট নির্মাণ ও এর প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষণ ও কার্যকর ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তন, স্যানিটেশন সংক্রান্ত শিক্ষা ও গণসচেতনতা সৃষ্টির কার্যক্রম গ্রহণ, সেপটিক ট্যাংকের ময়লা পরিবহণ ও পরিশোধন ব্যবস্থা জোরদারকরণ ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করা জরুরী।

৩.৪ প্রাথমিক স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সেবা (Primary Health Care Service)

বেইজ লাইন সার্ভে অনুযায়ী দেখা যায় যে, পৌরসভা কর্তৃক পরিচালিত কোন হাসপাতাল/ক্লিনিক/মাতৃসদন কেন্দ্র/পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র/যক্ষা ক্লিনিক নেই। পৌরবাসী উপজেলা সদর হাসপাতাল ও অন্যান্য বেসরকারী সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত স্বাস্থ্য কেন্দ্র হতে স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণ করে থাকে, যার বিবরণ নিম্নোক্ত ছকে প্রদত্ত হল ঃ

টেবিল ৩.১ (৩) ঃ সারিয়াকান্দি পৌরসভার বর্তমান চিকিৎসা সেবা কেন্দ্র

বিষয়	বিদ্যমান সংখ্যা
(ক) সরকারি হাসপাতালের সংখ্যা	১ টি
(খ) বেসরকারি হাসপাতালের সংখ্যা(ক্লিনিক)	৩ টি
(গ) সরকারি চিকিৎসা কেন্দ্রের সংখ্যা	০
(ঘ) বেসরকারি চক্ষু হাসপাতাল সংখ্যা	০
(ঙ) কমিউনিটি ক্লিনিক	০
(চ) মাতৃমঙ্গল/প্রসূতি কেন্দ্রের সংখ্যা	০
(ছ) পৌরসভা কর্তৃক পরিচালিত স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সংখ্যা	০
(জ) ডায়বেটিক কেন্দ্রের সংখ্যা	০
(ঝ) অন্যান্য স্বাস্থ্য কেন্দ্র (হোমিও হল)	০

তথ্য সূত্রঃ বেইজ লাইন সার্ভে-২০২২।

এছাড়া পৌরসভা হতে গত ১ বছর ধরে গর্ভবতী মহিলা, দরিদ্র মুমূর্ষ রুগী এবং দুর্ঘটনা কবলিতদের সেবাসহ গরীব রুগীদের বিনামূল্যে ঔষধ দিয়ে থাকে। ইপিআই কার্যক্রম নিয়মিত প্রদান করা হয়। স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয় পরিচালনা খাতে বছরে ব্যয় করা হয়। এখাখে ভবিষ্যৎ প্রয়োজন হিসেবে প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগদান এবং পর্যাপ্ত স্বাস্থ্য উপকরণ সংগ্রহ করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ জন্য অর্থের প্রয়োজন হবে ।

মূখ্য বিষয়/সমস্যা বেইজ লাইন সার্ভে ঃ

ক. পৌরসভার সংশ্লিষ্ট বিভাগে স্বাস্থ্য কর্মকর্তাসহ অন্যান্য জনবল এবং প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য উপকরণের অভাব।
খ. চাহিদা অনুযায়ী বাজেট বরাদ্দ রাখা হয় না।
গ. পৌরসভা কর্তৃক পরিচালিত কোন স্বাস্থ্য কেন্দ্র নেই।
ঘ. মাতৃমঙ্গল/প্রসূতি কেন্দ্র নেই ।

ঙ. ডায়াবেটিস কেন্দ্র নাই ।

চ. সরকারী চিকিৎসা নাই।

ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন, ওয়ার্ড ভিশনিং, ওয়ার্ড কমিটি ও শহর সমন্বয় কমিটির আলোচনা

১. সকল শ্রেণীর জনগণের জন্য পর্যাপ্ত স্বাস্থ্য সেবার অভাব এবং পরামর্শ কেন্দ্র নেই।
২. নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত করণে জরুরী স্বাস্থ্য সেবা প্রাপ্তির অনিশ্চয়তা।
৩. পৌরসবার সংশ্লিষ্ট শাখায় মেডিকেল অফিসার সহ স্বাস্থ্য কর্মকর্তা প্রয়োজনীয় জনবল নেই।
৪. জেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সেবার মান খারাপ, প্রয়োজনীয় সংখ্যক চিকিৎক নেই।
৫. টিকাদান কেন্দ্র আছে, কিন্তু সব ধরনের প্রয়োজনীয় ভ্যাকসিন পাওয়া যায় না।
৬. স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়ে পৌরসভার উদ্যোগের অভাব।
৭. ইপিআই কর্মী বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

সারিয়াকান্দি পৌরসভার চিকিৎসা সেবার বর্তমান অবস্থা ও চাহিদা

ওয়ার্ড নং	বর্তমান অবস্থা	ভবিষ্যৎ করণীয়
১	১ নং ওয়ার্ডে কোন সরকারী হাসপাতাল বা ক্লিনিক নেই, পল্লী চিকিৎসকের পরামর্শ নেয়া হয়। ইপি আই শাখায় কিছু সেবা দেয়া হয়। পৌরসভায় কোন স্বাস্থ্য কর্মকর্তা নেই।	দারিদ্র শ্রেণী লোকদের স্বাস্থ্য সচেতন করা। চিকিৎসা খরচ কমানো। চিকিৎসকদের আন্তরিকতা বাড়ানো।
২	২ নং ওয়ার্ডে কোন সরকারী হাসপাতাল বা ক্লিনিক নেই, পল্লী চিকিৎসকের পরামর্শ নেয়া হয়। ইপি আই শাখায় কিছু সেবা দেয়া হয়। পৌরসভায় কোন স্বাস্থ্য কর্মকর্তা নেই।	দারিদ্র শ্রেণী লোকদের স্বাস্থ্য সচেতন করা। চিকিৎসা খরচ কমানো। চিকিৎসকদের আন্তরিকতা বাড়ানো।
৩	৩ নং ওয়ার্ডে কোন সরকারী হাসপাতাল বা ক্লিনিক নেই, পল্লী চিকিৎসকের পরামর্শ নেয়া হয়। ইপি আই শাখায় কিছু সেবা দেয়া হয়। পৌরসভায় কোন স্বাস্থ্য কর্মকর্তা নেই।	দরিদ্র শ্রেণী লোকদের স্বাস্থ্য সচেতন করা। চিকিৎসা খরচ কমানো। চিকিৎসকদের আন্তরিকতা বাড়ানো।
৪	৪ নং ওয়ার্ডে কোন সরকারী হাসপাতাল বা ক্লিনিক নেই, পল্লী চিকিৎসকের পরামর্শ নেয়া হয়। ইপি আই শাখায় কিছু সেবা দেয়া হয়। পৌরসভায় কোন স্বাস্থ্য কর্মকর্তা নেই।	দরিদ্র শ্রেণী লোকদের বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করার জন্য ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।
৫	৫ নং ওয়ার্ডে ১টি সরকারী হাসপাতাল আছে, এবং ২টি বেসরকারি চিকিৎসা কেন্দ্র আছে। পৌরসভায় কোন স্বাস্থ্য কর্মকর্তা নেই।	দরিদ্র শ্রেণী লোকদের বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করার জন্য ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।
৬	৬ নং ওয়ার্ডে ২টি বেসরকারি চিকিৎসা কেন্দ্র আছে। পল্লী চিকিৎসকের পরামর্শ নেয়া হয়। পৌরসভায় কোন স্বাস্থ্য কর্মকর্তা নেই।	দরিদ্র শ্রেণী লোকদের স্বাস্থ্য সচেতন করা। চিকিৎসা খরচ কমানো। চিকিৎসকদের আন্তরিকতা বাড়ানো।
৭	৭ নং ওয়ার্ডে কোন সরকারী হাসপাতাল বা ক্লিনিক নেই, পল্লী চিকিৎসকের পরামর্শ নেয়া হয়। ইপি আই শাখায় কিছু সেবা দেয়া হয়। পৌরসভায় কোন স্বাস্থ্য কর্মকর্তা নেই।	দরিদ্র শ্রেণী লোকদের স্বাস্থ্য সচেতন করা। চিকিৎসা খরচ কমানো। চিকিৎসকদের আন্তরিকতা বাড়ানো।
৮	৮ নং ওয়ার্ডে কোন সরকারী হাসপাতাল বা ক্লিনিক নেই, পল্লী চিকিৎসকের পরামর্শ নেয়া হয়। ইপি আই শাখায় কিছু সেবা দেয়া হয়। পৌরসভায় কোন স্বাস্থ্য কর্মকর্তা নেই।	দরিদ্র শ্রেণী লোকদের স্বাস্থ্য সচেতন করা। চিকিৎসা খরচ কমানো। চিকিৎসকদের আন্তরিকতা বাড়ানো।
৯	টিকাদান কর্মী প্রতিমাসে একবার আসে এবং টিকাদান করার জন্য কোন সরকারী হাসপাতাল বা ক্লিনিক নেই, পল্লী চিকিৎসকের পরামর্শ নেয়া হয়। ইপি আই শাখায় কিছু সেবা দেয়া হয়। পৌরসভায় কোন স্বাস্থ্য কর্মকর্তা নেই।	দরিদ্র শ্রেণী লোকদের বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করার জন্য ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

প্রধান প্রধান পরামর্শঃ

১. চিকিৎসা সুবিধার ন্যূনতম ব্যবস্থা করা।
২. পৌরসভার স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ও স্বাস্থ্য বিভাগের অন্যান্য জনবল নিয়োগসহ প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য সংক্রান্ত পরামর্শ কেন্দ্র স্থাপন করা।
৩. পৌরসভার তত্ত্বাবধানে স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন করা প্রয়োজন।

৪. স্বাস্থ্য বিষয়ে পৌরসভাকে উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে।
৫. বিভিন্ন দরিদ্র এলাকায় মাঝে মাঝে চিকিৎসা ক্যাম্পেইন করতে হবে।
৬. প্রয়োজনীয় সংখ্যক ইপিআই কর্মী নিয়োগ করে ওয়ার্ড ভিত্তিক সেবা প্রদানের ব্যবস্থা করা।
৭. ভেজাল বিরোধী অভিযান করা।
৮. পৌরসভার বিধিবদ্ধ কার্যাবলীর আওতায় কার্যপরিধি অনুসরণে খাদ্য দ্রব্যের মান নিয়ন্ত্রণ, সুপেয় পানি সরবরাহ স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন, সুষ্ঠু বর্জ্য ব্যবস্থাপনা স্থাপন ইত্যাদি কার্যক্রমসহ স্বাস্থ্য সেবা ও স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির কর্মসূচী ও ইপিআই সহ বিভিন্ন প্রকার Preventive কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন।

৩.১.৫ শিক্ষার সুযোগ (Educational Facilities)

বর্তমান অবস্থা বেইজ লাইন সার্ভে ঃ-

সারিয়াকান্দি পৌরসভার বার্ষিক বাজেটে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ রাখা নেই। পৌরসভা এলাকায় মোট প্রাথমিক বিদ্যালয় ১৩টি। মাদ্রাসার সংখ্যা ১২টি, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ০৩টি এবং কলেজ এর সংখ্যা ০২টি । যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে তাতে শিক্ষার মানসম্মত শিক্ষার অভাব। পৌর এলাকার শিক্ষার মান উন্নতির চেষ্টা করতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে খাবার পানি ও টয়লেটের সু-ব্যবস্থা করতে হবে। দরিদ্র পরিবারের ছেলে-মেয়েদের স্কুলে যাওয়ার প্রবণতা কম। স্কুলের অবকাঠামো নির্মঠু, আরো যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ ও যাতায়তের রাস্তা সমূহ পাকা করার দাবী এলাকা বাসীর। পৌরসভা থেকে গরীব ছেলে-মেয়েদের বিনা মূল্যে শিক্ষা সামগ্রী প্রদান ও আর্থিক সহায়তা করলে শিক্ষার হার বাড়ানো সম্ভব হবে।

মূখ্য বিষয়/সমস্যা বেইজ লাইন সার্ভে ঃ-

১. শিক্ষা ব্যবস্থা সরকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পরিচালিত হয় এবং পৌরসভা ভবিষ্যতে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় শিক্ষা কর্মসূচী গ্রহণ করবে।
২. পৌরসভা কর্তৃক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য এ পর্যন্ত কোন উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।

ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন, ওয়ার্ড ভিশনিং, ওয়ার্ড কমিটি ও শহর সমন্বয় কমিটির আলোচনা

ওয়ার্ড নং	বর্তমান অবস্থা	ভবিষ্যৎ করণীয়
১	সারিয়াকান্দি পৌরসভার ১ নং ওয়ার্ডে একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। এখানে শিক্ষার ব্যবস্থা মোটামুটি সন্তোষজনক। তবে বয়স্কদের জন্য উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থা নেই । শিক্ষার হার মোটামুটি সন্তোষজনক।	সরকারী বই এর পাশাপাশি দারিদ্র শ্রেণী ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য বিনামূল্যে শিক্ষা সামগ্রী সরবরাহ করা প্রয়োজন এবং কারিগরী শিক্ষায় শিক্ষিত করে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ানো জরুরী।
২	সারিয়াকান্দি পৌরসভার ২ নং ওয়ার্ডে একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও একটি মহিলা কলেজ আছে। এখানে শিক্ষার ব্যবস্থা মোটামুটি সন্তোষজনক। তবে বয়স্কদের জন্য উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থা নেই । শিক্ষার হার মোটামুটি সন্তোষজনক।	সরকারী বই এর পাশাপাশি দারিদ্র শ্রেণী ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য বিনামূল্যে শিক্ষা সামগ্রী সরবরাহ করা প্রয়োজন এবং কারিগরী শিক্ষায় শিক্ষিত করে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ানো জরুরী।
৩	সারিয়াকান্দি পৌরসভার ৩ নং ওয়ার্ডে একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও একটি ডিগ্রী কলেজ আছে। এখানে শিক্ষার ব্যবস্থা মোটামুটি সন্তোষজনক। তবে বয়স্কদের জন্য উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থা নেই । শিক্ষার হার মোটামুটি সন্তোষজনক।	সরকারী বই এর পাশাপাশি দারিদ্র শ্রেণী ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য বিনামূল্যে শিক্ষা সামগ্রী সরবরাহ করা প্রয়োজন এবং কারিগরী শিক্ষায় শিক্ষিত করে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ানো জরুরী।
৪	সারিয়াকান্দি পৌরসভার ৪ নং ওয়ার্ডে দুইটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। এখানে শিক্ষার ব্যবস্থা মোটামুটি সন্তোষজনক। তবে বয়স্কদের জন্য উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থা নেই । শিক্ষার হার মোটামুটি সন্তোষজনক।	সরকারী বই এর পাশাপাশি দারিদ্র শ্রেণী ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য বিনামূল্যে শিক্ষা সামগ্রী সরবরাহ করা প্রয়োজন এবং কারিগরী শিক্ষায় শিক্ষিত করে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ানো জরুরী।

ওয়ার্ড নং	বর্তমান অবস্থা	ভবিষ্যৎ করণীয়
৫	সারিয়াকান্দি পৌরসভার ৫ নং ওয়ার্ডে দুটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, একটি কলেজ, বালক উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় একটি, বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় একটি ও একটি মাদ্রাসা আছে। এখানে শিক্ষার ব্যবস্থা মোটামুটি সন্তোষজনক। তবে বয়স্কদের জন্য উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থা নেই । শিক্ষার হার মোটামুটি সন্তোষজনক।	সরকারী বই এর পাশাপাশি দারিদ্র শ্রেণী ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য বিনামূল্যে শিক্ষা সামগ্রী সরবরাহ করা প্রয়োজন এবং কারিগরী শিক্ষায় শিক্ষিত করে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ানো জরুরী।
৬	সারিয়াকান্দি পৌরসভার ৬ নং ওয়ার্ডে তিনটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, একটি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে। এখানে শিক্ষার ব্যবস্থা মোটামুটি সন্তোষজনক। তবে বয়স্কদের জন্য উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থা নেই । শিক্ষার হার মোটামুটি সন্তোষজনক।	সরকারী বই এর পাশাপাশি দারিদ্র শ্রেণী ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য বিনামূল্যে শিক্ষা সামগ্রী সরবরাহ করা প্রয়োজন এবং কারিগরী শিক্ষায় শিক্ষিত করে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ানো জরুরী।
৭	সারিয়াকান্দি পৌরসভার ৭ নং ওয়ার্ডে তিনটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। এখানে শিক্ষার ব্যবস্থা মোটামুটি সন্তোষজনক। তবে বয়স্কদের জন্য উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থা নেই । শিক্ষার হার মোটামুটি সন্তোষজনক।	সরকারী বই এর পাশাপাশি দারিদ্র শ্রেণী ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য বিনামূল্যে শিক্ষা সামগ্রী সরবরাহ করা প্রয়োজন এবং কারিগরী শিক্ষায় শিক্ষিত করে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ানো জরুরী।
৮	সারিয়াকান্দি পৌরসভার ৮ নং ওয়ার্ডে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নাই। বয়স্কদের জন্য উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থাও নেই । শিক্ষার হার মোটামুটি সন্তোষজনক।	সরকারী বই এর পাশাপাশি দারিদ্র শ্রেণী ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য বিনামূল্যে শিক্ষা সামগ্রী সরবরাহ করা প্রয়োজন এবং কারিগরী শিক্ষায় শিক্ষিত করে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ানো জরুরী।
৯	সারিয়াকান্দি পৌরসভার ৯ নং ওয়ার্ডে একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। এখানে শিক্ষার ব্যবস্থা মোটামুটি সন্তোষজনক। তবে বয়স্কদের জন্য উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থা নেই । শিক্ষার হার মোটামুটি সন্তোষজনক।	সরকারী বই এর পাশাপাশি দারিদ্র শ্রেণী ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য বিনামূল্যে শিক্ষা সামগ্রী সরবরাহ করা প্রয়োজন এবং কারিগরী শিক্ষায় শিক্ষিত করে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ানো জরুরী।

সারিয়াকান্দি পৌরসভার শিক্ষার বর্তমান অবস্থা ও চাহিদা

১. বিদ্যালয় সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনা কম।
২. দরিদ্র পরিবারের শিশুদের শিক্ষা গ্রহণের আগ্রহকে ব্যহত করে।
৩. পৌরসভা পরিচালিত কোন বিদ্যালয় নেই।
৪. শিক্ষার বিষয় দেখার জন্য পৌরসভার জনবল নেই।
৫. স্কুল থেকে ঝরে পড়ার সংখ্যা বেশি।
৬. শিক্ষার প্রসারে পৌরসভার উদ্যোগের অভাব।

পিডিপি প্রনয়নের লক্ষ্যে সারিয়াকান্দি পৌরসভার ৪ নং ওয়ার্ডের এফজিডি কার্যক্রমের ছবি।

পিডিপি প্রনয়নের লক্ষ্যে সারিয়াকান্দি পৌরসভার ৪ নং ওয়ার্ডের সামাজিক মানচিত্র অঙ্কনের ছবি।

প্রধান প্রধান পরামর্শ ঃ-

১. যে সকল এলাকায় বিদ্যালয় নেই সেখানে নতুন নতুন বিদ্যালয় স্থাপন করে শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা প্রয়োজন;
২. শিক্ষার বিষয় দেখার জন্য পৌরসভার শিক্ষা সংক্রান্ত উপ-কমিটিকে সক্রিয় করা প্রয়োজন;
৩. দরিদ্র ছাত্রদের বিনামূল্যে শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা ও নারী শিক্ষার প্রসারের ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য বাজেটে বিশেষ বরাদ্দ রাখা প্রয়োজন;
৪. বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রসারের জন্য কারিগরি বিদ্যালয় স্থাপন করা প্রয়োজন;
৫. এনজিও/সরকারি/বেসরকারি উদ্যোগে শিক্ষা ব্যবস্থা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন;
৬. পৌরসভা/ এনজিও কর্তৃক স্যাটেলাইট বিদ্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে বস্তি এলাকার দরিদ্র শিশুদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা এবং কর্মজীবি মানুষের জন্য নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করা প্রয়োজন।
৭. কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা প্রয়োজন।
৮. অডিটোরিয়াম ও পরীক্ষার হল নির্মান করা প্রয়োজন।
৯. খেলার মাঠের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।
১০. প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিসহ আধুনিক বিজ্ঞানাগার স্থাপন, শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের জ্ঞান চর্চা ও গবেষনার জন্য লাইব্রেরী এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের জন্য সমৃদ্ধ কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা প্রয়োজন।
১১. শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আবাসন ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।
১২. ছাত্র-ছাত্রীদের মেধা বিকাশে উৎসাহ প্রদানের জন্য পুরস্কৃত করা।

পর্যবেক্ষণ ঃ আর্থ-সামাজিক দিক থেকে শিক্ষা সেবাকে ওয়ার্ড ভিশনিং এ অংশগ্রহণকারীগণ ৫ম অগ্রাধিকার হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তবে বেসরকারী উদ্যোগে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনে পৌরসভা বিশেষ সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। এছাড়া বয়স্ক শিক্ষাসহ শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে গণসচেতনতা বৃদ্ধির কার্যক্রম পৌরসভা গ্রহণ করতে পারে।

৩.৬ সড়ক বাতি (Street Light)

১. স্থাপিত সড়ক বাতির সংখ্যা ঃ ৫০টি ও সোলার লাইট ৭৫টি।
২. সড়ক বাতির সুবিধাপ্রাপ্ত রাস্তার শতকরা হার ঃ ১৫%
৩. সড়ক বাতির জন্য বৈদ্যুতিক বিলের পরিমাণ (বার্ষিক) ঃ ৩৬০০০ টাকা
৪. বার্ষিক ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা ব্যয় ঃ ২৫০০০ টাকা
৫. গুরুত্বপূর্ন মোট ভবিষ্যত প্রয়োজনীয়তা ঃ ৫৭৫ টি সোলার লাইট ও সড়ক-বাতি ২৫০ টি স্থাপন করা প্রয়োজন।
৬. ব্যবধান ঃ ৪২৫ টি সোলার লাইট ও সড়ক-বাতি ১৫০ টি
৭. ব্যবধান পূরণে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ ঃ ৭,৫০,০০,০০০/-

ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন, ওয়ার্ড ভিশনিং, ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটি ও নগর সমন্বয় কমিটির আলোচনা

১. সড়ক বাতির অভাবে রাত্রে চলাচল করা অসুবিধা হয়।
২. কর্মজীবি পুরুষ ও মহিলারা ছিনতাই এর কবলে পড়ে।
৩. এলাকার নিরাপত্তা অভাব বৃদ্ধি পায়। চুরি ও ছিনতাই প্রবনতা বাড়ে।

সারিয়াকান্দি পৌরসভার সড়কবাতির বর্তমান অবস্থা ও চাহিদা

ওয়ার্ড নং	বর্তমান অবস্থা	ভবিষ্যৎ করণীয়
১	ওয়ার্ডের রাস্তার অবস্থা খুবই খারাপ এবং নতুন নতুন আবাসন ব্যবস্থা গড়ে উঠায় রাস্তার চাহিদা বেড়ে গিয়েছে। ফলে সড়ক বাতি কম থাকার কারনে রাতের বেলা চলাচল করতে অসুবিধা হয়।	নিরাপত্তার স্বার্থে প্রতিটি সড়কে বাতির সংখ্যা বাড়ানো দরকার। পৌরসভার আরও বেশি তদারকি বাড়ানো দরকার। রাস্তার বাতি নষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুন:স্থাপন করা প্রয়োজন ।
২	ওয়ার্ডের রাস্তার অবস্থা খুবই খারাপ এবং নতুন নতুন আবাসন ব্যবস্থা গড়ে উঠায় রাস্তার চাহিদা বেড়ে গিয়েছে। ফলে সড়ক বাতি কম থাকার কারনে রাতের বেলা চলাচল করতে অসুবিধা হয়।	নিরাপত্তার স্বার্থে প্রতিটি সড়কে বাতির সংখ্যা বাড়ানো দরকার। পৌরসভার আরও বেশি তদারকি বাড়ানো দরকার। রাস্তার বাতি নষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুন:স্থাপন করা প্রয়োজন ।
৩	নতুন নতুন আবাসন ব্যবস্থা গড়ে উঠায় রাস্তার চাহিদা বেড়ে গিয়েছে। রাস্তায় আলো না থাকার কারনে রাতের বেলা চলাচল করতে অসুবিধা হয়।	নিরাপত্তার স্বার্থে প্রতিটি সড়কে বাতির সংখ্যা বাড়ানো দরকার। পৌরসভার আরও বেশি তদারকি বাড়ানো দরকার। রাস্তার বাতি নষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুন:স্থাপন করা প্রয়োজন ।
৪	ওয়ার্ডের রাস্তার অবস্থা খুবই খারাপ এবং নতুন নতুন আবাসন ব্যবস্থা গড়ে উঠায় রাস্তার চাহিদা বেড়ে গিয়েছে। ফলে সড়ক বাতি কম থাকার কারনে রাতের বেলা চলাচল করতে অসুবিধা হয়।	নিরাপত্তার স্বার্থে প্রতিটি সড়কে বাতির সংখ্যা বাড়ানো দরকার। পৌরসভার আরও বেশি তদারকি বাড়ানো দরকার। রাস্তার বাতি নষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুন:স্থাপন করা প্রয়োজন ।
৫	নতুন নতুন আবাসন ব্যবস্থা গড়ে উঠায় রাস্তার চাহিদা বেড়ে গিয়েছে। রাস্তায় আলো না থাকার কারনে রাতের বেলা চলাচল করতে অসুবিধা হয় এবং চুরি/ছিনতাই বেড়ে যায়।	নিরাপত্তার স্বার্থে প্রতিটি সড়কে বাতির সংখ্যা বাড়ানো দরকার। পৌরসভার আরও বেশি তদারকি বাড়ানো দরকার। রাস্তার বাতি নষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুন:স্থাপন করা প্রয়োজন ।
৬	নতুন নতুন আবাসন ব্যবস্থা গড়ে উঠায় রাস্তার চাহিদা বেড়ে গিয়েছে। রাস্তায় আলো না থাকার কারনে রাতের বেলা চলাচল করতে অসুবিধা হয় এবং চুরি/ছিনতাই বেড়ে যায়।	নিরাপত্তার স্বার্থে প্রতিটি সড়কে বাতির সংখ্যা বাড়ানো দরকার। পৌরসভার আরও বেশি তদারকি বাড়ানো দরকার। রাস্তার বাতি নষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুন:স্থাপন করা প্রয়োজন ।
৭	ওয়ার্ডের রাস্তার অবস্থা খুবই খারাপ এবং নতুন নতুন আবাসন ব্যবস্থা গড়ে উঠায় রাস্তার চাহিদা বেড়ে গিয়েছে। ফলে সড়ক বাতি কম থাকার কারনে রাতের বেলা চলাচল করতে অসুবিধা হয়।	নিরাপত্তার স্বার্থে প্রতিটি সড়কে বাতির সংখ্যা বাড়ানো দরকার। পৌরসভার আরও বেশি তদারকি বাড়ানো দরকার। রাস্তার বাতি নষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুন:স্থাপন করা প্রয়োজন ।
৮	ওয়ার্ডের রাস্তার অবস্থা খুবই খারাপ এবং নতুন নতুন আবাসন ব্যবস্থা গড়ে উঠায় রাস্তার চাহিদা বেড়ে গিয়েছে। ফলে সড়ক বাতি কম থাকার কারনে রাতের বেলা চলাচল করতে অসুবিধা হয়।	নিরাপত্তার স্বার্থে প্রতিটি সড়কে বাতির সংখ্যা বাড়ানো দরকার। পৌরসভার আরও বেশি তদারকি বাড়ানো দরকার। রাস্তার বাতি নষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুন:স্থাপন করা প্রয়োজন ।
৯	ওয়ার্ডের রাস্তার অবস্থা খুবই খারাপ এবং নতুন নতুন আবাসন ব্যবস্থা গড়ে উঠায় রাস্তার চাহিদা বেড়ে গিয়েছে। ফলে সড়ক বাতি কম থাকার কারনে রাতের বেলা চলাচল করতে অসুবিধা হয়।	নিরাপত্তার স্বার্থে প্রতিটি সড়কে বাতির সংখ্যা বাড়ানো দরকার। পৌরসভার আরও বেশি তদারকি বাড়ানো দরকার। রাস্তার বাতি নষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুন:স্থাপন করা প্রয়োজন ।

প্রধান প্রধান পরামর্শ

১. সকল রাস্তায় সড়ক-বাতি স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

২. নতুন রাস্তা নির্মাণের কার্যক্রমের সাথে অপরিহার্য হিসেবে সড়ক বাতি অন্তর্ভুক্ত করে উপ-প্রকল্প (Sub-project) তৈরি করা আবশ্যক।

৩. সড়ক বাতি স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগসহ বাজেট বরাদ্দ করা এবং একই সাথে পরিকল্পিত রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা।

৪. সড়ক বাতি পূনঃস্থাপন ও লাইন মেরামতের জন্য বীম লিফ্‌টার সরবরাহ করা আবশ্যক।

৫. সড়ক বাতির জন্য আলাদা মিটার এবং সড়ক বাতি স্থাপনের জন্য পৌরসভার নিজস্ব পোল ও লাইনের ব্যবস্থা গ্রহন করা প্রয়োজন।

৬. পৌরসভার নিজস্ব বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র থাকলে লোড সেডিং এর দূর্ভোগ হতে জনগণ রেহাই পাবে।

৭. সোলার লাইট ব্যবহার করলে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী হবে।

পর্যবেক্ষণ ঃ

সারিয়াকান্দি পৌরসভায় সড়ক বাতির ব্যবস্থা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। FGD ও ওয়ার্ড ভিশনিং এর স্টেক হোল্ডারগণ রাস্তা নির্মাণের সাথে সড়কবাতি স্থাপনকেও ৩য় অগ্রাধিকার প্রদান করেছে। বিশেষ করে এলাকার নিরাপত্তা ও কর্মজীবী মহিলাদের নিরাপদে চলাচলের বিষয়কে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এজন্য প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগসহ বাজেট বরাদ্দ করা এবং একই সাথে রক্ষণাবেক্ষণের পরিকল্পিত ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা বিশেষ জরুরী।

৩.৭ কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা (Solid Waste management)

বেইজ লাইন সার্ভে অনুযায়ী সারিয়াকান্দি পৌরসভায় বাড়ী বাড়ী গিয়ে আবর্জনা বর্জ্য সংগ্রহ বা পরিবার পর্যায়ে আবর্জনা আলাদা করার ব্যবস্থা নেই। বর্জ্য পরিবহণের জন্য পৌরসভার নিজস্ব ২ ভ্যান আছে । প্রধান প্রধান সড়ক গুলি এবং বাজার এলাকা প্রত্যহ এবং মাঝারী সড়ক গুলি সপ্তাহে তিন বার এবং অন্যান্য এলাকা থেকে দুইবার আবর্জনা সংগ্রহ করা হয়। এর সেবার আওতায় পৌরসভার প্রায় ২৫% এলাকা বর্জ্য অপসারণ ব্যবস্থার সুবিধা পাচ্ছে। অপর দিকে প্রতিদিন উৎপাদিত আবর্জনার (১/২ টন মাত্র) ৩০% বর্জ্য অপসারণ সংগ্রহ করা হচ্ছে। পৌরসভার নির্ধারিত ডাম্পিং গ্রাউন্ড না থাকায় সংগৃহীত কঠিন বর্জ্য সরকারী খাস জমিতে ফেলা হচ্ছে। অবশিষ্ট ময়লা আবর্জনা রাস্তার পাশে ছড়িয়ে ছিঁটিয়ে, বাড়ীর পাশে গর্ত করে এবং অবশিষ্ট অংশ পৌরসভার মধ্যে অবস্থিত বিভিন্ন খালে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে।

১. আপনার পৌরসভায় কি বাড়ী বাড়ী গিয়ে আবর্জনা সংগ্রহের ব্যবস্থা আছে ? হ্যাঁ = ১, না = ২√

২. পারিবারিক পর্যায়ে কি আবর্জনা আলাদা করা হয় ? হ্যাঁ = ১, না = ২√

মুখ্য বিষয়/সমস্যা

১. পৌর এলাকার কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা/কনজারভেন্সি সেবা প্রদানের সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা নেই;

২. সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রয়োজনীয় জনবলের অভাব;

৩. বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ অপ্রতুল; এবং

৪. আবর্জনা পরিবহনের জন্য প্রয়োজনীয় যানবাহন ও যন্ত্রপাতি নেই।

৫. ময়লা ফেলার জন্য ডাম্পিং এলাকা নেই।

ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন, ওয়ার্ড ভিশনিং, ওয়ার্ড কমিটি ও শহর সমন্বয় কমিটির আলোচনা

১. প্রয়োজনীয় সংখ্যক ডাস্টবিনের অভাব;

২. প্রয়োজনীয় যানবাহনের অভাব;

৩. জনসচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগের অভাব;

৪. পৌরসভার সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রয়োজনীয় জনবলের অভাব;

৫. গ্রামিন আবাসিক এলাকায় বাড়ী বাড়ী হতে বর্জ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা না থাকা;
৬. পরিবেশ দূষণ সংক্রান্ত আইন অবহিত না থাকা;
৭. হোটেল রেস্তোরা, দোকান, কাঁচা বাজারের আবর্জনা এবং বসত বাড়ীর আবর্জনা রাস্তার পাশে এবং খালে ফেলার ফলে পরিবেশ দূষণ হয় যাহা স্বাস্থ্যের জন্য হুমকিস্বরূপ।
৮. ময়লা ফেলার জন্য ডাম্পিং এলাকা নেই।

সারিয়াকান্দি পৌরসভার বর্জ্য ব্যবস্থার বর্তমান অবস্থা ও চাহিদা

ওয়ার্ড নং	বর্তমান অবস্থা	ভবিষ্যৎ করণীয়
১	বর্জ্য অপসারনে পৌরসভার সার্ভিস অপর্যাপ্ত। সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট নেই। পর্যাপ্ত পরিমান ডাষ্টবিন নাই। বাড়ীর আঙ্গিনায়, খোলা জায়গায় এবং ড্রেনে ময়লা আবর্জনা ফেলা হয়। এতে দুর্গন্ধ ও রোগ ছড়ায়। পরিবেশ দুষিত হচ্ছে ।	পৌরসভা কর্তৃক ডাষ্টবিন নির্মান করে ও প্রতিটি বাড়ী বাড়ী থেকে ভ্যান গাড়ীর মাধমে বর্জ্য সংগ্রহ করলে এটি স্থায়ী ভাবে সমাধার করা যাবে।
২	বর্জ্য অপসারনে পৌরসভার সার্ভিস অপর্যাপ্ত। সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট নেই। পর্যাপ্ত পরিমান ডাষ্টবিন নাই। বাড়ীর আঙ্গিনায়, খোলা জায়গায় এবং ড্রেনে ময়লা আবর্জনা ফেলা হয়। এতে দুর্গন্ধ ও রোগ ছড়ায়। পরিবেশ দুষিত হচ্ছে ।	পৌরসভা কর্তৃক ডাষ্টবিন নির্মান করে ও প্রতিটি বাড়ী বাড়ী থেকে ভ্যান গাড়ীর মাধমে বর্জ্য সংগ্রহ করলে এটি স্থায়ী ভাবে সমাধার করা যাবে।
৩	বর্জ্য অপসারনে পৌরসভার সার্ভিস অপর্যাপ্ত। সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট নেই। পর্যাপ্ত পরিমান ডাষ্টবিন নাই। বাড়ীর আঙ্গিনায়, খোলা জায়গায় এবং ড্রেনে ময়লা আবর্জনা ফেলা হয়। এতে দুর্গন্ধ ও রোগ ছড়ায়। পরিবেশ দুষিত হচ্ছে ।	পৌরসভা কর্তৃক ডাষ্টবিন নির্মান করে ও প্রতিটি বাড়ী বাড়ী থেকে ভ্যান গাড়ীর মাধমে বর্জ্য সংগ্রহ করলে এটি স্থায়ী ভাবে সমাধার করা যাবে।
৪	বর্জ্য অপসারনে পৌরসভার সার্ভিস অপর্যাপ্ত। সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট নেই। পর্যাপ্ত পরিমান ডাষ্টবিন নাই। বাড়ীর আঙ্গিনায়, খোলা জায়গায় এবং ড্রেনে ময়লা আবর্জনা ফেলা হয়। এতে দুর্গন্ধ ও রোগ ছড়ায়। পরিবেশ দুষিত হচ্ছে ।	পৌরসভা কর্তৃক ডাষ্টবিন নির্মান করে ও প্রতিটি বাড়ী বাড়ী থেকে ভ্যান গাড়ীর মাধমে বর্জ্য সংগ্রহ করলে এটি স্থায়ী ভাবে সমাধার করা যাবে।
৫	বর্জ্য অপসারনে পৌরসভার সার্ভিস অপর্যাপ্ত। সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট নেই। পর্যাপ্ত পরিমান ডাষ্টবিন নাই। বাড়ীর আঙ্গিনায়, খোলা জায়গায় এবং ড্রেনে ময়লা আবর্জনা ফেলা হয়। এতে দুর্গন্ধ ও রোগ ছড়ায়। পরিবেশ দুষিত হচ্ছে ।	পৌরসভা কর্তৃক ডাষ্টবিন নির্মান করে ও প্রতিটি বাড়ী বাড়ী থেকে ভ্যান গাড়ীর মাধমে বর্জ্য সংগ্রহ করলে এটি স্থায়ী ভাবে সমাধার করা যাবে।
৬	বর্জ্য অপসারনে পৌরসভার সার্ভিস অপর্যাপ্ত। সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট নেই। পর্যাপ্ত পরিমান ডাষ্টবিন নাই। বাড়ীর আঙ্গিনায়, খোলা জায়গায় এবং ড্রেনে ময়লা আবর্জনা ফেলা হয়। এতে দুর্গন্ধ ও রোগ ছড়ায়। পরিবেশ দুষিত হচ্ছে ।	পৌরসভা কর্তৃক ডাষ্টবিন নির্মান করে ও প্রতিটি বাড়ী বাড়ী থেকে ভ্যান গাড়ীর মাধমে বর্জ্য সংগ্রহ করলে এটি স্থায়ী ভাবে সমাধার করা যাবে।
৭	বর্জ্য অপসারনে পৌরসভার সার্ভিস অপর্যাপ্ত। সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট নেই। পর্যাপ্ত পরিমান ডাষ্টবিন নাই। বাড়ীর আঙ্গিনায়, খোলা জায়গায় এবং ড্রেনে ময়লা আবর্জনা ফেলা হয়। এতে দুর্গন্ধ ও রোগ ছড়ায়। পরিবেশ দুষিত হচ্ছে ।	পৌরসভা কর্তৃক ডাষ্টবিন নির্মান করে ও প্রতিটি বাড়ী বাড়ী থেকে ভ্যান গাড়ীর মাধমে বর্জ্য সংগ্রহ করলে এটি স্থায়ী ভাবে সমাধার করা যাবে।
৮	বর্জ্য অপসারনে পৌরসভার সার্ভিস অপর্যাপ্ত। সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট নেই। পর্যাপ্ত পরিমান ডাষ্টবিন নাই। বাড়ীর আঙ্গিনায়, খোলা জায়গায় এবং ড্রেনে ময়লা আবর্জনা ফেলা হয়। এতে দুর্গন্ধ ও রোগ ছড়ায়। পরিবেশ দুষিত হচ্ছে ।	পৌরসভা কর্তৃক ডাষ্টবিন নির্মান করে ও প্রতিটি বাড়ী বাড়ী থেকে ভ্যান গাড়ীর মাধমে বর্জ্য সংগ্রহ করলে এটি স্থায়ী ভাবে সমাধার করা যাবে।
৯	বর্জ্য অপসারনে পৌরসভার সার্ভিস অপর্যাপ্ত। সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট নেই। পর্যাপ্ত পরিমান ডাষ্টবিন নাই। বাড়ীর আঙ্গিনায়, খোলা জায়গায় এবং ড্রেনে ময়লা আবর্জনা ফেলা হয়। এতে দুর্গন্ধ ও রোগ ছড়ায়। পরিবেশ দুষিত হচ্ছে ।	পৌরসভা কর্তৃক ডাষ্টবিন নির্মান করে ও প্রতিটি বাড়ী বাড়ী থেকে ভ্যান গাড়ীর মাধমে বর্জ্য সংগ্রহ করলে এটি স্থায়ী ভাবে সমাধার করা যাবে।

পিডিপি প্রনয়নের লক্ষ্যে সারিয়াকান্দি পৌরসভার ০৫ নং ওয়ার্ডের এফজিডি কার্যক্রমের ছবি।

পিডিপি প্রনয়নের লক্ষ্যে সারিয়াকান্দি পৌরসভার ০৫ নং ওয়ার্ডের সামাজিক মানচিত্রের অঙ্কনের ছবি।

প্রধান প্রধান পরামর্শ

১. আগামী ২০২৮ সালকে সামনে রেখে সারিয়াকান্দি পৌরসভাকে পরিবেশ বান্ধব নগরী হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে জমি অধিগ্রহণ করে ডাম্পিং গ্রাউন্ড নির্মাণ ও টেন্সিং গ্রাউন্ড নির্মাণ করে গৃহস্থালি বর্জ্য ও পঙ্কিল রিসাইক্লিং এর মাধ্যমে পরিবেশ বান্ধব জৈব সারে রূপান্তরের মাধ্যমে পৌরসভাকে আর্থিক ভাবে লাভবান করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় যানবাহন ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহের জন্য বাজেট বরাদ্দ রাখা আবশ্যক;

২. পৌরসভার সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ এবং পৌর পরিষদের সার্বক্ষণিক তদারকি ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

৩. প্রয়োজনীয় সংখ্যক ট্রান্সফার স্টেশন ও ডাস্টবিন নির্মাণের ব্যবস্থা করা;

৪. বাড়ী বাড়ী থেকে বর্জ্য সংগ্রহ পদ্ধতি প্রবর্তন করা এবং এজন্য জনগণকে অতিরিক্ত অর্থ প্রদানে আগ্রহী করে তোলার । এবং অধিক জনসচেতোনতা বৃদ্ধি করতে হবে।

৫. শিল্প বর্জ্য ও আবর্জনা অপসারণের ব্যবস্থা করার লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয় করা।

পর্যবেক্ষণ ঃ

উপরোক্ত বেইজলাইন সার্ভের তথ্য থেকে জানা যায় যে, পৌরসভাতে বাড়ী বাড়ী গিয়ে বর্জ্য সংগ্রহ বা ডাস্টবিনের মাধ্যমে বর্জ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা নেই। তবে বর্জ্য অপসারণের জন্য ডাম্পিং গ্রাউন্ড না থাকায় রাস্তার পাশে বা কোন নিচু স্থানে বর্জ্য ফেলা হয়। এতে পরিবেশ দূষণ হয় এবং স্বাস্থ্যহানী ঘটে। কিন্তু FGD অথবা ওয়ার্ড ভিশনিং এর প্রথম ৫টি অগ্রাধিকার তালিকায় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

স্থান পেয়েছে। সারিয়াকান্দি পৌরসভার বেশীরভাগ এলাকা এখনও গ্রাম্য পরিবেশ বিরাজমান থাকায় স্থানীয় জনগণ ও স্টেকহোল্ডারগণ বর্জ্য ব্যবস্থাপনাকে তেমন গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করেনি। তবে বাজার এলাকাসহ শহরের ঘনবসতি এলাকার বর্জ্য অপসারনের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ বিশেষ জরুরী। তাছাড়া শিল্পবর্জ্য হাসপাতাল/ ক্লিনিকের বর্জ্য কিভাবে অপসারণ করা হচ্ছে সে ব্যপারে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। এজন্য এখনই আগামী ৩০-৩৫ বছরের চাহিদা নিরুপন করে ডাম্পিং গ্রাউন্ড নির্মাণ করা, জমি ক্রয়/অধিগ্রহণ করা, যানবাহন ও যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা করা ইত্যাদির জন্য সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করা জরুরী। আর এজন্য সংশ্লিষ্ট শাখার জনবল নিয়োগসহ পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দের মাধ্যমে পরিকল্পিত কার্যক্রম গ্রহণ করা আবশ্যক।

৩.৮ বিনোদন সুবিধা (Recreational Facilities)

বিনোদন সুবিধা বিদ্যমান অবস্থা ঃ

মূখ্য বিষয়/সমস্যা বেইজ লাইন সার্ভে ঃ

বেইজ লাইন সার্ভে থেকে পাওয়া যায় পৌর এলাকায় চিত্র বিনোদনের জন্য কোন পার্ক নেই এবং ওয়ার্ড ভিত্তিক কোন খেলার মাঠ নেই।

ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন, ওয়ার্ড ভিশনিং, ওয়ার্ড কমিটি ও শহর সমন্বয় কমিটির আলোচনা

১. পৌরবাসীদের জন্য কোন বিনোদনের জন্য কোন পার্ক নাই।
২. শিশুদের মানসিক বিকাশ ঠিকমত হচ্ছে না। তারা অসামাজিক কার্যক্রমে লিপ্ত হচ্ছে ও মাদকাশক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে। একই সাথে চুরি ও ডাকাতির প্রভাব বেশি দেখা যায়।

সারিয়াকান্দি পৌরসভার বিনোদন সুবিধার বর্তমান অবস্থা ও চাহিদা

ওয়ার্ড নং	বর্তমান অবস্থা	ভবিষ্যৎ করণীয়
১	এলাকায় কোন খেলার মাঠ, পার্ক অথবা কোন কমিউনিটি সেন্টার নেই।	বিনোদনের জন্য ওয়ার্ডে খেলার মাঠ, পার্ক ও পাঠাগার স্থাপন করা প্রয়োজন।
২	এলাকায় কোন খেলার মাঠ, পার্ক অথবা কোন কমিউনিটি সেন্টার নেই।	বিনোদনের জন্য ওয়ার্ডে খেলার মাঠ, পার্ক ও পাঠাগার স্থাপন করা প্রয়োজন।
৩	এলাকায় কোন খেলার মাঠ, পার্ক অথবা কোন কমিউনিটি সেন্টার নেই।	বিনোদনের জন্য ওয়ার্ডে খেলার মাঠ, পার্ক ও পাঠাগার স্থাপন করা প্রয়োজন।
৪	এলাকায় কোন খেলার মাঠ, পার্ক অথবা কোন কমিউনিটি সেন্টার নেই।	বিনোদনের জন্য ওয়ার্ডে খেলার মাঠ, পার্ক ও পাঠাগার স্থাপন করা প্রয়োজন।
৫	এলাকায় কোন খেলার মাঠ, পার্ক অথবা কোন কমিউনিটি সেন্টার নেই।	বিনোদনের জন্য ওয়ার্ডে খেলার মাঠ, পার্ক ও পাঠাগার স্থাপন করা প্রয়োজন।
৬	এলাকায় কোন খেলার মাঠ, পার্ক অথবা কোন কমিউনিটি সেন্টার নেই।	বিনোদনের জন্য ওয়ার্ডে খেলার মাঠ, পার্ক ও পাঠাগার স্থাপন করা প্রয়োজন।
৭	এলাকায় কোন খেলার মাঠ, পার্ক অথবা কোন কমিউনিটি সেন্টার নেই।	বিনোদনের জন্য ওয়ার্ডে খেলার মাঠ, পার্ক ও পাঠাগার স্থাপন করা প্রয়োজন।
৮	এলাকায় কোন খেলার মাঠ, পার্ক অথবা কোন কমিউনিটি সেন্টার নেই।	বিনোদনের জন্য ওয়ার্ডে খেলার মাঠ, পার্ক ও পাঠাগার স্থাপন করা প্রয়োজন।
৯	এলাকায় কোন খেলার মাঠ, পার্ক অথবা কোন কমিউনিটি সেন্টার নেই।	বিনোদনের জন্য ওয়ার্ডে খেলার মাঠ, পার্ক ও পাঠাগার স্থাপন করা প্রয়োজন।

পিডিপি প্রনয়নের লক্ষ্যে সারিয়াকান্দি পৌরসভার ৬ নং ওয়ার্ডের এফজিডি কার্যক্রমের ছবি

পিডিপি প্রনয়নের লক্ষ্যে সারিয়াকান্দি পৌরসভার ৬ নং ওয়ার্ডের সামাজিক মানচিত্র অঙ্গনের ছবি।

প্রধান প্রধান পরামর্শ ঃ

১. পৌরসভার সংশ্লিষ্ট শাখায় জনবল নিয়োগের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

২. পৌরসভার উদ্যোগে খাস জমি উদ্ধার করে খেলার মাঠ করা প্রয়োজন ও শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য এলাকা ভিত্তিক বিদ্যালয় সহ পাঠাগার থাকা প্রয়োজন।

৩. পৌরসভার উদ্যোগে শিশুসহ সকল বয়সের লোকের শারিরীক ও মানসিক বিকাশের জন্য পার্ক, ওয়াকওয়ে ইত্যাদি নির্মাণ করা প্রয়োজন।

৪. পৌরসভার উদ্যোগে ওয়ার্ড ভিত্তিক কমিউনিটি সেন্টার ও অডিটোরিয়াম নির্মাণ করা প্রয়োজন।

৩.৯ পৌরসভার মার্কেটিং সুবিধাদি ও কসাই খানা (Pourashava Marketing Facilities and Slaughter Houses)

টেবিল ৩.৪ঃ সারিয়াকান্দি পৌরসভার বর্তমান মার্কেটিং সুবিধাদি ও কসাই খানা

সূচক/প্যারামিটার	কাঁচা বাজার	পাইকারী বাজার	সুপার মার্কেট/মার্কেট		কসাইখানা	হাট/বাজার	অন্যান্য (সংখ্যা)
	সংখ্যা	সংখ্যা	পৌরসভার	ব্যক্তিগত	সংখ্যা	সংখ্যা	
১ বিদ্যমান অবস্থা	১	১	১	৫	১	১	
২. পৌরসভার মোট চাহিদা	২	২	৪	৮	২	২	
৩. ব্যবধান	১	১	৩	৩	১	১	
৪. ব্যবধান পুরনে খরচ	১৫ লক্ষ	৩০ লক্ষ	৪০ কোটি	৪ কোটি	১৬ লক্ষ	৩০ কোটি	

মূখ্য বিষয়/সমস্যা বেইজ লাইন সার্ভে ঃ

- পৌর এলাকায় চাহিদা অনুযায়ী যুগোপযোগী মার্কেট ও কসাইখানার অভাব।
- বিদ্যমান মার্কেট ও বাজার এলাকায় নিরাপত্তার অভাব।
- বিদ্যমান মার্কেট ও বাজার এলাকায় পর্যাপ্ত অবকাঠামোগত সুবিধা নেই।
- পৌর এলাকায় আরো কাঁচা বাজার নির্মাণ করা প্রয়োজন।
- ৯টি ওয়ার্ডের জন্য শুধুমাত্র ০১ টি কসাইখানা আছে। তবে আরো ১ টি স্বাস্থ্য সম্মত কসাইখানা নির্মাণ করা প্রয়োজন।

ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন, ওয়ার্ড ভিশনিং, ওয়ার্ড কমিটি ও শহর সমন্বয় কমিটির আলোচনা

- পৌরবাসীর প্রয়োজনে সুপার মার্কেট ও স্বাস্থ্য-সম্মত কসাইখানা নির্মাণসহ কাঁচা বাজারের বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে FGD, ওয়ার্ড ভিশনিং এ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে এবং পিডিপি তে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করার জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে।
- পৌরসভার আওতায় ৩টি সুপার মার্কেট করা হলে পৌরসভার আয় বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে; কিন্তু পৌরসভার নিজস্ব কোন জমি না থাকায় জমি অধিগ্রহণ করে মার্কেট নির্মাণ সময় সাপেক্ষ।
- মার্কেট ও বাজার এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য পুলিশ টহল জোরদার করা প্রয়োজন।
- বাজার মার্কেট ও বাজার এলাকায় পৌরবাসীর চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ করা প্রয়োজন।

পর্যবেক্ষণ ঃ

উপরোক্ত তথ্য হতে দেখা যায় যে, পৌরসভার নিজস্ব ১টি মার্কেট আছে। চাহিদা মোতাবেক ৩টি এ ধরনের মার্কেট নির্মাণ করতে পারলে পৌরসভার আয় বৃদ্ধিতে সহায়ক হতে পারে। তবে পৌরসভার নিজস্ব জমি না থাকায় এরুপ কাজ করা অনেক সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। অন্যদিকে ব্যক্তিগত উদ্যোগে কিছু সংখ্যক সুপার/পাকা মার্কেট রয়েছে। এ সংখ্যা আরও বাড়ানোর জন্য পৌরসভা ভূমিকা রাখতে পারে। অবশ্যই প্রয়োজনীয় সংখ্যক পরিবেশ সম্মত কসাইখানা নির্মাণ প্রয়োজন। ওয়ার্ড ভিশনিং এ মার্কেট,কসাইখানা সহ ও কাঁচা বাজার নির্মাণের বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। কাজেই বিষয়টি PDP তে গুরুত্ব সহকারে বিশেষ বিবেচনা যোগ্য।

৩.১০ রাস্তা-ঘাট/সেতু/কালভার্ট (Road/Bridge/Culvert)

যানবাহন ও মানুষের নিরাপদ চলাচলের প্রধান উপকরন হলো রাস্তা। যে দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা যত ভাল ও বিস্তৃত সে দেশ তত উন্নত। উন্নয়নের প্রথম শর্ত উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা। সারিয়াকান্দি পৌরসভার অধিকাংশ বাড়ী-ঘর গুলো রাস্ত হতে নিচু হওয়ায় রাস্তার পানি বাড়ী-ঘরের উঠানে এসে পড়ে। বেশির ভাগ রাস্তার পার্শ্বে ড্রেন না থাকায় বৃষ্টির পানিতে রাস্তা ডুবে গিয়ে সারিয়াকান্দি পৌর এলাকা প্লাবিত হয়ে বাড়ি ঘরে পানি ঢুকে জনসাধারণ অনেক ভোগান্তির স্বীকার হতে হয়।

বেজলাইন সার্ভের তথ্য অনুযায়ী পৌরসভার বিদ্যমান রাস্তার অবস্থা নিম্নরূপ ঃ

প্রয়োজন অনুপাতে রাস্তা নেই এবং বিদ্যমান রাস্তার অধিকাংশ কাঁচা ও ব্যবহার অনুপযোগী। পৌর এলাকায় যানবাহন চলাচলের জন্য কোন পরিবহণ ব্যবস্থাপনা নেই। রাস্তা/ সেতু/ কালভার্টের বর্তমান অবস্থা ও প্রয়োজনের বিবরণ নিম্নোক্ত ছকে প্রদত্ত হল ঃ

টেবিল ৩.৫ঃ সারিয়াকান্দি পৌরসভার বর্তমান রাস্তা/ সেতু/ কালভার্টের বর্তমান অবস্থা

সূচক/প্যারামিটার	রাস্তা (কিঃমিঃ)					মোট(কিঃমিঃ)		সেতু (মিঃ)		কালভার্ট
	বিটুমিনাস	আরসিসি/পিসি	এইচবি/ সোলিং	ডব্লিউবিএম	কাঁচা	কাঁচা	পাকা	সংখ্যা	দৈর্ঘ্য	সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১. বিদ্যমান অবস্থা (সংখ্যা/দৈর্ঘ্য, পরিমাণ)	৫ কি:মি:	২.৭৫ কি:মি:	১.৫০ কি:মি:	-	৭ কি:মি:	৮.৫ কি:মি:	৭.৭৫ কি:মি:	-	-	৪ টি
২. ক) যে স্কীম/প্রোগ্রামের আওতায় নির্মিত হয়েছিল	ADP, GOB	ADP, GOB	ADP, GOB			-	-		-	GOB, LGED
২. খ) স্কীমের ব্যয় বহনকারী / অর্থের যোগানদাতা	ADP, GOB	ADP, GOB	ADP, GOB							
২. গ) স্কীম বাস্তবায়নকারী সংস্থা	PS	-								
৩. ক) পরিচালন ও রক্ষনাবেক্ষনকারী (O&M) সংস্থা	PS									
৩. খ) কতবার এবং কিকি সংস্কার/মেরামত করা হয়	১ বার	-	-							
৩. গ) সংস্কারের বার্ষিক খরচ (কোটি টাকা)	৩.৫৪	-	-							
৪. বিদ্যমান অবকাঠামো এবং উহার "ও এন্ড এম" অবস্থার তিনটি প্রধান সমস্যা কিকি ? (অগ্রাধীকার ভিত্তিতে লিখুন)	১. পৌর এলাকার রাস্তা, সেতু, কালভার্ট উন্নয়নের জন্য দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা নেই ২. পর্যাপ্ত আর্থিক স্বচ্ছলতার অভাব রয়েছে ৩. জনবল ও প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতার অভাব রয়েছে									
৫.) পৌরসভার মোট চাহিদা	১৫.৫ কি:মি:	২৫.৭৫ কি:মি:	১.৫০ কি:মি:	-	-	৭ কি:মি:	৮.৫ কি:মি:	২ টি	২০ মিঃ	৬ টি
৬. ব্যবধান (৫ - ১)	১০.৫ কি.মি.	২৩ কি.মি.	-	-	-	-.	-	২ টি	২০ মিঃ	২ টি

পর্যবেক্ষণ ঃ

সারিয়াকান্দি ৩.৫৭ বর্গ কিঃ মিঃ আয়তনের একটি পৌরসভা। প্রয়োজনের তুলনায় রাস্তা ও সেতু/কালভার্টের পরিমান অর্ধেকেরও কম। বেইজ লাইন সার্ভের তথ্যে অনুযায়ী পর্যাপ্ত ড্রেন/নর্দমা নেই, রাস্তা/ সেতু/ কালভার্ট সম্পর্কিত বিদ্যমান অবকাঠামো অবস্থার প্রধান ৪টি সমস্যা উল্লেখ করা হয়েছে যা নিম্নরুপ ঃ

(১) পৌর এলাকার রাস্তা, সেতু, কালভার্ট উন্নয়নের জন্য দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা নেই; (২) পর্যাপ্ত আর্থিক স্বচ্ছলতার অভাব রয়েছে; এবং (৩) জনবল ও প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতার অভাব রয়েছে; (৪) পর্যাপ্ত ড্রেন/নর্দমা নেই।

মূখ্য বিষয়/সমস্যা বেইজ লাইন সার্ভে ঃ

১. প্রয়োজনের তুলনায় রাস্তা ও সেতু/কালভার্টের পরিমাণ কম।
২. পৌরসভার রাস্তা, সেতু কালভার্ট উন্নয়নের জন্য দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা আছে।
৩. পর্যাপ্ত অর্থের অভাব রয়েছে।
৪. জনবল ও প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতার অভাব বিদ্যমান।
১. কোন বাস- টার্মিনাল নেই।
২. কোন ট্রাক টার্মিনাল নেই।
৩. পৌরসভার কোন গণ-পরিবহণ সুবিধা নেই।

ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন, ওয়ার্ড ভিশনিং, ওয়ার্ড কমিটি ও শহর সমন্বয় কমিটির আলোচনা

১. নদী বা খালের পাশের রাস্তার সৌন্দর্য্যবর্ধন কাজ।
২. সড়ক-বাতির অভাবে রাত্রে চলাচলের অসুবিধা হয়।
৩. রাস্তা খারাপ হওয়ায় রোগীদের চিকিৎসার প্রয়োজনে দ্রুত যাতায়াত করা সম্ভব হয় না।
৪. অপরিকল্পিত ভাবে বাড়ীর করার ফলে এলাকার মধ্যে রাস্তা অত্যন্ত সরু।
৫. মহল্লার ভিতরের সকল রাস্তা কাঁচা, ভাঙ্গাচুরা ও সরু।
৬. ট্রাফিক ব্যবস্থা ভাল না হওয়ায় সড়ক দূর্ঘটনা ঘটে।
৭. রিক্সাভ্যান ও অন্যান্য গাড়ী চলাচলের কারণে রাস্তা চলাচলের অনুপযুক্ত হয়ে গেছে।

সারিয়াকান্দি পৌরসভার রাস্তার বর্তমান অবস্থা ও চাহিদা

ওয়ার্ড নং	বর্তমান অবস্থা	ভবিষ্যৎ করণীয়
১	১ নং ওয়ার্ডে রাস্তার বর্তমান অবস্থা খুবই খারাপ। বেশির ভাগ রাস্তা অপ্রশস্ত, বেশির ভাগ রাস্তার পাশে ফুটপাতের ও ড্রেন ব্যবস্থা নাই। রাস্তার মাঝে মাঝে গর্ত আছে। সরকারী পরিবহনের কোন ব্যবস্থা নাই, রাস্তায় বিদ্যুৎ বাতির ব্যবস্থা আংশিক আছে এবং ১ নং ওয়ার্ডের অনেক রাস্তা কাচা যা বর্ষা মৌসুমে কাদার সৃষ্টি হয়।	পৌরসভার সহযোগিতায় রাস্তা প্রশস্তকরণ ও উচু করা, ভাংগা রাস্তা পুন:নির্মান ও কাচা রাস্তা পাকা করার ব্যবস্থা গ্রহন করা প্রয়োজন এবং রাস্তায় বাতির ব্যবস্থা করা অতিব জরুরী।
২	২ নং ওয়ার্ডে রাস্তার বর্তমান অবস্থা খুবই খারাপ। বেশির ভাগ রাস্তা অপ্রশস্ত, বেশির ভাগ রাস্তার পাশে ফুটপাতের ও ড্রেন ব্যবস্থা নাই। রাস্তার মাঝে মাঝে গর্ত আছে। সরকারী পরিবহনের কোন ব্যবস্থা নাই, রাস্তায় বিদ্যুৎ বাতির ব্যবস্থা আংশিক আছে এবং ২ নং ওয়ার্ডের অনেক রাস্তা কাচা যা বর্ষা মৌসুমে কাদার সৃষ্টি হয়।	পৌরসভার সহযোগিতায় রাস্তা প্রশস্তকরণ ও উচু করা, ভাংগা রাস্তা পুন:নির্মান ও কাচা রাস্তা পাকা করার ব্যবস্থা গ্রহন করা প্রয়োজন এবং রাস্তায় বাতির ব্যবস্থা করা অতিব জরুরী।
৩	৩ নং ওয়ার্ডে রাস্তার বর্তমান অবস্থা মোটামুটি ভালো। বেশির ভাগ রাস্তা অপ্রশস্ত, বেশির ভাগ রাস্তার পাশে ফুটপাতের ও ড্রেন ব্যবস্থা নাই। রাস্তার মাঝে মাঝে গর্ত আছে। সরকারী পরিবহনের কোন ব্যবস্থা নাই, রাস্তায় বিদ্যুৎ বাতির ব্যবস্থা আংশিক আছে এবং ৩ নং ওয়ার্ডের অনেক রাস্তা কাচা যা বর্ষা মৌসুমে কাদার সৃষ্টি হয়।	পৌরসভার সহযোগিতায় রাস্তা প্রশস্তকরণ ও উচু করা, ভাংগা রাস্তা পুন:নির্মান ও কাচা রাস্তা পাকা করার ব্যবস্থা গ্রহন করা প্রয়োজন এবং রাস্তায় বাতির ব্যবস্থা করা অতিব জরুরী।
৪	৪ নং ওয়ার্ডে রাস্তার বর্তমান অবস্থা মোটামুটি ভালো। বেশির ভাগ রাস্তা অপ্রশস্ত, বেশির ভাগ রাস্তার পাশে ফুটপাতের ও ড্রেন ব্যবস্থা নাই। রাস্তার মাঝে মাঝে গর্ত আছে। সরকারী পরিবহনের কোন ব্যবস্থা নাই, রাস্তায় বিদ্যুৎ বাতির ব্যবস্থা আংশিক আছে এবং ৪ নং ওয়ার্ডের অনেক রাস্তা কাচা যা বর্ষা মৌসুমে কাদার সৃষ্টি হয়।	পৌরসভার সহযোগিতায় রাস্তা প্রশস্তকরণ ও উচু করা, ভাংগা রাস্তা পুন:নির্মান ও কাচা রাস্তা পাকা করার ব্যবস্থা গ্রহন করা প্রয়োজন এবং রাস্তায় বাতির ব্যবস্থা করা অতিব জরুরী।
৫	৫ নং ওয়ার্ডে রাস্তার বর্তমান অবস্থা মোটামুটি ভালো। বেশির ভাগ রাস্তা অপ্রশস্ত, বেশির ভাগ রাস্তার পাশে ফুটপাতের ও ড্রেন ব্যবস্থা নাই। রাস্তার মাঝে মাঝে গর্ত আছে। সরকারী পরিবহনের কোন ব্যবস্থা নাই, রাস্তায় বিদ্যুৎ বাতির ব্যবস্থা আংশিক আছে এবং ৫ নং ওয়ার্ডের অনেক রাস্তা কাচা যা বর্ষা মৌসুমে কাদার সৃষ্টি হয়।	পৌরসভার সহযোগিতায় রাস্তা প্রশস্তকরণ ও উচু করা, ভাংগা রাস্তা পুন:নির্মান ও কাচা রাস্তা পাকা করার ব্যবস্থা গ্রহন করা প্রয়োজন এবং রাস্তায় বাতির ব্যবস্থা করা অতিব জরুরী।
৬	৬ নং ওয়ার্ডে রাস্তার বর্তমান অবস্থা মোটামুটি ভালো। বেশির ভাগ রাস্তা অপ্রশস্ত, বেশির ভাগ রাস্তার পাশে ফুটপাতের ও ড্রেন ব্যবস্থা নাই। রাস্তার মাঝে মাঝে গর্ত আছে। সরকারী পরিবহনের কোন ব্যবস্থা নাই, রাস্তায় বিদ্যুৎ বাতির ব্যবস্থা আংশিক আছে এবং ৬ নং ওয়ার্ডের অনেক রাস্তা কাচা যা বর্ষা মৌসুমে কাদার সৃষ্টি হয়।	পৌরসভার সহযোগিতায় রাস্তা প্রশস্তকরণ ও উচু করা, ভাংগা রাস্তা পুন:নির্মান ও কাচা রাস্তা পাকা করার ব্যবস্থা গ্রহন করা প্রয়োজন এবং রাস্তায় বাতির ব্যবস্থা করা অতিব জরুরী।
৭	৭ নং ওয়ার্ডে রাস্তার বর্তমান অবস্থা খুবই খারাপ। বেশির ভাগ রাস্তা অপ্রশস্ত, বেশির ভাগ রাস্তার পাশে ফুটপাতের ও ড্রেন	পৌরসভার সহযোগিতায় রাস্তা প্রশস্তকরণ ও উচু করা, ভাংগা রাস্তা পুন:নির্মান ও কাচা রাস্তা পাকা করার

ওয়ার্ড নং	বর্তমান অবস্থা	ভবিষ্যৎ করণীয়
	ব্যবস্থা নাই। রাস্তার মাঝে মাঝে গর্ত আছে। সরকারী পরিবহনের কোন ব্যবস্থা নাই, রাস্তায় বিদ্যুৎ বাতির ব্যবস্থা আংশিক আছে এবং ৭ নং ওয়ার্ডের অনেক রাস্তা কাচা যা বর্ষা মৌসুমে কাদার সৃষ্টি হয়।	ব্যবস্থা গ্রহন করা প্রয়োজন এবং রাস্তায় বাতির ব্যবস্থা করা অতিব জরুরী।
৮	৮ নং ওয়ার্ডে রাস্তার বর্তমান অবস্থা মোটামুটি ভালো। বেশির ভাগ রাস্তা অপ্রশস্ত, বেশির ভাগ রাস্তার পাশে ফুটপাতের ও ড্রেন ব্যবস্থা নাই। রাস্তার মাঝে মাঝে গর্ত আছে। সরকারী পরিবহনের কোন ব্যবস্থা নাই, রাস্তায় বিদ্যুৎ বাতির ব্যবস্থা আংশিক আছে এবং ৮ নং ওয়ার্ডের অনেক রাস্তা কাচা যা বর্ষা মৌসুমে কাদার সৃষ্টি হয়।	পৌরসভার সহযোগিতায় রাস্তা প্রশস্তকরণ ও উচু করা, ভাংগা রাস্তা পুন:নির্মান ও কাচা রাস্তা পাকা করার ব্যবস্থা গ্রহন করা প্রয়োজন এবং রাস্তায় বাতির ব্যবস্থা করা অতিব জরুরী।
৯	৯ নং ওয়ার্ডে রাস্তার বর্তমান অবস্থা মোটামুটি ভালো। বেশির ভাগ রাস্তা অপ্রশস্ত, বেশির ভাগ রাস্তার পাশে ফুটপাতের ও ড্রেন ব্যবস্থা নাই। রাস্তার মাঝে মাঝে গর্ত আছে। সরকারী পরিবহনের কোন ব্যবস্থা নাই, রাস্তায় বিদ্যুৎ বাতির ব্যবস্থা আংশিক আছে এবং ৯ নং ওয়ার্ডের অনেক রাস্তা কাচা যা বর্ষা মৌসুমে কাদার সৃষ্টি হয়।	পৌরসভার সহযোগিতায় রাস্তা প্রশস্তকরণ ও উচু করা, ভাংগা রাস্তা পুন:নির্মান ও কাচা রাস্তা পাকা করার ব্যবস্থা গ্রহন করা প্রয়োজন এবং রাস্তায় বাতির ব্যবস্থা করা অতিব জরুরী।

পিডিপি প্রনয়নের লক্ষ্যে সারিয়াকান্দি পৌরসভার ৭ নং ওয়ার্ডের এফজিডি কার্যক্রমের ছবি।

পিডিপি প্রনয়নের লক্ষ্যে সারিয়াকান্দি পৌরসভার ৭ নং ওয়ার্ডের সামাজিক মানচিত্র অঙ্গনের ছবি।

মূখ্য বিষয়/সমস্যা বেইজ লাইন সার্ভে ঃ

১. প্রয়োজনের তুলনায় রাস্তা ও সেতু/কালভার্টের পরিমাণ কম।
২. পৌরসভার রাস্তা, সেতু কালভার্ট উন্নয়নের জন্য দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা আছে।
৩. পর্যাপ্ত অর্থের অভাব রয়েছে।
৪. জনবল ও প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতার অভাব বিদ্যমান।
৫. কোন বাস- টার্মিনাল নেই ।
৬. কোন ট্রাক টার্মিনাল নেই।
৭. পৌরসভার কোন গণ-পরিবহণ সুবিধা নেই।

ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন, ওয়ার্ড ভিশনিং, ওয়ার্ড কমিটি ও শহর সমন্বয় কমিটির আলোচনা

১. নদীর পাশের তীরে ওয়ার্কওয়ে নির্মাণ করা
২. খাল ভাঙ্গন রোধে গাইড ওয়ালের অভাব
৩. সড়ক-বাতির অভাবে রাত্রে চলাচলের অসুবিধা হয়।
৪. রাস্তা খারাপ হওয়ায় রোগীদের চিকিৎসার প্রয়োজনে দ্রুত যাতায়াত করা সম্ভব হয় না।
৫. অপরিকল্পিত ভাবে বাড়ী করার ফলে এলাকার মধ্যে রাস্তা অত্যন্ত সরু।
৬. মহল্লার ভিতরের সকল রাস্তা কাঁচা, ভাঙ্গাচুরা ও সরু।
৭. ট্রাফিক ব্যবস্থা ভাল না হওয়ায় সড়ক দূর্ঘটনা ঘটে।
৮. রিক্সাভ্যান ও অন্যান্য গাড়ী চলাচলের কারণে রাস্তা চলাচলের অনুপযুক্ত হয়ে গেছে।

পিডিপি প্রনয়নের লক্ষ্যে সারিয়াকান্দি পৌরসভার ৮ নং ওয়ার্ডের এফজিডি কার্যক্রমের ছবি।

পিডিপি প্রনয়নের লক্ষ্যে সারিয়াকান্দি পৌরসভার ৮ নং ওয়ার্ডের সামাজিক মানচিত্র অঙ্কনে ছবি।

প্রধান প্রধান পরামর্শ ঃ-

১. খালের পাশের রাস্তা গুলোকে রিটানিং ওয়াল করা দরকার।
২. সংযোগ সড়ক নির্মাণ করা, ফুটপাত পাকাকরণ ও ভাঙ্গা রাস্তা সংস্কার করা দরকার ।
৩. বিদ্যমান কাঁচা রাস্তা পাকাকরণ ও অপ্রশস্থ রাস্তা প্রশস্থকরণ দরকার ।
৪. পৌর এলাকার মধ্যে বেসরকারী উদ্যোগে টাউন সার্ভিস সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পৌরসভাকে উদ্যোগ গ্রহণ করা।
৫. রাস্তা পাকা করণের সাথে সমন্বিত করে একই সাথে সড়ক বাতি ও ড্রেইন স্থাপন করা দরকার।
৬. মহল্লার অভ্যান্তরিন রাস্তার জন্য মহল্লাবাসীর অংশগ্রহণে আলাদা পরিকল্পনা তৈরী করা প্রয়োজন। এজন্য মহল্লাবাসীর জমি দান করার আগ্রহকে কাজে লাগানো দরকার ।
৭. পরিকল্পিত যাতায়াত ও পরিবহন ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে বাস ও ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণসহ পরিকল্পিত রোড নেট-ওয়ার্ক তৈরী করে সমন্বিত যোগাযোগ ও পরিবহণ ব্যবস্থা নিশ্চিত কর।

বিষয়টি FGD এবং ওয়ার্ড ভিশনিং আলোচনায় প্রাধান্য পেয়েছে রাস্তা ২য় অগ্রাধিকার হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে ড্রেন। যথাযথ পরিকল্পনার মাধ্যমে রাস্তা সমূহের লে-আউট এর বিষয়টিও ঐ সব আলোচনায় গুরুত্ব পেয়েছে। তাছাড়া পৌরসভার আয়তন, ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রচুর পরিমান আবাদী বা অনাবাদী খালি জায়গা, তাই এখনই যদি ল্যান্ডইউজ প্ল্যানসহ মহাপরিকল্পনা অনুসরন করে পরিকল্পিত রোড নেট-ওয়ার্ক স্থাপন করতে না পারা যায় তাহলে সারিয়াকান্দি পৌরসভাকে বাসযোগ্য, পরিবেশ বান্ধব ও সুন্দর আদর্শ শহর হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব হবে না।

৩.১১ আবাসন ব্যবস্থা (Residence Facilities)

বিদ্যমান অবস্থা

পৌরসভার নিজস্ব কোন আবাসন ব্যবস্থা নেই।

ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন, ওয়ার্ড ভিশনিং, ওয়ার্ড কমিটি ও শহর সমন্বয় কমিটির আলোচনা

বাংলাদেশের জনসংখ্যা দিন দিন যেভাবে বেড়ে যাচ্ছে তাতে এক সময় দেখা যাবে কৃষি জমি আর থাকবে না। মানুষের চাহিদার সাথে সাথে কৃষি জমিতে তাদের বাসস্থান ও শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলছে। ফলে দিন দিন কৃষি জমি কমে যাচ্ছে। পৌরসভা যদি প্রতিটি ওয়ার্ডের অধিকাংশ পরিবারকে কমিউনিটি ভিত্তিতে খাস, পতিত, অব্যবহৃত ও এক ফসলি জমিতে ৪/৫ তলা বহুতল ভবনে আবাসনের ব্যবস্থা করে দিতে পারে তাহলে তাঁরা কৃষি জমির উপর আবাসন নির্মানের পরিকল্পনা হতে বিরত থাকবে। সারিয়াকান্দি পৌরসভা কর্তৃক কমিউনিটি ভিত্তিক আবাসন নির্মান করলে নিম্মোক্ত সুবিধাদি পাওয়া যাবে।

১। কৃষি জমিতে বাড়ী-ঘর নির্মান কম হলে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে ।
২। দূর্ভিক্ষের হাত হতে দেশ রক্ষা পাবে।
৩। কৃষি জমিতে প্রতি বছর ২/৩ টি ফসল ফলানো সম্ভব হবে।
৪। দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্নতা অর্জন করবে।
৫। কমিউনিটি ভিত্তিক আবাসনের ফলে একে অন্যের কাছ থেকে সার্বিক সহযোগীতা পাবে।
৬। সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসবাস করতে পারবে।

সারিয়াকান্দি পৌরসভার আবাসন ব্যবস্থার বর্তমান অবস্থা ও চাহিদা

ওয়ার্ড নং	বর্তমান অবস্থা	ভবিষ্যৎ করণীয়
১	অত্র এলাকাটিতে ঘন বসতি বেশি ও চাষাবাদ যোগ্য অনেক জমি আছে । পৌরসভার বাহির থেকে জনগন পৌর এলাকায় এসে চাষের জমি ভরাট করে দ্রুত আবাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলছে। রাস্তাঘাট নির্মানের ফলে দ্রুত জমির দাম বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইমারত নির্মানের সময় অনুমতি গ্রহন করা হয়। এলাকায় জমির মূল্য গড়ে প্রতি বিঘা ৭০ লক্ষ থেকে ৭৫ লক্ষ টাকা।	পৌর ইমারত নির্মান আইন মেনে যেন প্রতিটি বিল্ডিং নির্মান করা হয়, পৌরসভা থেকে যেন সঠিক ভাবে মনিটরিং থাকে এবং আইন ভঙ্গকারীর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হয়।
২	অত্র এলাকাটিতে ঘন বসতি কম ও চাষাবাদ যোগ্য জমির পরিমান কম । পৌরসভার বাহির থেকে জনগন পৌর এলাকায় এসে চাষের জমি ভরাট করে দ্রুত আবাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলছে। রাস্তাঘাট নির্মানের ফলে দ্রুত জমির দাম বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইমারত নির্মানের সময় অনুমতি গ্রহন করা হয়। এলাকায় জমির মূল্য গড়ে প্রতি বিঘা ৭৫ লক্ষ থেকে ৮০ লক্ষ টাকা।	পৌর ইমারত নির্মান আইন মেনে যেন প্রতিটি বিল্ডিং নির্মান করা হয়, পৌরসভা থেকে যেন সঠিক ভাবে মনিটরিং থাকে এবং আইন ভঙ্গকারীর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হয়।
৩	অত্র এলাকাটিতে ঘন বসতি কম বেশি ও চাষাবাদ যোগ্য মোটামুটি জমি আছে । পৌরসভার বাহির থেকে জনগন পৌর এলাকায় এসে চাষের জমি ভরাট করে দ্রুত আবাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলছে। রাস্তাঘাট নির্মানের ফলে দ্রুত জমির দাম বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইমারত নির্মানের সময় অনুমতি গ্রহন করা হয়। এলাকায় জমির মূল্য গড়ে প্রতি বিঘা ৬০ লক্ষ থেকে ৬৫ লক্ষ টাকা।	পৌর ইমারত নির্মান আইন মেনে যেন প্রতিটি বিল্ডিং নির্মান করা হয়, পৌরসভা থেকে যেন সঠিক ভাবে মনিটরিং থাকে এবং আইন ভঙ্গকারীর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হয়।
৪	অত্র এলাকাটিতে ঘন বসতি বেশি ও চাষাবাদ যোগ্য অনেক জমি আছে । পৌরসভার বাহির থেকে জনগন পৌর এলাকায় এসে চাষের জমি ভরাট করে দ্রুত আবাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলছে। রাস্তাঘাট নির্মানের ফলে দ্রুত জমির দাম বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইমারত নির্মানের সময় অনুমতি গ্রহন করা হয়। এলাকায় জমির মূল্য গড়ে প্রতি বিঘা ৯০ লক্ষ থেকে ১ কোটি টাকা।	পৌর ইমারত নির্মান আইন মেনে যেন প্রতিটি বিল্ডিং নির্মান করা হয়, পৌরসভা থেকে যেন সঠিক ভাবে মনিটরিং থাকে এবং আইন ভঙ্গকারীর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হয়।
৫	অত্র এলাকাটিতে ঘন বসতি বেশি ও চাষাবাদ যোগ্য অনেক জমি আছে। কিছু সরকারী জায়গায় বৈধ /অবৈধ ঘর আছে। চাষের জমি ভরাট করে দ্রুত আবাসন ব্যবস্থা গড়ে উঠছে। রাস্তাঘাট নির্মানের ফলে দ্রুত জমির দাম বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইমারত নির্মানের সময় অনুমতি গ্রহন করা হয়। এলাকায় জমির মূল্য গড়ে প্রতি বিঘা ১.৫ কোটি থেকে ২.৫ কোটি টাকা।	পৌর ইমারত নির্মান আইন মেনে যেন প্রতিটি বিল্ডিং নির্মান করা হয়, পৌরসভা থেকে যেন সঠিক ভাবে মনিটরিং থাকে এবং আইন ভঙ্গকারীর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হয়।
৬	অত্র এলাকাটিতে ঘন বসতি বেশি । কিছু সরকারী জায়গায় বৈধ /অবৈধ ঘর আছে। চাষের জমি ভরাট করে দ্রুত আবাসন ব্যবস্থা গড়ে উঠছে। রাস্তাঘাট নির্মানের ফলে দ্রুত জমির দাম বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইমারত নির্মানের সময় অনুমতি গ্রহন করা হয়। এলাকায় জমির মূল্য গড়ে প্রতি বিঘা প্রায় ১.৫ কোটি টাকা।	পৌর ইমারত নির্মান আইন মেনে যেন প্রতিটি বিল্ডিং নির্মান করা হয়, পৌরসভা থেকে যেন সঠিক ভাবে মনিটরিং থাকে এবং আইন ভঙ্গকারীর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হয়।
৭	অত্র এলাকাটিতে ঘন বসতি কম ও চাষাবাদ যোগ্য অনেক জমি আছে । পৌরসভার বাহির থেকে জনগন পৌর এলাকায় এসে চাষের জমি ভরাট করে দ্রুত আবাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলছে। রাস্তাঘাট নির্মানের ফলে দ্রুত জমির দাম বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইমারত নির্মানের সময় অনুমতি গ্রহন করা হয়। এলাকায় জমির মূল্য গড়ে প্রতি বিঘা ৭০ লক্ষ থেকে ৮০ লক্ষ টাকা।	পৌর ইমারত নির্মান আইন মেনে যেন প্রতিটি বিল্ডিং নির্মান করা হয়, পৌরসভা থেকে যেন সঠিক ভাবে মনিটরিং থাকে এবং আইন ভঙ্গকারীর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হয়।
৮	অত্র এলাকাটিতে ঘন বসতি কম ও চাষাবাদ যোগ্য অনেক জমি আছে । পৌরসভার বাহির থেকে জনগন পৌর এলাকায় এসে চাষের জমি ভরাট করে দ্রুত আবাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলছে। রাস্তাঘাট নির্মানের ফলে দ্রুত জমির দাম বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইমারত নির্মানের সময় অনুমতি গ্রহন করা হয়। এলাকায় জমির মূল্য গড়ে প্রতি বিঘা ৮০ লক্ষ থেকে ৯০ লক্ষ টাকা।	পৌর ইমারত নির্মান আইন মেনে যেন প্রতিটি বিল্ডিং নির্মান করা হয়, পৌরসভা থেকে যেন সঠিক ভাবে মনিটরিং থাকে এবং আইন ভঙ্গকারীর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হয়।
৯	অত্র এলাকাটিতে ঘন বসতি বেশি ও চাষাবাদ যোগ্য অনেক জমি আছে । পৌরসভার বাহির থেকে জনগন পৌর এলাকায় এসে চাষের জমি ভরাট করে দ্রুত আবাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলছে। রাস্তাঘাট নির্মানের ফলে দ্রুত জমির দাম বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইমারত নির্মানের সময় অনুমতি গ্রহন করা হয়। এলাকায় জমির মূল্য গড়ে প্রতি বিঘা ৬০ লক্ষ থেকে ৬৫ লক্ষ টাকা।	পৌর ইমারত নির্মান আইন মেনে যেন প্রতিটি বিল্ডিং নির্মান করা হয়, পৌরসভা থেকে যেন সঠিক ভাবে মনিটরিং থাকে এবং আইন ভঙ্গকারীর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হয়।

পিডিপি প্রনয়নের লক্ষ্যে সারিয়াকান্দি পৌরসভার ৯ নং ওয়ার্ডের এফজিডি কার্যক্রমের ছবি।

পিডিপি প্রনয়নের লক্ষ্যে সারিয়াকান্দি পৌরসভার ০৯ নং ওয়ার্ডের সামাজিক মানচিত্র অঙ্কনের ছবি।

প্রধান প্রধান পরামর্শ

১। কমিউনিটি ভিত্তিক আবাসন গড়ে তোলার জন্য জনগণকে উৎসাহিত করতে হবে।
২। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে অংশীদারিত্ব চুক্তির মাধ্যমে বহুতল ভবন নির্মাণ করা যেতে পারে।
৩। প্রস্তাবিত ভবনে আধুনিক সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা থাকা প্রয়োজন।
৪। লিফ্‌ট, জেনারেটর, গ্যাস, পানি, অগ্নি প্রতিরোধ ও নিরাপত্তা প্রহরীর ব্যবস্থা রাখতে হবে।
৫। ভবনের নিকটে শিশুদের খেলাধুলার মাঠ ও বিনোদন পার্ক রাখতে হবে।
৬। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয়ের জন্য শপিং মলের ব্যবস্থা রাখতে হবে।
৭। নির্দিষ্ট সময় পর ভবনের মালিকানা হস্তান্তর করতে হবে।
৮। ভবন রক্ষণাবেক্ষনের জন্য পৌরসভার বাজেটে অর্থ বরাদ্দ রাখতে হবে।
৯। জনগণকে ঝুকি ও অগ্নি প্রতিরোধের জন্য প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

৩.১২ পরিবহন এবং যোগাযোগ সুবিধা (Transportation and Communication Facilities)

বেইজ লাইন সার্ভের তথ্যের ভিত্তিতে পৌরসভায় কোন নিজস্ব গণ-পরিবহণ নেই। এ শহরে কোনো বাস টার্মিনাল নেই। কোনো ট্রার্ক টার্মিনাল নেই। এখানে একটি বাস টার্মিনাল ও একটি ট্রাক টার্মিনাল একান্ত প্রয়োজন।

১. পৌরসভায় বিদ্যমান যানবাহন সমূহ ঃ

ক) যানবাহনের ধরণ : পাজোরো জীপ	সংখ্যা : ০
খ) যানবাহনের ধরণ : মটর সাইকেল	সংখ্যা : ০
গ) যানবাহনের ধরণ : পিক আপ	সংখ্যা : ১টি, অকেজো।
ঘ) যানবাহনের ধরণ : সাইকেল	সংখ্যা : ০
ঙ) যানবাহনের ধরণ : ভ্যান গাড়ী	সংখ্যা : ২টি
চ) যানবাহনের ধরণ : এ্যামবুলেন্স	সংখ্যা : ০

২. পৌরসভায় বিদ্যমান যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য উপকরণ ঃ

ক) ধরণ ? বিবরণ : জেনারেটর	সংখ্যা : ০
খ) ধরণ / বিবরণ : রোড রোলার	সংখ্যা:২টি, ১টি সচল, ১টি অকেজো।
গ) ধরণ / বিবরণ : স্কেবেটর	সংখ্যা : ০
ঘ) ধরণ / বিবরণ : ফটোকফি মেশিন	সংখ্যা : ১টি
ঙ) ধরণ / বিবরণ : পানির মটর	সংখ্যা : ০
চ) ধরণ / বিবরণ : মোবাইল ফোন	সংখ্যা : ০
ছ) ধরণ / বিবরণ : কম্পিউটার	সংখ্যা : ০৭টি
জ) ধরণ / বিবরণ : ল্যাপটপ	সংখ্যা: ০
ঝ) ধরণ / বিবরণ : ফগার মেশিন	সংখ্যা : ১টি, অকেজো।

৩. পৌরসভার বিদ্যমান আসবাবপত্রঃ

ক) ধরণ ? বিবরণ : টেবিল	সংখ্যা : ১০টি
খ) ধরণ ? বিবরণ : বড় চেয়ার	সংখ্যা : ৪টি বড় ও ২৭ ছোট।
গ) ধরণ ? বিবরণ : প্লাস্টিক চেয়ার	সংখ্যা : ৭০টি
ঘ) ধরণ ? বিবরণ : তাক	সংখ্যা : ৩টি
ঙ) ধরণ ? বিবরণ : আলমারী	সংখ্যা : ৭টি
চ) ধরণ ? বিবরণ : কেবিনেট	সংখ্যা : ১টি

পর্যবেক্ষণ ঃ

রাস্তাঘাট নির্মাণ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণসহ সকল অবকাঠামো নির্মাণের সুবিধার্থে রোড রোলার, মিকচার মেশিন, কংক্রিট ভাইব্রেটর, Water Sprinkler Truck, বীম লিফটার ইত্যাদিসহ নির্মাণ যন্ত্রপাতি ক্রয় করা প্রয়োজন । তাছাড়া সকল প্রকার পৌর সেবার কাজ তদারকীর সুবিধার্থে কর্মকর্তাদের/কর্মচারীদের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক যানবাহনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

৩.১৩ অন্যান্য পরিবেশ (Other Environment)

বেইজ লাইন সার্ভের তথ্যাদি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, পৌর এলাকার ভিতরে এবং চারপাশের এলাকায় জলাশয়ের পানির অবস্থা (দূষণে মাত্রা) পদ্ধতিগত ভাবে পরীক্ষা করা হয়নি। তবে সরেজমিনে প্রদর্শনে সার্বিক ভাবে জলাশয়ের পানি স্বাভাবিক মনে হয়। কিন্তু পৌর এলাকায় প্রয়োজনীয় বর্জ্য শোধনাগারের অভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এছাড়া বর্জ্য শোধনাগার স্থাপন এবং দূষণের কারণে পৌর এলাকার পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থায় অন্তরায় সৃষ্টি হচ্ছে। পরিবেশের আরেক বিশেষ দিক হচ্ছে পরিবেশ নীতিমালা মেনে চলা হয় না। এজন্য ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনাসহ একটি উপযুক্ত পৌর উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রয়োজন যা পৌর এলাকার পরিবেশ রক্ষার্থে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

পর্যবেক্ষণ:

সারিয়াকান্দি পৌরসভায় অপরিকল্পিত ও অনিয়ন্ত্রিতভাবে বসতি গড়ে উঠেছে। বসতবাড়ি হতে যে সমস্ত বর্জ্য আবর্জনা সৃষ্টি হয় তা যত্রতত্র ভাবে নদী, খালে ও নিচু জায়গায় ফেলা হচ্ছে। বিষয়টি দিনে দিনে ভয়াবহ আকার ধারণ করতে পারে। এজন্য অনতিবিলম্বে ডাম্পিং গ্রাউন্ড নির্মাণ ও বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে এসবের বর্জ্য শোধন ও অপসারণের উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। এজন্য পৌরসভার সংশ্লিষ্ট বিভাগের সাথে একত্রে কাজ করতে হবে।

অধ্যায়-৪
পৌরসভার পরিচালন ব্যবস্থা
POURASHAVA GOVERNANCE

৪.১ পৌরসভার দায়িত্ব ও কার্যাবলী (Resposibilities and Activities of Pourashava)

বাংলাদেশের সকল পৌরসভা স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন ২০০৯ এবং স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) (সংশোধন) আইন ২০১০ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয়ে থাকে। উক্ত আইনের আওতায় পৌরসভার দায়িত্ব ও কার্যাবলী নিম্নে বর্ণিত হল ঃ

ধারা-৫০ ঃ (ক) পৌরসভার দায়িত্ব ঃ

(১) স্ব-স্ব এলাকাভুক্ত নাগরিকগণের এ আইন ও অন্যান্য আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বিধান অনুসারে সকল প্রকার নাগরিক সুবিধা প্রদান করা ;

(২) পৌর প্রশাসন ও সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ করা;

(৩) পৌর এলাকায় নাগরিকগণের পৌরসেবা প্রদানের লক্ষ্যে অবকাঠামোগত উন্নয়ন, ইমারত নিয়ন্ত্রণসহ নগর উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা ; এবং

(৪) নাগরিক নিরাপত্তা ও জনশৃঙ্খলা রক্ষা করা।

(খ) পৌরসভার মুখ্য কার্যাবলী ঃ

(১) আবাসিক, শিল্প এবং বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য পানি সরবরাহ ;

(২) পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ;

(৩) বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ;

(৪) অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে পরিকল্পনা প্রণয়ন ;

(৫) যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নকল্পে রাস্তা, ফুটপাথ, জনসাধারণের চলাচল, যাত্রী এবং মালামালের সুবিধার্থে টার্মিনাল নির্মাণ ;

(৬) জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন, ২০০৪ (২০০৪ সনের ২৯ নং আইন) এ প্রদত্ত কার্যাবলী ;

(৭) পরিবহন ব্যবস্থাপনার সুবিধার্থে ট্রাফিক ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা, পথচারীদের সুবিধার্থে যাত্রী ছাউনী, সড়ক বাতি, যানবাহনের পার্কিং স্থান এবং বাস স্ট্যান্ড বা বাস স্টপ এর ব্যবস্থা করা ;

(৮) নাগরিক স্বাস্থ্য ও পরিবেশ রক্ষণাবেক্ষণ, বৃক্ষরোপণ ও রক্ষণাবেক্ষণ ;

(৯) বাজার ও কসাইখানা স্থাপন এবং ব্যবস্থাপনা ;

(১০) শিক্ষা, খেলাধুলা, চিত্ত বিনোদন, আমোদ প্রমোদ এবং সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের সুযোগ সৃষ্টি ও প্রসারে সহায়তা, পৌর এলাকার সৌন্দর্য বৃদ্ধি।

(গ) সরকার প্রদত্ত আদেশ দ্বারা অর্পিত অন্যান্য কার্যাবলী

(১) ধারা-৫১ ঃ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত কার্যাবলী ঃ

এ আইনে প্রদত্ত কার্যাবলী ব্যতীত সরকারের অনুমোদনক্রমে প্রাথমিক শিক্ষা, প্রতিরোধ ও নিরাময় মূলক স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, পরিবহন, অগ্নি প্রতিরোধ ও অগ্নি নিরাপত্তা এবং পৌর এলাকার দারিদ্র্য দূরীকরণ, ইত্যাদি যে কোন দায়িত্ব ও কার্য পৌরসভা সম্পাদন করবে।

(২) ধারা-৫২ ঃ পৌরসভার বার্ষিক প্রতিবেদন ঃ

পৌরসভা প্রত্যেক বছর সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে ও পদ্ধতিতে পৌরসভার কার্যক্রমের প্রশাসনিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করবে এবং পরবর্তী বছরের ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে তা প্রকাশ করবে।

(৩) ধারা-৫৩ ঃ নাগরিক সনদ প্রকাশ ঃ

এ আইনের আওতায় গঠিত প্রতিটি পৌরসভা নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করে বিভিন্ন প্রকারের নাগরিক সেবা প্রদানের বিবরণ, সেবা প্রদানের শর্তসমূহ এবং নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সেবা প্রদান নিশ্চিত করার বিবরণ প্রকাশ করবে যা "নাগরিক সনদ" (Citizen Charter) বলে অভিহিত হবে।

(৪) ধারা-৫৪ ঃ উন্নত তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার ও সুশাসন ঃ

প্রত্যেক পৌরসভা সুশাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে উন্নত তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করবে। পৌরসভা নাগরিক সনদে বর্ণিত আধুনিক সেবা সংক্রান্ত বিষয়সহ সরকারি ভাবে প্রদত্ত সকল সেবার বিবরণ উন্নততর তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে নাগরিকদের জ্ঞাত করার ব্যবস্থা করবে।

(৫) ধারা-৫৫ ঃ পৌরসভা কর্তৃক স্থায়ী কমিটি গঠন ঃ

পৌরসভা গঠিত হওয়ার পর প্রথম সভায় অথবা তৎপরবর্তী কোন সভায় কার্যপরিধি ও আড়াই বছর মেয়াদ নির্ধারণ করে বিধি অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত স্থায়ী কমিটি গঠন করবে, যথা ঃ

(ক) সংস্থাপন ও অর্থ;
(খ) কর নিরূপণ ও আদায়;
(গ) হিসাব ও নিরীক্ষা;
(ঘ) নগর পরিকল্পনা, নাগরিক সেবা ও উন্নয়ন;
(ঙ) আইন-শৃঙ্খলা ও জননিরাপত্তা;
(চ) যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো;
(ছ) মহিলা ও শিশু;
(জ) মৎস্য ও পশু সম্পদ;
(ঝ) তথ্য ও সংস্কৃতি; এবং
(ঞ) বাজার মূল্য পর্যবেক্ষণ, মনিটরিং ও নিয়ন্ত্রণ।

উল্লিখিত স্থায়ী কমিটি ব্যতীত প্রতি পৌরসভা প্রয়োজনের অতিরিক্ত স্থায়ী কমিটি গঠন করতে পারবে এবং বিশেষ করে বেসরকারি সংস্থার সাথে সমন্বয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, বাজার ব্যবস্থাপনা, নারী উন্নয়ন, দারিদ্র নিরসন ও বস্তি উন্নয়ন, স্বাস্থ্য, পানি ও স্যানিটেশন, আবর্জনা অপসারণ ও হস্তান্তর ইত্যাদি বিষয়ক স্থায়ী কমিটি গঠন করা যাবে।

(৬) ধারা-৫৬ ঃ স্থায়ী কমিটির কার্যাবলী ঃ

স্থায়ী কমিটির কার্যাবলী উপ-আইন দ্বারা নির্ধারিত হবে, তবে উপ-আইন প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত পরিষদের সাধারণ সভায় স্থায়ী কমিটির কার্যাবলী নির্ধারণ করা যাবে। স্থায়ী কমিটির সুপারিশ পরিষদের পরবর্তী সভায় বিবেচিত হবে এবং কোন সুপারিশ পৌর পরিষদে গৃহীত না হলে তার যথার্থতা ও কারণ লিখিত ভাবে স্থায়ী কমিটিকে জানাতে হবে। স্থায়ী কমিটির সকল কার্যধারা পরিষদের সাধারণ সভার অনুমোদন সাপেক্ষে চূড়ান্ত হবে।

(৭) ধারা-৫৭ ঃ সভায় নাগরিকগণের উপস্থিতি ঃ

কোন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি বা কোন নাগরিক বা নাগরিকবৃন্দ ইচ্ছা প্রকাশ করলে তাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে পরিষদ বা এর স্থায়ী কমিটি বা অন্য কোন কমিটি সংশ্লিষ্ট সভায় উপস্থিত থাকার অনুমতি দিতে পারবে এবং কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে তাদের মতামত গ্রহণ করে যথাযথ হলে উক্ত মতামতের আলোকে সিদ্ধান্ত বা সুপারিশমালা গ্রহণ করতে পারবে।

(৮) ধারা-৫৯ ঃ পৌর এলাকার সমন্বিত উন্নয়ন ঃ

পৌর এলাকার সংশ্লিষ্ট জনগণের সম্পৃক্ততার মাধ্যমে উন্নয়ন কর্মকান্ডসহ অন্যান্য বিষয়ে সমন্বয় নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এক বা একাধিক কমিটি গঠিত হবে, যার গঠন ও কার্যপরিধি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হবে।

(৯) ধারা-৬১ ঃ নথিপত্র, প্রতিবেদন, ইত্যাদি সংরক্ষণ ঃ

(ক) পৌরসভার কার্যাবলীর সমুদয় নথিপত্র নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করবে;
(খ) মেয়াদী প্রতিবেদন এবং বিবরণী প্রণয়ন ও প্রকাশ করবে;
(গ) পৌরসভার কার্যাবলী সংক্রান্ত বিষয়ে সরকার সময় সময় যেরূপ নির্ধারণ করবে সেরূপ তথ্যাবলী প্রকাশ করবে।

৪.২ পৌর সেবা সরবরাহের সাথে সম্পৃক্ত অন্যান্য সংস্থা/প্রতিষ্ঠান

পৌরসভা কার্যাবলী পরিচালনায় ও সেবা প্রদানে সরকারী বিভিন্ন সংস্থার এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রভাব/দায়িত্ব/সম্পৃক্ততা রয়েছে। এ সবের মধ্যে কোন কোন সংস্থা পৌরসভার সাথে সমন্বিত/যৌথভাবে আবার কোন কোন সংস্থা/সংগঠন আলাদা পরিমন্ডলে থেকে প্রয়োজনীয় নাগরিক সুবিধা দিয়ে থাকে। এরূপ কতিপয় সংস্থা/সংগঠনের কার্যাবলী নিম্নে বর্ণিত হল ঃ

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড

সারিয়াকান্দি পৌর এলাকায় পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি বিদ্যুৎ সরবরাহ করে থাকে।

উপজেলা প্রকৌশল অধিদপ্তরঃ

স্থানীয় সরকার অধিদপ্তর এর নিয়ন্ত্রনাধীন উপজেলা প্রকৌশল অধিদপ্তর পৌরসভার সহিত যৌথ ভাবে বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কাজ সম্পন্ন করে থাকে।

উপজেলা মহিলা বিষয়ক কার্যালয়ঃ

পৌর এলাকায় মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা মহিলাদের উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে। সেলাই শিক্ষাসহ বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে। অপ্রাপ্ত বয়স্ক মহিলাদের বিবাহ নিরোধ করে থাকে।

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সঃ

পৌর এলাকার অসুস্থ সকল জনসাধারনের চিকিৎসা সেবা দিয়ে থাকে। দারিদ্র্য জনগোষ্ঠি বিনামূল্যে সেবা পেয়ে থাকে। শিশু ও মায়েদের বিভিন্ন টিকা দিয়ে থাকে।

উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয় ঃ

পৌর এলাকায় জন্মনিয়ন্ত্রন কার্যক্রমে উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকে। গর্ভবতী মহিলাদের টিকা দিয়ে থাকে।

টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ (টিএন্ডটি)

নাগরিক জীবনে যোগাযোগের অপরিহার্য একটি সেবা টেলি যোগাযোগ স্থাপন ও এর ব্যবস্থাপনার জন্য টিএন্ডটি বিভাগ দায়িত্ব প্রাপ্ত। দেশের সকল পৌর এলকায় টিএন্ডটি'র কার্যক্রম আছে এবং এরা নিজস্ব প্রক্রিয়ায় কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। পৌর কর্তৃপক্ষের এ কাজে তেমন কোন ভূমিকা নেই।

৪.৩ পৌরসভা পরিচালনা ব্যবস্থা (Citizen's Participation in Pourashava Decision Making Process)

পৌরসভার সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নাগরিকদের অংশগ্রহণ সম্পর্কে FGD এর তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে ১০০% নাগরিক উক্ত প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে আবার ১০০% নাগরিক অংশগ্রহণ করে না। এটা তথ্যের অথবা বিশ্লেষণের ভুল। পক্ষান্তরে ৯ টি ওয়ার্ডের ওয়ার্ড ভিশনিং অনুশীলনে পৌরসভা কার্যক্রমে নাগরিকদের অংশগ্রহণ সংক্রান্ত বিষয়ে বর্তমান অবস্থা, করনীয় এবং অগ্রাধিকার নির্ণয়ে অংশ গ্রহণকারী স্টেকহোল্ডারগণ মতামত দিয়েছে তা নিম্নের ছকে বর্ণিত হল ঃ

টেবিল ৪.১ঃ সারিয়াকান্দি পৌরসভার কার্যক্রমে নাগরিকদের অংশগ্রহণ

ওয়ার্ড নং	পৌরসভা কার্যক্রমে নাগরিকদের অংশগ্রহণের সুযোগের বর্তমান অবস্থা	করনীয় বিষয়	অগ্রাধিকার	মন্তব্য
১	√	পৌর কার্যক্রমে ব্যাপক অংশগ্রহনের সুযোগ সৃষ্টি করা।	৬	
২		স্বচ্ছতা আনয়নের জন্য পৌরসভার উন্নয়নমুলক কার্যক্রমে বিভিন্ন সমাজের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহন ও মতামতের সুযোগ সৃষ্টি করা অত্যন্ত জরুরী ।	৪	
৩		পৌরসভার উন্নয়ন মূলক কার্যক্রমে জনগনের সম্পৃক্ততা বাড়ানো দরকার।	৬	
৪	√	পৌর কার্যক্রমে অংশগ্রহনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা।	৫	
৫		পৌরসভার কার্যক্রম নগরবাসীর জন্য উমুক্ত রাখার ব্যবস্থা করা।	৬	
৬	√	পৌরসভার উন্নয়ন মূলক যে কোন কার্যক্রমে ০৬নং ওয়ার্ড বাসিকে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।	৬	
৭		পৌরসভার সকল উন্নয়নমুলক কার্যক্রমে বিভিন্ন পেশাজীবি/শ্রেনীর প্রতিনিধি সম্পৃক্ত করা ।	৫	
৮	√	পৌরসভার যে কোন কার্যক্রমে ০৮নং ওয়ার্ড বাসিকে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।	৬	
৯		পৌরসভার যে কোন কার্যক্রমে ০৯নং ওয়ার্ড বাসিকে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।	৬	

পর্যবেক্ষণ:

উপরোক্ত ছকের তথ্যাদি থেকে প্রতিয়মান হয় যে কোন কোন এলাকার অল্প সংখ্যক লোক (বাজেট আলোচনায়) মধ্য মানের অর্থাৎ একবার অংশগ্রহণের সুযোগ পায়। পক্ষান্তরে অধিকাংশ ওয়ার্ড ভিশনিং এ পৌরসভা কার্যক্রমে নাগরিকদের অংশগ্রহণের সুযোগ নেই মর্মে উল্লেখকরা হয়েছে যার সাথে FGD তথ্যাদির সামঞ্জস্যতা দেখা যায়। এ সংক্রান্তে ওয়ার্ড ভিশনিং এ অংশগ্রহণকারীদের শক্তিশালী অভিমত হচ্ছে পৌরসভা পরিচালন ব্যবস্থায় তাদের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা আবশ্যক। পৌরসভা আইন ২০০৯ এ পৌরসভার সেবামূলক ও অন্যান্য কাজে জনগণের মতামত গ্রহণের উদ্দেশ্যে ওয়ার্ড পর্যায়ে এবং পৌরসভা পর্যায়ে কমিটি গঠন করতে পারবে মর্মে বিধান রাখা হয়েছে। পৌরসভা আইনের উক্ত বিধান অনুসরণেই জনগণ/স্টেক হোল্ডারদের নিয়ে পৌরসভার আওতায় ওয়ার্ড পর্যায়ে ওয়ার্ড কমিটি এবং পৌরসভা পর্যায়ে শহর সমন্বয় কমিটি গঠন করা হয়েছে। পিডিপিতে বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা যেতে পারে।

৪.৪ পৌরসভার আর্থিক ব্যবস্থাপনা (Financial Management of Pourashava)

রাজস্ব আয় এবং ব্যয় বিশ্লেষণ (Revenue Income and Expenditure Analysis)

রাজস্ব আয়ের ক্ষেত্রসমূহ (Scopes the Income of Revenue)

রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইনের ৪র্থ ভাগ, ৪র্থ অধ্যায়ের ৯৮ ধারার বর্ণনা অনুসরণে পৌরসভা সরকারের পূর্বানোমোদনক্রমে উক্ত আইনের তৃতীয় তফসিলে বর্ণিত সকল অথবা যে কোন কর, উপ-কর, রেইট, টোল, ফিস ইত্যাদি আরোপ করতে পারবে। তৃতীয় তফসিলে বর্ণিত পৌরসভা কর্তৃক আরোপিত কর, উপ-কর, রেইট, টোল, ফিস এবং অন্যান্য সূত্র হতে প্রাপ্ত রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রসমূহ নিম্নরূপঃ

১। ইমারত এবং ভূমির বার্ষিক মূল্যের উপর কর;

২। স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরের উপর কর;

৩। ভূমি উন্নয়ন কর এবং আদায়কৃত করের ২% অংশ;

৪। ইমারত নির্মাণ ও পুনঃনির্মাণের আবেদনের উপর ফিস;

৫। পৌর এলাকায় ভোগ, ব্যবহার অথবা বিক্রয়ের জন্য আমদানি পণ্যের উপর ফিস;
৬। পৌর এলাকা হতে রপ্তানি পণ্যের উপর কর;
৭। টোল জাতীয় ফিস;
৮। পেশা, ব্যবসা ও বৃত্তির উপর কর;
৯। জন্ম, বিবাহ, দত্তক এবং ভোজের উপর ফিস;
১০। বিজ্ঞাপনের উপর কর;
১১। সিনেমা, ড্রামা, নাট্য প্রদর্শনী এবং অন্যান্য আমোদ-প্রমোদ ও চিত্তবিনোদনের উপর কর;
১২। মোটর গাড়ি ও নৌকা ব্যতীত অন্যান্য যানবাহনের উপর কর;
১৩। বাতি রেইট ও অগ্নি রেইট;
১৪। ময়লা আবর্জনা অপসারণ রেইট;
১৫। জনসেবামূলক কার্য সম্পাদন রেইট;
১৬। পানির স্থাপনা অথবা পানি সরবরাহের জন্য রেইট;
১৭। সরকার কর্তৃক আরোপিত যে কোন করের উপর উপ-কর;
১৮। পৌরসভা কর্তৃক রক্ষণাবেক্ষণকৃত কোন জনসেবামূলক কার্য হতে প্রাপ্ত সুবিধাদির উপর ফিস;
১৯। মেলা, কৃষি প্রদর্শণী, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এবং অন্যান্য জনসমাবেশের উপর ফিস;
২০। পৌরসভা কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্স, অনুমোদন এবং অনুমতির জন্য ফিস;
২১। পৌরসভা কর্তৃক বিশেষ সেবার উপর ফিস;
২২। পশু জবাইয়ের জন্য ফিস;
২৩। স্কুল ফিস;
২৪। বাজারের উপর ফিস;
২৫। জলমহাল/ফেরীঘাট হইতে ফিস;
২৬। পৌর এলাকার সীমানার মধ্যে বালুমহাল/পাথর মহালের উপর ফিস;
২৭। এই আইনের যে কোন বিধানের অধীনে অন্য যে কোন কর;
২৮। পৌরসভার অধীনস্থ হাট-বাজারের ইজারা লব্ধ অর্থ;
২৯। সরকার কর্তৃক আইন বলে আরোপণীয় অন্য কোন কর।

সারিয়াকান্দি পৌরসভার ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের বাজেট ঃ

প্রতিটি পৌরসভা আর্থিক বছর ভিত্তিক আয়-ব্যয় প্রদর্শন পূর্বক বাৎসরিক বাজেট প্রণয়ন করে। উক্ত বাজেটে পরবর্তী বছরের প্রস্তাবিত আয়-ব্যয়, চলতি বছরের সংশোধিত আয়-ব্যয় এবং পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত আয়-ব্যয়ের হিসাব সন্নিবেশন করা হয়। পৌরসভার বাজেট পর্যালোচনা করলে এর আর্থিক অবস্থার সার্বিক প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়। সারিয়াকান্দি পৌরসভার রাজস্ব হিসাবের আয়-ব্যয়ের বিবরণ সম্বলিত ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের এরূপ প্রস্তাবিত বাজেটের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

টেবিল ৪.২ঃ ঃ রাজস্ব আয় (Revenue Income)

আয়				
ক্রঃ নং	আয়ের খাত	বছরের প্রকৃত আয় (২০১৯-২০২০)	চলতি বছরের সংশোধিত বাজেট (২০২০-২০২১)	পরবর্তী বছরের প্রস্তাবিত বাজেট (২০২১-২০২২)
১	রাজস্ব আয় হিসাব (ট্যাক্সেস)	৭৫৯১৫৭	২১৭৩০৮৭	২২৬৪৭০৫
২	রাজস্ব আয় হিসাব (রেইটস)	১০৮৪৫১০	৩১০৪৪২২	৩২৩৫২৯৪
৩	রাজস্ব আয় হিসাব (ফিস)	২৭৬১৩৫৫	৪৬০০০০০	৫৩৩০০০০
৪	রাজস্ব আয় হিসাব (অন্যান্য)	২৯০৫০০০	১৫৭৩৫০০০	১৮৭৯৫০০০
৫	পানি সরবরাহ থেকে আয়	০	০	০
৬	প্রারম্ভিক স্থিতি	২৩৪১৫৩	২৫৯৫৬৩	১৩২০৭২
	সর্বমোট =	**৭৭৪৪১৭৫**	**২৫৮৭২০৭২**	**২৯৭৫৭০৭১**

টেবিল ৪.৩ঃ রাজস্ব ব্যয় (Revenue Expenditure)

ব্যয়				
ক্রঃ নং	ব্যয়ের খাত	বছরের প্রকৃত আয় (২০১৯-২০২০)	চলতি বছরের সংশোধিত বাজেট (২০২০-২০২১)	পরবর্তী বছরের প্রস্তাবিত বাজেট (২০২১-২০২২)
১	সাধারণ সংস্থাপন ঃ	৬৮৫৫৬৯৭	১৭৪৯২০০০	২০৩১২০০০
২	শিক্ষা ব্যয় ঃ	৫০০০০	৩০০০০০	৩০০০০০
৩	স্বাস্থ্য ও পয়ঃ প্রণালী	০	১০০০০০	১০০০০০
৪	রাজস্ব ব্যয় হিসাব (অন্যান্য)	৫৭৮৯১৫	৭৮৪৮০০০	৮৮১০০০০
৫	পানি সরবরাহ থেকে ব্যয়	০	০	০
৬	রাজস্ব উদ্বৃত উন্নয়ন হিসাবে স্থানান্তর	০	০	০
৭	সমাপনী জের	২৫৯৫৬৩	১৩২০৭২	২৩৫০৭২
	সর্ব মোট	৭৭৪৪১৭৫	২৫৮৭২০৭২	২৯৭৫৭০৭২

৪.৫ রাজস্ব আদায় দক্ষতা (Revenue Collection Efficiency)

সারিয়াকান্দি পৌরসভার আর্থিক ভিত্তি বিচার করা হবে রাজস্ব আয়ের উৎসের ব্যাপ্তি ও পরিমাণের উপর। একটি পৌরসভা নিজস্ব তহবিল হতে কিরূপ পরিমাণ অর্থায়ন করার সামর্থ রাখে তা আদায় দক্ষতা নির্দেশ করে। অন্যদিকে আদায় দক্ষতা সংশ্লিষ্ট পৌরসভার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সহায়ক। সারিয়াকান্দি পৌরসভার রাজস্ব আদায়ের দক্ষতার হার বাজেটের সাপেক্ষে বিগত চার বছরে ৩৭% থেকে ৬০% এর মধ্যে ছিল, যা সন্তোষজনক বলে প্রতীয়মান হয়। এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে প্রস্তাবিত বাজেটের তুলনায় প্রকৃত আদায় দক্ষতা বছর ভিত্তিতে হ্রাস/বৃদ্ধি নির্দেশ করলেও প্রকৃত আদায়ের পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় সব বছরেই বৃদ্ধি পেয়েছে; যা সারিয়াকান্দি পৌরসভার ক্রমবর্ধমান আর্থিক সামর্থ বৃদ্ধির পরিচায়ক। ছক-৪.৫.১(৩) এ এর বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হলো ঃ

টেবিল ৪.৪ঃ মোট রাজস্ব বাজেট এবং আদায়

বিবরণ	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২
মোট রাজস্ব বাজেট	২১৫২৬৩৯৩	২২৭২৮৯০২	২৫৭৮৯১৭১	২৯৭৫৭০৭২
মোট রাজস্ব আদায়	৮০১৩১১৪	৭৭৪৪১৭৫	১২৮৪০৭১৬	১৮২৫৫৫৫৩
মোট আদায় দক্ষতা	৩৭%	৩৪%	৫০%	৬১%
বাজেট বৃদ্ধির হার	০%	৬%	১৪%	১৫%
আদায় বৃদ্ধির হার	০%	-৩%	৬৫%	৪২%

৪.৬ হোল্ডিং ট্যাক্স হতে আয় (Income from Holding Tax)

পৌরসভার নাগরিকদের ক্রমবর্ধমান চাহিদা এবং প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়নসহ অন্যান্য সকল নাগরিক সেবা সরবরাহের গুনগত মান ও পরিমান নিশ্চিত করতে পৌরসভার প্রয়োজন একটি শক্তিশালী ও স্থায়ীত্বশীল আর্থিক ভিত্তি। তবে উক্ত আর্থিক ভিত্তি সুদৃঢ় করতে যে অর্থের প্রয়োজন তার একটি অন্যতম প্রধান উৎস হচ্ছে হোল্ডিং ট্যাক্স। সেই আলোকে সারিয়াকান্দি পৌরসভার আয়ের উৎসের মধ্যে হোল্ডিং ট্যাক্স একটি গুরুত্বপূর্ন উৎস। সারিয়াকান্দি পৌরসভার মোট রাজস্ব আয়ের ৩২% থেকে ৪২% আয় হয় হোল্ডিং ট্যাক্স খাত থেকে। এই ট্যাক্স ধার্য করা হয় হোল্ডিং ভিত্তিক বাড়ী/ভবনের নির্মাণ খরচের উপর ভিত্তি করে অথবা এর মাসিক ভাড়ার

ভিত্তিতে পৌরসভার ট্যাক্স রুলস অনুযায়ী। ট্যাক্স রুলস অনুযায়ী কোন পৌরসভা সর্বোচ্চ নিম্নোক্ত হারে বাড়ী/ ভবনের উপর কর, রেইট, ফিস ধার্য করতে পারে। যা হোল্ডিং ট্যাক্স নামে অভিহিতঃ

(১) বাড়ী/ভবনের উপর কর		ঃ ৭%
(২) কন্‌জারভেন্সি রেইট		ঃ ৭%
(৩) সড়ক বাতির রেইট		ঃ ৩%
(৪) পানির রেইট		ঃ ১০%
	মোট	ঃ ২৭%

সারিয়াকান্দি পৌরসভা সাধারণত বাসা-বাড়ী এবং শিল্প কল-কারখানার ক্ষেত্রে ৭% হারে হোল্ডিং ট্যাক্স আদায় করে এবং পৌরসভা আবাসিক এলাকায় সেবা সরবরাহ সাপেক্ষ কন্‌জারভেন্সি ৭% ও সড়ক বাতির উপর ৩% রেইট, ধার্য করে থাকে। পক্ষান্তরে হোল্ডিং ট্যাক্স আদায়ের হার ২০২১-২২ অর্থ বছরে ৬০% মাত্র। এ হার শতভাগ অর্জন করা সম্ভব। এর ফলে সারিয়াকান্দি পৌরসভার রাজস্ব আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। নিম্নে **ছক-৪.৫.১ (৪)**এ হোল্ডিং ট্যাক্সের বিশ্লেষন দেওয়া হলো ঃ

টেবিল ৪.৪ঃ হোল্ডিং ট্যাক্স হতে আয়

বিবরণ	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২
ডিমান্ড (বকেয়া)	৩১৯৬৩৮৯	৩২৯০৮৯৩	৪০১১৬৪৮	৫৩৩১৫৬২
ডিমান্ড (চলতি)	২৬৮২৪৬৪	২৮৮১৯০২	৬১৭২৮১৩	৭৪৭২৭৪৭
মোট ডিমান্ড (বকেয়া ও চলতি)	৫৮৭৮৮৫৩	৬১৭২৭৯৫	১০১৮৪৪৬১	১২৮০৪৩০৯
আদায় (বকেয়া)	১২০৩৫৬০	৭৬৪৭২০	২০৪০৯১৬	৩৩৪৮৯৮৯
আদায় (চলতি)	১৩৮৪৪০০	১৩৯৬৪২৭	২৮১১৯৮৩	৪৩৭৬৬৫৮
মোট আদায় (বকেয়া ও চলতি)	২৫৮৭৯৬০	২১৬১১৪৭	৪৮৫২৮৯৯	৭৭২৫৬৪৭
আদায়ের হার (%) (বকেয়া)	৩৮%	২৩%	৫১%	৬৩%
আদায়ের হার (%) (চলতি)	৫২%	৪৮%	৪৬%	৫৯%
মোট আদায়ের হার (%) (বকেয়া ও চলতি)	৪৪%	৩৫%	৪৮%	৬০%
পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় পরবর্তী বছরের আদায় বৃদ্ধি (%)	৩%	-১৬%	১২৪%	৫৯%
মোট রাজস্ব আদায়ের তুলনায় হোল্ডিং ট্যাক্স আদায় (%)	৩২%	২৮%	৩৮%	৪২%
মোট রাজস্ব বাজেট এর তুলনায় হোল্ডিং ট্যাক্স বাজেট (%)	২৭%	২৭%	৩৯%	৪৩%

৪.৭ অন্যান্য রাজস্ব উৎস হতে আয় (Income from Non- revenue sourses)

সারিয়াকান্দি পৌরসভার স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর ট্যাক্স, রাজস্ব আয়ের একটি বৃহৎ অংশ (২২% থেকে ৩৬%)। বাজেটের সাপেক্ষে ২০১৮-২০১৯ থেকে ২০২১-২০২২ এই চার বছরের অন্যান্য উৎস হতে আদায় দক্ষতার হার বিশ্লেষন করলে দেখা যায় যে, সারিয়াকান্দি পৌরসভা এ উৎস থেকে ২১% পর্যন্ত আদায় করতে সক্ষম হয়েছে। এ ছাড়া এ উৎস থেকে আয় আহরণের ধারাবাহিকতা উর্ধ্বমুখী এবং অন্যান্য রাজস্ব উৎসের আওতা বাড়ীয়ে আয়ের পরিমাণ আরও বাড়ানো যেতে পারে।

টেবিল ৪.৫ঃ অন্যান্য রাজস্ব উৎস হতে আয়

আয় রাজস্ব হিসাব (ট্যাক্স, রেট, ফিস ইত্যাদি)	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২
ক) স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরঃ	৮৩০০৬৬	৯৮০৬১২	১১৭৫৫৪৩	১২৫৯৯৬১
খ) ইমারত নির্মাণ/ পুনঃনির্মাণ ঃ	৩০৪৭৩	২৫৬০৮	৮৭২০৫	৩০৩৫১৭
গ) পেশা ব্যবসা ও কলিংঃ	১৮৭৯৫০	১৯৮৬৫০	৩২০৮৫০	৫০৮৩০০
ঘ) জন্ম বিবাহ দত্তক গ্রহণ ও মৃত্যুঃ	১৫৯৪৫	০	০	০
ঙ) বিজ্ঞাপনঃ	০	০	০	০
চ) পোষা প্রাণী	০	০	০	০
ছ) সিনেমা থিয়েটার	০	০	০	০
জ) যানবাহন (যান্ত্রিক যান ও নৌকা ব্যতীতঃ)	০	০	০	১০০০০০
ঝ) ফিস এবং লাইসেন্স (পৌর মার্কেট, পশু জবাইখানা, লাইসেন্স, কন্ট্রাকটার ইত্যাদি)	৪৫৪২০	৫৬৪৮৫	৪৩৬৯৮০	৯৯৬৬২
ঞ) অন্যান্য আয় (হাট- বাজার লিজ, পৌর প্রপারটি, রোড রোলার, মিক্সার মেশিন ইত্যাদি থেকে আদায়ের পরিমাণ)	২১৪২৭০৩	১৫০০০০০	৩৩৪৩৪৪৬	২৫১৩৭১০
ট) পানি সরবরাহ থেকে আয়	০	০	০	০
মোট আদায়	৩২৫২৫৫৭	২৭৬১৩৫৫	৫৩৬৪০২৪	৪৭৮৫১৫১
বাজেট	২১৫২৬৩৯৩	২২৭২৮৯০২	২৫৭৮৯১৭১	২৯৭৫৭০৭২
বাজেট সাপেক্ষে অর্জনের হার (%)	১৫%	১২%	২১%	১৬%
বাজেট বৃদ্ধির হার (%)	০%	৬%	১৪%	১৫%
মোট রাজস্ব আয়ের তুলনায় স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর থেকে আয় (%)	২৬%	৩৬%	২২%	২৬%
মোট রাজস্ব আদায়ের তুলনায় অন্যান্য উৎস (হাট- বাজার লিজ, পৌর প্রপারটি, রোড রোলার, মিক্সার মেশিন ইত্যাদি) থেকে আদায়ের হার (%)	৬৬%	৫৪%	৬২%	৫৩%

৪.৮ রাজস্ব ব্যয় (Revenue Expenditure)

ভেড়ামারা পৌরসভার স্থায়ীত্বশীল আর্থিক অবস্থায় উন্নীত হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। ভেড়ামারা পৌরসভা তার সাধারণ সংস্থাপন ব্যয়গুলি (Core expenditures) নিজস্ব তহবিল হতে মিটাতে সক্ষম। ২০১৮-১৯ হতে ২০২১-২২ অর্থ বছরের ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষন করে দেখা যায় যে, পৌরসভার রাজস্ব খাতের ব্যয় এক বছর থেকে অন্য বছরের মধ্যে তারতম্য রয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থ বৎসরে ৭৭৭৮৯৬১ টাকা রাজস্ব ব্যয় হয়েছে এবং ২০১৯-২০,২০২০-২১,২০২১-২২ অর্থ-বছরে যথাক্রমে টাকা ৭৪৮৪৬১২ টাকা, ১১৩২০৯৬১ টাকা, এবং ১৭৮২৯৫১৪ টাকা রাজস্ব খাতে ব্যয় হয়েছে। তবে, সংস্থাপন বাবদ রাজস্ব ব্যয়ের শতকরা হার অন্যান্য সেবা কর্মের জন্য রাজস্ব ব্যয়ের তুলনায় হ্রাস-বৃদ্ধি হয়েছে মর্মে দেখা যায়।

টেবিল ৪.৬ঃ রাজস্ব ব্যয়

রাজস্ব ব্যয় (রাজস্ব হিসাব)	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২
ক) সাধারণ সংস্থাপনঃ	৭১৫১৪০৬	৬৭৭৭৫২৪	১০০৩৬০৪৪	১৬৯৮১৬৪৮
খ) শিক্ষা ব্যয়ঃ	০	০	০	০
গ) স্বাস্থ্য ও পয়ঃপ্রণালী ব্যয়ঃ	০	০	০	০
ঘ) কর আদায় খরচঃ	৭২০০০	০	০	১০৫৩০০
ঙ) বৃক্ষ রোপণ ঃ	১৩১৫২৬	০	০	০
চ) সামাজিক ও ধর্মীয় অনুদানঃ	০	৫০০০০	৫৫০০০	০
ছ) ভূমি উন্নয়ন করা	০	০	০০	০
জ) অডিট ব্যয়ঃ	০	০	০	০

রাজস্ব ব্যয় (রাজস্ব হিসাব)	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২
ঝ) মামলা খরচঃ	০	৩৩০০০	০	২৫০০০
ঞ) জাতীয় দিবস উৎযাপনঃ	৬৫০০০	২০০০০০	১১৯০৩০	২৩৭৯৪৭
ট) খেলাধূলা ও সংস্কৃতিঃ	০	০	০	০
ঠ) জরুরী ত্রাণঃ	৩১৩৫০০	৩৫৫০০০	৯৯৩০০০	২০০০০০
ড) আয়কর/ভ্যাট	১৪০৩৩	২৫৫২১	২৫৫৪৬	১৯১৩৩৮
ঢ) ব্যাংক চার্জঃ	৭২৫১	১০২৬২	৬৯৯০	৬২২৬
ণ) ঠিকাদারী জামানত ফেরত	০	০	০	০
ত) বাজার ডাকে জামানত ফেরতঃ/পৌর মাকেট	০	০	০	০
থ) নির্বাচন ব্যয়ঃ	০	০	০	০
দ) অভ্যর্থনা আপ্যায়নঃ	২৪২৪৫	৩৩৩০৫	৮৫৩৫১	৮২০৫৫
ধ) পানি শাখার ব্যয়	০	০	০	০
ন) অন্যান্য	০	০	০	০
মোট ব্যয়	৭৭৭৮৯৬১	৭৪৮৪৬১২	১১৩২০৯৬১	১৭৮২৯৫১৪
বাজেটঃ	২১৫২৬৩৯৩	২২৭২৮৯০২	২৫৭৮৯১৭১	২৯৭৫৭০৭২
বাজেট সাপেক্ষে রাজস্ব ব্যয়ের %	৩৬%	৩৩%	৪৪%	৬০%
রাজস্ব ব্যয়ের সাপেক্ষে সাধারণ সংস্থাপন ব্যয়ের %	৯১%	৯০%	৮৮%	৯৫%
পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় পরবর্তি বছরের রাজস্ব ব্যয় বৃদ্ধির হার %	০%	-৩%	৫১%	৫৭%

৪.৯ রাজস্ব প্রক্ষেপণ (Revenue Projection) 2023-2027

সারিয়াকান্দি পৌরসভা ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ৭৭২৫৬৪৭ টাকা হোল্ডিং ট্যাক্স বাবদ আয় করেছে। ইতিমধ্যে পৌরসভার কর্মকর্তাগনের নেতৃত্বে পৌর পরিষদ আয় বৃদ্ধির বিভিন্ন পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। যার ফলশ্রুতিতে অন্তর্বর্তীকালীন কর নির্ধারণ কার্যক্রম অতি দ্রুতগতিতে সম্পন্ন হচ্ছে। হোল্ডিং ট্যাক্স খাত থেকে ২০২৬-২০২৭ অর্থ-বছরে বর্তমান অবস্থার তুলনায় প্রায় ২ গুণ রাজস্ব আয় করা সম্ভব হবে। পক্ষান্তরে আয় বৃদ্ধি অব্যাহত রাখার জন্য হোল্ডিং ট্যাক্সের আদায় দক্ষতা বৃদ্ধি, অন্তর্বর্তীকালীন কর নির্ধারণ অব্যাহত রাখা এবং অন্যান্য উৎস থেকে আয়ের আওতা ও আদায় বৃদ্ধির প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এছাড়া অন্যান্য খাত থেকে সম্ভাব্য আয় যোগ করলে মোট রাজস্ব আয় প্রথম বছরই লক্ষ্যমাত্রায় উন্নীত করা সম্ভব।

৫ বছরের রাজস্ব প্রক্ষেপণ (Projection)

	অর্থ বৎসর ২০২২-২০২৩	অর্থ বৎসর ২০২৩-২০২৪	অর্থ বৎসর ২০২৪-২০২৫	অর্থ বৎসর ২০২৫-২০২৬	অর্থ বৎসর ২০২৬-২০২৭
চাহিদা	১২৮০৪৩০৯				
মধ্যবর্তী ও পুনঃকর নির্ধারনের মাধ্যমে ৬০% বৃদ্ধি করে	৭৬৮২৫৮৫				
মোট	২০৪৮৬৮৯৪	২০৪৮৬৮৯৪	২১৫১১২৩৯	২২৫৮৬৮০০	২৩৭১৬১৪০
প্রতি বছরে ৫% বৃদ্ধি করে	০	১০২৪৩৪৫	১০৭৫৫৬১	১১২৯৩৪০	১১৮৫৮০৭
মোট	২০৪৮৬৮৯৪	২১৫১১২৩৯	২২৫৮৬৮০০	২৩৭১৬১৪০	২৪৯০১৯৪৮
আদায়	০				
প্রথম বছরে ৭০% ও দ্বিতীয়ও পরবর্তীতে ৫%	৭০%	৭৫%	৮০%	৮৫%	৮৫%
হোল্ডিং ট্যাক্স হতে আহরণ (১)	১৪৩৪০৮২৫	১৬১৩৩৪২৯	১৮০৬৯৪৪০	২০১৫৮৭১৯	২১১৬৬৬৫৫
অন্যান্য কর (২)					
চাহিদা প্রথম বছর ২০২১-২০২২+১০%	৫২৬৩৬৬৬	৫৭৯০০৩২	৬৩৬৯০৩৫	৭০০৫৯৩৮	৭৭০৬৫৩২
+১০%+ প্রতি বছর	৫২৬৩৬৬	৫৭৯০০৩	৬৩৬৯০৩	৭০০৫৯৪	৭৭০৬৫৩

উপমোট	৫৭৯০০৩২	৬৩৬৯০৩৫	৭০০৫৯৩৮	৭৭০৬৫৩২	৮৪৭৭১৮৫
রিক্সা / ভ্যান(৩) (৮৫০*৫০০)	৪২৫০০০	৪৬৭৫০০	৫১৪২৫০	৫৬৫৬৭৫	৬২২২৪২
+১০% প্রতি বছর	৪২৫০০	৪৬৭৫০	৫১৪২৫	৫৬৫৬৭	৬২২২৪
উপমোট মোট	৪৬৭৫০০	৫১৪২৫০	৫৬৫৬৭৫	৬২২২৪২	৪৬৭৫০০
সি এন জি (৪) (৯০০*৫৫০)	৪৯৫০০০				
+১০% প্রতি বছর	৪৯৫০০				
উপমোট মোট	৫৪৪৫০০	৫১৪২৫০	৫৬৫৬৭৫	৬২২২৪২	৬৮৪৪৬৬
সর্বমোট	২১১৪২৮৫৭	২৩৫৩০৯৬৪	২৬২০৬৭২৮	২৯১০৯৭৩৫	৩০৭৯৫৮০৬

Working Table এর জের থেকে নেওয়া হয়েছে।

৫ বছরের রাজস্ব প্রক্ষেপণ (Projection) চলমান

	অর্থ বৎসর ২০২৭-২০২৮	অর্থ বৎসর ২০২৮-২০২৯	অর্থ বৎসর ২০২৯-২০৩০	অর্থ বৎসর ২০৩০-২০৩১	অর্থ বৎসর ২০৩১-২০৩২
চাহিদা	২৪৯০১৯৪৮				
মধ্যবর্তী ও পুনঃকর নির্ধারনের মাধ্যমে ৬০% বৃদ্ধি করে	১৪৯৪১১৬৮				
মোট	৩৯৮৪৩১১৬	৩৯৮৪৩১১৬	৪১৮৩৫২৭২	৪৩৯২৭০৩৬	৪৬১২৩৩৮৮
প্রতি বছরে ৫% বৃদ্ধি করে	০	১৯৯২১৫৬	২০৯১৭৬৪	২১৯৬৩৫২	২৩০৬১৬৯
মোট	৩৯৮৪৩১১৬	৪১৮৩৫২৭২	৪৩৯২৭০৩৬	৪৬১২৩৩৮৮	৪৮৪২৯৫৫৭
আদায়					
পরবর্তীতে ৫% হারে বৃদ্ধি	৮৫%	৮৫%	৯০%	৯০%	৯০%
হোল্ডিং ট্যাক্স হতে আহরণ (১)	৩৩৮৬৬৬৪৮	৩৫৫৫৯৯৮১	৩৯৫৩৪৩৩২	৪১৫১১০৪৯	৪৩৫৮৬৬০১
অন্যান্য কর (২)					
চাহিদা প্রথম বছর ২০২৬-২০২৭+১০%	৯৩২৪৯০৩	১০২৫৭৩৯৩	১১২৮৩১৩৩	১২৪১১৪৪৬	১৩৬৫২৫৯১
+১০%+ প্রতি বছর	৯৩২৪৯০	১০২৫৭৪০	১১২৮৩১৩	১২৪১১৪৫	১৩৬৫২৫৯
উপমোট	১০২৫৭৩৯৩	১১২৮৩১৩৩	১২৪১১৪৪৬	১৩৬৫২৫৯১	১৫০১৭৮৫০
বাস টার্মিনাল (৩) (২০*৩৬৫*১০০)	৭৩০০০০	৮০৩০০০	৮৮৩৩০০	৯৭১৬৩০	১০৬৮৭৯৩
+১০% প্রতি বছর	৭৩০০০	৮০৩০০	৮৮৩৩০	৯৭১৬৩	১০৬৮৭৯
উপমোট মোট	৮০৩০০০	৮৮৩৩০০	৯৭১৬৩০	১০৬৮৭৯৩	১১৭৫৬৭২
সি এন জি(৪) (৯০০*৫০০)	৪৫০০০০	৪৯৫০০০	৫৪৪৫০০	৫৯৮৯৫০	৬৫৮৮৪৫
+১০% প্রতি বছর	৪৫০০০	৪৯৫০০	৫৪৪৫০	৫৯৮৯৫	৬৫৮৮৪
উপমোট মোট	৪৯৫০০০	৫৪৪৫০০	৫৯৮৯৫০	৬৫৮৮৪৫	৭২৪৭২৯
রিক্সা / ভ্যান (৫) (৮৫০*৫০০)	৪২৫০০০	৪৬৭৫০০	৫১৪২৫০	৫৬৫৬৭৫	৬২২২৪২
+১০% প্রতি বছর	৪২৫০০	৪৬৭৫০	৫১৪২৫	৫৬৫৬৭	৬২২২৪
উপমোট মোট	৪৬৭৫০০	৫১৪২৫০	৫৬৫৬৭৫	৬২২২৪২	৪৬৭৫০০
ট্রাক টার্মিনাল (৬) (১৫*৩৬৫*১০০)	৫৪৭৫০০	৬০২২৫০	৬৬২৪৭৫	৭২৮৭২২	৮০১৫৯৪
+১০% প্রতি বছর	৫৪৭৫০	৬০২২৫	৬৬২৪৭	৭২৮৭২	৮০১৫৯
উপমোট মোট	৬০২২৫০	৬৬২৪৭৫	৭২৮৭২২	৮০১৫৯৪	৮৮১৭৫৪
সর্বমোট	৪৬৪৯১৭৯১	৪৯৪৪৭৬৩৯	৫৪৮১০৭৫৫	৫৮৩১৫১১৪	৬১৮৫৪১০৬

নগদ প্রবাহ বিবরণী ঃ

অর্থ বৎসর	অর্থ বৎসর-১	অর্থ বৎসর-২	অর্থ বৎসর-৩	অর্থ বৎসর-৪	অর্থ বৎসর-৪
	২০২২-২০২৩	২০২৩-২০২৪	২০২৪-২০২৫	২০২৫-২০২৬	২০২৬-২০২৭
জেনারেশন					
১. হোল্ডিং ট্যাক্স আদায়	১৪৩৪০৮২৫	১৬১৩৩৪২৯	১৮০৬৯৪৪০	২০১৫৮৭১৯	২১১৬৬৬৫৫

অর্থ বৎসর	অর্থ বৎসর-১	অর্থ বৎসর-২	অর্থ বৎসর-৩	অর্থ বৎসর-৪	অর্থ বৎসর-৪
	২০২২-২০২৩	২০২৩-২০২৪	২০২৪-২০২৫	২০২৫-২০২৬	২০২৬-২০২৭
২. অন্যান্য কর	৫৭৯০০৩২	৬৩৬৯০৩৫	৭০০৫৯৩৮	৭৭০৬৫৩২	৮৪৭৭১৮৫
৩. বাস টার্মিনাল	০	০	০	০	০
৪. রিক্সা / ভ্যান	৪৬৭৫০০	৫১৪২৫০	৫৬৫৬৭৫	৬২২২৪২	৪৬৭৫০০
৫. সি এন জি	৫৪৪৫০০	৫১৪২৫০	৫৬৫৬৭৫	৬২২২৪২	৬৮৪৪৬৬
মোট আয় =	২১১৪২৮৫৭	২৩৫৩০৯৬৪	২৬২০৬৭২৮	২৯১০৯৭৩৫	৩০৭৯৫৮০৬
রাজস্ব ব্যয়					
২০২১-২০২২	১৭৮২৯৫১৪	১৯৬১২৪৬৫	২১৫৭৩৭১১	২৩৭৩১০৮২	২৬১০৪১৯০
১০% বৃদ্ধি	১৭৮২৯৫১	১৯৬১২৪৬	২১৫৭৩৭১	২৩৭৩১০৮	২৬১০৪১৯
রাজস্ব ব্যয়	১৯৬১২৪৬৫	২১৫৭৩৭১১	২৩৭৩১০৮২	২৬১০৪১৯০	২৮৭১৪৬০৯
মূল খরচ পরবর্তী আয়ের উপর পরিচালন ও ব্যবস্থাপনা খরচ- ২০%	৩০৬০৭৮	৩৯১৪৫০	৪৯৫১২৯	৬০১১০৯	৪১৬২৩৯
মোট	১৯৯১৮৫৪৩	২১৯৬৫১৬১	২৪২২৬২১১	২৬৭০৫২৯৯	২৯১৩০৮৪৮
নগদ সংস্থানঃ (মূলধন জাতীয় বিনিয়োগ/ ঋণ পরিশোধ অথবা অন্যান্য দায় পরিশোধের জন্য)	১২২৪৩১৪	১৫৬৫৮০৩	১৯৮০৫১৭	২৪০৪৪৩৬	১৬৬৪৯৫৮

নগদ প্রবাহ বিবরণী ঃ (চলমান)

অর্থ বৎসর	অর্থ বৎসর-১	অর্থ বৎসর-২	অর্থ বৎসর-৩	অর্থ বৎসর-৪	অর্থ বৎসর-৪
	২০২৬-২০২৭	২০২৭-২০২৮	২০২৮-২০২৯	২০২৯-২০৩০	২০৩০-২০৩১
জেনারেশন					
১. হোল্ডিং ট্যাক্স আদায়	৩৩৮৬৬৬৪৮	৩৫৫৫৯৯৮১	৩৯৫৩৪৩৩২	৪১৫১১০৪৯	৪৩৫৮৬৬০১
২. অন্যান্য কর	১০২৫৭৩৯৩	১১২৮৩১৩৩	১২৪১১৪৪৬	১৩৬৫২৫৯১	১৫০১৭৮৫০
৩. বাস টার্মিনাল	৮০৩০০০	৮৮৩৩০০	৯৭১৬৩০	১০৬৮৭৯৩	১১৭৫৬৭২
৪. রিক্সা / ভ্যান	৪৬৭৫০০	৫১৪২৫০	৫৬৫৬৭৫	৬২২২৪২	৪৬৭৫০০
৫. সি এন জি	৪৯৫০০০	৫৪৪৫০০	৫৯৮৯৫০	৬৫৮৮৪৫	৭২৪৭২৯
৬. ট্রাক টার্মিনাল	৬০২২৫০	৬৬২৪৭৫	৭২৮৭২২	৮০১৫৯৪	৮৮১৭৫৪
মোট আয় =	৪৬৪৯১৭৯১	৪৯৪৪৭৬৩৯	৫৪৮১০৭৫৫	৫৮৩১৫১১৪	৬১৮৫৪১০৬
রাজস্ব ব্যয়					
২০২৬-২০২৭	২৮৭১৪৬০৯	৩১৫৮৬০৬৯	৩৪৭৪৪৬৭৬	৩৮২১৯১৪৪	৪২০৪১০৫৯
১০% বৃদ্ধি	২৮৭১৪৬০	৩১৫৮৬০৭	৩৪৭৪৪৬৭	৩৮২১৯১৪	৪২০৪১০৫
রাজস্ব ব্যয়	৩১৫৮৬০৬৯	৩৪৭৪৪৬৭৬	৩৮২১৯১৪৪	৪২০৪১০৫৯	৪৬২৪৫১৬৪
মূল খরচ পরবর্তী আয়ের উপর পরিচালন ও ব্যবস্থাপনা খরচ- ২০%	২৯৮১১১৪	২৯৪০৫৯২	৩৩১৮৩২২	৩২৫৪৮১১	৩১২১৭৮৮
মোট	৩৪৫৬৭১৮৩	৩৭৬৮৫২৬৮	৪১৫৩৭৪৬৬	৪৫২৯৫৮৭০	৪৯৩৬৬৯৫২
নগদ সংস্থানঃ (মূলধন জাতীয় বিনিয়োগ/ ঋণ পরিশোধ অথবা অন্যান্য দায় পরিশোধের জন্য)	১১৯২৪৬০৮	১১৭৬২৩৭১	১৩২৭৩২৮৯	১৩০১৯২৪৪	১২৪৮৭১৫৪

পৌরসভার রাজস্ব উদ্বৃত্ত = ২৪২০৭৩২৩৬ টাকা যা বিনিয়োগ পরিকল্পনায় দেখানো হয়েছে।

রাজস্ব প্রক্ষেপণের টীকা (Workings)

উপরোক্ত রাজস্ব প্রক্ষেপণের টীকার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে দেয়া হল ঃ

বিবরণী	অর্থ বছর (২০১৯-২০)	অর্থ বছর (২০২০-২০২১)	অর্থ বছর (২০২১-২০২২)
হোল্ডিং ট্যাক্স (মোট)			
চাহিদা	৬১৭২৭৯৫	১০১৮৪৪৬১	১২৮০৪৩০৯
প্রকৃত আদায়	২১৬১১৪৭	৪৮৫২৮৯৯	৭৭২৫৬৪৭
শতকরা অর্জনের হার (%)	৩৫%	৪৮%	৬০%

বিবরণী	অর্থ বছর (২০১৯-২০)	অর্থ বছর (২০২০-২০২১)	অর্থ বছর (২০২১-২০২২)
প্রকৃত আদায়ের বৃদ্ধির হার	-১৬%	১২৪%	৫৯%
হোল্ডিং ট্যাক্স (চলতি)			
চাহিদা	২৮৮১৯০২	৬১৭২৮১৩	৭৪৭২৭৪৭
প্রকৃত আদায়	১৩৯৬৪২৭	২৮১১৯৮৩	৪৩৭৬৬৫৮
শতকরা অর্জনের হার (%)	৪৮%	৪৬%	৫৯%
অন্যান্য ট্যাক্স			
চাহিদা	২২৭২৮৯০২	২৫৭৮৯১৭১	২৯৭৫৭০৭২
প্রকৃত আদায়	২৭৬১৩৫৫	৫৩৬৪০২৪	৪৭৮৫১৫১
শতকরা অর্জনের হার (%)	১২%	২১%	১৬%
প্রকৃত আদায়ের বৃদ্ধির হার	১৫%	৯৪%	১৫%

৪.৯.১ মোট দেনা নির্ধারণ (Total Liability Calculation)

পৌরসভার উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দাতা সংস্থা/সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ গ্রহণ করে থাকে। এছাড়াও পৌরসভার বকেয়া বিদ্যুৎ ও টেলিফোন বিল মোট দেনার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হয়। সারিয়াকান্দি পৌরসভা বিএমডিএফ সংস্থা/প্রতিষ্ঠান থেকে কোনো প্রকার ঋন গ্রহণ করেননি। সারিয়াকান্দি পৌরসভার বিদ্যুৎ ও টেলিফোন বিল পরিশোধ আছে।

৪.৯.২ আর্থিক ভিত্তি উন্নয়নে করণীয় (Measures to Improve Financial Base)

পৌরসভার রাজস্ব বৃদ্ধি করে এর আয়ের উৎস সম্প্রসারন ও তা থেকে অর্থ সংগ্রহের সাফল্যে নির্ভর করে। পৌরসভাকে রাজস্ব আয়ের ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করতে হলে নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা আবশ্যক; পাঁচ বছর অন্তর ইমারত ও ভূমির উপর কর (হোল্ডিং ট্যাক্র) পূনঃনির্ধারণ সহ সারা বছর অন্তবতীকালিন কর নির্ধারণ কাযক্রমের মাধ্যমে হোল্ডিং ট্যাক্রের চাহিদা বৃদ্ধি করা এবং তা সঠিক ভাবে তদারকী করা। হোল্ডিং ট্যাক্র আহরণের দক্ষতা বৃদ্ধি করার কার্য়ক্রম গ্রহণ করা; নতুন নতুন উৎস চিহ্নিত করার মাধ্যমে কর/রেইটস ইত্যাদির আওতা বৃদ্ধি করা; অন্যান্য ট্যাক্স, রেইটস ও ফিস আদায়/আহারনের দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

৪.১০ পূণঃকর ও অন্তর্বর্তীকালীন কর নির্ধারণ কার্যক্রম (Re-Assessment & Interim Assessment) ঃ

পৌরসভা কর আইন ১৯৬০ এবং আদর্শ কর তফশীল (Model Tax Schedule) ২০০৩ এর বিধান অনুযায়ী সকল পৌরসভা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর পরই সাধারণ কর নির্ধারণ বাস্তবায়ন করবে এবং অতঃপর ৫ বছর অন্তর অন্তর পৌরসভার হোল্ডিং ট্যাক্স বা পৌরকর পূনঃ নির্ধারণ করবে। এছাড়া নিয়মিত অন্তর্বর্তীকালীন পৌরকর নির্ধারণ প্রক্রিয়া চালু রাখবে। তদানুযায়ী সর্বশেষ ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে সারিয়াকান্দি পৌরসভায় পূনঃকর নির্ধারণ (Re- Assessment) বাস্তবায়ন করা হয়, যা ২০২২-২০২৩ অর্থ বছর হতে কার্যকরী করা হয়েছে । সব মিলে বর্তমানে সারিয়াকান্দি পৌরসভার মোট হোল্ডিং সংখ্যা আগের চেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে তবে পরবর্তীতে ওয়ার্ড ভিত্তিক বাসা-বাড়ী, শিল্প কলকারখানা, সরকারী, বেসরকারী প্রতিষ্ঠান মুল্যায়ন সাপেক্ষে পুনঃকর নির্ধারন প্রক্রিয়া সমাপ্ত করে হোল্ডিং ট্যাক্সের আওতায় আনলে চাহিদা বর্তমানের তুলনায় ৩ গুন বৃদ্ধি পাবে যা রাজস্ব আয় বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

৪.১০.১ হোল্ডিং ট্যাক্স আহরণের দক্ষতা বৃদ্ধি কার্যক্রম (Holding Tax Collection Efficiency)

২০১৮-১৯, ২০১৯-২০ এবং ২০২০-২০২১ এই তিন অর্থ বছরে দেখা যায় যে, আদায়ের হার যথাক্রমে ৪৪%, ৪৫% ৪৮ ও ৬০% ছিল। অর্থাৎ এই তিন বৎসরে আদায়ের পরিমাণের শতকরা হারের মধ্যে তারতম্য বিদ্যমান। এ থেকে ধারনা করা যায় যে, সারিয়াকান্দি পৌরসভার হোল্ডিং ট্যাক্স বৃদ্ধি করার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। সারিয়াকান্দি পৌরসভার হোল্ডিং ট্যাক্স আদায়ের কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। হোল্ডিং ট্যাক্স আদায়ের দক্ষতা কাঙ্খিত লক্ষ্যে উন্নীত হবে এবং হোল্ডিং ট্যাক্স আদায়ের দক্ষতা ধরে রাখার জন্য প্রয়োজনীয় সকল প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে। হোল্ডিং ট্যাক্স এর হিসাবকে ভিত্তি করে প্রতি বছর ৫% বৃদ্ধি ধরে এখানে প্রক্ষেপন নির্নয় করা হয়েছে ।

৪.১০.২ নতুন নতুন উৎস চিহ্নিত করার মাধ্যমে কর/রেইটস ইত্যাদির আওতা বৃদ্ধি (Tax/Rates etc, Area Increase by new Sourses Identify)

সারিয়াকান্দি পৌরসভায় বিকাশমান অর্থনীতি ও উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার ফলে এখানে অনেক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। এখানে বাস টার্মিনাল/ট্রাক টার্মিনাল নেই। এখানে নতুন একটি বাস/ট্রাক টার্মিনাল নির্মান করে পৌরসভার আয়ের নতুন উৎস সৃষ্টি করা যেতে পারে। পৌরসভার আওতাধীন রিক্সা ও ভ্যানের উপর কর আরোপ করে এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ক্ষেত্রে গভীর ও অগভীর নলকূপ স্থাপনার উপর অনুমতি ফিস ধার্য করেও আয়ের পরিধি বাড়ানো যায়। এছাড়াও পাবলিক টয়লেট, কসাইখানা, অডিটোরিয়াম, পাকা মার্কেট ইত্যাদি আয় বর্ধক কার্যক্রম গ্রহণ করে সেবা সরবরাহের সাথে সাথে পৌরসভার আয় বৃদ্ধি করাও সম্ভব। সারিয়াকান্দি পৌরসভায় পেশা-ব্যবসা, ভূমি উন্নয়ন কর, বিজ্ঞাপনের উপর কর আরোপ কার্যকর আছে। সারিয়াকান্দি পৌরসভার হোল্ডিং ট্যাক্স ছাড়া অন্যান্য উৎস থেকে কর, রেইটস, ফিস ইত্যাদি আদায়ের গত তিন বছরের হিসাব থেকে দেখা যায় যে, বছর ভিত্তিক এ খাতের আয় বৃদ্ধি যথাক্রমে ২৪% থেকে ৩০% এর মধ্যে আছে। উক্ত লক্ষ্য অর্জনে নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হবেঃ

১. সরকার অনুমোদিত মডেল ট্যাক্স সিডিউলের সাথে সংগতি রেখে কর বহির্ভূত রাজস্ব উৎসের (ফিস, ইজারা, ভাড়া ইত্যাদি) হার হালনাগাদ করা;
২. প্রত্যেক কর্মকর্তার জন্য কর বহির্ভূত রাজস্ব সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা এবং কর বহির্ভূত রাজস্ব সংগ্রহের পরিকল্পনা প্রণয়ন করা;
৩. প্রতি মাসে এসব পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ করা;
৪. পৌর নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক উপরে বর্ণিত করণীয়সমূহ প্রতি মাসে পর্যালোচনা করা;
৫. কর বহির্ভূত অন্যান্য রাজস্ব সংগ্রহের অগ্রগতি পৌর পরিষদের মাসিক সভায় এবং TLCC এর ত্রৈমাসিক সভায় পর্যালোচনা করা;

৪.১০.৩ অন্যান্য ট্যাক্স, রেইটস ও ফিস আদায়/আহরণের দক্ষতা বৃদ্ধি (Collection Efficiency Increase by Other Tax, Rates, Fees etc.)

আদর্শ কর তফসিল অনুযায়ী নতুন নতুন করের আওতা বাড়ানো যেতে পারে। এ আইনের মাধ্যমে পৌরসভা বিভিন্ন রেট, ট্যাক্স আরোপ করতে পারে। যেমন-বিনোদন, পশুপাখি, মটরবোট ছাড়া অন্যান্য যানবাহন, বিজ্ঞাপন ও অন্যান্য কর যোগ্য ক্ষেত্রে এই আইন প্রয়োগ করা যেতে পারে। পৌরসভার ভাড়া, লিজ, নিলাম ইত্যাদি থেকেও আয়ের ক্ষেত্র সৃষ্টি করা সম্ভব। এই সব ক্ষেত্র থেকে প্রায় ৭০ ভাগের অধিক রাজস্ব আয় হয়ে থাকে।

বিধি-বিধান

স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন ২০০৯ এবং স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) (সংশোধন) আইন ২০১০ এর ৮৯, ৯০, ৯১, ৯২, ৯৩ ও ৯৪ বিধান অনুযায়ী পৌরসভা তহবিল গঠিত ও পরিচালিত হয়। পৌরসভার ট্যাক্সেশন রুল (কর বিধান) ১৯৬০ এবং মডেল ট্যাক্স সিডিউল ২০০৩ পৌরসভা রাজস্ব নির্ধারনের নমুনা। পৌরসভার সাধারণ বিভাগের আওতায় হিসাব শাখা, এ্যাসেসমেন্ট শাখা ও কর আদায় শাখার সমন্বয়ে আর্থিক বিষয়ক রেকর্ডপত্র তৈরি ও সংরক্ষণ করা হয়। অন্যান্য পৌরসভার মত সারিয়াকান্দি পৌরসভার আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও সাধারণ প্রশাসন পৌর মেয়রের নেতৃত্বে পৌর-পরিষদ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়।

কর নির্ধারণ ও পুণঃনির্ধারণ

১৯৯৯ খ্রি: সারিয়াকান্দি পৌরসভা স্থাপিত হওয়ার পর পৌরসভা কর বিধি ১৯৬০ এবং আদর্শ কর তফশীল ২০০৩ অনুযায়ী সাধারণ কর নির্ধারণ (General Assessment) করা হয়। নিয়ম অনুযায়ী প্রতি পাঁচ বছর পর পর কর পূনঃনির্ধারন করা হয়, সে হিসেবে পৌর এলাকার বিভিন্ন কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, তৃনমূল পর্যায়ের জনগন ও বিভিন্ন স্থায়ী কমিটির সদস্যদের মতামত ও সম্মতি নিয়ে অবকাঠামোর ধরন অনুযায়ী ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে পৌরকর পুণঃনির্ধারন করা হয়েছে। তাছাড়াও নতুন ইমারত তৈরী/সম্প্রসারিত হলে তাৎক্ষনিকভাবে অন্তর্বর্তীকালীন কর নির্ধারন করা হয়।

হিসাব বই (Books of Accounts)

সারিয়াকান্দি পৌরসভা নিম্নে বর্ণিত হিসাব বই বা Books of Accounts সংরক্ষণ করে।

টেবিল ৪.৭ ঃ সারিয়াকান্দি পৌরসভার Books of Accounts

হিসাব বই রেজিস্টার /ডকুমেন্ট	দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তি
সাধারণ ক্যাশ বই	লাইসেন্স পরিদর্শক ও এ্যাকাউন্টেন্ট (ভারঃ)
ক্যাশিয়ারের ক্যাশ বই	লাইসেন্স পরিদর্শক ও এ্যাকাউন্টেন্ট (ভারঃ)
চেক ইস্যু রেজিস্টার	লাইসেন্স পরিদর্শক ও এ্যাকাউন্টেন্ট (ভারঃ)
দৈনিক গ্রহণ/আদায় রেজিস্টার	লাইসেন্স পরিদর্শক ও এ্যাকাউন্টেন্ট (ভারঃ)
মাসিক আয়-ব্যয় রেজিস্টার	লাইসেন্স পরিদর্শক ও এ্যাকাউন্টেন্ট (ভারঃ)
ত্রৈমাসিক /সাম্মাষিক/বার্ষিক আয়-ব্যয় রেজিস্টার	লাইসেন্স পরিদর্শক ও এ্যাকাউন্টেন্ট (ভারঃ)
কর আদায় রেজিস্টার	কর আদায়কারী
ট্রেড লাইসেন্স রেজিস্টার	সহকারী লাইসেন্স পরিদর্শক
দাবী রেজিস্টার	কর আদায়কারী
কর নির্ধারণরেজিস্টার	কর নির্ধারক
স্থায়ী সম্পদ রেজিস্টার	লাইসেন্স পরিদর্শক ও এ্যাকাউন্টেন্ট (ভারঃ)

৪.১১ বাজেট ও বাজেটের নিয়ন্ত্রণ

পৌর এলাকার বিভিন্ন কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, তৃনমূল পর্যায়ের জনগন, সাংবাদিক, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, বিভিন্ন স্থায়ী কমিটির সদস্য, WC ও TLCC সদস্যদের অংশগ্রহনে উম্মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে সারিয়াকান্দি পৌরসভা প্রশাসন, প্রকৌশল ও স্বাস্থ্য বিভাগের জন্য পৃথকভাবে আয় ব্যয় প্রদর্শন পূর্বক বাৎসরিক বাজেট প্রণয়ন করা হয়। উক্ত বাজেটে পরবর্তী বছরের প্রস্তাবিত আয়-ব্যয়, চলতি বছরের সংশোধিত আয়-ব্যয় এবং পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত আয়-ব্যয়ের হিসাব সন্নিবেশন করা হয়। পৌরসভার বাজেটেই ঐ পৌরসভার সত্যিকারের উন্নয়ন ও আয়-ব্যয়ের প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়। প্রত্যেক পৌরসভাকে মার্চ-এপ্রিল মাসের মধ্যে বাজেট তৈরি করে পৌর পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ার পর চুড়ান্ত অনুমোদনের জন্য মে মাসের মধ্যে স্থানীয় সরকার,পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগে এবং অনুলিপি বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়। সাধারণত জুন মাসের মধ্যে পৌরসভা তাদের বাজেটের অনুমোদন পেয়ে থাকে। সারিয়াকান্দি পৌরসভায় প্রয়োজনীয় জনবলের অভাব থাকা সত্ত্বেও নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে বাজেট প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করা হয়।

৪.১২ অডিট

স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন ২০০৯ এবং স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) (সংশোধন) আইন ২০১০ এর ৯৪(৭) বিধান অনুযায়ী অত্র পৌরসভায় গঠিত নিরীক্ষা ও হিসাব সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটি প্রতি বছর হিসাব নিরিক্ষা করে প্রতি বছর পৌর পরিষদের সাধারন সভায় উপস্থাপন করেন এবং উক্ত আইনের ৯৪(২) ধারা মোতাবেক প্রতি বছর সরকারি অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক সারিয়াকান্দি পৌরসভার আয়-ব্যয়ের হিসাব নিরীক্ষা করা হয়। পৌরসভাকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অডিট আপত্তি সংক্রান্ত সন্তোষজনক জবাব প্রদান করতে হয়।

৪.১৩ রিপোর্ট পেশ

বাজেট ছাড়া সারিয়াকান্দি পৌরসভাকে বছরে একবার আয় ব্যয়ের হিসাব (Receipt and Payment Account) তৈরী করে স্থানীয় সরকার বিভাগে পাঠাতে হয়।

৪.১৪ পৌর সেবা সরবরাহ বিষয়ক নাগরিকদের ধারণা/উপলব্ধি (People's Perception about Service Delivery of Pourashava)

সেবা গ্রহণ

ওয়ার্ড ভিশনিং এর তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় পৌরসভা সীমিত সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে জনগনের ন্যূনতম চাহিদার আলোকে সেবা প্রদান করে থাকে।

সেবা প্রাপ্তির জন্য পৌরসভার সাথে যোগাযোগ

ওয়ার্ড ভিশনিং এর তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় অনেক ওয়ার্ড হতে পৌরসভা কার্যালয়ের দুরত্ব বেশী হওয়ায় জনগণ তাদের সেবা নিতে আর্থিক ও সময়ের অপচয় হয়। প্রতিটি ওয়ার্ডে ওয়ার্ড কাউন্সিলরদের জন্য অফিস স্থাপন করলে জনগণ তাদের নিজ নিজ ওয়ার্ড থেকেই সকল সেবা গ্রহন করতে পারবে ফলে আর্থিক ও সময়ের অপচয় রোধ হবে। তাছাড়াও জনগণ তাদের পৌরকর সহজেই প্রদান করতে পারবে।

পৌরসভার কর্মকর্তা কর্মচারীদের ব্যাপারে নাগরিকদের অভিমত ও সন্তুষ্টি

ওয়ার্ড ভিশনিং এর তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, পৌরসভার কর্মকর্তা কর্মচারীগণ নাগরিক সেবা প্রদানে সর্বদা তৎপর। স্টেক হোল্ডারদের মতে, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি এবং শুন্য পদে জনবল নিয়োগ করতে পারলে তাদের কাছ থেকে আরো দ্রুত সেবা পাওয়া সম্ভব।

কাজ সম্পাদনের জন্য উৎকোচ/অতিরিক্ত অর্থ প্রদান

ওয়ার্ড ভিশনিং এর তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, পৌরসভায় রক্ষিত সিটিজেন চার্টারে লিপিবদ্ধ নির্ধারিত ফি প্রদান করে পৌরবাসী সেবা গ্রহন করে থাকে। এখানে কাজ সম্পাদনের জন্য উৎকোচ/অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করা হয় না।

পৌর সেবা সরবরাহ সম্পর্কে নাগরিকদের সন্তুষ্টির মাত্রা

ওয়ার্ড ভিশনিং এর তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, স্টেক হোল্ডারগণের মতে নগর ভৌত অবকাঠামো খাতে গ্রোথ সেন্টার, বাস/ট্রাক টার্মিনাল,শিল্প পার্ক, শিশু পার্ক, নিরাপদ পানি, সড়ক, ড্রেন, সড়কবাতি, পয়ঃনিষ্কাশন ও বর্জ্য অপসারণ ব্যবস্থার দ্রুত উন্নতি ঘটাতে হবে। আর্থসামাজিক খাতে, পোভার্টি/ দারিদ্র্য বিমোচন, পরিবেশ ভারসাম্য, স্বাস্থ্য বিষয়ক সেবা, নিরাপত্তা/ দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা, শিক্ষা সেবা, আবাসন সুবিধা, দৈনন্দিন জীবিকা, বিনোদন ব্যবস্থার দিকে বেশী নজর দিতে হবে। পৌরসভার পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়নে নতুন সেবা প্রদানের অবাধ সুযোগ, বিরোধ নিস্পত্তি, আইন শৃঙ্খলা, আইন প্রয়োগে সমতা ও সাম্যতা এবং জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যক্রমকে গতিশীল করতে হবে। কাজেই এ সকল সেবার সুযোগ কিভাবে বাড়ানো যায় পিডিপিতে তার প্রতিফলন থাকা আবশ্যক।

৪.১৫ পৌরসভার পরিচালন বিষয়ে নাগরিকদের অংশগ্রহণ (Peoples Participation in Pourashava Governance)

স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন ২০০৯ এবং স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) (সংশোধন) আইন ২০১০ এর ৫৯ ধারা মোতাবেক পৌরসভার সেবামূলক ও অন্যান্য কাজে জনগণের মতামত গ্রহণের উদ্দেশ্যে ওয়ার্ড পর্যায়ে এবং পৌরসভা পর্যায়ে কমিটি গঠন করার বিধান রাখা হয়েছে। পৌরসভা আইনের উক্ত বিধান অনুসরণেই জনগণ/স্টেক হোল্ডারদের নিয়ে তৃনমূল পর্যায়ে ওয়ার্ড পর্যায়ে ওয়ার্ড কমিটি (WC) এবং পৌরসভা পর্যায়ে নগর সমন্বয় কমিটি (TLCC) গঠন করা হয়েছে। সারিয়াকান্দি পৌরসভার সার্বিক পরিচালন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নাগরিকদের অংশগ্রহণে তাদের মতামতের ভিত্তিতে সকল কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় মর্মে ওয়ার্ড ভিশনিং অনুশীলন থেকে ধারণা পাওয়া যায়।

৪.১৬ পৌর কর পরিশোধ (Payment of Pourashava Taxes)

১৯৯৯ খ্রি: সারিয়াকান্দি পৌরসভা স্থাপিত হওয়ার পর পৌরসভা কর বিধি ১৯৬০ এবং আদর্শ কর তফশীল ২০১৪ অনুযায়ী সাধারণ কর নির্ধারণ (General Assessment) করা হয়। নিয়ম অনুযায়ী প্রতি পাঁচ বছর পর পর কর পূনঃনির্ধারন করা হয়, সে হিসেবে পৌর এলাকার তৃনমূল পর্যায়ের জনগন ও বিভিন্ন স্থায়ী কমিটির সদস্যদের মতামত ও সম্মতি নিয়ে অবকাঠামোর ধরন অনুযায়ী ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে পৌরকর পুণঃনির্ধারন করা হয়েছে। তাছাড়াও নতুন ইমারত তৈরী/সম্প্রসারিত হলে তাৎক্ষনিকভাবে অন্তর্বর্তীকালীন কর নির্ধারন করা হয়। সারিয়াকান্দি পৌরসভায় কম্পিউটার বিলিং সিস্টেম এবং ব্যাংকের মাধ্যমে পরিশোধের কোনো ব্যবস্থা নাই।

৪.১৭ উন্নত সেবার জন্য অতিরিক্ত অর্থ প্রদানে আগ্রহ (Willingness to pay additional charges for improved service)

ওয়ার্ড ভিশনিং এর তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, উন্নত সেবা প্রদানের জন্য জনগন অতিরিক্ত অর্থ প্রদানে আগ্রহী। খাত গুলি যথাক্রমে গ্রোথ সেন্টার, বাস/ট্রাক টার্মিনাল,শিল্প পার্ক, শিশু পার্ক, উন্নত স্বাস্থ্য সেবা, নিরাপদ পানি সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাশন, কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, সড়কবাতি, ড্রেনেজ ব্যবস্থা, রাস্তার ব্যবস্থা ও ভেজাল খাদ্য প্রতিরোধ উল্লেখযোগ্য। তবে হত দরিদ্র ও দরিদ্র পরিবার গুলির পক্ষে অতিরিক্ত অর্থ প্রদানের ক্ষমতা নাই বলে জানিয়েছে।

৪.১৮ অভিযোগ নিষ্পত্তি (Grievance Redresses)

সকল ওয়ার্ডের ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন থেকে জানা যায় যে, পৌরসভায় দাখিলকৃত আপত্তি সমূহ দ্রুততার সহিত নিষ্পত্তি হয় । পৌরবাসী সরাসরি পৌরসভায় এসে অথবা টেলিফোন বা মোবাইল ফোনের মাধ্যমে তাদের আপত্তি সমূহ পৌরসভায় জানিয়ে থাকে।

৪.১৯ পৌরসভা সংক্রান্ত তথ্য (Pourashava Related Information)

পৌরসভার কার্যক্রমের তথ্য নাগরিকগণকে সাধারণত সরবরাহ করা হয়। বাজেট প্রণয়ন, টেন্ডার/ চুক্তি সংক্রান্ত বিষয়ে পত্রিকার মাধ্যমে এবং নোটিশ বোর্ডের মাধ্যমে জনগণ জানতে পারে। এছাড়াও কিছু কিছু তথ্য নোটিশ বোর্ড, মাইকিং, স্যাটেলাইট টিভি এবং পত্রিকার মাধ্যমে জনগণের মধ্যে প্রকাশ করা হয়। তাছাড়া ওয়ার্ড কাউন্সিলরগণ গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি স্ব স্ব এলাকার জনগনের সাথে মত বিনিময় কালে প্রকাশ করেন।

৪.২০ পৌরসভার প্রাতিষ্ঠানিক চিত্র (Pourashava Institutional Profile)

৪.২০.১ সারিয়াকান্দি পৌরসভার গঠন (Constitution of Sariakandi Pourashava)

বগুড়া জেলার অন্তর্ভুক্ত সারিয়াকান্দি পৌরসভা ৩.৫৭ বর্গ কিলোমিটার এলাকা নিয়ে ১৯৯৯ সালে সারিয়াকান্দি পৌরসভা প্রতিষ্ঠিত হয়।

৪.২০.২ পৌরসভার কার্যালয় (Pourashava Office)

সারিয়াকান্দি পৌরসভার নিজস্ব জমির পরিমাণ ৫৫ শতাংশ। পৌরসভা প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর ভাড়া ভবনে অফিসিয়াল কার্যক্রম পরিচালিত হতো। ২০২২ সালে নিজস্ব জমির উপর দ্বিতলা বিশিষ্ট ভবনে পৌরসভার দ্বিতীয় যাত্রায় কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। পৌরসভা পরিচালনার জন্য দু'টি প্রাতিষ্ঠানিক বিষয় সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। এদের মধ্যে একটি ভৌত অবকাঠামো (Physical facilities) তথা পৌর ভবন এবং অপরটি পৌরসভার জনবল। একটি গাড়ি চালনার জন্য ইঞ্জিন যেমন অপরিহার্য তেমনি পৌরসভার সকল কাজ চালানোর জন্য জনবলও অপরিহার্য। ইঞ্জিনের কোন একটি অংশ (Parts) না থাকলে বা সঠিকভাবে কাজ না করলে যেমন ইঞ্জিন চলে না পৌরসভার প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ও দক্ষ জনবল না থাকলে পৌরসভা ভাল ভাবে চালানো যায় না। গাড়ির body বা কাঠামো না থাকলে শুধু ইঞ্জিন গাড়ি চালনার কাজে ব্যবহার করা যায় না। তেমনি পৌর ভবন না থাকলে কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়ন করা যায় না। কাজেই পৌরসভাকে সফলভাবে পরিচালনার জন্য একটি অপরটির পরিপূরক।

৪.২০.৩ পৌরসভার জনবল (Prurashava Staffing)

বাংলাদেশে বর্তমানে মোট পৌরসভার সংখ্যা ৩২৯ টি, শ্রেণী বিন্যাসে এ সকল পৌরসভা 'বিশেষ' শ্রেণী, 'ক' শ্রেণী 'খ' শ্রেণী ও 'গ' শ্রেনীতে বিভক্ত। এদের মধ্যে সারিয়াকান্দি ''গ'' শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত পৌরসভা। অন্য দিকে প্রত্যেক শ্রেণীর পৌরসভার জন্য আলাদা আলাদা অর্গানোগ্রাম রয়েছে যার ভিত্তিতে ঐ পৌরসভার জনবল নির্ধারিত হয়ে থাকে। এরূপ একটি অর্গানোগ্রাম তে সংযুক্ত করা হল। এ সকল জনবল আবার পৌরসভা কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগবিধি অনুসরনে নিযুক্ত করা হয়। সার্বিক ভাবে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তা স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক নিয়োগ করা হয় এবং তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচরী স্থানীয় সরকার বিভাগের অনুমোদন গ্রহণ সাপেক্ষে পৌরসভা কর্তৃক নিয়োগ দেওয়া হয়। প্রথম শ্রেণীর পৌরসভা হিসেবে সারিয়াকান্দি পৌরসভার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অনুমোদিত পদ এবং তার বিপরীতে বর্তমানে পূরণকৃত পদ, শূন্য পদের সংখ্যা, দৈনিক হাজিরা ভিত্তিতে কর্মরতদের সংখ্যা, মহিলাদের দ্বারা পূরণকৃত পদের সংখ্যা যা নিম্নোক্ত ছকে উল্লেখ করা হল ।

টেবিল -৪ঃ পৌরসভার জনবল

ক্রঃ নং	বিভাগ/শাখা	অনুমোদিত পদ সংখ্যা	পূরনকৃত পদ	শুন্যপদ (পদের নাম ও পদ সংখ্যা)	দৈনিক হাজিরা ভিত্তিক কর্মরত কর্মচারীর সংখ্যা	মহিলাদের দ্বারা পূরনকৃত পদ সংখ্যা	বিগত ১০ বছরে প্রশিক্ষনে অংশগ্রহণ
	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
	প্রশাসন বিভাগ						
১	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা	০	০	০	০	০	
	পৌর নির্বাহী কর্মকর্তা	১	০	১	০	০	
	সাধারণ শাখা	১০	৩	৭	০	০	
	হিসাব শাখা	৩	১	২	০	০	
	এ্যাসেসমেন্ট (কর নির্ধারন) শাখা	৩	১	২	০	০	
	কর আদায় শাখা	৭	১	৬	০	০	
	পৌর বাজার শাখা	২	০	২	০	০	
	শিক্ষা/সংস্কৃতি/পাঠাগার শাখা	০	০	০	০	০	
	মোট	২৬	৬	২১	০	০	
	প্রকৌশল বিভাগ						
২	নির্বাহী প্রকৌশলী	০	০	০	০	০	
	সহকারী প্রকৌশলী	১	১	০	০	০	
	শহর পরিকল্পনাবিদ	০	০	০	০	০	
	বিদ্যুৎ. পূর্ত ও যান্ত্রিক শাখা	২০	৫	১৫	০	০	
	পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিস্কাশন শাখা	৬	০	৬	০	০	
	মোট	২৭	৬	২১	০	০	
	স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও পরিচ্ছন্নতা বিভাগ						
৩	স্বাস্থ্য কর্মকর্তা	০	০	০	০	০	
	স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা শাখা	১৩	১	১২	০	০	
	পরিচ্ছন্নতা শাখা	২	০	২	১২	০	
	মোট	১৬	১	১৪	১২	০	
	সর্বমোট	৬৯	১৪	৫৫	১২	০	

তথ্য সূত্র সারিয়াকান্দি পৌরসভা বেইজ লাইন সার্ভে, ২০২২

পর্যবেক্ষণ ঃ

উপরোক্ত ছকে দৃশ্যমান পৌরসভার জনবলের বিবরণ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, যেখানে অনুমোদিত পদের সংখ্যা ৬৯ টি সেখানে কর্মরত রয়েছেন মাত্র ১৪ জন। এদের মধ্যে প্রশাসন বিভাগের ২৬ টি পদের বিপরীতে ৬ জন, প্রকৌশল বিভাগে ২৭ টি পদের বিপরীতে ৬ জন এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগে ১৬ টি পদের টি পদের বিপরীতে ০১ জন কর্মরত আছে। নির্বাচিত পরিষদ এবং বর্তমানে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মাধ্যমে সন্তোষ জনক ভাবে পৌরসভার কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

৪.২০.৪ অন্যান্য (Others)

বেইজ লাইন সার্ভের তথ্যে আরও জানা যায় যে, পৌরসভা থেকে জন-সাধারণের নিকট প্রচারের মাধ্যম হিসাবে কেবলমাত্র নোটিশ বোর্ড ব্যবহার করা হয়। অফিস এর কাজের যাবতীয় চিঠিপত্রসহ লেখার কাজে ৭ টি কম্পিউটার ব্যবহার করা হয়। পুরুষ ও মহিলা কাউন্সিলরদের জন্য বসার স্থান আছে কিন্তু কোন পৃথক টয়লেটের ব্যবস্থা নেই। মহিলা কর্মচারীদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা আছে। একটি টেন্ডার কমিটি, একটি রিভিউ বোর্ড এবং একটি নিয়োগ ও পদোন্নতি কমিটি বিদ্যমানসহ কঞ্জারভেন্সি উপ-কমিটি, জনস্বাস্থ্য উপ-কমিটি, কর আদায় উপ-কমিটি, রাস্তার আলো উপ-কমিটি, ইমারত নির্মাণ অনুমোদন উপ-কমিটিসহ ইত্যাদি কমিটি আছে। পৌরসভার বিভিন্ন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য পৌরসভা আইন ২০০৯ এর আওতায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্ট্যান্ডিং কমিটি গঠন করেছে। সার্বিক বিবেচনায় জরুরী ভিত্তিতে পর্যাপ্ত জনবল নিয়োগ করতে পারলে সারিয়াকান্দি পৌরসভার পক্ষে এর সুষ্ঠু পরিচালনা ও সেবা প্রদান সম্ভব হবে ।

অধ্যায়-৫

পৌরসভার ভিশন তৈরী, উন্নয়নের ক্ষেত্রসমূহের অগ্রাধিকার চিহ্নিতকরণ ও বাস্তবায়ন কৌশল নির্ণয়

Formulation of Pourashava Vision, Identification of Priority area of Development and Determination of Implementation Strategies

৫.১ ভূমিকা (Introduction)

সারিয়াকান্দি পৌরসভার সকল ওয়ার্ডে পৌরসভা কর্তৃক প্রদত্ত সেবা প্রদানের মান, স্বল্প ও মধ্য মেয়াদী চাহিদা এবং অগ্রাধিকার নির্ণয়ে জনগণের অভিমত ও ধারণা গ্রহণ, আদর্শ ওয়ার্ডে উন্নিত করার ব্যাপারে ওয়ার্ডে বসবাসকারী নাগরিক ও স্টেক হোল্ডারবৃন্দের পরামর্শ গ্রহণ এবং সার্বিক পৌরসভা ভিশন ও উন্নয়ন কৌশল নির্ধারণে ওয়ার্ডের অবদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সারিয়াকান্দি পৌরসভার ৯টি ওয়ার্ডে 'ওয়ার্ড ভিশনিং' অনুশীলন পরিচালনা করা হয়। ওয়ার্ড ভিশন অনুশীলনের অংশ হিসেবে প্রতিটি ওয়ার্ডের ভিশন অনুশীলনের সময় পৌরসভার অবকাঠামো ও সেবা, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং গভার্নেন্স/পরিচালন ব্যবস্থার বিষয় সমূহের বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা করে স্টেক হোল্ডারগণ স্বল্প ও মধ্য মেয়াদি করণীয় বিষয়সমূহ চিহ্নিত করে প্রতিটি সেক্টরের অগ্রাধিকার ভিত্তিক একটি তালিকা তৈরি করা হয়। এই অগ্রাধিকার ভিত্তিক তলিকা ওয়ার্ড ভিশন বিবৃতি প্রণয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এর মাধ্যমে ওয়ার্ডের স্টেক হোল্ডারদের প্রয়োজনীয়তার অগ্রাধিকার সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। ৯টি ওয়ার্ডের ভিশন অনুশীলনের তথ্য বিশ্লেষণ করে সেক্টর ভিত্তিক সম্মিলিত অগ্রাধিকারের চিত্র নিম্নে প্রদান করা হলো :

টেবিল ৫.১ ঃ সারিয়াকান্দি পৌরসভার সেক্টর ভিত্তিক অগ্রাধিকার নির্ণয়

অবকাঠামো ও সেবা		আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন		গভার্নেন্স ও পরিচালন ব্যবস্থা	
সেক্টর ভিত্তিক বিষয়	সম্মিলিত অগ্রাধিকার	সেক্টর ভিত্তিক বিষয়	গড় অগ্রাধিকার	সেক্টর ভিত্তিক বিষয়	গড় অগ্রাধিকার
রাস্তা ও ফুটপাত	১য়	আবাসন সুবিধা	৫ম	আপত্তি নিষ্পত্তি	৩য়
নর্দমা নির্মাণ ও মেরামত	২য়	দারিদ্র্য	৩য়	আইন প্রয়োগে সমতা ও সাম্যতা	১ম
পানি সরবরাহ, সম্প্রসারণ ও পুণর্বাসন	৩য়	নিরাপত্তা	৪র্থ	জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন	৪র্থ
পয়ঃনিষ্কাশন	৪র্থ	দৈনন্দিন জীবিকা	৬ষ্ঠ	নতুন পানি সংযোগ গ্রহণ ইত্যাদি সেবা গ্রহণের অবাধ সুযোগ	৬ষ্ঠ
আবাসন সুবিধা/ সেটেলাইট টাউনশিপ	৯ম	বিনোদন ব্যবস্থা	৭ম	পৌরসভার জনবল ও প্রশাসনিক সুবিধা	২য়
আবর্জনা ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	৭ষ্ঠ	শিক্ষা সেবা	১ম	পৌরসভার কার্যক্রমে অংশগ্রহণের সুযোগ (আর্থিক ও প্রশাসনিক)	৫ম
পরিবেশসহ বস্তি উন্নয়ন	৮ম	স্বাস্থ্য বিষয়ক সেবা	২য়	অন্যান্য	৭ম
বিনোদন সুবিধা	৯ম	পরিবেশ ভারসাম্য	৮ম		
অন্যান্য (মার্কেট, কসাইখানা, সেতু ও কালভার্ট ইত্যাদি)	৫ম	অন্যান্য	৯ম		
সড়ক বাতি	৬ষ্ঠ				
অন্যান্য (মাদ্রাসা)	১০ম				

৫.২ প্রেক্ষাপট (Background)

সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডে পৌরসভা প্রদত্ত সেবা প্রদানের মান, স্বল্প ও মধ্য মেয়াদী প্রয়োজন এবং অগ্রাধিকার নির্ণয়ে জনগণের অভিমত ও ধারণা গ্রহণ; আদর্শ ওয়ার্ডে উন্নীত করার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডে বসবাসকারী নাগরিক ও স্টেক হোল্ডারদের পরামর্শ গ্রহণ; এবং সার্বিক পৌরসভা ভিশন ও উন্নয়ন কৌশল নির্ধারণে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের অবদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সারিয়াকান্দি পৌরসভার ৯টি ওয়ার্ডে 'ওয়ার্ড ভিশনিং' অনুশীলন পরিচালনা করা হয়। কম পক্ষে ২৫-৩০ জন স্টেকহোল্ডার প্রতিটি ওয়ার্ডে 'ওয়ার্ড ভিশন' অনুশীলনে অংশগ্রহণ করেন। সারিয়াকান্দি পৌরসভায় ০৪ নং ওয়ার্ডকে 'মডেল ওয়ার্ড' হিসেবে নির্বাচন করে ২৩/১২/২০২২ তারিখে 'ওয়ার্ড ভিশন' অনুশীলন পরিচালনা করা হয়। উক্ত অনুশীলনে জনাব মো: আপেল মিয়া (রনি), কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-৪, সারিয়াকান্দি পৌরসভা, উপ-সহকারী প্রকৌশলী, সারিয়াকান্দি পৌরসভার এবং পৌরসভার সকল ওয়ার্ড কাউন্সিলরবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন; যাতে উক্ত 'ওয়ার্ড ভিশনিং' অনুশীলন থেকে লব্ধ অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান সারিয়াকান্দি পৌরসভার অন্যান্য ওয়ার্ডসহ প্রকল্পভুক্ত সকল পৌরসভার 'ওয়ার্ড ভিশনিং' অনুশীলনে ব্যবহার করা যায়। উল্লেখ্য, ৪ জন পরামর্শক ও পৌরসভার কর্মকর্তা গন তিনটি গ্রুপে ভাগ হয়ে কার্যক্রম গুলো পরিচালনা করে ২৩/১২/২০২২ তারিখ থেকে ০৮/০১/২০২৩ তারিখের মধ্যে সারিয়াকান্দি পৌরসভার ৯ টি ওয়ার্ডের সব কয়টিতে 'ওয়ার্ড ভিশনিং' সম্পন্ন করা হয়।

প্রতিটি ওয়ার্ডে 'ভিশন' অনুশীলনের সময় স্টেক হোল্ডারদের ৩টি গ্রুপে বিভক্ত করা হয়। অতঃপর ১নং গ্রুপকে অবকাঠামো ও সেবা, ২নং গ্রুপকে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং ৩নং গ্রুপকে গভার্নেন্স/পরিচালন ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিষয়ে বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষণ করে তদানুযায়ী স্বল্প ও মধ্য মেয়াদী করণীয় বিষয়সমূহ চিহ্নিতকরণ ও অগ্রাধিকার নিরুপণের মাধ্যমে সেক্টর ভিত্তিক 'ভিশন' প্রণয়ন করতঃ তা উপস্থাপনের জন্য বলা হয়। অতঃপর বর্ণিত ৩টি সেক্টরের উপস্থাপিত ভিশন আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সকলের সম্মতিতে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের 'ওয়ার্ড ভিশন' নির্ণয় করা হয়। ৯টি ওয়ার্ডের ওয়ার্ড ভিশনিং প্রতিবেদন সংযুক্ত করা হয়েছে।

৫.৩ ৯টি ওয়ার্ডের ওয়ার্ড ভিশনিং এর সময় চিহ্নিত অগ্রাধিকার (Prioritization during Ward Visioning of 9 Wards)

প্রতিটি ওয়ার্ডে 'ওয়ার্ড ভিশন' অনুশীলনের অংশ হিসেবে পৌরসভার অবকাঠামো ও সেবা, আর্থ সামাজিক উন্নয়ন এবং গভার্নেন্স/পরিচালন ব্যবস্থার বিষয়সমূহের বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা করে স্টেক হোল্ডারগণ স্বল্প ও মধ্য মেয়াদে করনীয় বিষয় সমূহ চিহ্নিত করতঃ প্রতিটি সেক্টরের অংশসমূহের অগ্রাধিকার ভিত্তিক একটি তালিকা তৈরি করে যা একদিকে সেক্টর ভিত্তিক ভিশন তথা ওয়ার্ড ভিশন বিবৃতি প্রণয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করে এবং অন্যদিকে ওয়ার্ডের স্টেক হোল্ডারদের প্রয়োজনীয়তার অগ্রাধিকার সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা পাওয়া যায়। নিম্নোক্ত ছকে ৯ টি ওয়ার্ডের অগ্রাধিকার বিশ্লেষণ করে সম্মিলিত অগ্রাধিকার নির্ণয় করা হয়েছে।

(ছক- ৫.৩ (১)ঃ গ্রুপ-১ ঃ নগর ভৌত অবকাঠামো ও সেবা প্রদান

সেক্টর ভিত্তিক বিষয়	ওয়ার্ড ভিত্তিক অগ্রাধিকার (ওয়ার্ড)									মোট	গড় অগ্রাধিকার
	১নং	২নং	৩নং	৪নং	৫নং	৬নং	৭নং	৮নং	৯নং		
রাস্তা ও ফুটপাত	১	১	১	১	১	১	১	১	১	৯	১
নর্দমা নির্মাণ ও মেরামত	২	২	২	২	৩	২	২	২	২	১৮	২
পানি সরবরাহ, সম্প্রসারণ ও পুনর্বাসন	৩	৩	২	৩	২	৩	৬	৪	৩	২৯	৩
পয়ঃনিষ্কাশন	৬	৪	৪	৬	৪	৪	৪	৬	৬	৪৪	৪
আবাসন সুবিধা/ সেটেলাইট টাউনশিপ	৯	১০	১০	১০	১০	৭	১০	১০	১০	৮৬	১১
আবর্জনা ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	৭	৬	৫	৫	৭	৬	৮	৮	৮	৬০	৭
পরিবেশসহ বস্তি উন্নয়ন	৪	৯	৯	৮	৮	৮	৯	৯	৯	৭৩	৯
বিনোদন সুবিধা	১০	৫	৮	৯	৯	৯	৭	৭	৭	৭১	৮
অন্যান্য (মার্কেট, কসাইখানা, সেতু ও কালভার্ট ইত্যাদি)	৫	৮	৭	৪	৬	১০	৫	৫	৫	৫৫	৬
সড়ক বাতি	৮	৭	৬	৭	৫	৫	৩	৩	৪	৪৮	৫
অন্যান্য (মাদ্রাসা)	১১	১১	১১	১১	১১	-	১১	-	১১	৭৭	১০

ছক- ৫.৩ (২)ঃ গ্রুপ -২ঃ আর্থ সামাজিক উন্নয়ন

সেক্টর ভিত্তিক বিষয়	ওয়ার্ড ভিত্তিক অগ্রাধিকার (ওয়ার্ড)									মোট	গড় অগ্রাধিকার
	১নং	২নং	৩নং	৪নং	৫নং	৬নং	৭নং	৮নং	৯নং		
আবাসন সুবিধা	৮	৮	৪	৪	৮	৪	৮	৮	৮	৬০	৬
দারিদ্র্য	৪	৫	৫	৫	৪	৫	৪	৪	৪	৪০	৪
নিরাপত্তা	৫	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	২৯	৩
দৈনন্দিন জীবিকা	৩	২	২	২	২	২	২	২	২	১৯	২
বিনোদন ব্যবস্থা	৬	৭	৭	৮	৬	৬	৭	৭	৭	৬১	৭
শিক্ষা সেবা	১	১	১	১	১	১	১	১	১	৯	১
স্বাস্থ্য বিষয়ক সেবা	২	৪	৬	৬	৫	৭	৫	৫	৫	৪৫	৫
পরিবেশ ভারসাম্য	৭	৬	৮	৭	৭	৯	৬	৬	৬	৬২	৮
অন্যান্য			৯		৯	৮	৯			২৬	৯

(ছক-৫.৩ (৩) গ্রুপ–৩ ঃ পৌরসভা গভার্নেন্স ও পরিচালন ব্যবস্থা

সেক্টর ভিত্তিক বিষয়	ওয়ার্ড ভিত্তিক অগ্রাধিকার (ওয়ার্ড)									মোট	গড় অগ্রাধিকার
	১নং	২নং	৩নং	৪নং	৫নং	৬নং	৭নং	৮নং	৯নং		
আপত্তি নিষ্পত্তি	৬	৭	৬	৫	৬	৬	৫	৫	৫	৫১	৫
আইন প্রয়োগে সমতা ও সাম্যতা	৪	৩	২	২	২	৪	২	৪	৪	২৭	২
জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন	৫	২	৫	৪	৪	২	৪	২	২	৩০	৩
নতুন পানি সংযোগ গ্রহণ ইত্যাদি সেবা গ্রহণের অবাধ সুযোগ	১	১	১	১	১	১	১	১	১	৯	১
পৌরসভার জনবল ও প্রশাসনিক সুবিধা	৭	৫	৭	৬	৫	৫	৬	৬	৬	৫৩	৬
পৌরসভার কার্যক্রমে অংশগ্রহণের সুযোগ (আর্থিক ও প্রশাসনিক)	৩	৬	৪	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩১	৪
অন্যান্য	২		৩		৭	৭	৭	৭	৭	৪০	৭

৫.৪ ওয়ার্ড ভিশন ও FGD এর অগ্রাধিকার তুলনা (Comparison of Prioritization of Ward Vision & FGD)

উপরোক্ত অগ্রাধিকার সমূহের সাথে 'ফোকাস গ্রুপ' কর্তৃক চিহ্নিত অগ্রাধিকারকে মিলিয়ে দেখা যেতে পারে। এ ছাড়া পৌরসভা ভিশন অনুশীলনে এসব তথ্য পর্যালোচনা করা হবে, যাতে পৌরসভা ভিশন অনুশীলনে সারিয়াকান্দি পৌরসভার নাগরিকদের পৌর সেবা সম্পর্কে ধারনা, তাদের চিহ্নিত অগ্রাধিকার, করনীয় সম্পর্কে তাদের পরামর্শ এবং সর্বোপরি পৌরসভার সার্বিক 'ভিশন ২০৩১' নির্ণয়সহ অন্যান্য স্বচ্ছতার মধ্যদিয়ে ঐ সময়ের মধ্যে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদি উন্নয়ন কৌশল ও উন্নয়নের অগ্রাধিকার নির্ণয় করা সম্ভব হয়। FGD থেকে প্রাপ্ত প্রয়োজনীয়তার অগ্রাধিকারের বিবরণ নিম্নে বর্ণিত হলঃ

ওয়ার্ড ইং	এলাকা/মহল্লার দাম	ড্রেন/নর্দমা নির্মান	রাস্তা ও ফুটপাথ, কালভার্ট, পরিবহণ ব্যবস্থা ও সড়ক-বাতি	পানি সরবরাহ	পয়ঃ নিষ্কাশন	কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	বিনোদন	শিক্ষা ব্যবস্থা	স্যানিটেশন	ডাষ্টবিন	নিরাপত্তা
০১	**হিন্দু কান্দি শিল্প পাড়া**	√	√	√	√	-	-	-	√	√	-
০২	**ধাপ হুন্দাই পাড়া**	√	√	√	√	√	√	-	√	√	-
০৩	**থানা রোড**	√	√	√	√	√	-	-	√	√	-
০৪	**হিন্দু কান্দি**	√	√	√	√	√	-	√	√	√	-
০৫	**কুঠিবাড়ী**	√	√	√	√	√	-	√	√	√	
০৬	**কয়ের পাড়া**	√	√	√	√	√	-	-	√	√	-
০৭	**বাগ বেড়**	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-
০৮	**বারুই পাড়া সরকার পাড়া**	√	√	√	√	√	-	-	√	√	-
০৯	**বারুই পাড়া**	√	√	√	√	√	-	√	√	√	-
পৌরসভা	০৯ টি FGD ভিত্তিক অগ্রাধিকার	৯টি	৯টি	৯টি	৯টি	৮টি	২টি	৪টি	৯টি	৯টি	-
অগ্রাধিকারের অবস্থান		২য়	১ম	৩য়	৪র্থ	৭ম	৯ম	৮ম	৫ম	৬ষ্ঠ	-

ওয়ার্ড ভিশন ও FGD এর অবকাঠামো সম্পর্কিত অগ্রাধিকার সমূহ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, উভয় ক্ষেত্রে নাগরিকদের চাহিদার অগ্রাধিকারের মধ্যে মিল রয়েছে। বিশেষ করে রাস্তা, নর্দমা, পানি, স্বাস্থ্য ইত্যাদি বিষয় অগ্রাধিকারে তালিকায় উপরের দিকে অবস্থান করছে। এছাড়া শিক্ষা ব্যবস্থা ও বিনোদন সুবিধাকেও উভয় ক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ওয়ার্ড ভিশনিং ও পৌরসভার পরিচালন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে পৌরসভার কার্যক্রমে অংশগ্রহণের সুযোগকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে যা বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ এবং PDP প্রণয়নসহ সকল কাজে পৌর নাগরিকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার যে ব্যবস্থা/বিধান রাখা হয়েছে তার যথার্থতার পরিচয় বহন করে। সর্বোপরি FGD এবং ওয়ার্ড ভিশনিং ফলাফল পৌরসভা পর্যায়ে ভিশনিং এর ভিত্তিতে অগ্রাধিকার নির্ণয় ও বাস্তবায়ন কৌশল নির্ণয়ে সহায়ক হয়েছে। নিম্নে ০৯ টি ওয়ার্ডের ওয়ার্ড ভিশন বিবৃতি হুবহু উল্লেখ করা হলঃ

৫.৫ সারিয়াকান্দি পৌরসভার 'পৌরসভা ভিশনিং' অনুশীলন (Pourashava Visioning Exercise)

৫.৫.১ প্রেক্ষাপট (Background)

পৌরসভার বিদ্যমান সেবার মান এবং স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী চাহিদা সম্পর্কে নাগরিক ও স্টেক হোল্ডারদের মতামত ও ধারণা গ্রহণ, তাদের পৌরসভাকে একটি আদর্শ পৌরসভাতে উন্নীত করার জন্য স্টেক হোল্ডারদের পরামর্শ গ্রহণ অর্থাৎ পৌরসভার জন্য তাদের 'ভিশন' প্রণয়ন এবং উক্ত 'ভিশন' অর্জনের জন্য উন্নয়ন চাহিদার অগ্রাধিকার ও কৌশল চিহ্নিত করণের লক্ষ্যে সারিয়াকান্দি পৌরসভায় ১০ জানুয়ারি ২০২৩ ইং তারিখে পৌরসভা 'ভিশন' অনুশীলন অনুষ্ঠান করা হয়। অনুষ্ঠানটি ৩ পর্বে বিভক্ত ছিল। ১ম পর্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ও দ্বিতীয় পর্বে কার্য-অধিবেশন ও ৩য় পর্বে উপস্থাপন ও বিস্তারিত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। সারিয়াকান্দি পৌরসভার মেয়রের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরু হয়। এছাড়া উক্ত অনুশীলনে পৌরসভার সম্মানিত মেয়র ও সকল ওয়ার্ড কাউন্সিলরবৃন্দ, উপ-সহকারী প্রকৌশলী এবং পৌরসভার কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ প্রায় আশি পৌর নাগরিক ও স্টেক হোল্ডারবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সারিয়াকান্দি পৌরসভার পিডিপি প্রণয়নের অগ্রগতিসহ পৌরসভা ভিশনিং অনুশীলনের বিভিন্ন বিষয় উল্লেখ সহ প্রতিবেদন পেশ করেন জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, উপ-সহকারী প্রকৌশলী, সারিয়াকান্দি পৌরসভা। কর্মশালার কর্ম-অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন পৌরসভা মেয়র। এ অধিবেশনে স্টেক হোল্ডারবৃন্দকে ৩টি দলে বিভক্ত করে পৌরসভা ভিশনিং অনুশীলন নির্দেশিকা অনুসরণে পৌরসভা ভিশন প্রণয়নের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। উক্ত ৩টি দলকে অনুশীলন কাজে সহায়তা করেন যথাক্রমে জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, উপ-সহকারী প্রকৌশলী। প্রতিটি দল আলোচনার সুবিধার্থে একজন দলনেতা নির্বাচন করে এবং তার নেতৃত্বে অনুশীলনের মাধ্যমে প্রতিটি দল পৌরসভার জন্য 'ভিশন ২০৩১' নির্ধারণসহ 'ভিশন' বাস্তবায়নের কৌশল নির্ণয় ও উন্নয়ন ক্ষেত্রসমূহের অগ্রাধিকার চিহ্নিত করে। অতঃপর প্রতিটি দলের দলনেতা তাদের স্ব স্ব বিষয় উপস্থাপন করেন এবং আলাপ-

আলোচনার মাধ্যমে সকল ভিশন সমন্বিত করে সর্বসম্মতিক্রমে পৌরসভার সম্মিলিত ভিশন বিবৃতি প্রণয়নসহ ভিশন বাস্তবায়নের কৌশল নির্ণয় এবং উন্নয়নের অগ্রাধিকার ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করা হয়।

৫.৫.২ পৌরসভা ভিশনিং অনুশীলনে অনুসৃত কার্য-পদ্ধতি (Adopted Procedure in Pourashava Visioning Exercise

পৌরসভার মেয়র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্ম অধিবেশনে অংশগ্রহণকারী স্টেক হোল্ডারগণ ৩টি দলে বিভক্ত হয়ে পৌরসভা ভিশন অনুশীলন কাজ আরম্ভ করেন। প্রতিটি গ্রুপকে স্ব স্ব দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যাক্তি ভিশন অনুশীলন কর্মশালার উদ্দেশ্য, কার্যপরিধি এবং প্রস্তাবিত 'পৌরসভা ভিশন ২০৩১' বলতে কি বোঝায় সে সম্পর্কে পুনরায় ব্যাখ্যা প্রদান করন। অতঃপর নির্ধারিত ছক অনুসরণে ধারাবাহিক পদ্ধতিতে প্রতিটি দল পৌরসভার বিদ্যমান অবস্থার বিবরণ, FGD, ওয়ার্ড ভিশন, পৌরসভার সামর্থ ও দূর্বলতা এবং সুযোগ ও হুমকি/ঝুকি বা Strengths & Weaknesses and Opportunities & Threats (SWOT) বিশ্লেষণ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করতঃ প্রতিটি বিষয়ে করণীয় নির্ধারণ করে ছকে লিপিবদ্ধ করে। বিদ্যমান অবস্থা, FGD, ওয়ার্ড ভিশনিং এর ফলাফল ইত্যাদি পর্যালোচনার পর প্রতিটি দল পৌরসভার SWOT বিশ্লেষণ করে যার মাধ্যমে প্রতিটি দল কার্যকর ভাবে পৌরসভার বিদ্যমান অবস্থা বিশ্লেষণের মাধ্যমে পৌরসভা উন্নয়নের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্তে উপনিত হতে সক্ষম হয়। ৩টি গ্রুপের SWOT বিশ্লেষণের সমন্বিত চিত্র নিম্নোক্ত ছকে উল্লেখ করা হল ঃ

৩টি গ্রুপের SWOT বিশ্লেলণের সমন্বয়

টেবিল ৫.৫.২ ঃ সারিয়াকান্দি পৌরসভার SWOT বিশ্লেষণ

সামর্থ্য	দুর্বলতা
➢ দক্ষ পৌর পরিষদ বিদ্যমান। ➢ পৌর সেবার মান বৃদ্ধি হওয়ায় রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। ➢ নির্বাচিত পৌর পরিষদ সিদ্ধান্ত গ্রহণ সক্রিয় ➢ হাট-বাজার ও অন্যান্য ইজারার মাধ্যমে আয়ের উৎস বিদ্যমান। ➢ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে দ্রুত নগরায়ন সম্ভব। ➢ পৌরসভার নিজস্ব পর্যাপ্ত ভূমি বিদ্যমান ➢ আর্থিকভাবে স্বচ্ছল। ➢ সেবা প্রদানে পৌর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আগ্রহ আছে। ➢ পৌরসভার সার্বিক উন্নয়নের জন্য মাস্টার প্লান আছে।	➢ পর্যাপ্ত ও দক্ষ জনবলের অভাব। ➢ সরকারি প্রতিষ্ঠানের পৌরকর নিয়মিত আদায় হয় না। ➢ পৌরসভা আইন প্রয়োগের দূর্বলতা ➢ তদারকি ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার জন্য কোন জনবল নাই। ➢ জন সচেতনতার অভাব। ➢ ঘরবাড়ি ও শিল্প কল-কারখানা স্থাপনের জন্য পরিকল্পনার অভাব। ➢ চাহিদার তুলনায় অবকাঠামো উন্নয়নে অর্থের অভাব। ➢ ইআইপিসহ স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হয় না। ➢ ড্রেনেজ ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ভাল নেই।
সুযোগ	**ঝুঁকি/হুমকি**
➢ গ্রোথ সেন্টার, শিল্প পার্ক, শিশু পার্ক, বাস/ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণ করে রাজস্ব আয় বৃদ্ধি করা সম্ভব। ➢ পরিবেশ উন্নয়নের জন্য সারিয়াকান্দি পৌরসভার মধ্য দিয়ে যমুনা ও বাঙ্গালী নদীর তীরে এক পার্শ্বে ওয়ার্কওয়ে ও বনায়ন কর্মসূচী গ্রহণ করতে পারে। ➢ নতুন নতুন ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ➢ পৌর এলাকার বেশ কিছু ফাঁকা জমি থাকায় পরিকল্পিত শহর গড়ার ক্ষেত্রে সুযোগ বিদ্যমান। ➢ স্বাস্থ্য সেবার জন্য কমিউনিটি ক্লিনিক, মেডিকেল সেন্টার করা যেতে পারে। ➢ ব্যবসা বাণিজ্য প্রসার করা যেতে পারে। ➢ কমিউনিটি আবাসন ব্যবস্থা করা যায়। ➢ স্টেডিয়াম/খেলার মাঠ ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন করা যেতে পারে।	➢ পৌর পুলিশিং ব্যবস্থা সক্রিয় না থাকায় সামাজিক নিরাপত্তার অভাব। ➢ ভারী ভারী যানবাহন শহরের অভ্যন্তরে অপ্রশস্ত সড়কগুলিতে চলাচলের ফলে অল্প সময়ের মধ্যে সড়কগুলি যাতায়াতের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। ➢ পৌরসভার ভিতরের প্রাকৃতিক খাল ও ডোবা, জলাভূমি ভরাট হয়ে যাওয়ায় পানি নিষ্কাশনসহ পরিবেশ বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। ➢ ভৌগোলিক কারণে পানিতে আয়রন ও আর্সেনিক এর মাত্রা বেশি। ➢ পূর্বে নির্মিত ভৌত অবকাঠামোর মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের আর্থিক ব্যয় সংকুলান না হওয়া। ➢ আবাসিক এলাকায় অপরিকল্পিত ভাবে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠায় পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে। ➢ পাহাড়ি অঞ্চল হওয়ায় পাহাড়ি ঢলে বড় ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ হয়।

৫.৫.৩ গ্রুপ ভিত্তিক ভিশন বিবৃতি, চিহ্নিত অগ্রাধিকার ও বাস্তবায়ন কৌশল (Group wise Vision Statement, Setting Priorities and Implementation Strategies

SWOT বিশ্লেষণের পর প্রতিটি গ্রুপ তাদের অনুশীলনের মাধ্যমে গ্রুপ ভিত্তিক ভিশন বিবৃতি প্রনয়ণপূর্বক উক্ত ভিশন অর্জনের জন্য উন্নয়নের ক্ষেত্র সমূহের অগ্রাধিকার চিহ্নিতকরণ ও ভিশন বাস্তবায়নের কৌশল নির্ণয় কর দলনেতার মাধ্যমে তা উপস্থাপন করা হয়। নিম্নোক্ত প্রতিটি দলের প্রণীত ভিশন বিবৃতি গ্রুপ ভিত্তিক অবকাঠামো ও সেবা, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও গভার্নেন্স ও পরিচালন পদ্ধতির অগ্রাধিকারের বিবরণ গ্রুপ ভিত্তিক ভিশন বাস্তবায়নের কৌশলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরা হলঃ

৫.৫.৪ গ্রুপ-ভিত্তিক ভিশন বিবৃতি

সংশ্লিষ্ট গ্রুপের সকল সদস্যগণ কর্তৃক স্ব স্ব ছকের প্রতিটি বিষয়ের উপর নিজেদের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিয়ে ছক পূরণ করে চূড়ান্তভাবে লিপিবদ্ধকরে এবং গ্রুপ–ভিত্তিক তৈরী করা পৌরসভা ভিশন বিবৃতি প্রতিটি গ্রুপের দলনেতা উপস্থাপন করেন। গ্রুপ ভিত্তিক পৌরসভা ভিশন বিবরণী নিম্নোক্ত ছকে প্রদত্ত হল ঃ

ছক-৫.৫.৪

গ্রুপ নং	গ্রুপ ভিত্তিক পৌরসভা ভিশন বিবৃতি
গ্রুপ-০১ ঃ	২০৩১ সালের মধ্যে সারিয়াকান্দি পৌরসভাকে আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে কাঠামোগত উন্নয়ন এবং সকল নাগরিক সুবিধা বাস্তবায়নের মাধ্যমে আধুনিক পৌরসভা হিসেবে দেখতে চাই।
গ্রুপ-০২ ঃ	২০৩১ সালের মধ্যে সারিয়াকান্দি পৌরসভাকে আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে কাঠামোগত উন্নয়ন এবং সকল নাগরিক সুবিধা বাস্তবায়নের মাধ্যমে আধুনিক পৌরসভা হিসেবে দেখতে চাই।
গ্রুপ-০৩ ঃ	২০৩১ সালের মধ্যে সারিয়াকান্দি পৌরসভায় পরিকল্পিত ভাবে অবকাঠামো উন্নয়ন, বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষা-স্বাস্থ্যসমৃদ্ধি, দারিদ্রমুক্ত বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, যৌতুকমুক্ত সমাজ গঠনের মাধ্যমে পৌরবাসীর স্বপ্নের মডেল নগরী দেখতে চাই।
গ্রুপ-০৪ ঃ	২০৩১ সালের মধ্যে পৌরসভার ড্রেনেজ ব্যবস্থা উন্নত করে, পানি ব্যবস্থা উন্নত করে, মাদকমুক্ত, নিরাপদ ব্যবস্থা উন্নত, রাস্তা-ঘাট উন্নয়ন, উন্নত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম করে পরিকল্পিত নগরী হিসেবে সারিয়াকান্দি পৌরসভাকে দেখতে চাই।

৫.৫.৫ গ্রুপ ভিত্তিক চিহ্নিত অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রসমূহের বিবরণ (Group-wise Area of Prioritization)

প্রতিটি গ্রুপ স্ব স্ব গ্রুপের ভিশন বিবৃতি প্রণয়নের পর উক্ত ভিশন অর্জনের জন্য উন্নয়ন ক্ষেত্রসমূহ নির্ধারণ এবং তার অগ্রাধিকার চিহ্নিতকরণের লক্ষ্যে আলোচনা করতঃ এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর। প্রতিটি গ্রুপ ভিত্তিক উন্নয়নের ক্ষেত্রসমূহের চিহ্নিত অগ্রাধিকার সমূহের তুলনামূলক বিবরণী এবং এর ভিত্তিতে নির্মিত সম্মিলিত অগ্রাধিকার নিম্নোক্ত ছকে প্রদত্ত হল ঃ

ছক- ৫.৫.৫ শাখা-১ ঃ অবকাঠামো ও সেবা

অবকাঠামোর বিবরণ	গ্রুপ ভিত্তিক অগ্রাধিকার				সম্মিলিত অগ্রাধিকার	মন্তব্য
	গ্রুপ-১	গ্রুপ-২	গ্রুপ-৩	গ্রুপ-৪		
রাস্তা, ফুটপাথ সেতু, কালভার্ট ও সড়ক বাতি	২	২	৩	২	২য়	
নর্দমা নির্মাণ/মেরামত/ রক্ষণাবেক্ষণ	১	১	২	১	১ম	
পানি সরবরাহ ব্যবস্থা, সম্প্রসারণ ও পুনর্বাসন	৩	৩	১	৫	৩য়	
আবর্জনা অপসারণ ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	৫	৪	৫	৩	৫ম	
পয়ঃনিষ্কাশন	৬	৭	৬	৬	৬ষ্ঠ	
সড়ক বাতি	৪	৫	৪	৪	৪র্থ	
অন্যান্য (মার্কেট, কসাইখানা ইত্যাদি)	৮	৮	৮	৮	৮ম	
গৃহায়নসহ বস্তি উন্নয়ন	৭	৬	৭	৭	৭ম	

ছক-৫.৫.৬ঃ শাখা-২ ঃ আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন

আর্থ-সামাজিক কাজ কর্মের বিবরণ	গ্রুপ ভিত্তিক অগ্রাধিকার				সম্মিলিত অগ্রাধিকার	মন্তব্য
	গ্রুপ-১	গ্রুপ-২	গ্রুপ-৩	গ্রুপ-৪		
পোভার্টি/ দারিদ্র্য	২	১	১	২	১ম	
শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক সেবা	১	২	২	১	২য়	
নিরাপত্তা	৪	৩	৪	৪	৪র্থ	
বিনোদন ব্যবস্থা	৬	৫	৫	৫	৫ম	
আবাসন সুবিধা	৫	৬	৬	৬	৬ষ্ঠ	
জীবনমান	৩	৪	৩	৩	৩য়	
স্থানীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন	৭	৭	৭	৭	৭ম	

শাখা-৩ ঃ গভার্নেন্স/পরিচালন পদ্ধতি

পরিচালনা পদ্ধতির বিবরণ	গ্রুপ ভিত্তিক অগ্রাধিকার				সম্মিলিত অগ্রাধিকার	মন্তব্য
	গ্রুপ-১	গ্রুপ-২	গ্রুপ-৩	গ্রুপ-৪		
অভিযোগ নিরসন	৩	২	৩	২	২য়	
জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন, পৌর সেবা গ্রহণের জন্য	১	১	১	১	১ম	
পৌরসভার সাথে যোগাযোগ	২	৩	৪	৩	৩য়	
পৌরসভার কার্যক্রমে অংশগ্রহণ	৪	৪	২	৪	৪র্থ	

৫.৫.৬ গ্রুপ ভিত্তিক ভিশন অর্জনের ক্ষেত্রসমূহের বাস্তবায়ন কৌশল (Group-wise Strategies of Areas to Realize the Vision)

গ্রুপ ভিত্তিক ভিশন প্রণয়ন ও ভিশন অর্জনের ক্ষেত্রসমূহের অগ্রাধিকার চিহ্নিত করার পর তা বাস্তবায়নের কৌশল নির্ণয়ের জন্য প্রতিটি গ্রুপ বিস্তারিত আলোচনা করে বাস্তবায়ন কৌশল নির্ণয় করতঃ তা লিপিবদ্ধ করা। নিম্নোক্ত ছকে অগ্রাধিকারের ক্রমানুসারে চিহ্নিত ভোত অবকাঠামো, আর্থ-সামাজিক ও গভর্নেন্স/ পরিচালন ব্যবস্থার গ্রুপ ভিত্তিক বাস্তবায়ন কৌশল বর্ণিত হলঃ

ছক-৫.৫.৬ঃ অবকাঠামো ও সেবা

অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র	গ্রুপ নং	গ্রুপের অগ্রাধিকার নম্বর	বাস্তবায়ন কৌশল
রাস্তা ও ফুটপাথ	১	১	সমন্বিত RCC রোড নেটওয়ার্ক তৈরী করা
	২	২	পরিকল্পনা মাফিক অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রকল্প গ্রহণ
	৩	২	রাস্তা ও ফুটপাথের জন্য তৈরী একটি পরিকল্পনার আওতায় পৌরসভা থেকে বাস্তবায়ন করা
	৪	১	মাষ্টার প্ল্যান বাস্তবায়ন করা।
নর্দমা নির্মাণ/ মেরামত	১	২	ড্রেনেজ মাষ্টার প্ল্যান অনুযায়ী কার্যসম্পাদন করা।
	২	১	মাষ্টার প্ল্যান ভিত্তিক নর্দমা নির্মাণ
	৩	৩	পর্যাপ্ত ড্রেনের মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা
	৪	২	জনগণের মতামত ও মাষ্টার প্ল্যানের মাধ্যমে আউট ফল সহ ড্রেন নির্মান
পানি সরবরাহ, সম্প্রসারণ/পুনর্বাসন	১	৩	প্রয়োজনীয় গভীর নলকুপ স্থাপন
	২	৩	ওভারহেড ট্যাংক থেকে বাড়ি বাড়ি পানি সরবরাহ
	৩	১	পানি সরবরাহের জন্য মহাপরিকল্পনা অনুসরন করে বাড়ী বাড়ী সংযোগ দেওয়া যায়।
	৪	৩	বিশুদ্ধ পানিও জলের সরবরাহের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করণ।
পয়ঃনিষ্কাশন	১	৪	জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা ও আর্থিক সহায়তা।
	২	৪	বরাদ্দ বৃদ্ধি, জন সচেতনতা বৃদ্ধি, পাবলিক টয়লেট নির্মাণ
	৩	৫	জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা
	৪	৫	আউটফল, ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট নির্মান
আবর্জনা অপসারণ	১	৫	পৌরসভা কর্তৃক সুষ্ঠু বর্জ্য অপসারণ ব্যবস্থাপনা চালু করা।

অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র	গ্রুপ নং	গ্রুপের অগ্রাধিকার নম্বর	বাস্তবায়ন কৌশল
ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	২	৪	বাড়ি বাড়ি থেকে ময়লা সংগ্রহ এবং পর্যাপ্ত পরিমান ডাস্টবিন স্থাপনা করা।
	৩	৫	পর্যাপ্ত জনবল নিয়োগ
	৪	৫	সঠিক ব্যবস্থাপনায় প্রতিটি ওয়ার্ডে (সমন্বিত) ট্রান্সফার ষ্টেশন
গৃহায়নসহ বস্তি উন্নয়ন	১	৭	মৌলিক অবকাঠামো নির্মাণ
	২	৬	পরিকল্পিত বস্তি উন্নয়ন
	৩	৭	পরিবেশ ভারসাম্য রক্ষা করণ।
	৪	৬	পরিকল্পনার মাধ্যমে বস্তি উন্নয়ন
অন্যান্য (ব্রিজ, কালভার্ট, মার্কেট, কসাইখানা ইত্যাদি)	১	৮	প্রয়োজনীয় অনুপাতে নির্মাণ করা
	২	৮	পরিকল্পনা মাফিক অবকাঠামো নির্মান
	৩	৮	যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করণ এবং মনিটরিং এর ব্যবস্থা করা
	৪	৮	আর্থিক ও কারিগরী পরিকল্পনার অনুসরণ
সড়ক বাতি	১	৪	০৯টি ওয়ার্ডে প্রতিটি রাস্তার ধারে সড়ক বাতি স্থাপন।
	২	৫	গুরুত্বপূর্ন স্থানে সোলার লাইট স্থাপন
	৩.	৪	সড়ক বাতির জন্য পরিকল্পনা এবং স্থানীয় অংশীদারীত্বের মাধ্যমে বাস্তবায়ন
	৪	৪	পর্যাপ্ত সড়ক বাতির মাধ্যমে নিরাপত্তা নিশ্চিত করণ।

আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন

অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র	গ্রুপ নং	গ্রুপের অগ্রাধিকার নম্বর	বাস্তবায়নকৌশল
শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য উন্নয়ন	১	৪	প্রতি ওয়ার্ডে গরীব শিশুকে বইয়ের পাশাপাশি শিক্ষাসামগ্রি বিনামুল্যে বিতরন করা দরকার।
	২	৩	প্রতি ওয়ার্ডে কমিনিটি ক্লিনিক ও কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা করা
	৩	৪	শিক্ষকদের সচেতন করা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মান বৃদ্ধি করা।
	৪	৪	বয়স্ক শিক্ষা ও প্রতিবন্ধিদের জন্য শিক্ষা কার্যক্রম চালু সহ আর্থিক ও শিক্ষা সামগ্রী বিতরন করা ।
স্থানীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন	১	৭	কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা
	২	৭	প্রশিক্ষিত জনশক্তি তৈরী।
	৩	৭	কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।
	৪	৭	প্রস্থাবিত সারিয়াকান্দি অর্থনৈতিক অঞ্চলে কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।
পোভার্টি/ দারিদ্র্য	১	১	আত্ম-নির্ভরশীল করার লক্ষ্যে কর্মসংস্থান মুলক কর্মসুচি গ্রহন করে দারিদ্র নিরোসনের ব্যবস্থা করা দরকার ।
	২	২	দারিদ্র বিমোচন করার জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষনের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।
	৩	১	হত দরিদ্র মহিলা, বিধবা এবং বেকার শিক্ষিত ছেলে/মেয়েদের প্রশিক্ষনের মাধ্যমে কর্মসংস্থান এর ব্যবস্থা করা।
	৪	২	গরীব জনগোষ্টির মাঝে সুদ মুক্ত ঋন দেয়া।
জীবনমান	১	৩	কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করে।
	২	৪	শিল্পায়নে উৎসাহিত করা
	৩	৩	ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পায়নের উৎসাহিত করা।
	৪	৩	শিল্পায়ন ও কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করে।
নিরাপত্তা	১	২	কমিউনিটি পুলিশ ব্যবস্থা চালু করা।
	২	২	জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।
	৩	২	ওয়ার্ড কমিউনিটি পুলিশিং গঠন করা
	৪	১	বাজার কমিউনিটি পুলিশিং, পৌর কমিউনিটি পুলিশিং গঠন করা
বিনোদন ব্যবস্থা	১	৬	ওয়ার্ড ভিত্তিক খেলার মাঠ নির্মান
	২	৫	প্রতিটি ওয়ার্ডে শিশু পার্ক নির্মান
	৩	৫	পাঠাগার নির্মাণ
	৪	৫	কমিউনিটি সেন্টার

আবাসন সুবিধা	১	৫	পরিকল্পিতভাবে আবাসন ব্যবস্থা।
	২	৬	ঋণ সুবিধা দেওয়া।
	৩	৬	প্রত্যেকটি ওয়ার্ডকে আদর্শ মডেল টাউন হিসাব গড়ে তোলা।
	৪	৬	ইমারত আইন অনুসরন করে বাড়ী নির্মান করা।

গভার্নেন্স/পরিচালন পদ্ধতি

অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র	গ্রুপ নং	গ্রুপের অগ্রাধিকার নম্বর	বাস্তবায়ন কৌশল
পৌরসভার কার্যক্রমে অংশগ্রহণ	১	৪	পৌরসভায় কার্যক্রমে জনগনের জন্য উন্মুক্ত রাখা।
	২	৪	পর্যাপ্ত জনবল নিয়োগ দান করে।
	৩	২	প্রশিক্ষনের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি
	৪	৪	সেবার মান বৃদ্ধি করে
অভিযোগ নিরসন	১	২	পৌরসভার কর্মকর্তা কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা।
	২	১	অনলাইনে অভিযোগ গ্রহণ করা।
	৩	৩	অভিযোগ ওয়ার্ড পর্যায়ে নিস্পত্তি করা
	৪	৪	অভিযোগ বাক্স খোলা ও দ্রুত নিস্পত্তি করা
জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন, নতুন পানি সংযোগ লাইন ইত্যাদি সেবা গ্রহণের জন্য পৌরসভার সাথে যোগাযোগ	১	১	ওয়ার্ড পর্যায়ে জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন ব্যবস্থা করা।
	২	১	বিভিন্ন কমিটি জনগণের মতামত গ্রহণ/বাস্তবায়ন
	৩	১	জনবলের দক্ষতা বৃদ্ধি করা।
	৪	১	অংশগ্রহণের নিশ্চিত সুযোগ সৃষ্টি করে।

ওয়ার্ড নং -১

আগামী দিনগুলোতে সারিয়াকান্দি পৌরসভার ১ নং ওয়ার্ডের পৌরবাসী কর্তৃক চাহিদা মোতাবেক ভৌত অবকাঠামো সংক্রান্ত উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়িত হওয়ার মাধ্যমে ১ নং ওয়ার্ডের ড্রেন, রাস্তা, ফুটপাত আরো প্রসস্থ করণ করতে হবে। এছাড়া রাস্তার পাশে ড্রেন নির্মানের মাধ্যমে ওয়ার্ডবাসী জলাবদ্ধতা থেকে মুক্তি পাবে। আবর্জনা ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা থেকে কার্যকরণের মাধ্যমে বর্জ্য অপসারণের ব্যবস্থা করা হলে ওয়ার্ডবাসী সুন্দর ও নির্মল পরিবেশ পাবে। এছাড়াও কোমলমতি শিক্ষার্থীদের খেলাধুলার মাধ্যমে মাদকমুক্ত পরিচ্ছন্ন ওয়ার্ড হিসেবে দেখতে চাই।

পিডিপি প্রনয়নের লক্ষ্যে সারিয়াকান্দি পৌরসভার ১ নং ওয়ার্ডের ওয়ার্ড ভিশনিং কার্যক্রমের ছবি।

পিডিপি প্রনয়নের লক্ষ্যে সারিয়াকিন্দি পৌরসভার ১ নং ওয়ার্ডের ওয়ার্ড ভিশনিং কার্যক্রমের ছবি।

ওয়ার্ড নং-২

ভৌত অবকাঠামো, আর্থ সামাজিক উন্নয়ন এবং পৌরসভার পরিচালন ব্যবস্থার সেবাগুলো নিশ্চিত করে আগামী দিন গুলোতে ২ নং ওয়ার্ড কে একটি আধুনিক ও মডেল ওয়ার্ড হিসেবে দেখতে চাই।

পিডিপি প্রনয়নের লক্ষ্যে সারিয়াকান্দি পৌরসভার ২ নং ওয়ার্ডের ওয়ার্ড ভিশনিং কার্যক্রমের ছবি।

পিডিপি প্রনয়নের লক্ষ্যে সারিয়াকান্দি পৌরসভার ২ নং ওয়ার্ডের ওয়ার্ড ভিশনিং কার্যক্রমের ছবি।

ওয়ার্ড নং-৩

৩ নং ওয়ার্ড কে প্রশস্ত ড্রেন (স্লাব সহ), প্রশস্ত রাস্তা ও ফুটপাত, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, মাদকমুক্ত, ইভটিজিং মুক্ত, শিক্ষা বান্ধব, আধুনিক সকল সুযোগ সুবিধাসহ আদর্শ মডেল ওয়ার্ড হিসেবে দেখতে চাই।

পিডিপি প্রনয়নের লক্ষ্যে সারিয়াকান্দি পৌরসভার ৩ নং ওয়ার্ডের ওয়ার্ড ভিশনিং কার্যক্রমের ছবি।

পিডিপি প্রনয়নের লক্ষ্যে সারিয়াকান্দি পৌরসভার ৩ নং ওয়ার্ডের ওয়ার্ড ভিশনিং কার্যক্রমের ছবি।

ওয়ার্ড নং-৪

সারিয়াকান্দি পৌরসভার ৪ নং ওয়ার্ডের জলাবদ্ধতা নিরসন, রাস্তার উন্নয়ন, রাস্তার পাশে সৌন্দর্য বর্ধন, খেলার মাঠ, কর্মসংস্থান ব্যবস্থা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পাঠাগার স্থাপন, সুন্দরভাবে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম চালানো এবং বৃক্ষরোপন করে সবুজায়নের মাধ্যমে এই ৪ নং ওয়ার্ডকে আধুনিক ওয়ার্ড হিসেবে পেতে চাই।

পিডিপি প্রনয়নের লক্ষ্যে সারিয়াকান্দি পৌরসভার ৪ নং ওয়ার্ডের ওয়ার্ড ভিশনিং কার্যক্রমের ছবি।

পিডিপি প্রনয়নের লক্ষ্যে সারিয়াকান্দি পৌরসভার ৪ নং ওয়ার্ডের ওয়ার্ড ভিশনিং কার্যক্রমের ছবি।

ওয়ার্ড নং-৫

আমরা সারিয়াকান্দি পৌরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডকে আধুনিক সমৃদ্ধ ডিজিটাল ও মাদকমুক্ত ওয়ার্ড হিসাবে দেখতে চাই। শিক্ষা, চিকিৎসা, দারিদ্রমুক্ত ও পরিবেশ বান্ধব বিনোদনের ব্যবস্থা, সুপেয় পানির ব্যবস্থা ও পয়:নিষ্কাশন, কেন্দ্রীয় মসজিদ, গোরস্থান সম্বলিত আধুনিক মডেল ওয়ার্ড হিসেবে দেখতে চাই।

পিডিপি প্রনয়নের লক্ষ্যে সারিয়াকান্দি পৌরসভার ৫ নং ওয়ার্ডের ওয়ার্ড ভিশনিং কার্যক্রমের ছবি।

পিডিপি প্রনয়নের লক্ষ্যে সারিয়াকান্দি পৌরসভার ৫ নং ওয়ার্ডের ওয়ার্ড ভিশনিং কার্যক্রমের ছবি।

ওয়ার্ড নং-৬

সারিয়াকান্দি পৌরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডকে প্রসস্থ রাস্তা,সড়ক বাতি, প্রসস্থ ড্রেনেজ ব্যবস্থা, বর্জ্য অপসারণ ব্যবস্থা, নর্দমা পয়:নিস্কাশন ওয়ার্ড ভিত্তিক কবরস্থান, বিনোদন সুবিধার জন্য খেলার মাঠ, পানি সরবরাহ মাদকমুক্ত সমাজ গড়ার মাধ্যমে উক্ত ওয়ার্ডকে একটি মডেল ওয়ার্ড হিসাবে দেখতে চাই।

পিডিপি প্রনয়নের লক্ষ্যে সারিয়াকান্দি পৌরসভার ৬ নং ওয়ার্ডের ওয়ার্ড ভিশনিং কার্যক্রমের ছবি।

পিডিপি প্রনয়নের লক্ষ্যে সারিয়াকান্দি পৌরসভার ৬ নং ওয়ার্ডের ওয়ার্ড ভিশনিং কার্যক্রমের ছবি।

ওয়ার্ড নং-৭

সারিয়াকান্দি পৌরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডকে প্রসস্থ রাস্তা,সড়ক বাতি, প্রসস্থ ড্রেনেজ ব্যবস্থা, বর্জ্য অপসারণ ব্যবস্থা, নর্দমা পয়:নিস্কাশন ওয়ার্ড ভিত্তিক কবরস্থান, বিনোদন সুবিধার জন্য খেলার মাঠ, পানি সরবরাহ মাদকমুক্ত সমাজ গড়ার মাধ্যমে উক্ত ওয়ার্ডকে একটি মডেল ওয়ার্ড হিসাবে দেখতে চাই।

পিডিপি প্রনয়নের লক্ষ্যে সারিয়াকান্দি পৌরসভার ৭ নং ওয়ার্ডের ওয়ার্ড ভিশনিং কার্যক্রমের ছবি।

পিডিপি প্রনয়নের লক্ষ্যে সারিয়াকান্দি পৌরসভার ৭ নং ওয়ার্ডের ওয়ার্ড ভিশনিং কার্যক্রমের ছবি।

ওয়ার্ড নং-৮

আগামীতে সারিয়াকান্দি পৌরসভার ০৮ নং ওয়ার্ডকে প্রশস্ত ড্রেন,রাস্তা,ফুটপাত, রাস্তার পাশে লাইটিং, নির্ধরিত স্থানে ডাস্টবিন, দূষণমুক্ত, ইভটিজিং মুক্ত দারিদ্রমুক্ত, মাদকমুক্ত এবং সকল ধরনের সুযোগ সুবিধাসহ একটি মডেল ওয়ার্ড হিসেবে দেখতে চাই ।

পিডিপি প্রনয়নের লক্ষ্যে সারিয়াকান্দি পৌরসভার ৮ নং ওয়ার্ডের ওয়ার্ড ভিশনিং কার্যক্রমের ছবি।

পিডিপি প্রনয়নের লক্ষ্যে সারিয়াকান্দি পৌরসভার ৮ নং ওয়ার্ডের ওয়ার্ড ভিশনিং কার্যক্রমের ছবি।

ওয়ার্ড নং-৯

সারিয়াকান্দি পৌরসভার ৯ নং ওয়ার্ডটিকে শিক্ষা, চিকিৎসা, নিরাপত্তা, মাদকমুক্ত, পরিবেশ বান্ধব, বৃক্ষরোপনের মাধ্যমে সবুজায়ন, আধুনিক সড়ক, পয়:নিষ্কাশন, আবাসন সুবিধা,সড়ক বাতি,বস্তি উন্নয়ন,বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ,আধুনিক নর্দমা নির্মান ও গণকবরস্থান নির্মানের মাধ্যমে মডেল ওয়ার্ড হিসাবে দেখতে চাই ।

পিডিপি প্রনয়নের লক্ষ্যে সারিয়াকান্দি পৌরসভার ৯ নং ওয়ার্ডের ওয়ার্ড ভিশনিং কার্যক্রমের ছবি।

পিডিপি প্রনয়নের লক্ষ্যে সারিয়াকান্দি পৌরসভার ৯ নং ওয়ার্ডের ওয়ার্ড ভিশনিং কার্যক্রমের ছবি।

৫.৫.৭ গ্রুপ ভিত্তিক ভিশন অর্জনের ক্ষেত্রসমূহের বাস্তবায়ন কৌশল (Pourashava Collective Vision Statement)

গ্রুপ-ভিত্তিক তৈরী করা পৌরসভা ভিশন বিবৃতি উপস্থাপনের পর সারিয়াকান্দি পৌরসভার মেয়র জনাব মোঃ মতিউর রহমান ৩টি গ্রুপের ভিশন সমন্বিত করে আগামী ২০২৮ সাল নাগাদ সারিয়াকান্দি পৌর এলাকাকে একটি আদর্শ নগর হিসেবে গড়ে তোলার নিমিত্তে পৌরসভার সম্মিলিত ভিশন বিবৃতি প্রনয়নের লক্ষ্যে আলোচনার জন্য উপস্থিত সকলকে আহবান জানান। আলোচনা কালে পৌরসভার বিদ্যমান অবস্থা নিরুপনের সকল পর্যায়ের যথা, বেইজ লাইন সার্ভে, ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন, ওয়ার্ড ভিশনিং ইত্যাদি প্রক্রিয়ায় প্রাপ্ত সকল প্রকার তথ্যাদি এবং পৌরসভার আর্থিক অবস্থার বিশ্লেষণ প্রতিবেদনের তথ্যাদিসহ প্রাতিষ্ঠানিক চিত্র ইত্যাদি বিবেচনায় আনা হয়। বিশেষ করে অদ্যকার পৌরসভা ভিশন অনুশীলনে অংশগ্রহণকারী ৪টি দলের স্টেক হোল্ডারদের বিশ্লেষণে পাওয়া তথ্যাদি ও SWOT বিশ্লেলণের ধারণা, অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির আলোকে পৌরসভার সম্মিলিত ভিশন বিবৃতি প্রণয়নের উপর গুরুত্বারোপ করেন। অতঃপর বিস্তারিত আলোচনা শেষে সকলের সম্মতিতে ‘ সারিয়াকান্দি পৌরসভা ভিশন ২০২৮’ শিরোনামে নিম্নোক্ত ভিশন বিবৃতি প্রণয়ন ও গ্রহণ করা হয় যা পৌরসভার মেয়র উপস্থিত সকলের সামনে উপস্থাপন করেন ঃ

সারিয়াকান্দি পৌরসভা ভিশন- ২০২৮

“২০২৮ সালের মধ্যে আধুনিক প্রযুক্তি ও সুপরিকল্পিত নগরায়নের মাধ্যমে অত্র পৌরসভায় পর্যাপ্ত রাস্তাসহ ড্রেন ও ফুটপাথ, সড়কবাতি, মাদকমুক্ত সমাজ, বিনোদনসহ সকল প্রকার ভৌত অবকাঠামো বাস্তবায়নের মাধ্যমে চলমান বিশ্বায়নের সাথে সংগতি রেখে শিৰা, স্বাস্থ্য, দারিদ্র্য মুক্ত, পরিবেশ বান্ধব ডিজিটাল শহর রবপে গড়ে তুলতে চাই।”

‘পৌরসভা ভিশন’ বিবৃতি উপস্থাপন করছেন সারিয়াকান্দি পৌরসভার মেয়র জনাব মোঃ মতিউর রহমান

৫.৫.৮ পৌরসভা ভিশন অর্জনের জন্য উন্নয়নের ক্ষেত্রসমূহের সম্মিলিত অগ্রাধিকার ও বাস্তবায়ন কৌশল নির্ণয় (Collective Prioriitization of Development Areas and Setting Strategies to Realized the Pourashava Vision)

বেইজ লাইন সার্ভে, FGD, ওয়ার্ড ভিশন এবং পৌরসভা ভিশন অনুশীলনের ফলাফল বিবেচনায় রেখে ৩টি গ্রুপের অনুশীলনের মাধ্যমে চূড়ান্তভাবে পৌরসভার সম্মিলিত ভিশন তৈরী করার পর পৌরসভা সম্মিলিত ভিশন অর্জনের জন্য উন্নয়নের ক্ষেত্র সমূহের অগ্রাধিকার চিহ্নিতকরণ এবং তা বাস্তবায়নের কৌশল নির্ণয়ের জন্য আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সর্বসম্মতিক্রমে চিহ্নিত উন্নয়নের ক্ষেত্রসমূহের অগ্রাধিকার এবং তা বাস্তবায়নের কৌশল পুনঃসংগঠিত করে নিম্নোক্ত ছকে প্রদত্ত হল ঃ

ছক-৫.৫.৮ঃ অবকাঠামো ও সেবা

সম্মিলিত অগ্রাধিকারক্রম	উন্নয়নের ক্ষেত্রসমূহ	বাস্তবায়ন কৌশল
১ম	রাস্তা, ফুটপাথ সেতু, কালভার্ট ও সড়ক বাতি	যোগাযোগ ও পরিবহণ ব্যবস্থাপনাসহ রোড নেটওয়ার্ক প্লান প্রণয়ন করে রাস্তার শ্রেণী বিন্যাস করে তার আলোকে রাস্তা-ঘাট, সেতু, কালভার্ট নির্মাণ ও একই সাথে সকল রাস্তায় সড়ক বাতি স্থাপনের ব্যবস্থা করা।
২য়	নর্দমা নির্মাণ/মেরামত/ রক্ষণাবেক্ষণ	সুনির্দিষ্ট আউটফল চিহ্নিত করে ড্রেনেজ মাষ্টার প্লান তৈরী করতঃ তদানুযায়ী অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ড্রেনেজ ব্যবস্থা নির্মাণ ও তা রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করা।
৪র্থ	আবর্জনা অপসারণ ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	ট্রান্সফার ষ্টেশন নির্মাণসহ পরিকল্পিত উপায়ে স্বাস্থ্য-সম্মতভাবে বর্জ্য সংগ্রহ, পরিবহণ ও তা অপসারণের (Disposal ground সহ) ব্যবস্থা করা, বিশেষ করে ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ও ক্লিনিক্যাল ওয়েস্ট নিয়ন্ত্রণ ও অপসারণের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
৫ম	পানি সরবরাহ ব্যবস্থা, সম্প্রসারণ ও পুনর্বাসন	দীর্ঘ মেয়াদী মহা-পরিকল্পনার আওতায় গভীর নলকুপের মাধ্যমে বাড়ী বাড়ী নলবাহিত পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা।
৬ষ্ঠ	পয়ঃনিষ্কাশন	মহিলাদের সু-ব্যবস্থা রেখে জন সমাগমের এলাকায় পাবলিক টয়লেট নির্মাণ, স্যানিটেশন সম্পর্কে গণসচেতনতা বৃদ্ধি ও দরিদ্রদের জন্য আর্থিক সহায়তায় ল্যাট্রিন নির্মাণ।
৩য়	সড়ক বাতি	পর্যাপ্ত সড়ক বাতির মাধ্যমে নিরাপত্তা নিশ্চিত করণ।
৮ম	অন্যান্য(মার্কেট,কসাই খানা ইত্যাদি)	প্রয়োজন যাচাই করে তা নির্মাণ করা।
৭ম	গৃহায়নসহ বস্তি উন্নয়ন	পরিকল্পিতভাবে বস্তি এলাকার ভৌত অবকাঠামো সুবিধা প্রদান।

ছক-৫.৫.৮ঃ আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন

সম্মিলিত অগ্রাধিকারক্রম	উন্নয়নের ক্ষেত্রসমূহ	বাস্তবায়ন কৌশল
১ম	পোভার্টি/ দারিদ্র্য	দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করে তার আওতায় কার্যক্রম গ্রহণ করে। কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, বিভিন্ন আয়বর্দ্ধক প্রকল্পের মাধ্যমে ঋণ সুবিধা প্রদান করা।
২য়	শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক সেবা	পৌরসভা কর্তৃক আধুনিক মান সম্মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা, শিশুদেরকে বিদ্যালয় মুখি করা এবং বিদ্যালয়ে বিনামূল্যে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করাসহ বিভিন্ন সুবিধা প্রদান, স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি, হাসপাতাল আধুনিকায়ন করা, শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি, ডাক্তারের ও সেবিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা, শিশু এবং বয়স্কদের জন্য আলাদা স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা।
৪র্থ	নিরাপত্তা	কমিউনিটি পুলিশ ব্যবস্থা চালু করে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।
৫ম	বিনোদন ব্যবস্থা	ওয়ার্ড ভিত্তিক খেলার মাঠ ও শিশু পার্ক নির্মাণ করা প্রয়োজন।
৬ষ্ঠ	আবাসন সুবিধা	পরিকল্পিতভাবে আবাসন ব্যবস্থা এবং ঋণ সুবিধা দেওয়া প্রয়োজন।
৩য়	জীবনমান	প্রশিক্ষিত জনশক্তি তৈরীর মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে। মানসম্মত শিক্ষার প্রসার, স্বাস্থ্য সচেতনতা, ক্ষুদ্র হস্ত চালিত কুটির শিল্পের বিকাশের মাধ্যমে জীবন মান উন্নয়ন করা।
৭ম	স্থানীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন	ফলজ ও বনজ বাগান সৃজন, কৃষি ভিত্তিক বিভিন্ন প্রকার শিল্পের বিকাশ করা, এলাকার স্থানীয় বিভিন্ন ফলজ রস দ্বারা জুস ফ্যাক্টরী স্থাপন করা।

ছক-৫.৫.৮ঃ গভার্নেন্স/পরিচালন পদ্ধতি

সম্মিলিত অগ্রাধিকারক্রম	উন্নয়নের ক্ষেত্রসমূহ	বাস্তবায়ন কৌশল
৩য়	পৌরসভার কার্যক্রমে অংশগ্রহণ	পৌরসভার আর্থিক ও প্রশাসনিক কাজে এবং বিভিন্ন কমিটিতে, বাজেট অধিবেশনে, পৌরসভার পৌর কর ধার্য ও আদায়সহ বিভিন্ন পৌরসেবা কর্মে নাগরিকদের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যম নিশ্চিত করা।
১ম	জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন, নতুন পানি সংযোগ লাইন ইত্যাদি সেবা গ্রহণের জন্য পৌরসভার সাথে যোগাযোগ	পর্যাপ্ত জনবল নিয়োগের মাধ্যমে সকল প্রকার সেবা গ্রহণের জন্য পৌরসভার সাথে অবাধ যোগাযোগের সুযোগ সৃষ্টি করা।
২য়	অভিযোগ নিরসন	অভিযোগ বাক্স খোলা এবং দ্রুত অভিযোগ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত সেবার মান বৃদ্ধির পরিকল্পনা গ্রহণ করা।

উপরোক্ত অগ্রাধিকার নির্ণয়ে অবকাঠামোর ক্ষেত্রে রাস্তা, ড্রেন নির্মাণ, পানি সরবরাহ ব্যবস্থা, ফুটপাত ও সড়ক বাতির উপর ক্রমানুসারে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। একই সাথে পরিকল্পিত ভাবে অবকাঠামোসহ শিল্প প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা নির্মাণ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ভূমি ব্যবহার ম্যাপসহ মাষ্টার প্লান, পরিবহণ ব্যবস্থাপনাসহ রোড নেটওয়ার্ক প্লান ও ড্রেনেজ মাষ্টার প্লান প্রণয়নের উপরও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আর্থ-সামাজিক সেক্টরে স্বাস্থ্য ও শিক্ষাকে প্রথম এবং স্থানীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নকে তৃতীয় অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। এছাড়া পৌরসভা পরিচালন ব্যবস্থায় পৌরসভার কার্যক্রমে নাগরিকদের অংশগ্রহণের বিষয়টি সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পেয়েছে। অবশ্য পরিচালন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে অভিযোগ নিরসণ, পৌরসভার আর্থিক ও প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধিসহ সকল প্রকার উন্নয়ন কর্মকান্ডের উপর পরিকল্পিত উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যথাযথ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার বিষয় গুলোর সমধিক গুরুত্বপূর্ন।

সর্বোপরি, সারিয়াকান্দি পৌরসভাকে দীর্ঘ মেয়াদী সম্মিলিত ভিশন অনুযায়ী পরিকল্পিত অবকাঠামোসহ সকল প্রকার বর্জ্য দূষণ মুক্ত এবং প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে দক্ষ ও স্বয়ং সম্পূর্ণ নিরাপদ শিল্প নগর হিসেবে যাতে গড়ে তোলা যায় তার জন্য পর্যায়ক্রমে কার্যক্রম গ্রহণ করা আবশ্যক। এসব বিষয়কে সামনে রেখে সারিয়াকান্দি পৌরসভার কোর গ্রুপের সার্বিক তত্ত্বাবধানে তাদের কার্যক্রম গ্রহণ করবে এটাই সারিয়াকান্দি পৌরসভার পিডিপি প্রনয়ণের প্রধান লক্ষ্য হোক।

অধ্যায়-৬

ভিশন অর্জন/বাস্তবায়ন পরিকল্পনা

VISION REALIZATION PLANNING

৬.১ সারিয়াকান্দি পৌরসভার সম্মিলিত ভিশন (Overall Vision of Sariakandi Pourashava)

"২০২৮ সালের মধ্যে আধুনিক প্রযুক্তি ও সুপরিকল্পিত নগরায়নের মাধ্যমে সারিয়াকান্দি পৌরসভায় পর্যাপ্ত সুপেয় পানি সরবরাহ, ড্রেন, রাস্তাসহ ফুটপাত, সড়ক বাতি, মাদকমুক্ত সমাজ, বিনোদন সহ সকল প্রকার ভৌত অবকাঠামোর নির্মান দ্বারা বর্তমান বিশ্বের সাথে সংঙ্গতি রেখে শিৰা, স্বাস্থ্য, দ্রারিদ্রমুক্ত, পরিবেশবান্ধব নগর রৰপে সারিয়াকান্দি পৌরসভাকে আধুনিক নগর হিসাবে গড়ে তুলতে চাই।"

৬.২ পৌরসভার সার্বিক ভিশন অর্জনের উপায়/মাধ্যম (Strategies of Realization the Entire Pourashava Vision)

- পরিকল্পিত আধুনিক শিল্প নগরী গড়ে তোলার লক্ষ্যে মহা-পরিকল্পনার আওতায় ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা, রোড নেটওয়ার্ক পরিকল্পনাসহ পরিবহন ও যানবাহন ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, পানি নিষ্কাশন (ড্রেনেজ) ও পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তদানুযায়ী শিল্প প্রতিষ্ঠানসহ সকল প্রকার স্থাপনা নির্মাণ ও পরিচালন নিয়ন্ত্রণ করা;
- নাগরিক সেবা সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মান-সম্পন্ন সকল প্রকার ভৌত অবকাঠামো ও নাগরিক সেবা প্রদান করা;
- নিরাপদ শহর গড়ার লক্ষ্যে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও দারিদ্র হ্রাসকরণ কর্মসূচী গ্রহণ করা;
- আর্থিক ও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে দক্ষ ও স্বয়ং সম্পূর্ণ পৌরসভা হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ এবং প্রশাসনিক ও আর্থিক ব্যবস্থাসহ পৌরসভার সকল পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সংস্কার করা।

৬.৩ সারিয়াকান্দি পৌরসভার সম্মিলিত ভিশন অর্জনের লক্ষ্যসমূহ (The Goals of Realization of Collective Vision of Sariakandi Pourashava)

একটি শহরে ভিশন এবং প্রধান প্রধান সেক্টরের অগ্রাধিকারই সেক্টর ভিত্তিক ভিশন এবং এর বাস্তবায়ন কৌশল নির্নয়ে পথ দেখায়। সেক্টর ভিত্তিক বাস্তবায়ন পরিকল্পনা করতে হলে বছর ভিত্তিক কৌশল ও বছর ভিত্তিক বিনিয়োগ পদ্ধতি অনুসরণ করা আবশ্যক। সারিয়াকান্দি পৌরসভা সম্মিলিত ভিশন বিবৃতি ও স্টেক হোল্ডারদের অংশগ্রহনের মাধ্যমে তৈরি অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রসমূহ এবং বাস্তবায়ন কৌশল থেকে ৫টি লক্ষ্য এবং তা অর্জনের জন্য সময় নির্বাচনসহ অগ্রাধিকার ভিত্তিক সার্বিক বাস্তবায়ন কৌশল নির্ণয় করা হয়েছে। লক্ষ্য ভিত্তিক এসব বিষয় নিম্নে বর্নিত হলঃ

লক্ষ্য - ১ নগর পরিকল্পনা

(১) ২০২৮ সালের মধ্যে মহাপরিকল্পনা অনুযায়ী পরিকল্পিত উন্নয়নের ধারা সৃষ্টি করা।

(২) ২০২৮ সালের মধ্যে প্রণীত মহাপরিকল্পনার আওতায় তৈরি ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা অনুসরণে অপরিকল্পিতভাবে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য স্থাপনা নির্মাণ নিয়ন্ত্রণ করা।

(৩) ২০২৮ সালের মধ্যে প্রণীত মহাপরিকল্পনার আওতায় তৈরি ড্রেনেজ ও পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা অনুসরণে ২০২৩ সাল থেকে ড্রেনেজ ব্যবস্থা উন্নয়নের কাজ বাস্তবায়ন করা।

(৪) ২০২৮ সালের মধ্যে প্রণীত মহাপরিকল্পনার আওতায় তৈরি রোড নেটওয়ার্কসহ পরিবহন ও যাতায়াত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা অনুসরণে পরিবহন ও যানবাহন ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের জন্য কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা।

লক্ষ্য-২ ঃ মান সম্পন্ন ভৌত অবকাঠামো ও নাগরিক সেবা সুবিধা

(১) ২০২৮ সালের মধ্যে রোড নেটওয়ার্ক পরিবহন ও যাতায়াত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার আওতায় পরিকল্পিত উপায়ে বাস/ট্রাক টার্মিনাল, আবাসন ব্যবস্থা, পৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, রাস্তা, ফুটপাথ, সেতু/কালভার্ট ইত্যাদি নির্মাণ ও সড়কবাতি স্থাপনসহ সড়ক যোগাযোগ সুবিধা প্রদান

(২) ২০২৮ সালের মধ্যে ড্রেনেজ ও পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার আওতায় ২০২৩ সালের মধ্যে সুনির্দিষ্ট আউটফলসহ পরিকল্পিত নর্দমা ব্যবস্থা উন্নয়ন করা।

(৩) ২০২৮সালের মধ্যে সমগ্র শহরে প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে গভীর নলকূপ স্থাপন করে পৌর এলাকায় পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা করা এবং পর্যায়ক্রমে সম্প্রসারণ করা।

(৪) ২০২৮সালের মধ্যে মহিলাদের জন্য সুব্যবস্থা রেখে পাবলিক টয়লেট নির্মাণ ও ব্যবস্থাপনাসহ ১০০% স্যানিটেশন নিশ্চিত করা।

(৫) ২০২৮ সালের মধ্যে বর্জ্য অপসারণের আওতায় ২০২৮ সালের মধ্যে ডাম্পিং গ্রাউন্ড নির্মাণসহ পর্যায়ক্রমে সমগ্র পৌরসভাকে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার আওতায় নিয়ে আসা।

(৬) ২০২৮ সালের মধ্যে পৌর এলাকায় বিনোদন সুবিধার জন্য অবকাঠামো নির্মাণ ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম গ্রহণ করা।

(৭) ২০২৮ সালের মধ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক গ্রোথ সেন্টার, শিল্প পার্ক নির্মাণ ও সকল কাঁচা বাজারের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ করা।

(৮) ২০২৮ সালের মধ্যে কবরস্থান/শ্মশান ঘাট নির্মাণ, সম্প্রসারণ ও ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা করা।

লক্ষ্য-৩ ঃ আর্থ সামাজিক

১) ২০২৮ সালের মধ্যে প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবার পরিধি বৃদ্ধি করা।

২) ২০২৮ সালের মধ্যে শিল্পকে উৎসাহিত করে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা।

৩) ২০২৮ সালের মধ্যে দারিদ্র হ্রাসকরনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা।

৪) ২০২৮ সালের মধ্যে জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রশিক্ষিত জনশক্তি তৈরির কার্যক্রম গ্রহনের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

লক্ষ্য-৪ ঃ পৌরসভার গভার্নেন্স/পরিচালন পদ্ধতি

(১)২০২৮ সালের মধ্যে পৌরসভার সকল আর্থিক, প্রশাসনিক ও পৌর সেবা কর্মে মহিলা ও দরিদ্রদের প্রতিনিধিত্বসহ পৌর নাগরিক ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের/ নাগরিকদের অংশগ্রহণের সুযোগ নিশ্চিত করা এবং তা অব্যাহত রাখা।

(২)২০২৮ সাল থেকে নাগরিক সচেতনতা বৃদ্ধি ও তাদের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে পৌরসভা এ বর্ণিত সকল কার্যাবলী (Activities) সহ পৌরসভার সাথে নাগরিকদের যোগাযোগের অবাধ সুযোগ সৃষ্টি করা।

(৩)২০২৮সালের মধ্যে মহা পরিকল্পনার আওতায় তৈরি ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার অনুসরণে অপরিকল্পিতভাবে আবাসিক ভবন, শিল্প প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য সকল প্রকার স্থাপনা নির্মাণ নিয়ন্ত্রণ করা।

(৪)২০২৮সালের মধ্যে অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী জনবল নিয়োগ, প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা এবং প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্থায়ী কমিটি গঠন, তদারকী বৃদ্ধি এবং তথ্য আদান প্রদানসহ e-governance প্রতিষ্ঠার জন্য কার্যক্রম আরম্ভ করা এবং সকল প্রকার লজিষ্টিক সাপোর্ট নিশ্চিত করা।

(৫) ২০২৮ সালের মধ্যে পৌর করসহ সকল আর্থিক বিষয়ে শৃঙ্খলা ও স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে পৌরসভার রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি করা।

৬) ২০২৮ সালের মধ্যে ভূমির ব্যবহার পরিকল্পনা সহ পৌরসভা মহা-পরিকল্পনা তৈরি করে অপরিকল্পিত ভাবে শিল্প, প্রতিষ্ঠান, আবাসিক ও বার্ণিজ্যিক স্থাপনা নির্মাণ নিয়ন্ত্রন করা।

৬.৪ লক্ষ্য অর্জনের কৌশল ও বাস্তবায়ন পরিকল্পনা (Strategies and Implementation Plan to Realize the Goals)

৬.৪.১ লক্ষ্য-১ নগর পরিকল্পনা

কৌশল ১: ২০৩১ সালের মধ্যে মহা-পরিকল্পনার আওতায় পরিকল্পিত উন্নয়নের ধারা সৃষ্টি করা।

কৌশল বাস্তবায়ন কার্যক্রম

স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন ২০০৯ এবং স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) (সংশোধন) আইন ২০১০ এর দ্বিতীয় তফশিলের ৬২ ধারা অনুযায়ী পৌরসভা ২০৩১ সালকে লক্ষ্যমাত্রা ধরে মহা-পরিকল্পনা (Master Plan) প্রণয়ণ করেছে যার মাধ্যমে বাস্তবায়ন করতে হবে। কিন্তু সারিয়াকান্দি পৌরসভা ১৯৯৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ২০১১-২০৩১ সাল পর্যন্ত এর পরিকল্পিত উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণের জন্য মহা-পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। ফলে পরিকল্পিতভাবে ভাবে সারিয়াকান্দি পৌর এলাকায় বিভিন্ন ব্যবসা, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনসহ পরিকল্পিত আবাসিক ও বণিজ্যিক এলাকা গড়ে তুলতে হবে এবং সারিয়াকান্দি পৌর এলাকার মধ্যে সমন্বিত পরিকল্পনা ছাড়াই রাস্তা, ফুটপাথ, ড্রেন ইত্যাদি নির্মিত না হয় সে ব্যাপারে ব্যবস্থা নিতে হবে ।

কৌশল ২: ২০৩১ সালের মধ্যে প্রণীত মহা-পরিকল্পনার আওতায় তৈরি ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা অনুসরণে অপরিকল্পিতভাবে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য স্থাপনা নির্মাণ নিয়ন্ত্রণ করা।

কৌশল বাস্তবায়নের কার্যক্রম

১. সারিয়াকান্দি পৌরসভায় ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা আছে। তবে সম্প্রতি এলজিইডির তত্ত্বাবধানে সারিয়াকান্দি পৌরসভার মহা পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ বাস্তবায়ন হচ্ছে। উক্ত মহা-পরিকল্পনার আওতায় ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা প্রণীত হচ্ছে। ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা অনুসরণে ক্ষুদ্র ও কুটির, মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য স্থাপনা নির্মাণ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে পৌরসভায় নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে:
২. ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা ম্যাপ শহরের বিভিন্ন স্থানে প্রদর্শন।
৩. বিল বোর্ড ও বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা অনুসরণের গুরুত্ব ও আবশ্যকতা প্রচার;
৪. টাউন প্লানিং ইউনিটের/প্রকৌশল বিভাগের জনবল নিয়োগ ও দক্ষতা বৃদ্ধি;
৫. ভবনের প্লান অনুমোদনকালে ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার সাথে সাথে ভবন নির্মাণ নিয়ন্ত্রণ আইন অনুসরণ করা;
৬. পরিকল্পনা অনুযায়ী শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনা নিয়ন্ত্রণের জন্য পৌরসভার বিশেষ স্ট্যান্ডিং কমিটি গঠন;
৭. শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের প্লান অনুমোদন কালে শিল্প মন্ত্রণালয়/পরিবেশ অধিদপ্তরসহ সংশ্লিষ্ট বিভাগ/দপ্তরের ছাড়পত্রের বিষয় নিশ্চিত হওয়া;
৮. ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কারখানা স্থাপন ও নিয়ন্ত্রণে ভূমি ব্যবহার ও পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা কঠোরভাবে অনুসরণের বিষয় পৌর পরিষদে সিদ্ধান্ত গ্রহণ; এবং
৯. ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা অনুসরণে সকল অবকাঠামো নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।

কৌশল বাস্তবায়ন পরিকল্পনা

কৌশল বাস্তবায়ন পরিকল্পনা ২০২৩- ২০৩৩**											
কার্যক্রম	সংস্থা*	বছর***									
		১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা প্রদর্শন	পৌরসভা		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
পরিকল্পনা অনুসরণের গুরুত্ব প্রচার	পৌরসভা		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
প্লানিং ইউনিটের/প্রকৌশল বিভাগের দক্ষতা বৃদ্ধি	পৌরসভা	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ভবন নিয়ন্ত্রণ আইন অনুসরণ	পৌরসভা	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
(৫-ক) শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও নিয়ন্ত্রণে বিশেষ স্ট্যান্ডিং কমিটি গঠন ও কার্যপরিধি নির্ধারণ	পৌরসভা স্ট্যান্ডিং কমিটি	✓	✓								
(৫-খ) স্ট্যান্ডিং কমিটির কার্যপরিধি অনুসারে শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন নিয়ন্ত্রণ	পৌরসভা স্ট্যান্ডিং কমিটি	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
(৬) ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্লান অনুমোদন কালে সংশিণ্টষ্ট দপ্তর ও বিভাগের ছাড়পত্র নিশ্চিতকরণ	পৌরসভা স্ট্যান্ডিং কমিটি	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
(৭) পরিকল্পনাসমূহ কঠোরভাবে অনুসরণের জন্য পৌরসভার সিদ্ধান্ত গ্রহণ	পৌরসভা স্ট্যান্ডিং কমিটি	✓	✓								
(৮-ক) সকল অবকাঠামো নির্মাণ পরিকল্পনা গ্রহণে ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা অনুসরণ	পৌরসভা	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
(৮-খ) সকল প্রকার প্লান/নকশা অনুমোদন মনিটরিং	পৌরসভা স্ট্যান্ডিং কমিটি	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
(৮-গ) অনুমোদিত প্লান অনুযায়ী বাস্তবায়ন তদারকী ও রিপোর্ট	পৌরসভা স্ট্যান্ডিং কমিটি	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

* বাস্তবায়নকারী/দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা। ** ২০২৩ সাল বলতে ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর এবং ২০৩৩ সাল বলতে ২০৩৩-২০৩৪ অর্থ বছরের কার্যক্রম বুঝাবে। *** বছর বলতে অর্থ বছর বুঝাবে।

কৌশল ৩: ২০২৮ সালের মধ্যে প্রণীত মহা-পরিকল্পনার আওতায় তৈরি ড্রেনেজ ও পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা অনুসরণে ২০২৩ সাল থেকে ড্রেনেজ ব্যবস্থা উন্নয়নের কাজ বাস্তবায়ন করা হবে।

কৌশল বাস্তবায়ন কার্যক্রম

সারিয়াকান্দি পৌরসভায় ড্রেনেজ ব্যবস্থা অত্যন্ত নাজুক। পৌর এলাকার মধ্যে অধিকাংশ রাস্তা-ঘাট বাড়ি হতে নিচু হওয়ায় বাড়ি ঘরের পানি রাস্তার উপর এসে পড়ে ফলে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়। কিছু কিছু ড্রেনের সংযোগ খালের সাথে সংযোগ দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া রাস্তার পাশের খালের অনেক স্থান অবৈধভাবে দখল এবং আস্তে আস্তে পলি দ্বারা ভরাট হয়ে যাচ্ছে। সার্বিকভাবে সারিয়াকান্দি পৌরসভার ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন প্রয়োজন। এ জন্য পানি উন্নয়ন বোর্ডের সাথে সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণের প্রয়োজন। বিধায় ড্রেনেজ ব্যবস্থা উন্নয়নের কাজ আরম্ভের প্রাক্কালে নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় ঃ

১. ড্রেনেজ ও পরিবেশ ব্যবস্থাপনা প্লান অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য অগ্রাধিকার নির্ণয়;
২. পানি উন্নয়ন বোর্ডের (পাঃউঃবোঃ) সাথে সমন্বয়ে পরিকল্পনা গ্রহণ;
৩. উপ-প্রকল্প নির্বাচন;
৪. কারিগরি নকশা ও প্রাক্কলন প্রণয়ন;
৫. সম্পদ সংগ্রহ ও উন্নয়নের জন্য সময় ভিত্তিক ধাপ (Phasing);
৬. বাস্তবায়ন কার্যক্রম গ্রহণ;
৭. সরকারি খাল দখলমুক্ত করার কার্যক্রম গ্রহণ।
৮. বর্ষা মৌসুমে পাম্পের সাহায্যে পানি নিষ্কাশন করা প্রয়োজন।

কৌশল বাস্তবায়ন পরিকল্পনা

কৌশল বাস্তবায়ন পরিকল্পনা ২০২৩- ২০৩৩**											
কার্যক্রম	সংস্থা*	বছর***									
		১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণের অগ্রাধিকার নির্ণয়	পৌরসভা	✓									
পানি উন্নয়ন বোর্ডের সাথে আউটফলসহ সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণ	পৌরসভা, পাঃউঃবঃ	✓	✓	✓	✓						
উপ-প্রকল্প নির্বাচন	পৌরসভা, পাঃউঃবঃ	✓	✓	✓	✓	✓					
কারিগরি নক্শা ও প্রাক্কলন প্রণয়ন	পৌরসভা, পরামর্শক	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
বাজেট বরাদ্দ ও উন্নয়নের জন্য সময় ভিত্তিক ধাপ (Phasing)	পৌরসভা পাঃউঃবঃ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
বাস্তবায়ন কার্যক্রম গ্রহণ	পৌরসভা পাঃউঃবঃ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
সরকারি খাল দখলমুক্ত করার কার্যক্রম গ্রহণ।	পৌরসভা জেলা প্রশাসন	✓	✓	✓	✓	✓					
সকল কার্যক্রম মনিটরিং ও রিপোর্টিং	পৌরসভা		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

* বাস্তবায়নকারী/দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা। ** ২০২৩ সাল বলতে ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর এবং ২০৩৩ সাল বলতে ২০৩৩-২০৩৪ অর্থ বছরের কার্যক্রম বুঝাবে। *** বছর বলতে অর্থ বছর বুঝাবে।

কৌশল ৪: ২০৩১ সালের মধ্যে প্রণীত মহা পরিকল্পনার আওতায় তৈরি রোড নেটওয়ার্কসহ পরিবহণ ও যাতায়াত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা অনুসরণে পরিবহন ও যাতায়াত ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের জন্য কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা।

কৌশল বাস্তবায়ন কার্যক্রম

সারিয়াকান্দি পৌরসভা রাজধানী ঢাকাসহ দেশের সকল জেলা উপজেলার সাথে সড়ক পথের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল। কিন্তু পৌরসভার অভ্যন্তরীন রাস্তা, পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা খুবই খারাপ ও অপ্রতুল। বৃহদাকার পৌরসভার অভ্যন্তরীন রোড নেটওয়ার্ক তৈরি করে একদিকে দেশের সার্বিক সড়ক যোগাযোগের সাথে সংযোগ দেওয়া যেমন গুরুত্বপূর্ণ অন্যদিকে বিভিন্ন পাড়া/মহল্লার ভেতরের চলাচলের রাস্তা তৈরি করে তার সাথে পৌরসভার রোড নেটওয়ার্কের সংযোগ দেওয়া তেমনই জরুরী। পক্ষান্তরে পৌরসভার অভ্যন্তরে 'স ও জ' এবং এলজিইডির রাস্তাও রয়েছে। উন্নয়ন পরিকল্পনায় তাদের ঐ সকল রাস্তাও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এ সকল বিষয় বিবেচনায় রেখে কৌশল বাস্তবায়নে নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে ঃ

১. সার্বিক রোড নেটওয়ার্কের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পরিবহণ ও যাতায়াত ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা গ্রহণ।
২. রোড নেটওয়ার্ক পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রাক্কালে সড়ক ও জনপথ বিভাগ এবং এলজিইডির সাথে সমন্বিত কর্মসূচী গ্রহণ।
৩. কারিগরি সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা, অগ্রাধিকার নির্ণয়, কারিগরি নকশা ও প্রাক্কলন তৈরি।
৪. সম্পদ সংগ্রহ ও উন্নয়নের জন্য সময়ভিত্তিক পর্যায়ক্রমিক কার্যক্রম গ্রহণ (Phasing)।

কৌশল বাস্তবায়ন পরিকল্পনা

কৌশল বাস্তবায়ন পরিকল্পনা ২০২৩- ২০৩৩**											
কার্যক্রম	সংস্থা*	বৎসর***									
		১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১. অভ্যন্তরীণ রাস্তাসহ পরিবহণ ও যাতায়াত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন	পৌরসভা, স ও জ, এলজিইডি,	✓	✓								
২. সওজ এবং এলজিইডির সাথে পরিকল্পনার সমন্বয় সাধন	পৌরসভা, স ও জ, এলজিইডি,	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
৩. সম্ভাব্যতা সমীক্ষা, অগ্রাধিকার নির্ণয়, কারিগরি নকশাও প্রাক্কলন তৈরি	পৌরসভা, পরামর্শক	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
৪. সম্পদ সংগ্রহ ও পর্যায়ক্রমিক কার্যক্রম গ্রহণ (Phasing)	পৌরসভা	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

* বাস্তবায়নকারী/দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা। ** ২০২৩ সাল বলতে ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর এবং ২০৩৩ সাল বলতে ২০৩৩-২০৩৪ অর্থ বছরের কার্যক্রম বুঝাবে। *** বছর বলতে অর্থ বছর বুঝাবে।

৬.৪.২ লক্ষ্য ২ ঃ মান সম্পন্ন ভৌত অবকাঠামো ও নাগরিক সেবা সুবিধা

কৌশল ১: ২০৩১ সালের মধ্যে রোড নেটওয়ার্ক পরিবহন ও যাতায়াত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার আওতায় পরিকল্পিত উপায়ে বাস/ট্রাক টার্মিনাল, আবাসন ব্যবস্থা,পৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র নির্মাণ, রাস্তা, ফুটপাথ, সেতু/কালভার্ট ইত্যাদি নির্মাণ ও সড়ক-বাতি স্থাপনসহ সড়ক যোগাযোগ সুবিধা প্রদান করা।

কৌশল বাস্তবায়নের কার্যক্রম

সারিয়াকান্দি পৌরসভা আঞ্চলিক মহা-সড়কের মাধ্যমে সারা দেশের সাথে সংযুক্ত হলেও এর অভ্যন্তরীণ রাস্তা ও পরিবহণ ব্যবস্থা খুবই খারাপ। অধিকাংশ রাস্তা অপ্রশস্ত। শহরের অধিকাংশ এলাকায় সড়ক-বাতির ব্যবস্থা নেই। এছাড়া প্রতিটি পাড়া/মহল্লার অভ্যন্তরে চলার জন্য এবং পার্শ্ববর্তী রোড নেটওয়ার্কের সাথে সংযোগ স্থাপনের জন্য কোন রাস্তা নেই। পৌরসভায় সার্বক্ষনিক বিদ্যুৎ সেবা প্রদানের জন্য পৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন করা প্রয়োজন। যানবাহন রাখা এবং যাত্রী ও মালামাল উঠা-নামার জন্য বাস ও ট্রাক টার্মিনাল নেই। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে আবাসনের সংকট হচ্ছে। কৃষি জমিতে আবাসন গড়ে তোলায় দিন দিন কৃষি জমি হ্রাস পাচ্ছে। এজন্য কমিউনিটি ভিত্তিক আবাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। স্থানীয় অনেক অধিবাসী এ জন্য জমি দিতে আগ্রহী। এসব বিষয় বিবেচনায় রেখে নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে ঃ

১. রোড নেটওয়ার্ক পরিবহন ও যাতায়াত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন;
২. পরামর্শকের সহায়তায় কারিগরি সম্ভাব্যতা সমীক্ষা করে প্রধান সড়ক, মাঝারি সড়ক, গলি রাস্তা চিহ্নিতকরণ,
৩. কমিউনিটির অভ্যন্তরীণ রাস্তা/ফুটপাত ইত্যাদির গুরুত্ব অনুযায়ী অগ্রাধিকার নির্ণয়;
৪. অগ্রাধিকার অনুযায়ী ফুটপাথসহ নতুন রাস্তা নির্মাণ, পুরাতন রাস্তা প্রশস্তকরণ, প্রয়োজনীয় সেতু/ কালভার্টসহ উন্নয়নের জন্য গৃহীত সকল রাস্তায় সড়ক বাতির ব্যবস্থা করা;
৫. পরামর্শকদের সহায়তায় অগ্রাধিকার প্রাপ্ত রাস্তার কারিগরি নকশা ও প্রাক্কলন প্রণয়ন;
৬. পরিবহন ও যাতায়াত ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের লক্ষ্যে বাস ও ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণ ইত্যাদির জন্য উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ, নকশা ও প্রাক্কলন তৈরী
৭. রাস্তার জংশনে ট্রাফিক 'সাইন' ও মার্কিং স্থাপন করা এবং ফুটপাথ দখলমুক্ত রাখার ব্যবস্থা করা;

৮. যাতায়াত ও পরিবহন ব্যবস্থা উন্নয়নের সাথে জড়িত সরকারি সংস্থা এলজিইডি এবং সওজ অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয় বিধান করা;
৯. সম্পদ সংগ্রহ পরিকল্পনা ও পর্যায়ক্রমিক কার্যক্রম গ্রহণ (Phasing)।
১০. কৃষি জমি রক্ষার স্বার্থে প্রতিটি ওয়ার্ডে কমিউনিটি ভিত্তিক আবাসন গড়ে তুলতে হবে।
১১. পৌরসভায় সার্বক্ষনিক নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সেবা প্রদানের জন্য পৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে।

কৌশল বাস্তবায়ন পরিকল্পনা

কৌশল বাস্তবায়ন পরিকল্পনা ২০২৩- ২০৩৩**											
কার্যক্রম	সংস্থা*	বৎসর***									
		১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
(১) পরিবহন ও যাতায়াত পরিকল্পনা প্রণয়ন	পৌরসভা এলজিইডি	✓	✓								
(২) অগ্রাধিকার নির্ণয়	পৌরসভা পরামর্শক	✓	✓								
(৩) পৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপনসহ সড়ক- বাতির উন্নয়ন কাজের ধরন নির্ধারণ	সওজ পৌরসভা বি:উ:বো:	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
(৪) অগ্রাধিকার প্রাপ্ত রাস্তার নক্সা ও প্রাক্কলন তৈরি।	পৌরসভা পরামর্শক	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
(৫) আবাসন ব্যবস্থা,বাস/ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণ কার্যক্রম গ্রহণ	পৌরসভা সওজ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
(৬) ট্রাফিক সাইন, রাস্তা মার্কিং ও ফুটপাথ দখলমুক্ত করণ	পৌরসভা পুলিশ প্রশাসন	✓	✓								
(৭) স.ও.জ. এবং এলজিইডির সাথে সমন্বয়	পৌরসভা সওজ এলজিইডি	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
(৮) সম্পদ সংগ্রহ বাজেট বরাদ্দ ও কার্যক্রম বাস্তবায়ন।	পৌরসভা	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

* বাস্তবায়নকারী/দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা। ** ২০২৩ সাল বলতে ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর এবং ২০৩৩ সাল বলতে ২০৩৩-২০৩৪ অর্থ বছরের কার্যক্রম বুঝাবে। *** বছর বলতে অর্থ বছর বুঝাবে।

কৌশল বাস্তবায়নের কার্যক্রম

সারিয়াকান্দি পৌরসভায় ড্রেনেজ ব্যবস্থা অত্যন্ত নাজুক। পৌর এলাকার মধ্যে অধিকাংশ রাস্তা-ঘাট বাড়ি হতে নিচু হওয়ায় বাড়ী ঘরের পানি রাস্তার উপর এসে পড়ে ফলে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়। কিছু কিছু ড্রেনের সংযোগ খালের সাথে সংযোগ দেওয়া রয়েছে। অধিকাংশ ড্রেন অপেক্ষাকৃত নিচু। সারিয়াকান্দি পৌরসভ এক পাশ দিয়ে বাঙ্গালী নদী আরেক পাশ দিয়ে যমুনা নদী । বর্ষা মৌসুমে পানির উচ্চতা বেড়ে যাওয়ায় সেখানে ড্রেনের সংযোগ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। তাছাড়া রাস্তার পাশের খালের অনেক স্থান অবৈধভাবে দখল এবং আস্তে আস্তে পলি দ্বারা ভরাট হয়ে যাচ্ছে। এছাড়া শহরের মধ্যে সেকেন্ডারি/টারসিয়ারি ড্রেনেজ এর যে নেটওয়ার্ক আছে তা অপরিকল্পিত ভাবে নির্মিত। এসব বিষয় বিবেচনা করে নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা যায় ঃ

১. প্রণীত ড্রেনেজ ও পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার আওতায় পানি উন্নয়ন বোর্ডের সাথে সমন্বিতভাবে পরিকল্পনা গ্রহণ ও কার্যক্রম বাস্তবায়ন আরম্ভ করা;
২. ড্রেনেজ প্লানে চিহ্নিত অগ্রাধিকার প্রাপ্ত ড্রেনের বিস্তারিত জরিপ কাজ সম্পাদন করা;
৩. সুনির্দিষ্ট আউটফলসহ বিস্তারিত কারিগরি নকশা ও প্রাক্কলন তৈরি করা এবং নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন;
৪. জলাবদ্ধতা কমানোর জন্য পুকুর জলাশয় সংরক্ষণ করা;
৫. নতুন ড্রেন উন্নয়নের সাথে বিদ্যমান ড্রেনের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য উপ-প্রকল্প তৈরির কার্যক্রম গ্রহণ করা;
৬. নতুন ড্রেন ও বিদ্যমান কাঁচা/পাকা ড্রেন পরিষ্কার ও আবর্জনামুক্ত রাখার জন্য জনবল নিয়োগসহ কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়ন অব্যাহত রাখা;
৭. সম্পদ সংগ্রহ, বাজেট বরাদ্দ ও উন্নয়ন কার্যক্রমের সময় ভিত্তিক Phasing করা;

৮. ড্রেনের পরিচ্ছন্নতা ও পানির মান নিয়ন্ত্রণের জন্য মনিটরিং ব্যবস্থা করা;
৯. পাঁচটি গ্রোথ সেন্টার ও বাজারের বর্জ্য দ্বারা ড্রেন/খালের দূষণ রোধ কল্পে ব্যবস্থা করা; এবং
১০. সরকারী খাল দখলমুক্ত করে প্রয়োজনীয় সংস্কার, সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ করা।

কৌশল বাস্তবায়ন পরিকল্পনা

কৌশল বাস্তবায়ন পরিকল্পনা ২০২৩- ২০৩৩**											
কার্যক্রম	সংস্থা*	বৎসর***									
		১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১. ড্রেনেজ পরিকল্পনা অনুসরণে সমন্বিত বাস্তবায়ন পরিকল্পনা গ্রহণ।	পৌরসভা, পা:উ:বো:	✓	✓								
২. অগ্রাধিকার প্রাপ্ত ড্রেনের বিস্তারিত জরিপ করা।	পৌরসভা, পা:উ:বো: পরামর্শক	✓	✓	✓							
৩. জরিপ অনুযায়ী নকশা ও প্রাক্কলনসহ উপ-প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা	পৌরসভা, পা:উ:বো: পরামর্শক	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
৪. পুকুর জলাশয় সংরক্ষণ	পৌরসভা	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
৫. ড্রেন নির্মাণ ও মেরামতের জন্য উপ-প্রকল্প তৈরি	পৌরসভা, পরামর্শক	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
৬. ড্রেন আবর্জনা মুক্ত রাখার কার্যক্রম গ্রহণ	পৌরসভা	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
৭. বাজেট বরাদ্দ ও Phasing	পৌরসভা	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
৮. ড্রেনের পানির মান মনিটরিং	পৌরসভা, ডিওই, ডিপিএইচ ই	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
৯. গ্রোথ সেন্টার ও বাজারের বর্জ্যের দূষণ রোধ	পৌরসভা, ডিওই, শিল্প প্রতিষ্ঠান	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
১০. খাল দখলমুক্ত করে সংস্কার/খনন ১১. সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ	পৌরসভা, প্রশাসন, পুলিশ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

* বাস্তবায়নকারী/দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা। ** ২০২৩ সাল বলতে ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর এবং ২০৩৩ সাল বলতে ২০৩৩-২০৩৪ অর্থ বছরের কার্যক্রম বুঝাবে। *** বছর বলতে অর্থ বছর বুঝাবে।

কৌশল ৩: ২০২৮ সালের মধ্যে সমগ্র শহরে প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে হস্তচালিত গভীর নলকূপ স্থাপনসহ ঘন বসতিপূর্ণ এলাকায় বৃহৎ আকারে নল বাহিত পানি সরবরাহ ব্যবস্থা স্থাপন এবং পর্যায়ক্রমে সম্প্রসারণ করা।

কৌশল বাস্তবায়নের কার্যক্রম

সারিয়াকান্দি পৌরসভায় নলবাহিত পানি সরবরাহ ব্যবস্থা নেই। কিন্তু জনগণ পৌরসভার নলবাহিত পানি ব্যবহারের সুবিধা চায়। তাদের নিজস্ব হস্তচালিত নলকূপ থেকে পানি সংগ্রহ করে থাকে। শুষ্ক মৌসুমে পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়ায় অনেক নলকূপে পানি পাওয়া যায় না। অন্যদিকে সারিয়াকান্দি পৌরসভার জনসংখ্যার ঘনত্ব ও অন্যান্য বিষয় বিবেচনা করলে গভীর নলকুপ স্থাপনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ করা হয়। এসব বিষয় বিবেচনা করে নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে:

১. পৌরসভায় গভীর নলকুপ স্থাপনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা করে কারিগরি নকশা ও প্রাক্কলনসহ উপ- প্রকল্প প্রণয়ন এবং পৌরসভা কর্তৃক বাস্তবায়ন;
২. পানি সরবরাহ ব্যবস্থাপনাসহ কম্পিউটারাইজড পদ্ধতিতে পানির বিল প্রস্তুত ও বিল সংগ্রহ পদ্ধতি প্রণয়ন করা;
৩. পানি সরবরাহ বিভাগে প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ করে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা;
৪. যে সমস্ত এলাকায় পাইপ লাইন স্থাপন করা সম্ভব নয় অথবা ব্যয়বহুল সে সমস্ত এলাকায় হস্তচালিত গভীর নলকূপ স্থাপন করা; এবং
৫. মনিটরিং এর মাধ্যমে উক্ত কার্যক্রম সম্প্রসারণের সম্ভাব্যতা নির্ণয় ও প্রয়োজনে তা সম্প্রসারণের কার্যক্রম গ্রহণ করা।

কৌশল বাস্তবায়ন পরিকল্পনা

কৌশল বাস্তবায়ন পরিকল্পনা ২০২৩- ২০৩৩**											
কৌশল বাস্তবায়ন কার্যক্রম	সংস্থা*	বৎসর***									
		১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
(১-ক) পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহের সম্ভাব্য এলাকা নির্বাচন	পৌরসভা, পরামর্শক, ডিপিএইচই	✓	✓								
(১-খ) উক্ত ব্যবস্থার Viability যাচাই	পৌরসভা, পরামর্শক ডিপিএইচই,	✓	✓								
(২) কারিগরি নকশা ও প্রাক্কলন/উপ-প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন	পৌরসভা, পরামর্শক ডিপিএইচই,	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
(৩) বিল প্রস্তুত ও বিল সংগ্রহসহ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি	পৌরসভা, পরামর্শক, ডিপিএইচই	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
(৪-ক) পানি সরবরাহ বিভাগে প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ	পৌরসভা, পরামর্শক, ডিপিএইচই	✓	✓								
(৪-খ) জনবলের দক্ষতা বৃদ্ধি	পৌরসভা, পরামর্শক, ডিপিএইচই	✓	✓	✓	✓						
(৫) মনিটরিং ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম গ্রহণ	পৌরসভা, পরামর্শক, ডিপিএইচই	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

* বাস্তবায়নকারী/দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা। ** ২০২৩ সাল বলতে ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর এবং ২০৩৩ সাল বলতে ২০৩৩-২০৩৪ অর্থ বছরের কার্যক্রম বুঝাবে। *** বছর বলতে অর্থ বছর বুঝাবে।

কৌশল ৪: ২০২৫ সালের মধ্যে মহিলাদের জন্য সুব্যবস্থা রেখে পাবলিক টয়লেট নির্মাণ ও ব্যবস্থাপনাসহ ১০০% স্যানিটেশন নিশ্চিত করা।

কৌশল বাস্তবায়নের কার্যক্রম

১. সারিয়াকান্দি পৌরসভার নিয়ন্ত্রণাধীন ২ টি পাবলিক টয়লেট আছে এবং এগুলো সংস্কার করা জরুরী প্রয়োজন। পারিবারিক স্যানিটেশনের অবস্থাও মোটামুটি সন্তোষজনক। ৩৫% পরিবার সার্বিক স্যানিটেশন ব্যবস্থায় অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে। এ সব বিষয় বিবেচনা করে নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছেঃ

২. স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও পরিচ্ছন্নতা বিভাগে স্বাস্থ্য কর্মকর্তাসহ প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ করা;

৩. পুরুষ ও মহিলাদের সুব্যবস্থা রেখে সকল পাবলিক টয়লেটের নকশা ও প্রাক্কলন তৈরি ও নির্মাণ করা;

৪. পাবলিক টয়লেটের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা;

৫. ১০০% পারিবারিক স্যানিটেশন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্যানিটেশন জরিপ পরিচালনা করে অস্বাস্থ্যকর সকল ল্যাট্রিন ও হতদরিদ্র পরিবার চিহ্নিত করা;

৬. স্যানিটেশন সংক্রান্ত স্বাস্থ্য শিক্ষা, গণসচেতনতা বৃদ্ধি ও উদ্বুদ্ধ করণ কর্মসূচী গ্রহণের মাধ্যমে প্রতি পরিবারে জন্য স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন নির্মাণে নাগরিকদের উৎসাহিত করা;

৭. পর্যায়ক্রমে অস্বাস্থ্যকর ল্যাট্রিন স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন দ্বারা প্রতিস্থাপনের/উচ্ছেদের কার্যক্রম গ্রহণ করা;

৮. হতদরিদ্রদের জন্য স্বল্পমূল্যে/বিনামূল্যে পারিবারিক স্যানিটেশন ব্যবস্থা প্রদান করা;

৯. সেপটিক ট্যাংকের পঙ্কিল উত্তোলন ও পরিবহণের জন্য ভ্যাকুয়াম ট্যাংকারের ব্যবস্থা করে তার মাধ্যমে পঙ্কিল অপসারণ করা। স্যানিটেশন সংক্রান্ত মনিটরিং অব্যাহত রাখা এবং

১০. বর্ণিত কাজ বাস্তবায়নের জন্য বাজেট বরাদ্দ রাখা।

কৌশল বাস্তবায়ন পরিকল্পনা

কৌশল বাস্তবায়ন পরিকল্পনা ২০২৩- ২০৩৩**											
কার্যক্রম	সংস্থা*	বৎসর***									
		১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
(১) সংশ্লিষ্ট বিভাগে জনবল নিয়োগ	পৌরসভা এলজিআরডি	✓	✓								
(২) পাবলিক টয়লেটের জন্য উপযুক্ত স্থান নির্বাচন	পৌরসভা পরামর্শক	✓	✓								
(৩) নক্শা ও প্রাক্কলন তৈরি ও নির্মাণ	পৌরসভা পরামর্শক	✓	✓								
(৪) পাবলিক টয়লেট ব্যবস্থাপনা ও পরিকল্পনা কর্মসূচী গ্রহণ	পৌরসভা, প্রাইভেট প্রতিষ্ঠান	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
(৫) পারিবারিক টয়লেট জরিপ করে অস্বাস্থ্যকর টয়লেট চিহ্নিত করা।	পৌরসভা	✓	✓								
(৬) স্যানিটেশন সম্পর্কে গনসচেতনতা বৃদ্ধি/প্রতি পরিবারের জন্য আলাদা ল্যাট্রিন	পৌরসভা	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
(৭) অস্বাস্থ্যকর ল্যাট্রিন উচ্ছেদ/প্রতিস্থাপন	পৌরসভা পরিবার প্রধান	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
(৮) হতদরিদ্রদের জন্য স্বল্প/বিনামূল্যে ল্যাট্রিন প্রদান	পৌরসভা	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
(৯) স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে পঙ্কিল অপসারণের স্থান তৈরি।	পৌরসভা	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
(১০)ভ্যাকুয়াম ট্যাংকার দ্বারা পঙ্কিল অপসারণ	পৌরসভা এনজিও	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
(১১)প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ	পৌরসভা ও পিএমও	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
(১২)স্যানিটেশন মনিটরিং	পৌরসভা	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

* বাস্তবায়নকারী/দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা। ** ২০২৩ সাল বলতে ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর এবং ২০৩৩ সাল বলতে ২০৩৩-২০৩৪ অর্থ বছরের কার্যক্রম বুঝাবে। *** বছর বলতে অর্থ বছর বুঝাবে।

কৌশল ৫: ২০২৮ সালের মধ্যে বর্জ্য অপসারণের জন্য ট্রান্সফার স্টেশন ও ডাম্পিং গ্রাউন্ড নির্মাণসহ ২০২৭ সালের মধ্যে পর্যায়ক্রমে সমগ্র পৌরসভাকে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার আওতায় নিয়ে আসা।

কৌশল বাস্তবায়নের কার্যক্রম

সারিয়াকান্দি পৌরসভায় বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ব্যাপ্তি খুবই সীমিত। বর্জ্য অপসারণের জন্য কোন ডাম্পিং গ্রাউন্ড নেই বিধায় পৌরসভার রাস্তার পাশে বা নিচু জায়গায় যেখানে সেখানে এবং সরকারি খাস জায়গায় ময়লা ফেলা হয়। এ শাখায় জনবল সীমিত। হাসপাতাল বর্জ্য বা শিল্প বর্জ্য পরিশোধন ও অপসারণের কোন ব্যবস্থা নেই। সুষ্ঠু বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারেঃ

১. বর্জ্য অপসারণের লক্ষ্যে ২৫/৩০ বছরের চাহিদা নিরূপণ করে ট্রান্সফার স্টেশন ও ডাম্পিং গ্রাউন্ডের জন্য জমি অধিগ্রহণের ব্যবস্থা গ্রহণ;
২. বর্জ্য সম্প্রসারণের জন্য ট্রান্সফার স্টেশন ও স্যানিটারি ল্যান্ডফিল গ্রাউন্ডের নকশা ও প্রাক্কলন তৈরিসহ উপ-প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
৩. পৌরসভার সংশ্লিষ্ট শাখায় জনবল নিয়োগ;
৪. বাড়ি বাড়ি থেকে প্রতিদিন বর্জ্য সংগ্রহের পদ্ধতি প্রবর্তন করা;
৫. রিসাইক্লিং ও কমপোস্টিং কার্যক্রম গ্রহণ করা;
৬. বর্জ্য অপসারণের জন্য প্রয়োজনীয় যানবাহন ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা;
৭. প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ রাখা ও সকল কার্যক্রম অব্যাহত রাখা;

৮. রাস্তা ঝাড়ু এবং হাট বাজার এলাকার বর্জ্য সংগ্রহ ও অপসারণের জন্য আলাদা কর্মসূচী গ্রহণ করা;
৯. হাসপাতাল বর্জ্য অপসারণের জন্য আলাদা কর্মসূচী গ্রহণ করা;
১০. সারিয়াকান্দি পৌর এলাকার পাঁচটি গ্রোথ সেন্টারের বর্জ্য অপসারণের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও সরকারি দপ্তর/বিভাগের সাথে সমন্বয় করা; এবং
১১. সার্বক্ষণিক মনিটরিং ব্যবস্থা প্রবর্তন করা।

কৌশল বাস্তবায়ন পরিকল্পনা

কৌশল বাস্তবায়ন পরিকল্পনা ২০২৩- ২০৩৩**											
কার্যক্রম	সংস্থা*	বৎসর***									
		১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
(১) বর্জ্য অপসারণের জন্য জমি অধিগ্রহণ কর্মসূচী	পৌরসভা, জেলা প্রশাসন, ভূমি প্রশাসন	✓	✓								
(২) ট্রান্সফার স্টেশন ও স্যানিটারী ল্যান্ডফিল নির্মাণের নকশা ও প্রাক্কলন তৈরিও নির্মাণ।	পৌরসভা, পরামর্শক	✓	✓	✓							
(৩) সংশ্লিষ্ট শাখায় জনবল নিয়োগ	পৌরসভা, এলজি আর ডি	✓	✓	✓							
(৪) বাড়ি-বাড়ি থেকে বর্জ্য সংগ্রহ	পৌরসভা, সিবিও	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
(৫) রিসাইক্লিং/কমপোস্টিং	পৌরসভা, এনজিও	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
(৬) যানবাহন ও যন্ত্রপাতি ক্রয়	পৌরসভা, প্রকল্প	✓	✓	✓							
(৭) হাট-বাজার ও রাস্তার আবর্জনা অপসারণ	পৌরসভা	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
(৮) হাসপাতাল বর্জ্য অপসারণ কার্যক্রম	পৌরসভা, ডিওই, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
৯) বাজার বর্জ্য অপসারণ/ট্রিটমেন্ট ব্যবস্থাপনা	পৌরসভা, ডিওই, ও পাওবো	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
১০) নিয়মিত বাজেট বরাদ্দ	পৌরসভা, সংশ্লিষ্ট সংস্থা	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
১১) সার্বক্ষণিক মনিটরিং	পৌরসভা,ডিওই	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

* বাস্তবায়নকারী/দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা। ** ২০২৩ সাল বলতে ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর এবং ২০৩৩ সাল বলতে ২০৩৩-২০৩৪ অর্থ বছরের কার্যক্রম বুঝাবে। *** বছর বলতে অর্থ বছর বুঝাবে।

সারিয়াকান্দি পৌরসভা উপরোক্ত ছকে বর্ণিত কৌশল বাস্তবায়ন কর্মসূচীর আলোকে উপ-প্রকল্প প্রণয়নসহ সময় ভিত্তিক সকল কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করবে।

কৌশল ৬: ২০২৬ সালের মধ্যে পৌর এলাকায় বিনোদন সুবিধার জন্য অবকাঠামো নির্মাণ ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম গ্রহণ করা।

কৌশল বাস্তবায়নের কার্যক্রম

সারিয়াকান্দি পৌরসভায় বর্তমানে কোনো বিনোদন সুবিধা নাই। FGD & Ward visioning থেকে যে সকল পরামর্শ এসেছে, তার মধ্যে শিক্ষামূলক শিশুপার্ক ও ওয়াকওয়ে নির্মাণ, খেলার মাঠ তৈরি, এলাকা ভিত্তিক পাঠাগার, কমিউনিটি ক্লিনিক ও অডিটোরিয়াম নির্মাণ অন্যতম। তন্মধ্যে পৌরসভার উদ্যোগে যে সকল কার্যক্রম গ্রহণ করা যায়, তা নিম্নে বর্ণিত হলঃ

১. প্রতিটি ওয়ার্ডে ওয়াকওয়েসহ একটি করে পার্ক নির্মাণ;
২. প্রতিটি ওয়ার্ডে একটি করে পাঠাগার প্রতিষ্ঠা;

৩. কমিউনিটি ক্লিনিক সেন্টারের জমি অধিগ্রহণ ও নির্মাণ;
৪. খেলারমাঠ/স্টেডিয়াম নির্মাণের জন্য ক্রীড়া সংস্থার সাথে যোগাযোগ করা;
৫. বাজেট বরাদ্দ ও নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন; এবং
৬. পার্ক, পাঠাগার, অডিটোরিয়াম ইত্যাদি পরিচালন ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা ও তা অব্যাহত রাখা।
৭. সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী প্রাপ্ত পানি উন্নয়ন বোর্ড এর অব্যবহৃত জায়গায় শিক্ষামূলক শিশুপার্ক নির্মাণ।

কৌশল বাস্তবায়ন পরিকল্পনা

কৌশল বাস্তবায়ন পরিকল্পনা ২০২৩- ২০৩৩**											
কৌশল বাস্তবায়ন কার্যক্রম	সংস্থা*	বৎসর***									
		১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
(১) বাঙ্গালী ও যমুনা নদীর পাড়ে ওয়াকওয়ে নির্মাণ	পৌরসভা, প্রশাসন ও পাওবো	✓	✓	✓							
(২- ক) জমি অধিগ্রহণ।	পৌরসভা, ভুমি প্রশাসন	✓	✓								
(২-খ) পার্কের নকশা ও প্রাক্কলন তৈরিও পার্ক নির্মাণ	পৌরসভা, পরামর্শক		✓	✓	✓						
(৩) প্রতি ওয়ার্ডে পাঠাগার প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম গ্রহণ।	পৌরসভা, শিক্ষা দপ্তর	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
(৪-ক) পৌর অডিটোরিয়ামের সংস্কার ও পুনঃনির্মাণ	পৌরসভা, পরামর্শক, ভুমি প্রশাসন	✓	✓	✓	✓	✓					
(৪- খ) পৌর অডিটোরিয়ামের নকশা, প্রাক্কলন তৈরি ও নির্মাণ	পৌরসভা, পরামর্শক	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
(৫) খেলারমাঠ/স্টেডিয়াম নির্মাণের জন্য সংশ্লিষ্টদের সাথে যোগাযোগ	পৌরসভা	✓	✓	✓							
(৬) বাজেট বরাদ্দ ও নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন	পৌরসভা, পিএমও, সংশ্লিষ্ট দপ্তর		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
(৭) পার্ক/পাঠাগার/অডিটোরিয়াম ইত্যাদি পরিচালন ব্যবস্থা	পৌরসভা, সংশ্লিষ্ট দপ্তর				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

* বাস্তবায়নকারী/দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা। ** ২০২৩ সাল বলতে ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর এবং ২০৩৩ সাল বলতে ২০৩৩-২০৩৪ অর্থ বছরের কার্যক্রম বুঝাবে। *** বছর বলতে অর্থ বছর বুঝাবে।

কৌশল ৭: ২০২৮ সালের মধ্যে শিল্প পার্ক , গ্রোথ সেন্টার নির্মাণ ও সকল কাঁচা বাজারের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ করা।

কৌশল বাস্তবায়নের কার্যক্রম

পৌর আবাসিক এলাকায় অপরিকল্পিত ভাবে দোকান, মার্কেট গড়ে উঠার কারনে শব্দ, বায়ু ও পানি দূষনে পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে। সারিয়াকান্দি পৌরসভায় একটি গ্রোথ সেন্টার আছে, তবে জায়গা খুবই অপ্রতুল। পৌর মালিকানায় ১টি পাকা মার্কেট আছে তবে উহা অত্যন্ত জরাজীর্ণ। ব্যক্তি মালিকানায় ৪টি পাকা/সুপার মার্কেট রয়েছে। এ ছাড়া পৌর এলাকায় ছোট/বড় ১ টি হাট/বাজার রয়েছে।

১. পরামর্শকদের সহায়তায় পৌর এলাকার মধ্যে সমীক্ষার মাধ্যমে প্রয়োজন অনুযায়ী শিল্প পার্ক, গ্রোথ সেন্টার ও কসাইখানার সংখ্যা নির্ণয় করে , তা নির্মাণের কার্যক্রম গ্রহণ করা;
২. পৌরসভার নিয়ন্ত্রণাধীন গ্রোথ সেন্টার চিহ্নিত করে প্রতিটি গ্রোথ সেন্টারের অবকাঠামো জরিপ করা এবং লে-আউট প্লান তৈরি করা;

৩. সকল গ্রোথ সেন্টারের ভৌত অবকাঠামো যথা- মাছ, মাংস/শাকসব্জি সেড, পুরুষ ও মহিলা পাবলিক টয়লেট নির্মাণ, পানি সরবরাহ, রাস্তা, ড্রেন, ডাস্টবিন ইত্যাদি নির্মাণ, উন্নয়ন, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য নকশা ও প্রাক্কলন তৈরি করা;
৪. বাজেট বরাদ্দ করে ঐ সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা;
৫. সকল গ্রোথ সেন্টার ও কসাইখানা পরিচালনার জন্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম প্রতিষ্ঠা করা এবং প্রয়োজনে বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় ছেড়ে দেওয়া;
৬. অপরিকল্পিত ভাবে আবাসিক এলাকায় গড়ে উঠা কল-কারখানা গুলিকে শিল্প পার্ক স্থাপন করে সেখানে স্থানান্তরিত করা।
৭. মনিটরিং ব্যবস্থা স্থাপন করা।

কৌশল বাস্তবায়ন পরিকল্পনা

কৌশল বাস্তবায়ন পরিকল্পনা ২০২৩- ২০৩৩**											
কৌশল বাস্তবায়ন কার্যক্রম	সংস্থা*	বৎসর***									
		১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
(১-ক) গ্রোথ সেন্টারের সংখ্যা নির্ধারণ	পৌরসভা, পরামর্শক	✓	✓								
(১-খ) শিল্প পার্ক ও গ্রোথ সেন্টারের নকশা ও প্রাক্কলন তৈরি ও তা নির্মাণ করা	পৌরসভা, পরামর্শক	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
(২) পৌরসভার মালিকানাধীন গ্রোথ সেন্টার চিহ্নিতকরণ	পৌরসভা	✓	✓								
(৩-ক) গ্রোথ সেন্টারের জরিপ করে অবকাঠামো চহিদা নিরুপণ	পৌরসভা, পরামর্শক	✓	✓								
(৩-খ) চাহিদানুযায়ী নকশা ও প্রাক্কলন তৈরী	পৌরসভা, পরামর্শক		✓	✓							
(৪) বাজেট বরাদ্দ, উপ-প্রকল্প তৈরি ও বাস্তবায়ন	প্রকল্প, পৌরসভা, পরামর্শক	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
(৫) বেসরকারিকরণসহ গ্রোথ সেন্টার পরিচালন ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম গ্রহণ	পৌরসভা, এনজিও, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
(৬) মনিটরিং ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠ।	পৌরসভা		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

* বাস্তবায়নকারী/দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা। ** ২০২৩ সাল বলতে ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর এবং ২০৩৩ সাল বলতে ২০৩৩-২০৩৪ অর্থ বছরের কার্যক্রম বুঝাবে। *** বছর বলতে অর্থ বছর বুঝাবে।

কৌশল ৮: ২০২৮সালের মধ্যে কবরস্থান/শ্মশান ঘাট নির্মাণ, সম্প্রসারণ ও ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা করা।

কৌশল বাস্তবায়নের কার্যক্রম

১. প্রয়োজনের ভিত্তিতে শ্মশানের অবস্থান ও সংখ্যা নির্ণয়;
২. প্রয়োজনের ভিত্তিতে কবরস্থানের এর অবস্থান ও সংখ্যা নির্ণয় এবং বিদ্যমান করবস্থানের সংস্কার করা।
৩. জমি অধিগ্রহণের কার্যক্রম গ্রহণ;
৪. কবরস্থান ও শ্মশান ঘাটের অবকাঠামোর নকশা ও প্রাক্কলন তৈরি;
৫. বাজেট বরাদ্দ ও নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন;
৬. কবরস্থান ও শ্মশান ঘাটের পরিচালন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা; এবং
৭. মনিটরিং কার্যক্রম গ্রহণ।

কৌশল বাস্তবায়ন পরিকল্পনা

কৌশল বাস্তবায়ন পরিকল্পনা ২০২৩- ২০৩৩**											
কৌশল বাস্তবায়ন কার্যক্রম	সংস্থা*	বৎসর***									
		১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
(১) জরিপের মাধ্যমে অবস্থান ও সংখ্যা নির্ণয়	পৌরসভা, পরামর্শক	✓									
(২) জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম	পৌরসভা, ভূমি প্রশাসন	✓	✓								
(৩) অবকাঠামোর নকশা ও প্রাক্কলন তৈরি	পৌরসভা, পরামর্শক	✓	✓								
(৪) বাজেট বরাদ্দ ও নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন	পৌরসভা, পিএমও	✓	✓	✓							
(৫) পরিচালন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা	পৌরসভা			✓							
(৬) মনিটরিং কার্যক্রম গ্রহণ	পৌরসভা		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

* বাস্তবায়নকারী/দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা। ** ২০২৩ সাল বলতে ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর এবং ২০৩৩ সাল বলতে ২০৩৩-২০৩৪ অর্থ বছরের কার্যক্রম বুঝাবে। *** বছর বলতে অর্থ বছর বুঝাবে।

৬.৪.৩ লক্ষ্য-৩ ঃ আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন।

বাস্তবায়ন কৌশল-১: ২০২৮ সালের মধ্যে প্রয়োজন অনুযায়ী প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবার পরিধি বৃদ্ধি করার কার্যক্রম গ্রহণ করা।

কৌশল বাস্তবায়ন কার্যক্রম

পৌরসভা ভিশন অনুশীলনে অংশগ্রহণকারী স্টেক হোল্ডারগণ শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়কে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রথম অগ্রাধিকার হিসাবে চিহ্নিত করেছে। সংগত কারণেই এ দুটি ক্ষেত্রে পৌরসভাকে যথাযথ গুরুত্ব দিতে হবে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম নিম্নে বর্ণিত হলঃ

শিক্ষা

১. শিক্ষার সুযোগ ও প্রসারে কাজ করার জন্য তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক স্থায়ী কমিটিকে দায়িত্ব প্রদান করা;
২. যে সকল এলাকায় বিদ্যালয় নেই, সে সকল এলাকায় সরকারি/বেসরকারি উদ্যোগে বিদ্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থা সম্প্রসারণের জন্য উদ্যোগী ভূমিকা পালন করা;
৩. পৌরসভা কর্তৃক স্যাটেলাইট স্কুল স্থাপন করে দরিদ্র পরিবারের শিশুদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা এবং বিনামূল্যে বই বিতরণ নিশ্চিত করা;
৪. বৃত্তিমূলক শিক্ষার জন্য বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় এনজিও সংগঠিত করে কারিগরি বিদ্যালয় স্থাপন ও পরিচালন করা এবং
৫. প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দের ব্যবস্থা করা এবং অগ্রগতি মনিটরিং করে ফলাফলের ভিত্তিতে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা।

স্বাস্থ্য

১. পৌরসভার স্বাস্থ্য কর্মকর্তাসহ স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা বিভাগে প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ করা;
২. বাজার পরিদর্শন করে খাদ্য দ্রব্যের মান নিয়ন্ত্রণ, নিরাপদ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন, সুষ্ঠু বর্জ্য ব্যবস্থাপনা স্থাপন, প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা ও স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির কর্মসূচী গ্রহণ এবং ই.পি.আইসহ বিভিন্ন প্রকার রোগ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ;
৩. সরকারি/বেসরকারি উদ্যোগে প্রয়োজনীয় সংখ্যক মাতৃমঙ্গল/প্রসূতি কেন্দ্র ইত্যাদি স্থাপনে পৌরসভা কর্তৃক উদ্যোগী ভূমিকা পালন করা;
৪. প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্বাস্থ্য কর্মী নিয়োগ করে ওয়ার্ড ভিত্তিক সেবা প্রদানের ব্যবস্থা করা এবং স্বাস্থ্য সম্পর্কে গণ সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রচার প্রচারণা/র‍্যালী ইত্যাদির ব্যবস্থা করা;

৫. প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দের ব্যবস্থা করা এবং
৬. কার্যক্রমের অগ্রগতি মনিটরিং ও পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা

কৌশল বাস্তবায়ন পরিকল্পনা (শিক্ষা)

কৌশল বাস্তবায়ন পরিকল্পনা ২০২৩- ২০৩৩**											
কার্যক্রম	সংস্থা*	বছর***									
		১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১. স্থায়ী কমিটি গঠন ও দায়িত্ব প্রদান	পৌরসভা	✓	✓								
২. সরকারি/বেসরকারি বিদ্যালয় স্থাপনে উদ্যোগ গ্রহণ	পৌরসভা, শিক্ষা বিভাগ, সংস্থা	✓	✓	✓	✓	✓					
৩. স্যাটেলাইট বিদ্যালয় স্থাপন	পৌরসভা	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
৪. বৃত্তিমূলক শিক্ষার জন্য এনজিও সংগঠিত করা	পৌরসভা, এনজিও	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
৫. অগ্রগতি মনিটরিং	পৌরসভা	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

* বাস্তবায়নকারী/দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা। ** ২০২৩ সাল বলতে ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর এবং ২০৩৩ সাল বলতে ২০৩৩-২০৩৪ অর্থ বছরের কার্যক্রম বুঝাবে। *** বছর বলতে অর্থ বছর বুঝাবে।

কৌশল বাস্তবায়ন পরিকল্পনা (স্বাস্থ্য)

কৌশল বাস্তবায়ন পরিকল্পনা ২০১১- ২০৩১**											
কার্যক্রম	সংস্থা*	বছর****									
		১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১. প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ	পৌরসভা, এলজিআরডি	✓									
২. খাদ্য দ্রব্যের মান নিয়ন্ত্রণ	পৌরসভা	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
৩. নিরাপদ পানি সরবরাহ	পৌরসভা	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
৪. ওয়ার্ড ভিত্তিক ই.পি.আই কর্মসূচী গ্রহণ	পৌরসভা, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
৫. মাতৃমঙ্গল/ প্রসূতি কেন্দ্র স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ	পৌরসভা, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	✓	✓	✓	✓	✓					
৬. স্বাস্থ্য সম্পর্কিত গণ সচেতনতা, র‍্যালি ইত্যাদি কর্মসূচী গ্রহণ	পৌরসভা, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
৭. বাজেট বরাদ্দ ও কার্যক্রম বাস্তবায়ন	পৌরসভা	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
৮. মনিটরিং ও পরবর্তী সিদ্ধান্ত গ্রহন	পৌরসভা	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

* বাস্তবায়নকারী/দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা। ** ২০২৩ সাল বলতে ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর এবং ২০৩৩ সাল বলতে ২০৩৩-২০৩৪ অর্থ বছরের কার্যক্রম বুঝাবে। *** বছর বলতে অর্থ বছর বুঝাবে।

বাস্তবায়ন কৌশল-২: ২০২৮ সালের মধ্যে দারিদ্র্য হ্রাস করণ কর্ম-পরিকল্পনা (PRAP) প্রণয়ন করে তার আওতায় ২০৩১ সালের মধ্যে দারিদ্র্য হ্রাসের সকল কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা।

কৌশল বাস্তবায়ন কার্যাবলী

সারিয়াকান্দি পৌরসভায় (বস্তির সংজ্ঞা অনুযায়ী) ১৯ টি বস্তি রয়েছে এবং ৩ টি ক্লাস্টারে অনেক দরিদ্র পরিবার বসবাস করে। এ জন্য দারিদ্র্য নিরূপণ ও কৌশল প্রণয়ন নির্দেশিকা অনুসরণে আলাদা কর্মসূচীর আওতায় দরিদ্র্য জনগোষ্ঠীর তথ্য সংগ্রহ করার মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কর্ম-পরিকল্পনা (PRAP) প্রণয়ন করা হয়েছে। যার ভিত্তিতে সারিয়াকান্দি পৌরসভায় দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কর্মসূচী বাস্তবায়িত হবে। PRAP এর আওতায় গ্রহণযোগ্য ভৌত অবকাঠামো কার্যক্রম ও আর্থ-সামাজিক কর্মসূচীর বিবরণ নিম্নে বর্ণিত হলোঃ

১. ২০২৮ সালের মধ্যে দারিদ্র্য হ্রাসকরণের লক্ষ্যে সারিয়াকান্দি পৌরসভার জন্য দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কর্ম পরিকল্পনা (PRAP) প্রণয়ন;
২. PRAP এর আওতায় চিহ্নিত ভৌত অবকাঠামো (রাস্তা/ফুটপাথ, স্যানিটেশন, ড্রেন, পানি সরবরাহ, বিদ্যুৎ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি) কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;
৩. PRAP এ বর্ণিত দারিদ্র্য হ্রাসকরণের আর্থ সামাজিক কার্যক্রম, যথা-স্বাস্থ্য, শিক্ষা, আবাসন, নিরাপত্তা,কর্মসংস্থান, সামাজিক অন্তর্ভুক্তিকরণ ইত্যাদি বিষয়ে কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;
৪. ভৌত অবকামোর জন্য নকশা ও প্রাক্কলন তৈরি এবং আর্থ সামাজিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
৫. প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দের ব্যবস্থা করা এবং
৬. অগ্রগতি মনিটরিং ও পরবর্তী সিদ্ধান্ত গ্রহণ;

কৌশল বাস্তবায়ন পরিকল্পনা

কৌশল বাস্তবায়ন পরিকল্পনা ২০২৩- ২০৩৩**											
কার্যক্রম	সংস্থা*	বৎসর***									
		১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১. (১) PRAP প্রণয়ন	পৌরসভা, সুবিধাভোগী	✓									
২. (২-ক) PRAP অনুযায়ী ভৌত অবকাঠামো চিহ্নিত করণ	পৌরসভা, সুবিধাভোগী	✓	✓								
৩. (২-খ) অবকাঠামোর নকশা ও প্রাক্কলন তৈরি	পৌরসভা, সুবিধাভোগী	✓	✓								
৪. (২-গ) বাজেট বরাদ্দ ও ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ বাস্তবায়ন	পৌরসভা, সুবিধাভোগী	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
৫. (৩-ক) PRAP এর আওতায় আর্থ-সামাজিক কার্যক্রম চিহ্নিত করণ	পৌরসভা, সুবিধাভোগী	✓	✓								
৬. (৩-খ) চিহ্নিত কার্যক্রম বাস্তবায়নের কর্মসূচী প্রণয়ন	পৌরসভা, সুবিধাভোগী	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
৭. (৩-গ) বাজেট বরাদ্দ ও বাস্তবায়ন	পৌরসভা	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
৮. (৪) মনিটরিং ও পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ	পৌরসভা	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

* * বাস্তবায়নকারী/দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা। ** ২০২৩ সাল বলতে ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর এবং ২০৩৩ সাল বলতে ২০৩৩-২০৩৪ অর্থ বছরের কার্যক্রম বুঝাবে। *** বছর বলতে অর্থ বছর বুঝাবে।

বাস্তবায়ন কৌশল-৩: ২০২৮ সালের মধ্যে জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে ব্যবসা, কৃষি ও শিল্পায়নের সাথে সংগতিপূর্ণ প্রশিক্ষিত জনশক্তি তৈরির কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

কৌশল বাস্তবায়ন কার্যাবলী

সারিয়াকান্দি পৌরসভার মধ্যে (বস্তির সংজ্ঞা মোতাবেক) ১৯ টি বস্তি ও ৩ টি ক্লাস্টার থাকলেও দরিদ্র পরিবারের সংখ্যা অনেক। এ অবস্থা থেকে উত্তোরণের জন্য অন্যান্য দারিদ্র্য হ্রাস করণ কার্যক্রম, যথা-ভৌত অবকাঠামো ও আর্থ-সামাজিক কর্মসূচী বাস্তবায়ন ছাড়াও কর্ম সংস্থানের উপযুক্ত সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এ জন্য প্রশিক্ষিত জনশক্তি তৈরির কার্যক্রম গ্রহণ করা আবশ্যক। সারিয়াকান্দি পৌরসভার পেশা ভিত্তিক পরিবার চিত্র অনুযায়ী পৌর এলাকার ১৫% পরিবার চাকুরি; ১৯% পরিবার কৃষি এবং প্রাবাসী ১%, শিল্পশ্রমিক ৫%, দিনমজুর ২৩%, ব্যবসায় ১৭%, ক্ষুদ্র ব্যবসায় ১৯%, মৎস ৫% ও পশুপালন ৭% পেশায় জীবিকা নির্বাহ করে। কাজেই ব্যবসায়, কৃষি ও ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতে কর্মসংস্থানের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। এসব বিষয় বিবেচনা করে প্রশিক্ষিত জনশক্তি তৈরির জন্য নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা অবশ্যক ঃ

১. ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কারখানা, ব্যবসায় ও অন্যান্য কৃষি ভিত্তিক প্রতিষ্ঠানে কর্মসংস্থানের চাহিদার ক্ষেত্রসমূহ নিরুপণের জন্য জরিপ পরিচালনা করা;
২. কৃষি ব্যবসায় ও শিল্প ভিত্তিক চাহিদা মোতাবেক প্রশিক্ষণের বিষয় নির্ধারণ;
৩. সরকারি (যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর)/বেসরকারি সংস্থার (এনজিও) উদ্যোগে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন;

৪. পৌরসভা কর্তৃক এ বিষয়ে প্রচার প্রচারনার কার্যক্রম গ্রহণ এবং
৫. প্রয়োজনীয় বাজেট অর্থ বরাদ্দ রাখা ও বাস্তবায়ন

কৌশল বাস্তবায়ন পরিকল্পনা

কৌশল বাস্তবায়ন পরিকল্পনা ২০২৩- ২০৩৩**											
কার্যক্রম	সংস্থা*	বছর***									
		১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১. ব্যবসায়, কৃষি ও শিল্প ভিত্তিক কর্ম সংস্থানের ক্ষেত্র নিরুপণ	পৌরসভা, এনজিও	✓	✓	✓							
২. কর্ম ভিত্তিক প্রশিক্ষণের বিষয় নির্বাচন	পৌরসভা, এনজিও	✓	✓								
৩. কর্ম ভিত্তিক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল তৈরি	পৌরসভা, এনজিও	✓	✓								
৪. বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন	পৌরসভা, যুঃউঃঅঃ,এনজিও		✓	✓	✓						
৫. প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে প্রচারণা চালানো	পৌরসভা, এনজিও		✓	✓	✓	✓					
৬. কর্ম ভিত্তিক প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন	যুঃউঃঅঃ,এনজিও		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
৭. বাজেট বরাদ্দ ও মনিটরিং	পৌরসভা, যুঃউঃঅঃ,এনজিও		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

* বাস্তবায়নকারী/দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা। ** ২০২৩ সাল বলতে ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর এবং ২০৩৩ সাল বলতে ২০৩৩-২০৩৪ অর্থ বছরের কার্যক্রম বুঝাবে। *** বছর বলতে অর্থ বছর বুঝাবে।

বাস্তবায়ন কৌশল-১: ২০২৮ সালের মধ্যে সারিয়াকান্দি পৌরসভার সকল আর্থিক, প্রশাসনিক ও পৌর সেবা কর্মে মহিলা ও দরিদ্রদের প্রতিনিধিত্বসহ পৌর নাগরিক ও অন্যান্য স্টেক হোল্ডারদের অংশগ্রহণের সুযোগ নিশ্চিত করা ও তা অব্যাহত রাখা।

কৌশল বাস্তবায়ন কার্যক্রম

পৌরসভার আর্থিক, প্রশাসনিক ও সেবা কর্মের বিভিন্ন পর্যায়ে মহিলা ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণসহ পৌর নাগরিক ও অন্যান্য স্টেক হোল্ডারদের অংশগ্রহণের বিষয় এ সুনির্দিষ্ট ভাবে বর্ণিত হয়েছে। এছাড়া পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা (পিডিপি) প্রণয়নেও বিভিন্ন পর্যায়ে পৌর নাগরিক ও স্টেক হোল্ডারদের সম্পৃক্ত করণের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এ সব বিষয় বিবেচনা করে চিহ্নিত কৌশল বাস্তবায়নের কার্যক্রম নিম্নে বর্ণিত হলোঃ

১. পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা (পিডিপি) প্রণয়নে ওয়ার্ড কমিটি (WC) এবং শহর সমন্বয় কমিটি (TLCC) এর মাধ্যমে পৌর নাগরিকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা;
২. পিডিপি প্রণয়নের অংশ হিসেবে পৌর নাগরিক ও স্টেক হোল্ডারদের অংশগ্রহণে ওয়ার্ড ভিশনিং এবং পৌরসভা পর্যায়ে পৌরসভা ভিশনিং অনুশীলন পরিচালনা করে ভিশন ২০৩১ প্রণয়ন করা;
৩. পৌরসভার মহিলা ও দরিদ্র জনগোষ্ঠিসহ সকল স্তরের নাগরিকদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করে শহর সমন্বয় কমিটি TLCC গঠন এবং তাদের অংশ গ্রহণে পিডিপি প্রণয়ন তদারকিসহ কার্যপরিধি অনুযায়ী সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা;
৪. প্রতিটি ওয়ার্ড পর্যায়ে মহিলা ও দরিদ্রদের প্রতিনিধিসহ ওয়ার্ডের সকল স্তরের নাগরিক প্রতিনির্ধি সমন্বয় ওয়াড কমিটি (WC) গঠন কার্যপরিধি অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা;
৫. মহল্লা ভিত্তিক কমিউনিটি কমিটি গঠন করে তাদের কার্যপরিধি অনুযায়ী পৌরসভার সেবা সরবরাহ কাজে অংশ গ্রহণ, পৌরসভার কার্যাবলী পরিচালনায় TLCC, WC এর মাধ্যমে প্রতিনিধিত্ব করা এবং বিশেষ বিশেষ কাজ পৌরসভার সাথে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা;
৬. আর্থ সামাজিক উন্নয়ন লক্ষ্যের কৌশল-২ এর বর্ণিত PRAP পিডিপির মধ্যে অর্ন্তভুক্ত করে বর্ণিত কার্যপরিধির আলোকে বাজেট বরাদ্দসহ তা বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করা; এবং
৭. মহিলা কাউন্সিলরকে প্রধান করে গঠিত জেন্ডার কমিটির নেতৃত্বে পৌরসভা ভিত্তিক Gender Action Plan (GAP) তৈরি করে তা পিডিপিতে অন্তর্ভুক্ত করা, প্রাপ্ত প্রকল্পের বিভিন্ন অংশের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে জেন্ডার সম্পর্কিত

বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করা, GAP এর কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রতি বছর বাজেট তৈরি করে পৌরসভায় দাখিল করা এবং পৌরসভা কর্তৃক GAP বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ রাখা।

কৌশল বাস্তবায়ন পরিকল্পনা

উপরোক্ত কমিটি/সংগঠনের এবং GAP ও PRAP এর কার্য-পরিধিসহ সময় ভিত্তিক ঐ সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নে কর্ম পরিকল্পনা নির্ধারণ করা আছে এবং তদানুযায়ী সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে।

বাস্তবায়ন কৌশল-২: ২০২৮ সালের মধ্যে নাগরিক সচেতনতা বৃদ্ধি ও তাদের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে সকল কার্যাবলী (Activites) সহ সিটিজেন চার্টার প্রকাশ করে পৌরসভার সাথে নাগরিকদের যোগাযোগের অবাধ সুযোগ সৃষ্টি করা।

কৌশল বাস্তবায়ন কার্যাবলী

নাগরিক সচেতনতা বৃদ্ধি ও তাদের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে সকল কার্যক্রমের বিষয় আছে তা নিম্নরূপঃ

১. TLCC গঠন ও কার্যকর রাখা এবং ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সভা করা।
২. WC গঠন ও কার্যকর রাখা এবং প্রতি ওয়ার্ডে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সভা করা।
৩. বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন ও প্রকাশ।
৪. জনগণের অংশগ্রহনের মাধ্যমে পিডিপি প্রণয়ন।
৫. সিটিজেন চার্টার বা নাগরিক সনদ প্রকাশ;
৬. সিটিজেন রিপোর্ট কার্ডের মাধ্যমে পৌর নাগরিকদের পৌর সেবার মান ও পরিমাণ সম্পর্কে অভিমত সংগ্রহ;
৭. পৌরসভা পর্যায়ে অভিযোগ প্রতিকার সেল গঠন এবং কার্যপরিধি অনুযায়ী তা কার্যকর রাখা;

কৌশল বাস্তবায়ন পরিকল্পনা

উপরোক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নের কর্মপরিকল্পনা বিস্তারিত ভাবে উল্লেখ করা আছে এবং তদানুযায়ী সকল কার্যক্রম বাস্তবায়িত হবে।

বাস্তবায়ন কৌশল-৩: ২০২৮ সালের মধ্যে তৈরি ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার অনুসরণে অপরিকল্পিতভাবে আবাসিক ভবন, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য সকল প্রকার স্থাপনা নির্মাণ নিয়ন্ত্রণ করা।

ভূমি সীমাবদ্ধ একটি সম্পদ। মানব জীবনের সকল চাহিদা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ভূমি থেকেই হয়ে থাকে। পৃথিবী ব্যাপি জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান আধিক্যের ফলে ভূমির যথাযথ ও পরিকল্পিত ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে; বিশেষ করে নগর জীবনে এর প্রয়োজন অপরিহার্য। নগর এলাকায় সুষ্ঠু ভূমি ব্যবহার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে নগরকে অর্থনৈতিক ভাবে সমৃদ্ধ, যাতায়াত ও পরিবেশ বান্ধব, অন্যান্য নাগরিক সুযোগ সুবিধা প্রদান এবং টেকসই আবাসস্থল হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব। তাই প্রতিটি নগর এলাকার জন্য ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা থাকা অতি জরুরি

কৌশল বাস্তবায়ন কার্যাবলী

সারিয়াকান্দি পৌরসভার জন্য স্টেক হোল্ডারদের পরামর্শ মোতাবেক ভূমি ব্যবহার ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন হয়েছে। নগর পরিকল্পনা সংক্রান্ত বর্ণনা অনুযায়ী সারিয়াকান্দি পৌরসভার নগর পরিকল্পনা ইউনিটের মাধ্যমে ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা হালনাগাদ করণসহ সংযুক্ত ভূমি ব্যবহার ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার আওতায় বর্ণিত সকল প্রকার কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও নিয়ন্ত্রণ করা হবে। তা ছাড়া অত্র PDP ভূক্ত ভূমি ব্যবহার ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা এলজিইডি কর্তৃক প্রণীত ভূমি ব্যবহার ম্যাপ/প্লান প্রণয়নে নির্দেশিকা হিসেবে কাজ করবে।

কৌশল বাস্তবায়ন পরিকল্পনা

পিডিপিতে বর্ণিত সময়সূচী অনুযায়ী ভূমি ব্যবহার ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার কার্যক্রম অব্যাহতভাবে বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা হবে। এছাড়া যে কোন ভৌত অবকাঠামো, শিল্প প্রতিষ্ঠান ও আবাসনসহ সকল প্রকার স্থাপনা নির্মাণের প্লান অনুমোদনে পৌরসভাকে ভূমি ব্যবহার ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে অনুসরণ করতে হবে।

কৌশল-৪: ২০২৩ সালের মধ্যে অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী জনবল নিয়োগ, প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা এবং প্রশাসনিক স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্থায়ী কমিটি গঠন, তদারকী বৃদ্ধি এবং তথ্য আদান প্রদানসহ e-governance প্রতিষ্ঠার জন্য কার্যক্রম আরম্ভ করা।

কৌশল বাস্তবায়ন কার্যাবলী

সারিয়াকান্দি পৌরসভার অর্গানোগ্রামে বর্ণিত অনুমোদিত পদের ৬৫% পদ শূন্য রয়েছে। এদের মধ্যে পৌর নির্বাহী কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য কর্মকর্তার মত গুরুত্বপূর্ণ পদও খালি আছে। কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দায়িত্ব ও কার্যপরিধির বিবরণ আছে; কিন্তু তদানুযায়ী কাজ করার জনবল নেই। সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে এ বর্ণিত প্রশাসনিক স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবেঃ

১. সাংগঠনিক কাঠামোর আলোকে পৌরসভার আকার ও প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে জনবল নিয়োগ এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিসহ কর্মকর্তা কর্মচারী ও সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডার/নাগরিকদের প্রশিক্ষণ প্রদান।
২. সকল স্থায়ী কমিটি সমূহকে কার্যকর (Activate) করা;
৩. এলজিইডি অফিস কর্তৃক ভৌত কাজের মালামাল পরীক্ষা করে গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ করা;
৪. প্রাপ্ত প্রকল্পের সকল কাজ বাস্তবায়নের অগ্রগতি প্রকল্প দাখিল করা;
৫. পৌরসভার এর বর্ণনা মতে e-governance এর কার্যক্রম আরম্ভ করা।

কৌশল বাস্তবায়ন পরিকল্পনা

উপর্যুক্ত বিষয়সমূহ বাস্তবায়ন পরিকল্পনায় উল্লেখ করা আছে, যার ভিত্তিতে বর্ণিত কার্যাবলী বাস্তবায়ন করা হবে।

কৌশল-৫: ২০২৩ সালের মধ্যে পৌরকরসহ সকল আর্থিক বিষয়ে শৃংখলা ও স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে পৌরসভা রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি করা

কৌশল বাস্তবায়ন কার্যাবলী

পৌরসভার আর্থিক বিষয়ে শৃংখলা ও স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা করার জন্য কতিপয় কার্যক্রম গ্রহণের সুপারিশ করা হয়েছে এবং এ সকল কার্যক্রমের শর্তাবলীর পূর্ণ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এসকল কার্যাবলী বাস্তবায়িত হলে এক দিকে পৌরসভার হিসাব ব্যবস্থায় শৃংখলা ও স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠিত হবে এবং অন্য দিকে আর্থিক বিষয়ে পৌরসভা স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জনের পথে এগিয়ে যাবে। এসকল কার্যক্রম নিম্নে বর্ণিত হলঃ

১. কম্পিউটারাইজড হিসাব ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং কম্পিউটারের মাধ্যমে হিসাব প্রতিবেদন প্রস্তুত করা;
২. কম্পিউটারাইজড ট্যাক্স (কর) রেকর্ড ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং কম্পিউটারে উৎপাদিত বিল প্রস্তুত;
৩. বার্ষিক ভিত্তিতে অন্তবর্তীকালীন কর নির্ধারণ কার্যক্রম চালু রাখা এবং আদায় বৃদ্ধি করা;
৪. কর বহির্ভূত অন্যান্য রাজস্ব সংগ্রহ বৃদ্ধি;
৫. বাংলাদেশ সরকার এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সকল দায় দেনা নির্ধারিত সময় অনুযায়ী সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করা
৬. বিদ্যুৎ ও টেলিফোন বিলসহ সকল বকেয়া বিল সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করা; এবং
৭. আর্থিক বিবরণী তৈরি এবং অডিট অ্যান্ড একাউন্টস স্থায়ী কমিটি কর্তৃক আর্থিক বছর শেষ হওয়ার ৩ মাসের মধ্যে অডিট (নিরীক্ষা) সম্পন্ন করা।

কৌশল বাস্তবায়ন পরিকল্পনা

উপর্যুক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন ভিত্তিক করণীয় বিষয় বিস্তারিত উল্লেখ করা আছে, যা অনুসরণে সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে।

অধ্যায়-৭
সারিয়াকান্দি পৌরসভা বিনিয়োগ পরিকল্পনা
INVESTMENT PLAN OF SARIAKANDI POURASHAVA

৭.১ ভূমিকা (Introduction)

নির্ধারিত সময় তালিকার মধ্যে স্থায়িত্বশীল অগ্রগতি (Sustainable Growth) এবং চিহ্নিত/সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য বিনিয়োগ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এ ধরণের পরিকল্পনার মধ্যে কৌশলগত সেক্টর সমূহের আওতায় কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় বিনিয়োগের পর্যায় ও পরিমাণ অন্তর্ভুক্ত থাকে।

সারিয়াকান্দি পৌরসভার পিডিপি প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় স্টেক হোল্ডারদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রণীত সম্মিলিত পৌরসভা ভিশন বিবৃতি, চিহ্নিত অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রসমূহ এবং সেগুলো বাস্তবায়নের প্রস্তাবিত কৌশলগুলো পর্যালোচনা করে নিম্নরূপ ৪টি লক্ষ্য বা Goal নির্ণয় করা হয়েছেঃ

লক্ষ্য-১ঃ নগর পরিকল্পনা;
লক্ষ্য-২ঃ মান সম্পন্ন ভৌত অবকাঠামো ও নাগরিক সেবা সুবিধা প্রদান;
লক্ষ্য-৩ঃ আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন; এবং
লক্ষ্য-৪ঃ পৌরসভা গভার্নেন্স পরিচালন

পৌরসভা 'কোর গ্রুপ' উক্ত ৪টি লক্ষ্য অর্জনের জন্য বিভিন্ন সেক্টরাল ওয়ার্কিং গ্রুপের সাথে আলোচনা ক্রমে তাদের পরামর্শ গ্রহণ পূর্বক একদিকে উন্নয়নের ক্ষেত্র সমূহের অগ্রাধিকার ও বাস্তবায়ন কৌশল এবং অন্যদিকে সম্ভাব্য সম্পদ প্রাপ্তির বিষয় বিবেচনা করে পৌরসভা বিনিয়োগ পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে। এছাড়া উক্ত বিনিয়োগ পরিকল্পনা তৈরিতে কারিগরি বিশেষজ্ঞ ও স্টেক হোল্ডারদের পরামর্শও বিবেচনা করা হয়েছে। পৌরসভার ভিশন ২০৩১ এর নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য বিনিয়োগ পরিকল্পনার আওতায় যে সকল উপ-প্রকল্প (Sub project) গ্রহণ করা হবে তার বিস্তারিত বিবরণ পর্যায়ক্রমে এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হলো। এ উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত তিনটি মুখ্য বিষয় বিবেচনা করা হবে।

১. সম্পদের প্রাপ্যতা ও যৌক্তিক বন্টন;
২. প্রাপ্ত অর্থের কার্যকর বিনিয়োগ পরিকল্পনা তৈরী;
৩. অন্যান্য সরকারি, বেসরকারি, ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি কর্তৃক প্রদত্ত সেবা সমন্বয়।

৭.২ অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ (Economic Analysis)

পৌরসভার পরিচালন দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য নগর পরিচালন দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে। পৌরসভার আগামী ৫ (পাঁচ) বৎসরে প্রাপ্য তহবিলের উপর ভিত্তি করে বিনিয়োগ পরিকল্পনা প্রণীত হচ্ছে। এ বিনিয়োগ পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত উপ-প্রকল্প গুলো পিডিপি প্রণয়নের জন্য নির্ধারিত ধাপ সমূহ অনুসরণ করে নির্বাচন করা হয়েছে।

যে কোন উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য গ্রহনের পূর্বে অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ করে উপযুক্ততার জন্য Economic Internal Rate of Return (EIRR) সম্পন্ন করতে হবে ।

এ পর্যায়ে প্রতিটি উপ-প্রকল্পের অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ সম্ভব না হলেও বাস্তবায়নের জন্য নির্বাচনের পূর্বে প্রাথমিক সমীক্ষা পর্যায়ে এবং পৌরসভার Baseline Survey'র সময় অনুসৃত পদ্ধতিতে EIRR সম্পাদন করা যেতে পারে। এর জন্য LGED কর্তৃক প্রণীত সড়ক ও বাজারের জন্য Effect Monitoring and Evaluation (EME), 1999 গাইড লাইন অনুসরণ করা যায়।

৭.২.১ প্রস্তাবিত বিনিয়োগ উপ-প্রকল্পের অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ (Economic Analysis for the Proposed Investment Sub projects)

প্রকল্পের অর্থায়নে যে সমস্ত অবকাঠামো তৈরী করা হবে তার আর্থিক যৌক্তিকতা বিশ্লেষনের মাধ্যমে জন-জীবন সহ অত্র এলাকার কি ধরনের পরিবর্তন হবে তা নিরুপন করা। সাধারণত দুই ভাবে এ বিশ্লেষণ করা হয়ঃ অভ্যন্তরিন অর্থনৈতিক রেট অব রিটার্ন (EIRR) এবং অভ্যন্তরিন ফিন্যান্সিয়াল রেট অব রিটার্ন (FIRR)।

অভ্যন্তরিন অর্থনৈতিক রেট অব রির্টান (EIRR)ঃ প্রস্তাবিত অবকাঠামো তৈরীর ফলে অত্র এলাকা অর্থনৈতিক ভাবে কতটুকু স্বাবলম্বী হবে তার বিশ্লেষণকে বুঝায়। আর এ বিশ্লেষণ করার জন্য প্রস্তাবিত অবকাঠামো তৈরী করার পূর্বে ঐ এলাকার সাধারণ মানুষের জীবন-জীবিকার মান উন্নয়ন সম্পর্কে তথ্য নিতে হবে। প্রস্তাবিত অবকাঠামো তৈরীর পর অত্র এলাকার সাধারণ মানুষের জীবন জীবিকার কি ধরনের পরিবর্তন হয়েছে তা জানা। অবকাঠামোগত সেবা পাওয়ার আগে ও পরে কি রুপ পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তা থেকে জানা যাবে ঐ এলাকা কতটুকু অর্থনৈতিক ভাবে উন্নতি করেছে।

অভ্যন্তরিন ফিন্যান্সিয়াল রেট অব রির্টান (FIRR)ঃ প্রস্তাবিত অবকাঠামো তৈরী করার ফলে অত্র এলাকার সাধারণ জনগণের যাতায়াতের ফলে গড়ে উঠা হাট-বাজার, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও ভূমির মূল্য কি পরিমান বৃদ্ধি পাবে তার বিশ্লেষন করা। অবকাঠামো তৈরীর পুর্বে এই স্থানের জনসাধারনের চলাচল সুযোগ সুবিধা, বিদ্যমান হাট-বাজার, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও ভূমির মূল্য কি রুপ ছিল তার তথ্য সাধারণ জনসাধারণের কাছ থেকে নিতে হবে। অবকাঠামো তৈরীর পর অত্র স্থানের কি পরিবর্তন হয়েছে তার তথ্য নিতে হবে। এ দু ধরনের পরিবর্তন থেকে জানা যাবে অভ্যন্তরিন ফিন্যান্সিয়াল রেট অব রির্টান (FIRR)।

সারিয়াকান্দি পৌরসভার রাজস্ব" ও প্রকল্প উৎস সহ মোট ৪৭৫৩২২৫০০০ টাকা বিনিয়োগ পরিকল্পনা করা হয়েছে; যার ৪৩৭২৯৬৭০০০ টাকা নগর ভৌত উন্নয়ন; ৩৩২৭২৬০০০ টাকা আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও ৪৭৫৩২০০০ টাকা নগর সুপরিচালন ও দক্ষতা বৃদ্ধি মুলক কাজে ব্যয় করা হবে। উল্লেখ্য উক্ত টাকা বাস্তবায়ন হলে সারিয়াকান্দি পৌরসভার অবকাঠামোগত উন্নয়ন, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, নগর সু-পরিচালন ব্যবস্থা উন্নত হবে। বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধিত হবে। সারিয়াকান্দি শহরের সাথে তুলনামুলক গ্রাম্য ওয়ার্ড গুলোর অভিগম্যতা বৃদ্বি পাবে; গ্রাম থেকে মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র অতি দ্রুত সারিয়াকান্দি শহরে আসতে পারবে; হতদরিদ্র ও দারিদ্র্য জনগণের জীবনমান উন্নত হবে। ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটবে, নতুন নতুন শিল্পকারখানা স্থাপিত হবে, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে। উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে পারলে শিল্প উদ্দ্যোগক্তাগণ শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনে এগিয়ে আসবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মানের ফলে শিক্ষার হার বৃদ্ধি পাবে। স্বাস্থ্য সেবার ক্ষেত্রে আরও এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে। আইন শৃঙ্খলার উন্নতি ঘটবে। মাদকের ব্যবহার হ্রাস করা সম্ভব হবে। পৌরসভার রাজস্ব বৃদ্ধি পাবে। পৌর জনগনের সর্বোচ্চ সেবা নিশ্চিত হবে।

সারিয়াকান্দি পৌরসভার কার্যালয়, বগুড়া

সারিয়াকান্দি পৌরসভার বিনিয়োগ পরিকল্পনা

Investment Plan of Sariakandi Municipality

FY: 2023-2028

ফোনঃ ০৫৩২৮৫৬২১০ (অফিস)

০১৭১৬৮২৫২৭২ (মেয়র)

E-mail : sariakandipourasava@gmail.com

সেক্টর	ক্রমিক নং	উপখাত	সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমান	সাব সেক্টর বিনিয়োগ পরিকল্পনা (লক্ষ টাকা)								
				১ম পর্যায়	২য় পর্যায়	৩য় পর্যায়	অর্থায়নের উৎস					
				২০২৩-২০২৫	২০২৫-২০২৭	২০২৭-২০২৯	IUGIP	সরকারী উন্নয়ন সহায়তা ও পৌরসভার রাজস্ব	এলজিইডির অন্যান্য প্রকল্প	DPHE	BCCTF /বিএমডিএফ	অন্যান্য
সেক্টর -১ - অবকাঠামো উন্নয়ন ও সেবা প্রদান	১	নগর যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়ন (রাস্তা উন্নয়ন/পুণর্বাসন/মেরামত)	১১২৯৫.০০	৩৫৭৪.৫০	২৪৭৫.০০		৬০৪৯.৫০					
	২	পানি নিস্কাশন (ড্রেইনেজ) ব্যবস্থার উন্নয়ন	১৫৭৮৩.২৫	৩৮৭৬.২৫	৪১৭২.০০		৮০৪৮.২৫					
	৩	পৌর আবর্জনা ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন	৩৮৫৯.০০	৩৬৪৪.০০	৮০.০০	৩৫.০০	৩৭৫৯.০০					
	৪	পানি সরবরাহ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন	২৫৫৩.০০	৬৯৩.০০	৬৬০.০০		১৩৫৩.০০					
	৫	স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন	১০৮০.০০	১৭০.০০	৬০০.০০		৭৭০.০০					
	৬	বাজার ব্যবস্থাপনা	৬৪৪৩.৪২	৬৪৪৩.৪২			৬৪৪৩.৪২					
	৭	সড়ক বাতি ব্যবস্থাপনা	৯৫৫.০০	২৯৫.০০	২২৫.০০	২৯৫.০০	৮১৫.০০					
	৮	বিনোদন ব্যব্স্থাপনার উন্নয়ন	৩৬০০.০০	১০০০.০০	৮০০.০০		১৮০০.০০					
	৯	কবরস্থান ও শশ্মান ঘাট ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন	৪০০.০০		৪০০.০০		৪০০.০০					
	১০	শিক্ষা ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন	২০০.০০		২০০.০০		২০০.০০					
	১১	সৌন্দর্যবর্ধন কাজ	৪০৮০.০০		৩৮০.০০		৩৮০.০০					
	১২	অন্যান্য সুবিধাধি	১৫১০.০০		১৫১০.০০		১৫১০.০০					
	১৩	যানবাহন ও যন্ত্রপাতি	৫১৬.০০		৫১৬.০০		৫১৬.০০					
সেক্টর -২ -আর্থ সামাজিক উন্নয়ন	১	দারিদ্র হ্রাসকরন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নসহ বস্তি বাসীদের জন্য মৌলিক সেবা প্রদান	৪৫৫২.০০		৪৫৫২.০০		৪৫৫২.০০					

সেক্টর	ক্রমিক নং	উপখাত	সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমান	সাব সেক্টর বিনিয়োগ পরিকল্পনা (লক্ষ টাকা)								
				১ম পর্যায়	২য় পর্যায়	৩য় পর্যায়	অর্থায়নের উৎস					
				২০২৩-২০২৫	২০২৫-২০২৭	২০২৭-২০২৯	IUGIP	সরকারী উন্নয়ন সহায়তা ও পৌরসভার রাজস্ব	এলজিইডির অন্যান্য প্রকল্প	DPHE	BCCTF /বিএমডিএফ	অন্যান্য
	২	জেন্ডার একশন প্ল্যান বাস্তবায়ন	৬৩৫.০০		৬৩৫.০০		৬৩৫.০০					
সেক্টর -৩ -নগর সুপরিচালন ও দক্ষতা বৃদ্ধি	১	নগর সুপরিচালন ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সকল কার্যক্রম গ্রহন।	৪৭৫.৩৩	৩১৫.৩৩	৮০.০০	৮০.০০	৪৭৫.৩৩					
		সর্বমোট উন্নয়ন বিনিয়োগ ঃ	**৫৭৯৩৭.০০**	**১৯৬৯৬.১৭**	**১৭২৮৫.০০**	**৩৩০.০০**	**৩৭৭০৬.৫০**	**০.০০**	**০.০০**	**০.০০**	**০.০০**	

সেক্টরভিত্তিক বিনিয়োগ পরিকল্পনা নিম্নে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হলো -

১। সড়ক উন্নয়ন ও মেরামত

ক্র.ন.	আইডি নং	উপখাত সাব প্রজেক্ট	পরিমান (দৈর্ঘ্য ঃ মিটার)	সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমান (লক্ষ টাকা)	১ম পর্যায়		২য় পর্যায়		৩য় পর্যায়		অর্থায়নের উৎস					
					২০২৩-২৪	২০২৪-২৫	২০২৫-২৬	২০২৬-২৭	২০২৭-২৮	২০২৮-২৯	IUGIP	সরকারী উন্নয়ন সহায়তা ও পৌরসভার এলজিইডির অন্যান্য প্রকল্প		DPHE	BCCTF /বিএমডিএফ	অন্যান্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১	UT-1	কালিতলা কালি মন্দির হতে সুরুত জামানের দোকান ভায়া গেদা মাষ্টারের বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা/বিটুমিনাস এসফল্ট কংক্রীট দ্বারা (রিটানিং ওয়াল) উন্নয়ন(ওয়ার্ড-০৫,০৩,০২), দৈর্ঘ্য-৮৫০.০০মি. প্র:-৪.৫০০মি.	৮৫০	২৫৫.০০	২৫৫.০০						২৫৫.০০					
২	UT-2	মুন্টু স্মৃতি সংসদ হতে শ্বশান ঘাট লিং নান্নু মাষ্টারের বাড়ী গামী আরসিসি রাস্তা/ বিটুমিনাস এসফল্ট কংক্রীট দ্বারা(রিটানিং ওয়াল) উন্নয়ন (ওয়ার্ড-০৫), দৈর্ঘ্য-৫৬৫মি. প্র:-৪.৫০মি.	৫৬৫	১৬৯.৫০	১৬৯.৫০						১৬৯.৫০					
৩	UT-3	সোনার পাড়া জামে মসজিদ হতে ওয়াপদা বাধ পর্যন্ত বিসি দ্বারা প্রশস্থ করন। (ওয়ার্ড-০৯), দৈর্ঘ্য-৯২০মি. প্র:-৪.০০মি.	৮২০	২৪৬.০০	২৪৬.০০						২৪৬.০০					
৪	UT-4	কালিতলা হতে বিশুর দেকান পর্যন্ত বিসি এবং আরসিসি রাস্তা দ্বারা উন্নয়ন (ওয়ার্ড-০৭), দৈর্ঘ্য-৫৬০মি. প্র:-৩.৫০মি.	৫৬০	১৬৮.০০	১৬৮.০০						১৬৮.০০					
৫	UT-5	খোরশেদ কাউন্সিলরের বাড়ী হতে হাসনার দোকান পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা (রিটানিং ওয়াল) উন্নয়ন। (ওয়ার্ড -০৩) দৈর্ঘ্য-৫০০.০০মি. প্র.-৩.৫০মি.	৫০০	১৫০.০০	১৫০.০০						১৫০.০০					

ক্র.ন.	আইডি নং	উপখাত সাব প্রজেক্ট	পরিমান (দৈর্ঘ্য ঃ মিটার)	সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমান (লক্ষ টাকা)	১ম পর্যায়		২য় পর্যায়		৩য় পর্যায়		অর্থায়নের উৎস					
					২০২৩-২৪	২০২৪-২৫	২০২৫-২৬	২০২৬-২৭	২০২৭-২৮	২০২৮-২৯	IUGIP	সরকারী উন্নয়ন সহায়তা ও পৌরসভার এলজিইডির অন্যান্য প্রকল্প		DPHE	BCCTF /বিএমডিএফ	অন্যান্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
৬	UT-6	মহিলা কলেজ সাকাদুলের বাড়ী হতে যমুনা নদীর ধার হয়ে কিনুর দোকান বিসি এবং আরসিসি দ্বারা(রিটানিং ওয়াল) উন্নয়ন। (ওয়ার্ড -০২) দৈর্ঘ্য-১৫৫০.০০মি. প্র.-৩.৫০মি.	১৫৫০	৪৬৫.০০	৪৬৫.০০						৪৬৫.০০					
৭	UT-7	সরকার পাড়া আপেলের দোকান হতে ওয়াপদা মোড় লিং কেন্দ্রীয় মসজিদ পর্যন্ত বিসি এবং আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন। (ওয়ার্ড-০৬/০৮), দৈর্ঘ্য-৭৩৫মি. প্র:-৩.৫০মি.	৭৩৫	২২০.৫০	২২০.৫০						২২০.৫০					
৮	UT-8	হিন্দুকান্দি আমিনুর কাজীর বাড়ী হতে বাড়ইপাড়া সায়েদ প্রমানিক বাড়ী পর্যন্ত বিসি/আরসিসি রাস্তা (রিটানিং ওয়াল) উন্নয়ন (ওয়ার্ড -০৪,০৯) দৈর্ঘ্য-১১০০.০০মি. প্র.-৩.০০/৪.০০মি.	১১০০	৩৩০.০০	৩৩০.০০						৩৩০.০০					
৯	UT-9	সিএনজি স্ট্র্যান্ড হতে বাঙ্গালী নদী, হাবিবুরের "ছ" মিল হতে বুদের বাড়ী ভায়া বাহার মাষ্টারের বাড়ী হয়ে হিন্দুকান্দি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় আরসিসি দ্বারা রাস্তা উন্নয়ন। (ওয়ার্ড নং-০৪), দৈর্ঘ্য-৬৫০মি. প্র.৩.০মি.	৬৫০	১৯৫.০০	১৯৫.০০						১৯৫.০০					
১০	UT-10	সারিয়াকান্দি চায়না ম্যাডামের বাড়ী হতে রিনা কাউন্সিলরের বাড়ী ভায়া পৌরসভা অফিস হতে থানা বাইপাস আরসিসি দ্বারা (রিটানিং ওয়াল) উন্নয়ন (ওয়ার্ড-০১/০৫), দৈর্ঘ্য-৬৬৫মি. প্র:-৩.৫.০০মি.।	৬৬৫	১৯৯.৫০	১৯৯.৫০						১৯৯.৫০					

ক্র.ন.	আইডি নং	উপখাত সাব প্রজেক্ট	পরিমান (দৈর্ঘ্য ঃ মিটার)	সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমান (লক্ষ টাকা)	১ম পর্যায়		২য় পর্যায়		৩য় পর্যায়		অর্থায়নের উৎস					
					২০২৩-২৪	২০২৪-২৫	২০২৫-২৬	২০২৬-২৭	২০২৭-২৮	২০২৮-২৯	IUGIP	সরকারী উন্নয়ন সহায়তা ও পৌরসভার এলজিইডির অন্যান্য প্রকল্প		DPHE	BCCTF /বিএমডিএফ	অন্যান্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১১	UT-11	মাদ্রাসা মোড় হতে বাড়ই পাড়া তিন মাথা মোড় বিসি রাস্তা প্রস্থ করণ (রিটানিং ওয়াল) (ওয়ার্ড-০৬/০৮), দৈর্ঘ্য-৭২০.০০মি. প্র:-১২.০০মি.	৭২০	২১৬.০০			২১৬.০০				২১৬.০০					
১২	UT-12	হিন্দুকান্দি বাবলুর বাড়ীর হতে শালুখা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ভায়া উত্তরে ফেকুর বাড়ী বিসি রাস্তা পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ (ওয়ার্ড-০১), দৈর্ঘ্য-৭৫০মি. প্র:-৩.০০মি.	৭৫০	২২৫.০০			২২৫.০০				২২৫.০০					
১৩	UT-13	উপজেলা পরিষদের ভিতরে আরসিসি রাস্তা নির্মাণ (ওয়ার্ড -০৩), দৈর্ঘ্য-৯৫৫.০০মি. প্র.-৩.৫০মি.	৯৫৫	২৮৬.৫০		২৮৬.৫০					২৮৬.৫০					
১৪	UT-14	বনিজ মোল্ল্যার বাড়ী হতে এপির মোড় পর্যন্ত বিসি রাস্তা মেরামত। (ওয়ার্ড-০৫), দৈর্ঘ্য-৯৫০মি. প্র:-৬.৫০মি.	৯৫০	২৮৫.০০			২৮৫.০০				২৮৫.০০					
১৫	UT-15	হিন্দুকান্দি পারতিতপরল গামী বিসি রোড হতে গনির বাড়ী লিং ইউনুছ আলীর বাড়ী হতে ছাবদালীর বাড়ী আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন। (ওয়ার্ড-০১), দৈর্ঘ্য-৫২০মি. প্র:-৩.০০মি.	৫২০	১৫৬.০০			১৫৬.০০				১৫৬.০০					
১৬	UT-16	সারিয়াকান্দি ০৫ নং ওয়ার্ড এনামুলের বাড়ী হইতে পুকুর পাড় জামে মসজিদ লিং-১ হিন্দুকান্দি ঈদগাঁ রাস্তা হতে আফতাবের বাড়ী লিং-২ পুলিশ লাইন পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা(রিটানিং ওয়াল) নির্মাণ। (ওয়ার্ড-০১/০৫), দৈর্ঘ্য-৫২০মি. প্র:-৩.০০মি.	৫২০	১৫৬.০০			১৫৬.০০				১৫৬.০০					

ক্র.ন.	আইডি নং	উপখাত সাব প্রজেক্ট	পরিমান (দৈর্ঘ্য ঃ মিটার)	সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমান (লক্ষ টাকা)	১ম পর্যায়		২য় পর্যায়		৩য় পর্যায়		অর্থায়নের উৎস					
					২০২৩-২৪	২০২৪-২৫	২০২৫-২৬	২০২৬-২৭	২০২৭-২৮	২০২৮-২৯	IUGIP	সরকারী উন্নয়ন সহায়তা ও পৌরসভার এলজিইডির অন্যান্য প্রকল্প		DPHE	BCCTF /বিএমডিএফ	অন্যান্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১৭	UT-17	আব্দুল মান্নান রোড খোরশেদের বাড়ী হতে শফিকুলের বাড়ী ভায়া সোবাহানের বাড়ী হতে শহিদুলের বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি (রিটানিং ওয়াল) দ্বারা উন্নয়ন। (ওয়ার্ড-০৬), দৈর্ঘ্য-৫৫০মি. প্র:-৩.০মি.	৫৫০	১৬৫.০০		১৬৫.০০					১৬৫.০০					
১৮	UT-18	০১ নং ওয়ার্ড বাবলুর বাড়ী হইতে সিরাজ মেলেটারীর বাড়ী, লিং-১ কিনুর বাড়ী হইতে সোনার বাড়ী এবং লিং-২ আবু সাঈদের বাড়ী হইতে বাবলুর পর্যন্ত(রিটানিং ওয়াল) দ্বারা উন্নয়ন। (ওয়ার্ড-০৬), দৈর্ঘ্য-৫৫৫মি. প্র:-৩.০মি.	৫৫৫	১৬৬.৫০			১৬৬.৫০				১৬৬.৫০					
১৯	UT-19	সারিয়াকান্দি পৌর এলাকার ০১ নং ওয়ার্ডের হিন্দুকান্দি বনিজ মোল্লার বাড়ী হইতে পশ্চিমে বাঙ্গালী নদী পাড় দিয়ে বাঙ্গালী ব্রীজ পর্যন্ত আর,সি,সি দ্বারা উন্নয়ন। (ওয়ার্ড-০১/০৪), দৈর্ঘ্য-১২০০মি. প্র:-৩মি.	১২০০	৩৬০.০০		২৪০.০০	১২০.০০				৩৬০.০০					
২০	UT-20	সারিয়াকান্দি মুক্তিযোদ্ধা অফিস হইতে মাফুজার রহমানের বাড়ী ভায়া ধাপ সাবেক রুলি কাউন্সিলর এর বাড়ী হইতে টিএনটি অফিস রাস্তায় ফজলু মন্ডলের বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি(রিটানিং ওয়াল) দ্বারা উন্নয়ন। (ওয়ার্ড-০২), দৈর্ঘ্য-৭৫০মি. প্র:-৩.০মি.	৭৫০	২২৫.০০	২২৫.০০						২২৫.০০					

ক্র.ন.	আইডি নং	উপখাত সাব প্রজেক্ট	পরিমান (দৈর্ঘ্য ঃ মিটার)	সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমান (লক্ষ টাকা)	১ম পর্যায়		২য় পর্যায়		৩য় পর্যায়		অর্থায়নের উৎস					
					২০২৩-২৪	২০২৪-২৫	২০২৫-২৬	২০২৬-২৭	২০২৭-২৮	২০২৮-২৯	IUGIP	সরকারী উন্নয়ন সহায়তা ও পৌরসভার এলজিইডির অন্যান্য প্রকল্প		DPHE	BCCTF /বিএমডিএফ	অন্যান্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
২১	UT-21	ধাপ (কালিতলা) মসজিদ হতে সোলেমানের বাড়ী ভায়া যমুনা নদী রাস্তায় বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ দ্বারা উন্নয়ন। (ওয়ার্ড-০৭), দৈর্ঘ্য-২৫০মি. প্র:-৩.০০মি.	২৫০	৭৫.০০			৭৫.০০				৭৫.০০					
২২	UT-22	সারিয়াকান্দি মডেল মসজিদ হইতে আদর্শ সরকারী প্রার্থমিক বিদ্যালয়, লিং-১ কুঠিবাড়ী কালভাট সংলগ্ন হতে ছাবজ্জল সোনারের বাড়ী ভায়া সাহা রাস্তা পর্যন্ত আরসিসি(রিটানিং ওয়াল) দ্বারা উন্নয়ন। (ওয়ার্ড-০৩), দৈর্ঘ্য-মি. ৩৫০.০০ প্র:-৩.৫০মি.	৩৫০	১০৫.০০			১০৫.০০				১০৫.০০					
২৩	UT-23	সারিয়াকান্দি ডিগ্রী কলেজ আব্দুল মান্নান রোড সরদার পারিবারিক করবস্থান পর্যন্ত আর,সি,সি দ্বারা উন্নয়ন। (ওয়ার্ড-০৭), দৈর্ঘ্য-৪৭০মি. প্র:-৩.০মি.	৪৭০	১৪১.০০		১৪১.০০					১৪১.০০					
২৪	UT-24	সারিয়াকান্দি হাতির ঝিল রাস্তা ভায়া সাহেবর বাড়ী এবং ফারাজুলের বাড়ী হতে রতনের গোডাউন্ড পর্যন্ত আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন। (ওয়ার্ড-০৭), দৈর্ঘ্য-৩৫০মি. প্র:-৩.৫০মি.	৩৫০	১০৫.০০	১০৫.০০						১০৫.০০					
২৫	UT-25	হিন্দুকান্দি লোকমানের বাড়ী হইতে হাতির ঝিল লিটনের বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি (রিটানিং ওয়াল) দ্বারা উন্নয়ন। (ওয়ার্ড-০৭), দৈর্ঘ্য-৩৮০মি. প্র:-৩.৫০মি.	৩৮০	১১৪.০০		১১৪.০০					১১৪.০০					

ক্র.ন.	আইডি নং	উপখাত সাব প্রজেক্ট	পরিমান (দৈর্ঘ্য ঃ মিটার)	সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমান (লক্ষ টাকা)	১ম পর্যায়		২য় পর্যায়		৩য় পর্যায়		অর্থায়নের উৎস					
					২০২৩-২৪	২০২৪-২৫	২০২৫-২৬	২০২৬-২৭	২০২৭-২৮	২০২৮-২৯	IUGIP	সরকারী উন্নয়ন সহায়তা ও পৌরসভার এলজিইডির অন্যান্য প্রকল্প		DPHE	BCCTF /বিএমডিএফ	অন্যান্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
২৬	UT-26	দিঘলকান্দি তিন মোড় হতে দেলুয়াবাড়ী প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা (রিটানিং ওয়াল) দ্বারা উন্নয়ন। (ওয়ার্ড-০৯), দৈর্ঘ্য-১০০০.০০মি. প্র:-৩.০মি.	১০০০	৩০০.০০			৩০০.০০				৩০০.০০					
২৮	UT-28	হাতির ঝিল লিটনের বাড়ী হইতে মতির বাড়ীর ভায়া বাড়ইপাড়া রাস্তা পর্যন্ত আরসিসি(রিটানিং ওয়াল) দ্বারা উন্নয়ন। (ওয়ার্ড-০৪/০৮), দৈর্ঘ্য-৫৭০মি. প্র:-৩.৫০মি.	৫৭০	১৭১.০০	১৭১.০০						১৭১.০০					
২৯	UT-29	হিন্দুকান্দি সাহেবের বাড়ী হতে হিন্দুকান্দি পৌর কবরস্থান ভায়া বাঙ্গালী নদী পাড় ঘেসে গোসাইবাড়ী ব্রিজ পর্যন্ত আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন(রিটানিং ওয়াল) । (ওয়ার্ড-০৮), দৈর্ঘ্য-১৫০০মি. প্র:-৪.০০মি.	১৫০০	৪৫০.০০				৪৫০.০০			৪৫০.০০					
৩০	UT-30	সারিয়াকান্দি থানা বাইপাস রাস্তা আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন। (ওয়ার্ড-০৫), দৈর্ঘ্য-২৫০মি. প্র:-৪.০মি.	২৫০	৭৫.০০	৭৫.০০						৭৫.০০					
৩১	UT-31	সারিয়াকান্দি গার্লস স্কুল হইতে মাজেদ মওলানার বাড়ী ভায়া সোহেল কাউন্সিলর পর্যন্ত , কৈয়ের পাড়া মসজিদ হইতে গফুরের বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন। (ওয়ার্ড-০৬), দৈর্ঘ্য-৩৮০মি. প্র:-৩.০মি.	৩৮০	১১৪.০০		১১৪.০০					১১৪.০০					

ক্র.ন.	আইডি নং	উপখাত সাব প্রজেক্ট	পরিমান (দৈর্ঘ্য ঃ মিটার)	সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমান (লক্ষ টাকা)	১ম পর্যায়		২য় পর্যায়		৩য় পর্যায়		অর্থায়নের উৎস					
					২০২৩-২৪	২০২৪-২৫	২০২৫-২৬	২০২৬-২৭	২০২৭-২৮	২০২৮-২৯	IUGIP	সরকারী উন্নয়ন সহায়তা ও পৌরসভার এলজিইডির অন্যান্য প্রকল্প		DPHE	BCCTF /বিএমডিএফ	অন্যান্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
৩২	UT-32	সারিয়াকান্দি মুক্তিযোদ্ধা মোড় হতে গোসাইবাড়ী ব্রিজ পর্যন্ত বিসি/আরসিসি রাস্তা মেরামত/নির্মাণ (ওয়ার্ড-০৬/০৯), দৈর্ঘ্য-১২০০মি. প্র:-৩.০০/৪.৫০মি.	১২০০	৩৬০.০০		২৪০.০০	১২০.০০				৩৬০.০০					
৩৩	UT-33	সারিয়াকান্দি কৈয়ের পাড়া কার্লভাট হইতে কান্টুর বাড়ী ভায়া দিঘলকান্দি ওয়াপদা বাধ পর্যন্ত আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন(রিটানিং ওয়াল) । (ওয়ার্ড-০৮), দৈর্ঘ্য-১২৫০মি. প্র:-৩.৫০মি.	১২৫০	৩৭৫.০০				৩৭৫.০০			৩৭৫.০০					
৩৪	UT-34	বাগবেড় বিশুর দোকান হতে দক্ষিণে দেলুয়াবাড়ী প্রাথমিক বিদ্যালয় আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন (ওয়ার্ড-০৬), দৈর্ঘ্য-৭৮৫মি. প্র:-৩.০০মি. ।	৭৮৫	২৩৫.৫০			২৩৫.৫০				২৩৫.৫০					
৩৫	UT-35	সারিয়াকান্দি ভূমি অফিস হতে পৌর মার্কেট পর্যন্ত দ্বারা উন্নয়ন (ওয়ার্ড-০২), দৈর্ঘ্য-৩০০মি. প্র:-৩.০০মি. ।	৩০০	৯০.০০			৯০.০০				৯০.০০					
৩৬	UT-36	বাগবেড় আমছারের বাড়ী হতে গজারিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয় ভায়া ইনছের বেপারি বাড়ী লিং পূর্বে বাধ আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন(রিটানিং ওয়াল) (ওয়ার্ড-০২), দৈর্ঘ্য-১২০০মি. প্র:-৩.০০/৪.০০মি. ।	১২০০	৩৬০.০০		৩৬০.০০					৩৬০.০০					
৩৭	UT-37	বাড়ইপাড়া জুয়েলের বাড়ীর পার্শ্বে কবরস্থান হইতে বাড়ইপাড়া ক্লাব,সরকার পাড়া ওয়াবদা বাধ তারাজুল মিস্ত্রির বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন (ওয়ার্ড-০২), দৈর্ঘ্য-৪৫০মি. প্র:-৩.০০মি. ।	৪৫০	১৩৫.০০	১৩৫.০০						১৩৫.০০					

ক্র.ন.	আইডি নং	উপখাত সাব প্রজেক্ট	পরিমান (দৈর্ঘ্য ঃ মিটার)	সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমান (লক্ষ টাকা)	১ম পর্যায়		২য় পর্যায়		৩য় পর্যায়		অর্থায়নের উৎস					
					২০২৩-২৪	২০২৪-২৫	২০২৫-২৬	২০২৬-২৭	২০২৭-২৮	২০২৮-২৯	IUGIP	সরকারী উন্নয়ন সহায়তা ও পৌরসভার এলজিইডির অন্যান্য প্রকল্প		DPHE	BCCTF /বিএমডিএফ	অন্যান্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
৩৮	UT-38	দিঘলকান্দি ওয়াপদা বাধ হতে গোসাইবাড়ী ব্রীজ পর্যন্ত লিং বাক্কা কাউন্সিলর বাড়ী দ্বারা উন্নয়ন (ওয়ার্ড-০২), দৈর্ঘ্য-১০০০মি. প্র:-৩.০০মি.।	১০০০	৩০০.০০		৩০০.০০					৩০০.০০					
৩৯	UT-39	সারিয়াকান্দি মা ফাতেমা প্রশিক্ষণ গেট হতে প্রচীর ভায়া ওয়াপদা বাধ পর্যন্ত আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন। (ওয়ার্ড নং০২), দৈর্ঘ্য-৭৫০.০০ মি. প্র: ৩.০০মি.	৭৫০	২২৫.০০			২২৫.০০				২২৫.০০					
৪০	UT-40	সারিয়াকান্দি পৌর এলাকার সিকেন্দারের বাড়ীর নিকট হতে পৌরসভার সীমানা পর্যন্ত আর,সি,সি দ্বারা উন্নয়ন। (ওয়ার্ড-০১/০৪), দৈর্ঘ্য- ৭০০মি. প্র:-৩মি.	৭০০	২১০.০০	২১০.০০						২১০.০০					
৪১	UT-41	সারিয়াকান্দি বালিকা বিদ্যালয় রোড ভায়া প্রমথ চৌধুরীর বাড়ী লিং সোহেল কাউন্সিলর বাড়ী পর্যন্ত আর,সি,সি রাস্তা প্রস্থ করণ। (ওয়ার্ড-০৫), দৈর্ঘ্য- ৭০০মি. প্র:-৩মি.	৭০০	২১০.০০				২১০.০০			২১০.০০					
৪২	UT-42	হিন্দুকান্দি বণিজ মোল্ল্যার বাড়ী হতে দিঘলকান্দি তিন মাথা মোড় পর্যন্ত বিসি দ্বারা উন্নয়ন। (ওয়ার্ড-০১/০২/০৭/০৮), দৈর্ঘ্য- ৪০০০.০০মি. প্র:-৪মি.	৪০০০	১২০০.০০				১২০০.০০			১২০০.০০					
৪৩	UT-43	বাড়ইপাড়া জামে মসজিদ হতে কৈয়ের পাড়া ব্রীজ পর্যন্ত আর,সি,সি দ্বারা উন্নয়ন। (ওয়ার্ড-০৬/০৮), দৈর্ঘ্য-৭০০মি. প্র:-৩মি.	৭০০	২১০.০০				২১০.০০			২১০.০০					

ক্র.ন.	আইডি নং	উপখাত সাব প্রজেক্ট	পরিমান (দৈর্ঘ্য ঃ মিটার)	সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমান (লক্ষ টাকা)	১ম পর্যায়		২য় পর্যায়		৩য় পর্যায়		অর্থায়নের উৎস					
					২০২৩-২৪	২০২৪-২৫	২০২৫-২৬	২০২৬-২৭	২০২৭-২৮	২০২৮-২৯	IUGIP	সরকারী উন্নয়ন সহায়তা ও পৌরসভার এলজিইডির অন্যান্য প্রকল্প		DPHE	BCCTF /বিএমডিএফ	অন্যান্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
৪৪	UT-44	সারিয়াকান্দি পৌর এলাকার ফেকুর বাড়ী হতে আশরাফের বাড়ী পর্যন্ত আর,সি,সি দ্বারা উন্নয়ন(রিটানিং ওয়াল) । (ওয়ার্ড-০৩/০৫), দৈর্ঘ্য- ৫০০মি. প্র:-৩মি.	৫০০	১৫০.০০		১৫০.০০					১৫০.০০					
৪৫	UT-45	সারিয়াকান্দি পৌর এলাকায় গোলার দোকানের নিকট হতে কুঠিবাড়ী পশ্চিম পাড়া গামী রাস্তা আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন (ওয়ার্ড-০৫), দৈর্ঘ্য- ৩৫০মি. প্র:-৩মি	৩৫০	১০৫.০০	১০৫.০০						১০৫.০০					
৪৬	UT-46	হিন্দুকান্দি পুলিশ লাইন আশরাফ মেলেটারীর বাড়ীর নিকট হতে রিপনের পুকুর পাড় হয়ে হিন্দুকান্দি ঈদগাঁ মাঠ পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন(রিটানিং ওয়াল) (ওয়ার্ড-০৩), দৈর্ঘ্য- ৫০০মি. প্র:-৩মি	৫০০	১৫০.০০	১৫০.০০						১৫০.০০					
৪৭	UT-47	হাসপাতাল পূর্ব পাশ্বে হতে মডেল মসজিদ গামী রাস্তা আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন(রিটানিং ওয়াল) ।(ওয়ার্ড-০৩/০৫), দৈর্ঘ্য- ৮০০মি. প্র:-৩মি	৮০০	২৪০.০০				২৪০.০০			২৪০.০০					
৪৮	UT-48	বাড়ইপাড়া ছায়েদজ্জামানের বাড়ী ব্রীজের নিকট হতে দক্ষিণে বাঙ্গালী নদীর ধার পর্যন্ত আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন। ওয়ার্ড ০৯, দৈর্ঘ্য-৯০০.০০মি, প্র:- ৩.৫০মি	১৫০০	৪৫০.০০		৪৫০.০০					৪৫০.০০					
		মোট টাকা	**৩৭৬৫০**	**১১২৯৫**	**৩৫৭৫**	**২৫৬১**	**২৪৭৫**	**২৬৮৫**	**০**	**০**	**১১২৯৫**	**০**	**০**	**০**	**০**	**০**

২। ড্রেইনেজ (নর্দমা) ব্যবস্থাপনা

ক্র.ন.	আইডি নং	উপখাত সাব প্রজেক্ট	পরিমান (দৈর্ঘ্য ঃ মিটার)	সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমান	১ম পর্যায়		২য় পর্যায়		৩য় পর্যায়		অর্থায়নের সম্ভাব্য উৎস					
					২০২৩-২৪	২০২৪-২৫	২০২৫-২৬	২০২৬-২৭	২০২৭-২৮	২০২৮-২৯	IUGIP	পৌরসভার রাজস্ব উদ্বৃত্ত	এলজিইডির অন্যান্য প্রকল্প	DPHE	BCCTF /বিএমডিএফ	অন্যান্য
১	DR-1	এমপির মোড় হইতে বনিজ মোল্লার বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মান। (ওয়ার্ড নং-০১, দৈর্ঘ্য-১৯২৫.০মি.)	১৯২৫	৬৭৩.৭৫	৬৭৩.৭৫						৬৭৩.৭৫					
২	DR-2	সাহাপাড়া ওয়াপদা বাধ সিরাজুলের বাড়ী হতে কুঠিবাড়ী নান্নু মাষ্টারের বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মান (উভয় পার্শ্বে)। (ওয়ার্ড নং-০১ ও ০২, দৈর্ঘ্য-৫২৫.০মি.)	১০৫০	৩৬৭.৫০	৩৬৭.৫০						৩৬৭.৫০					
৩	DR-3	হিন্দুকান্দি বড়বাড়ীর ড্রেন আরসিসি ড্রেন নির্মান (উভয় পার্শ্বে)। (ওয়ার্ড নং-০১, দৈর্ঘ্য-২২৫.০০মি.)	৪৫০	১৫৭.৫০	১৫৭.৫০						১৫৭.৫০					
৪	DR-4	হিন্দুকান্দি ইয়াছিনের বাড়ী হতে নজরুলের বাড়ী ভায়া আব্দুল মান্নান সড়ক পর্যন্ত রাস্তাকাম আরসিসি ড্রেন নির্মান (উভয় পার্শ্বে)। (ওয়ার্ড নং-০১, দৈর্ঘ্য-৩৩০.০মি.)	৬৬০	২৩১.০০	২৩১.০০						২৩১.০০					
৫	DR-5	উপজেলা পরিষদ গেট হতে টিএনটি অফিস ভায়া গেদা মাষ্টার বাড়ী হতে কালিতলা বাধ পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মান (উভয় পার্শ্বে)। (ওয়ার্ড নং-০৩,০২,০৫ দৈর্ঘ্য-১০০০.০মি.)	২০০০	৭০০.০০	৭০০.০০						৭০০.০০					

ক্র.ন.	আইডি নং	উপখাত সাব প্রজেক্ট	পরিমান (দৈর্ঘ্য ঃ মিটার)	সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমান	১ম পর্যায়		২য় পর্যায়		৩য় পর্যায়		অর্থায়নের সম্ভাব্য উৎস					
					২০২৩-২৪	২০২৪-২৫	২০২৫-২৬	২০২৬-২৭	২০২৭-২৮	২০২৮-২৯	IUGIP	পৌরসভার রাজস্ব উদ্বৃত্ত	এলজিইডির অন্যান্য প্রকল্প	DPHE	BCCTF /বিএমডিএফ	অন্যান্য
৬	DR-6	হিন্দুকান্দি হাছনার দোকান হতে থানা বাইপাস জাকিরের বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মান(উভয় পার্শ্বে)। (ওয়ার্ড নং-০৩,০৫, দৈর্ঘ্য-৯২০.০মি.)	১৮৪০	৬৪৪.০০			৬৪৪.০				৬৪৪.০০					
৭	DR-7	সারিয়াকান্দি পরিবার পরিকল্পনা অফিস হতে মুন্টু স্মৃতি সংসদ ভায়া এক্সিম ব্যাংক,মিঠু মাষ্টারের বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মান। (ওয়ার্ড নং-০৫, দৈর্ঘ্য-৪৭৫.০মি.)	৯৫০	৩৩২.৫০			৩৩২.৫				৩৩২.৫০					
৮	DR-8	উপজেলা পরিষদের ভিতওে আরসিসি ড্রেন নির্মান। (ওয়ার্ড নং-০৩, দৈর্ঘ্য-৪৫০.০মি.)	৯৫০	৩৩২.৫০	৩৩২.৫০						৩৩২.৫০					
৯	DR-9	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ভিতরে ড্রেন নির্মান(উভয় পার্শ্বে)। (ওয়ার্ড নং-০৫, দৈর্ঘ্য-৫০০.০মি.)	১০০০	৩৫০.০০			৩৫০.০০				৩৫০.০০					
১০	DR-10	হিন্দুকান্দি পারতিতপরল গামী রতনে বাড়ী হতে বঙ্গালী নদী পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মান(উভয় পার্শ্বে)। (ওয়ার্ড নং-০১, দৈর্ঘ্য-২৬৫.০মি.)	৫৩০	১৮৫.৫০	১৮৫.৫০						১৮৫.৫০					
১১	DR-11	বাদশার বাড়ীর নিকট হতে শিল্পপাড়া জামে মসজিদ ভায়া বাঙ্গালী নদী আরসিসি ড্রেন নির্মান (উভয় পাশে)। (ওয়ার্ড নং-০১, দৈর্ঘ্য-৪০০.০ মি.)	৮০০	২৮০.০০	২৮০.০০						২৮০.০০					

ক্র.ন.	আইডি নং	উপখাত সাব প্রজেক্ট	পরিমান (দৈর্ঘ্য ঃ মিটার)	সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমান	১ম পর্যায়		২য় পর্যায়		৩য় পর্যায়		অর্থায়নের সম্ভাব্য উৎস					
					২০২৩-২৪	২০২৪-২৫	২০২৫-২৬	২০২৬-২৭	২০২৭-২৮	২০২৮-২৯	IUGIP	পৌরসভার রাজস্ব উদ্বৃত্ত	এলজিইডির অন্যান্য প্রকল্প	DPHE	BCCTF /বিএমডিএফ	অন্যান্য
১২	DR-12	হিন্দুকান্দি বাবলুর বাড়ীর হতে শালুখা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ভায়া উত্তরে ফেকুর বাড়ী আরসিসি ড্রেন নির্মান(উভয় পার্শ্বে)। (ওয়ার্ড নং-০১, দৈর্ঘ্য-১৫০০.০ মি.)	৩০০০	১০৫০.০০			১০৫০.০০				১০৫০.০০					
১৩	DR-13	বুদের বাড়ী হত কাশেম মাষ্টারের ড্রেন নির্মান(উভয় পার্শ্বে)। (ওয়ার্ড নং-০৯, দৈর্ঘ্য-২৫০.০ মি.)	৫০০	১৭৫.০০	১৭৫.০০						১৭৫.০০					
১৪	DR-14	মহিলা কলেজ হতে যমুনা নদী পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মান। (ওয়ার্ড নং-০২, দৈর্ঘ্য-৫০০.০মি.)	১০০০	৩৫০.০০				৩৫০.০০			৩৫০.০০					
১৫	DR-15	নিজবাটিয়া হুন্দাই পাড়া ভিতর হতে যমুনা নদী আরসিসি ড্রেন নির্মান(উভয় পার্শ্বে)। (ওয়ার্ড নং-০২, দৈর্ঘ্য-২৫০.০ মি.)	৫০০	১৭৫.০০				১৭৫.০০			১৭৫.০০					
১৬	DR-16	হবিবুর "ছ" মিল হতে বুদের বাড়ী লিং বাহার মাষ্টারের বাড়ী হতে মেইন রাস্তা লিং মোফাজ্জলের বাড়ী হতে হিন্দুকান্দি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভায়া বাঙ্গালী নদী আরসিসি ড্রেন নির্মান(উভয় পার্শ্বে)। (ওয়ার্ড নং-০৮, দৈর্ঘ্য-৭৫০.০মি.)	১৫০০	৫২৫.০০				৫২৫.০০			৫২৫.০০					
১৭	DR-17	হিন্দুকান্দি আমিনুল কাজীর বাড়ী হতে রফিকুলের বাড়ী ভায়া বাঙ্গালী পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মান(উভয়	১১১০	৩৮৮.৫০	৩৮৮.৫০						৩৮৮.৫০					

ক্র.ন.	আইডি নং	উপখাত সাব প্রজেক্ট	পরিমান (দৈর্ঘ্য ঃ মিটার)	সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমান	১ম পর্যায়		২য় পর্যায়		৩য় পর্যায়		অর্থায়নের সম্ভাব্য উৎস					
					২০২৩-২৪	২০২৪-২৫	২০২৫-২৬	২০২৬-২৭	২০২৭-২৮	২০২৮-২৯	IUGIP	পৌরসভার রাজস্ব উদ্বৃত্ত	এলজিইডির অন্যান্য প্রকল্প	DPHE	BCCTF /বিএমডিএফ	অন্যান্য
		পার্শ্বে)। (ওয়ার্ড নং-০৪, দৈর্ঘ্য-৫৫৫.০ মি.)														
১৮	DR-18	সারিয়াকান্দি হাতির ঝিল রাস্তা লিটনের বাড়ী হতে বাঙ্গালী পযন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মান(উভয় পার্শ্বে)। (ওয়ার্ড নং-০৪, দৈর্ঘ্য-৫২৫.০ মি.)	১০৫০	৩৬৭.৫০				৩৬৭.৫০			৩৬৭.৫০					
১৯	DR-19	আব্দুল হামিদ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় বাঙ্গালী নদী পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মান(উভয় পার্শ্বে)। (ওয়ার্ড নং-০৪, দৈর্ঘ্য-৫৫০.০ মি.)	১০৫০	৩৬৭.৫০				৩৬৭.৫০			৩৬৭.৫০					
২০	DR-20	মামুন কাউন্সিলর অফিস হতে ভিতরে হাসপাতাল বাউন্ডারী ওয়াল পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মান(উভয় পার্শ্বে)। (ওয়ার্ড নং-০৪ দৈর্ঘ্য-৫০০.০ মি.)	১০০০	৩৫০.০০				৩৫০.০০			৩৫০.০০					
২১	DR-21	সারিয়াকান্দি সোনালী ব্যাংক হতে বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় পযন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মান(উভয় পার্শ্বে)। (ওয়ার্ড নং-০৪, দৈর্ঘ্য-৫৫০.০ মি.)	১১০০	৩৮৫.০০				৩৮৫.০০			৩৮৫.০০					
২২	DR-22	কেন্দ্রীয় মসজিদ হতে দিঘলকান্দি ওয়াপদা বাধ লিং সরকার পাড়া মসজিদ হতে গোলজার মিস্ত্রির বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মান। (ওয়ার্ড নং-০৬,০৮, দৈর্ঘ্য-২০০০.০ মি.)	৪০০০	১৪০০.০০			১৪০০.০				১৪০০.০০					

ক্র.ন.	আইডি নং	উপখাত সাব প্রজেক্ট	পরিমান (দৈর্ঘ্য ঃ মিটার)	সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমান	১ম পর্যায়		২য় পর্যায়		৩য় পর্যায়		অর্থায়নের সম্ভাব্য উৎস					
					২০২৩-২৪	২০২৪-২৫	২০২৫-২৬	২০২৬-২৭	২০২৭-২৮	২০২৮-২৯	IUGIP	পৌরসভার রাজস্ব উদ্বৃত্ত	এলজিইডির অন্যান্য প্রকল্প	DPHE	BCCTF /বিএমডিএফ	অন্যান্য
২৩	DR-23	হাসপাতাল মোড় হতে কাঠাল তলা পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মান। (ওয়ার্ড নং-০৭, দৈর্ঘ্য-৩৫০.০ মি.)	৭০০	২৪৫.০০				২৪৫.০০			২৪৫.০০					
২৪	DR-24	সরকার পাড়া আপেলের দোকান হতে ওয়াপদা মোড় লিং কেন্দ্রীয় মসজিদ পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মান (উভয় পার্শ্বে)। (ওয়ার্ড নং-০৬, দৈর্ঘ্য-৭৫০.০ মি.)	১৫০০	৫২৫.০০				৫২৫.০০			৫২৫.০০					
২৫	DR-25	সারিয়াকান্দি চায়না ম্যাডামের বাড়ী হতে রিনা কাউন্সিলরের বাড়ী ভায়া পৌরসভা অফিস হতে থানা বাইপাস পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মান(উভয় পার্শ্বে)। (ওয়ার্ড নং-০১/০৫, দৈর্ঘ্য-৫৬৫.০ মি.)	১১৩০	৩৯৫.৫০			৩৯৫.৫				৩৯৫.৫০					
২৬	DR-26	আব্দুল মান্নান আজমের দোকান হতে খোরশেদের বাড়ী ভায়া শফিকুলের বাড়ী লিং-১ সোবাহানের বাড়ী হতে শহিদুলের বাড়ী পর্যন্ত পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মান(উভয় পার্শ্বে)। (ওয়ার্ড নং-০৫, দৈর্ঘ্য-৫৫০.০ মি.)	১১০০	৩৮৫.০০	৩৮৫.০০						৩৮৫.০০					
২৭	DR-27	সারিয়াকান্দি পৌর এলাকার ০১ নং ওয়ার্ডের হিন্দুকান্দি বনিজ মোল্লার বাড়ী হইতে পশ্চিমে বাঙ্গালী নদী পাড় দিয়ে বাঙ্গালী ব্রীজ আরসিসি ড্রেন নির্মান(উভয় পার্শ্বে)। (ওয়ার্ড নং-০১, , দৈর্ঘ্য-১২০০.০ মি.)	২৪০০	৮৪০.০০		৮৪০.০০					৮৪০.০০					

ক্র.ন.	আইডি নং	উপখাত সাব প্রজেক্ট	পরিমান (দৈর্ঘ্য ঃ মিটার)	সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমান	১ম পর্যায়		২য় পর্যায়		৩য় পর্যায়		অর্থায়নের সম্ভাব্য উৎস					
					২০২৩-২৪	২০২৪-২৫	২০২৫-২৬	২০২৬-২৭	২০২৭-২৮	২০২৮-২৯	IUGIP	পৌরসভার রাজস্ব উদ্বৃত্ত	এলজিইডির অন্যান্য প্রকল্প	DPHE	BCCTF /বিএমডিএফ	অন্যান্য
২৮	DR-28	সারিয়াকান্দি ভূমি অফিস হতে পৌর মার্কেট পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মান। (ওয়ার্ড নং-০১, দৈর্ঘ্য-৩০০.০ মি.)	৬০০	২১০.০০		২১০.০০					২১০.০০					
২৯	DR-29	সারিয়াকান্দি পানি উন্নয়ন অফিস হতে সোনার পাড়া মসজিদ ভায়া বাঙ্গালী নদী পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ(উভয় পার্শ্বে) (ওয়ার্ড-০২), দৈর্ঘ্য-১২৫০মি.	২৫০০	৮৭৫.০০		৮৭৫.০০					৮৭৫.০০					
৩০	DR-30	দিঘলকান্দি ওয়াপদা বাধ হতে নদীর পাড় পর্যন্ত) আরসিসি ড্রেন নির্মান (উভয় পার্শ্বে)(ওয়ার্ড-০২), দৈর্ঘ্য-৫০০মি.	১০০০	৩৫০.০০		৩৫০.০০					৩৫০.০০					
৩১	DR-31	কুঠিবাড়ী মফিজ উদ্দিনের বাড়ী হতে বীর মুক্তিযোদ্ধা মো: ফারাজ উদ্দিনের লিং-১ লিচুর দোকান হতে আসলাম সাহেরে বাড়ী লিং-২ মিঠু মন্ডলের বাড়ী হতে মুক্ত মন্ডলের দোকান পর্যন্ত পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ।(ওয়ার্ড-০৫), দৈর্ঘ্য-৪৫০মি	৯০০	৩১৫.০০		৩১৫.০০					৩১৫.০০					
৩২	DR-32	এপির মোড় হতে হাতির ঝিল রাস্তা লিটনের বাড়ী ভায়া দক্ষিণে বাড়ই পাড়া গামী রাস্তা পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ। (ওয়ার্ড-০৪), দৈর্ঘ্য-৭৫০মি.	১৫০০	৫২৫.০০		৫২৫.০০					৫২৫.০০					

ক্র.ন.	আইডি নং	উপখাত সাব প্রজেক্ট	পরিমান (দৈর্ঘ্য ঃ মিটার)	সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমান	১ম পর্যায়		২য় পর্যায়		৩য় পর্যায়		অর্থায়নের সম্ভাব্য উৎস					
					২০২৩-২৪	২০২৪-২৫	২০২৫-২৬	২০২৬-২৭	২০২৭-২৮	২০২৮-২৯	IUGIP	পৌরসভার রাজস্ব উদ্বৃত্ত	এলজিইডির অন্যান্য প্রকল্প	DPHE	BCCTF /বিএমডিএফ	অন্যান্য
৩৩	DR-33	সারিয়াকান্দি ওয়াপদা অফিস তিন মাথা মোড় হতে গোসাইবাড়ী ব্রিজ ভায়া বাঙ্গালী পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ(উভয় পার্শ্বে)। (ওয়ার্ড-০৯), দৈর্ঘ্য-১৩০০মি.	২৬০০	৯১০.০০		৯১০.০০					৯১০.০০					
৩৪	DR-34	পৌর কার্যালয় চত্তরে্ আরসিসি ড্রেন নির্মাণ লিং থানা বাইপাস রাস্তা (উভয় পার্শ্বে)।(ওয়ার্ড-০১), দৈর্ঘ্য-৩৫০মি.	৭০০	২৪৫.০০		২৪৫.০০					২৪৫.০০					
৩৫	DR-35	কুঠিবাড়ী ছানোয়ারের বাড়ী হতে বরে সাহার বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ(উভয় পার্শ্বে)। (ওয়ার্ড-০৫), দৈর্ঘ্য-২৫০মি.	৫০০	১৭৫.০০		১৭৫.০০					১৭৫.০০					
		উপমোট	৪৫০৯৫	১৫৭৮৩	৩৮৭৬	৪৪৪৫	৪১৭২	৩২৯০	০	০	১৫৭৮৩	০	০	০	০	০

৩। বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

ক্র.ন.	আইডি নং	উপখাত সাব প্রজেক্ট	পরিমান	সম্ভাব্যব্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমান (লক্ষ টাকা)	১ম পর্যায়		২য় পর্যায়		৩য় পর্যায়		অর্থায়নের উৎস					
					২৩-২০২২	২০২৩-২৪	২০২৪-২৫	২০২৫-২৬	২০২৬-২৭	২০২৭-২৮	IUGIP	সরকারী উন্নয়ন সহায়তা ও পৌরসভার রাজস্ব উদ্বৃত্ত	এলজিইডির অন্যান্য প্রকল্প	DPHE	BCCTF /বিএমডিএফ	অন্যান্য
১	SWM1	পৌর এলাকার বিভিন্ন মহল্লায় ডাষ্টবিন নির্মান।	৪০ টি	৪০০.০০	২০০.০০	২০০.০০					৪০০.০০					
২	SWM2	মহল্লা ভিত্তিক ময়লা অপসারনের জন্য ভ্যান ক্রয় ও নিযুক্তকরন।	৩৬ টি	১৫৪.০০	৫৪.০০	২০.০০	২০.০০	২০.০০	২০.০০	২০.০০	১৫৪.০০					
৩	SWM3	আবর্জনা ট্রান্সফার ষ্টেশন	৯টি	২২৫.০০		২২৫.০০					২২৫.০০					
৪	SWM4	ডাম্পিং গ্রাউন্ড এর জন্য ভূমি অধিগ্রহন (২ একর) ও স্যানিটারী ল্যান্ডফিল স্থাপন।	৪একর জমি এবং একটি অবকাঠামো	২৪০০.০০	১৬০০.০০	৮০০.০০					২৪০০.০০					
৫	SWM5	ডাম্পিং গ্রাউন্ড এ শেড নির্মাণ	৪টি	২০০.০০			১০০.০০		১০০.০০		২০০.০০					
৬	SWM6	এনজিও সার্ভিস এর মাধ্যমে নালা,নর্দমা,হাট বাজার, রাস্তাঘাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কর্মসূচী	৬ বছর	৪৮০.০০	৮০.০০	৮০.০০	৮০.০০	৮০.০০	৮০.০০	৮০.০০	৪৮০.০০					
		উপমোট		৩৮৫৯.০০	১৯৩৪.০০	১৩২৫.০০	২০০.০০	১০০.০০	২০০.০০	১০০.০০	৩৮৫৯.০০					

৪। পানি সরবরাহ ব্যবস্থাপনা

ক্র.ন.	আইডি নং	উপখাত সাব প্রজেক্ট	পরিমান	সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমান (লক্ষ টাকা)	১ম পর্যায়		২য় পর্যায়		৩য় পর্যায়		অর্থায়নের উৎস					
					২৩-২০২২	২০২৩-২৪	২০২৪-২৫	২০২৫-২৬	২০২৬-২৭	২০২৭-২৮	IUGIP	সরকারী উন্নয়ন সহায়তা ও পৌরসভার রাজস্ব উদ্বৃত্ত	এলজিইডির অন্যান্য প্রকল্প	DPHE	BCCTF /বিএমডিএফ	অন্যান্য
১	WS-1 (Connection 1-400; M 1-400)	পানির সংযোগ প্রদান ও মিটার স্থাপন	৪০০০ টি	৩৩.০০	৩৩.০০						৩৩.০০					
২	WS-2 (Pipeline 0.00-10000m)	পাইপ লাইন নির্মাণ (১০কি.মি.)।	১০কিমি	২৪০.০০	৮০.০০	৮০.০০	৮০.০০				২৪০.০০					
৩	WS-3 (LA-4.0 Deci.)	পাম্প হাউজ নির্মানের জন্য ভূমি অধিগ্রহন (২ টি)	০.৪০ একর	৪০০.০০	২০০.০০	২০০.০০					৪০০.০০					
৪	PTW 1-6	উৎপাদক নলকুপ সহ পাম্প হাউজ নির্মান	৬টি	১০৮০.০০	১৮০.০০	১৮০.০০	১৮০.০০	১৮০.০০	১৮০.০০	১৮০.০০	১০৮০.০০	১০৮০.০০				
৫	OHT-1	ওভারহেড ট্যাংক নির্মান ১টি	১টি	২০০.০০			২০০.০০				২০০.০০					
৬	TW 1-200	পানি সবরবরাহে সেবা বহির্ভূত এলাকায় গভীর নলকুপ স্থাপন (২০০টি)	২০০টি	৬০০.০০	২০০.০০	২০০.০০	২০০.০০				৬০০.০০					
		উপমোট		২৫৫৩.০০	৬৯৩.০০	৬৬০.০০	৬৬০.০০	১৮০.০০	১৮০.০০	১৮০.০০	২৫৫৩.০০	১০৮০.০০	০.০০	০.০০		

৫। স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনা

ক্র.ন.	আইডি নং	উপখাত সাব প্রজেক্ট	পরিমান	সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমান	১ম পর্যায়		২য় পর্যায়		৩য় পর্যায়		অর্থায়নের উৎস					
					২৩-২০২২	২০২৩-২৪	২০২৪-২৫	২০২৫-২৬	২০২৬-২৭	২০২৭-২৮	IUGIP	সরকারী উন্নয়ন সহায়তা ও	এলজিইডির অন্যান্য প্রকল্প	DPHE	BCCTF /বিএমডিএফ	অন্যান্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১	PL 1-300	দুঃস্থ্য পরিবারের জন্য ডাবল পিট লেট্রিন নির্মান	৩০০টি	৩৩০.০০	১১০.০০	১১০.০০			১১০.০০		১১০.০০					
২	FSTP	স্লাজ ডাম্পিং গ্রাউন্ড এর জন্য জমি অধিগ্রহন	২ একর	৬০০.০০			৬০০.০০				৬০০.০০					
৩	PT-1-3	পুরাতন বাসস্ট্যান্ড, কালিতলা গ্রেহিন বাধ ও সিএনজি স্ট্যান্ড পাবলিক টযলেট নির্মান	৩টি	৯০.০০				৯০.০০			০.০০					
৪	SLH-1	কসাইখানা নির্মান	২টি	৬০.০০	৬০.০০						৬০.০০					
৫		উপমোট		১০৮০.০০	১৭০.০০	১১০.০০	৬০০.০০	৯০.০০	১১০.০	০.০০	৭৭০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		

৬। বাজার ব্যবস্থাপনা

ক্র.ন.	আইডি নং	উপখাত সাব প্রজেক্ট	পরিমান	সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমান (লক্ষ টাকা)	১ম পর্যায়		২য় পর্যায়		৩য় পর্যায়		অর্থায়নের উৎস					
					২০২৩-২৪	২০২৪-২৫	২০২৫-২৬	২০২৬-২৭	২০২৭-২৮	২০২৮-২৯	IUGIP	সরকারী উন্নয়ন সহায়তা ও পৌরসভার রাজস্ব	এলজিইডির অন্যান্য প্রকল্প	DPHE	BCCTF /বিএমডিএফ	অন্যান্য
১	PNM-1	সারিয়াকান্দি পৌর নিউ মার্কেট নির্মান	১টি	২০০০.০০	২০০০.০০						২০০০.০০					
২	Shed 1-3	সারিয়াকান্দি বাজারে শেড নির্মান	৩টি	৬০.০০	৬০.০০						৬০.০০					
৩	BPM	বঙ্গবন্ধু পৌর মার্কেট নির্মাণ (২য় ও ৩য় তলা)	১টি	১৫০.০০		১৫০.০০					১৫০.০০					
৪	PSM-1	৫ তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট পৌর সুপার মার্কেট নির্মান নির্মাণ।	১টি	২৪০.০০		২৪০.০০					২৪০.০০					
৫	Bazar	হাট-বাজার সম্প্রসারনের জন্য ২ একর জায়গা ক্রয়	৩ একর	২৩৯৩.৪২			২৩৯৩.৪২				২৩৯৩.৪২					
৬	Terminal 1-2	বাস-ট্রাক/সিএনজি টার্মিলান জায়গাসহ নির্মাণ । (১ একর)	২ একর	১৬০০.০০		১০০০.০০	৬০০.০০				১৬০০.০০					
		উপমোট		৬৪৪৩.৪২	২০৬০.০০	১৩৯০.০০	২৯৯৩.৪২	০.০০	০.০০	০.০০	৬৪৪৩.৪২					

৭। সড়ক বাতি ব্যবস্থাপনা

ক্র.ন.	আইডি নং	উপখাত সাব প্রজেক্ট	পরিমান	সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমান (লক্ষ টাকা)	১ম পর্যায়		২য় পর্যায়		৩য় পর্যায়		অর্থায়নের উৎস					
					২০২৩-২৪	২০২৪-২৫	২০২৫-২৬	২০২৬-২৭	২০২৭-২৮	২০২৮-২৯	IUGIP	সরকারী উন্নয়ন সহায়তা ও পৌরসভার রাজস্ব	এলজিইডির অন্যান্য প্রকল্প	DPHE	BCCTF /বিএমডিএফ	অন্যান্য
১	SL-1	সড়ক বাতি লাইন সম্প্রসারন	৭ কিমি	২৮০.০০	৭০.০০	৭০.০০		৭০.০০	৭০.০০		২৮০.০০					
২	SL-2	সোলার সড়ক বাতি স্থাপন	৫০০টি	৬৩০.০০	২১০.০০		২১০.০০		২১০.০০		৬৩০.০০					
৩	SL-3	বর্তমান সড়ক বাতির লাইন মেরামত	১৫ কিমি	৪৫.০০	১৫.০০		১৫.০০		১৫.০০		৪৫.০০					
		উপমোট টাকা		৯৫৫.০০	২৯৫.০০	৭০.০০	২২৫.০০	৭০.০০	২৯৫.০০	০.০০	৯৫৫.০০					

৮। বিনোদন ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন

ক্র.ন.	আইডি নং	উপখাত সাব প্রজেক্ট	পরিমান	সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমান (লক্ষ টাকা)	১ম পর্যায়		২য় পর্যায়		৩য় পর্যায়		অর্থায়নের উৎস					
					২০২৩-২৪	২০২৪-২৫	২০২৫-২৬	২০২৬-২৭	২০২৭-২৮	২০২৮-২৯	IUGIP	সরকারী উন্নয়ন সহায়তা ও পৌরসভার রাজস্ব	এলজিইডির অন্যান্য প্রকল্প	DPHE	BCCTF /বি.এমডি.এফ	অন্যান্য
১	Audi	পৌর অডিটরিয়াম নির্মান (০.৫ একর জমি অধিগ্রহনসহ)	১টি	৮০০.০০					৮০০.০০		৮০০.০০					
২	Picnic	পিকনিক স্পট নির্মাণ ৪ একর জমি অধিগ্রহন সহ ভুমি উন্নয়ন ও অবকাঠামো নির্মান।	১টি	১২০০.০০			৮০০.০০	৪০০.০০			১২০০.০০					
৩	Park	শিশুপার্ক নির্মানের জন্য ২ একর জমি অধিগ্রহন সহ ভুমি উন্নয়ন ও অবকাঠামো নির্মান।	১টি	১৬০০.০০	১০০০.০০	৬০০.০০					১৬০০.০০					
		উপমোট টাকা		৩৬০০.০০	১০০০.০০	৬০০.০০	৮০০.০০	৪০০.০০	৮০০.০০	০.০০	৩৬০০.০০					

১১। সৌন্দর্যবর্ধন কাজ

ক্র.ন.	আইডি নং	উপখাত সাব প্রজেক্ট	পরিমান	সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমান (লক্ষ টাকা)	১ম পর্যায়		২য় পর্যায়		৩য় পর্যায়		অর্থায়নের উৎস					
					২০২৩-২৪	২০২৪-২৫	২০২৫-২৬	২০২৬-২৭	২০২৭-২৮	২০২৮-২৯	IUGIP	সরকারী উন্নয়ন	এলজিইডির অন্যান্য	DPHE BCCTF		অন্যান্য
১	WW-1, Beauty-1	বাঙ্গালী নদী পাড় ওয়াকওয়ে নির্মান ও সৌন্দর্য্যবর্ধন কাজ (২ কিমি)	১টি	৩০০০.০০		১২০০.০০		১৮০০.০০			৩০০০.০০					
২	Beauty 2-4	আগুন নিয়ন্ত্রনে স্থায়ী পানির পয়েন্টের জন্য (১) ১ নং ওয়ার্ড হিন্দুকান্দি পুকুর, (২) ৩ নং ওয়ার্ড হিন্দুকান্দি খোরশেদ বাড়ী পুকুর (৩) হাসপাতাল পুকুর ৫নং ওয়ার্ড এবং সৌন্দর্য্যবর্ধন কাজ ।	৩টি	৩০০.০০			১০০.০০	২০০.০০			৩০০.০০					
৩	Beauty-5	যমুনা নদী কালিতলা গ্রোয়েন বাধে সৌন্দর্যবর্ধন কাজ	১টি	৫০০.০০	৫০০.০০						৫০০.০০					
৪	Pillar	পৌরসভার সীমানা পিলার নির্মাণ।	৮টি	৮০.০০			৮০.০০				৮০.০০					
৫	Beauty-6	পাবলিক মাঠ সৌন্দর্যবর্ধন কাজ	১টি	২০০.০০			২০০.০০				২০০.০০					
		উপমোট টাকা		৪০৮০.০০	৫০০.০০	১২০০.০০	৩৮০.০০	২০০০.০০	০.০০	০.০০	৪০৮০.০০					

১২। অন্যান্য সুবিধাধি

ক্র.ন.	আইডি নং	উপখাত সাব প্রজেক্ট	পরিমান	সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমান	১ম পর্যায়		২য় পর্যায়		৩য় পর্যায়		অর্থায়নের উৎস					
					২০২৩-২৪	২০২৪-২৫	২০২৫-২৬	২০২৬-২৭	২০২৭-২৮	২০২৮-২৯	IUGIP	সরকারী উন্নয়ন সহায়তা ও পৌরসভার রাজস্ব	এলজিইডির অন্যান্য প্রকল্প	DPHE	BCCTF /বিএমডিএফ	অন্যান্য
১	Ghatla 1-6	পৌর এলাকার যমুনা ও বাঙ্গালী নদীর পাড়ে ৬ টি আরসিসি ঘাটলা নির্মান।	৬টি	৬০০.০০		১৫০.০০	১৫০.০০	১৫০.০০	১৫০.০০		৬০০.০০					
২	Shed 1-12	যাত্রী ছাউনি নির্মান	১২টি	১৫০.০০	২৫.০০	২৫.০০	৫০.০০	৫০.০০			১৫০.০০					
৩	SQ	পৌর ষ্টাফ কোয়াটার ৩য় তলা উদ্ধমুখী সম্প্রসারণ	১টি	১৮০.০০			১৮০.০০				১৮০.০০					
৪	PO	পৌর ভবরেন ৩য় ও ৪র্থ তলা উদ্ধমূখী সম্প্রারণ	১টি	২৫০.০০		২৫০.০০					২৫০.০০					
৫	Culvert 1-6	ব্রিজ-কালভার্ট নির্মাণ	৬টি	৩৩০.০০		১১০.০০	১১০.০০	১১০.০০			৩৩০.০০					
		উপমোট টাকা		১৫১০.০০	২৫.০০	১৭৫.০০	৪৯০.০০	২০০.০০	১৫০.০০	০.০০	১৫১০.০০					
১	GY-1	পৌর কবরস্থান এর উন্নয়ন।	৩টি	৩০০.০০			৩০০.০০				৩০০.০০					
২	Creamation 1	শশ্মান ঘাটের উন্নয়ন।	২টি	১০০.০০			১০০.০০				১০০.০০					
		উপমোট টাকা		৪০০.০০	০.০০	০.০০	৪০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৪০০.০০					
১	Library-1	পৌর পাঠাগার নির্মাণ।	১টি	১০০.০০			১০০.০০				১০০.০০					
২	Mosque-1	পৌর মসজিদ নির্মাণ ।	১টি	১০০.০০			১০০.০০				১০০.০০					
		উপমোট টাকা		২০০.০০	০.০০	০.০০	২০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২০০.০০					

আর্থ- সামাজিক উন্নয়ন - ১। দারিদ্র হ্রাসকরন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নসহ বস্তি বাসীদের জন্য মৌলিক সেবা প্রদান

ক্র.ন.	আইডি নং	উপখাত সাব প্রজেক্ট	পরিমান	সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমান	১ম পর্যায়		২য় পর্যায়		৩য় পর্যায়		অর্থায়নের উৎস					
					২০২৩-২৪	২০২৪-২৫	২০২৫-২৬	২০২৬-২৭	২০২৭-২৮	২০২৮-২৯	IUGIP	সরকারী উন্নয়ন সহায়তা ও পৌরসভার রাজস্ব	এলজিইডির অন্যান্য প্রকল্প	DPHE	BCCTF /বিএমডিএফ	অন্যান্য
১	Training-1	আত্ম কর্মসংস্থানের জন্য বিভিন্ন বিষয়ে কারিগরী প্রশিক্ষন ও আর্থিক সহায়তা	১	৭৫০.০০	৫০.০০	১০০.০০	১২০.০০	১৪০.০০	১৬০.০০	১৮০.০০	৪৫০.০০	৩০০.০০				
২	Fin. Asst	দুঃস্থ, অসহায়, বৃদ্ধ পুরুষ ও গরীব বিধবা নারীদের আর্থিক সাহায্য	১	৮৮.০০	১০.০০	১২.০০	১৩.০০	১৫.০০	১৮.০০	২০.০০		৮৮.০০				
৩	Training-2	বেকার যুবকদের মাঝে ড্রাইভিং ও কম্পিউটার প্রশিক্ষন প্রদান	১	৬৯০.০০	৪০.০০	৬০.০০	৯০.০০	১২০.০০	১৮০.০০	২০০.০০	৩০০.০০	৩৯০.০০				
৪	Training-3	দুঃস্থ নারীদের হাঁস, মুরগী ও গবাদি পশু পালন, সেলাই বিষয়ক প্রশিক্ষন প্রদান	১	২৭০.০০	২০.০০	৩০.০০	৪০.০০	৫০.০০	৬০.০০	৭০.০০	১৪০.০০	১৩০.০০				
৫	Cap. Assit	দুঃস্থ নারীদের হাঁস, মুরগী ও গবাদি পশু বিতরন	১	৪৪০.০০	৫০.০০	৬০.০০	৭০.০০	৮০.০০	৯০.০০	৯০.০০	২০০.০০	২৪০.০০				
৬	Health	দুঃস্থ ও অসুস্থ রোগীদের চিকিৎসা প্রদান	১	৫৯.০০	৬.০০	৮.০০	৯.০০	১০.০০	১২.০০	১৪.০০	৯.০০	৫০.০০				
৭	Edu.1	দুঃস্থ ও গরীব মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা উপকরনাদি প্রদান	১	১৪০.০০	১৫.০০	২০.০০	২২.০০	২৫.০০	২৮.০০	৩০.০০	৪০.০০	১০০.০০				
৮	Edu.2	নিম্ন জাতিগোষ্ঠির জন্য শিক্ষা কেন্দ্র নির্মাণ	১	৯০.০০			৯০.০০				৯০.০০					

ক্র.ন.	আইডি নং	উপখাত সাব প্রজেক্ট	পরিমান	সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমান	১ম পর্যায়		২য় পর্যায়		৩য় পর্যায়		অর্থায়নের উৎস					
					২০২৩-২৪	২০২৪-২৫	২০২৫-২৬	২০২৬-২৭	২০২৭-২৮	২০২৮-২৯	IUGIP	সরকারী উন্নয়ন সহায়তা ও পৌরসভার রাজস্ব	এলজিইডির অন্যান্য প্রকল্প	DPHE	BCCTF /বিএমডিএফ	অন্যান্য
৯	Equip. Asst.	দুঃস্থ ও গরীবদের শীতবস্ত্র প্রদান	১	৪৫.০০	৫.০০	৬.০০	৭.০০	৮.০০	৯.০০	১০.০০	১৫.০০	৩০.০০				
১০	LCH	ভুমিহীন দুঃস্থ ও গরীবদের আবাসন ব্যবস্থা নির্মান	২০	৪২০.০০	৮০.০০	১২০.০০	২২০.০০				৫২০.০০					
১১	Helath-2	স্বাস্থ্য সহায়তা প্রদান	১	৯০.০০			৯০.০০					৯০.০০				
১২	DTW 1-20	গভীর নলকুপ স্থাপন	২০	৩০.০০		১৫.০০	১৫.০০				৩০.০০					
১৩-২৯	SIC 1-15		১৫	১৪৪০.০০	৩৮০.০০	৩৮০.০০	৩০০.০০	৩৮০.০০			১৪৪০.০০					
		উপমোট		৪৫৫২.০০	৬৫৬.০০	৮১১.০০	১০৮৬.০০	৮২৮.০০	৫৫৭.০০	৬১৪.০০	৩২৩৪.০০	১৪১৮.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন - ২। জেন্ডার একশন প্ল্যান বাস্তবায়ন

ক্র.ন.	আইডি নং	উপখাত সাব প্রজেক্ট	পরিমান	সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমান	১ম পর্যায়		২য় পর্যায়		৩য় পর্যায়		অর্থায়নের উৎস					
					২৩-২০২২	২০২৩-২৪	২০২৪-২৫	২০২৫-২৬	২০২৬-২৭	২০২৭-২৮	IUGIP	সরকারী উন্নয়ন সহায়তা ও পৌরসভার রাজস্ব উদ্বৃত্ত	এলজিইডির অন্যান্য প্রকল্প	DPHE	BCCTF /বিএমডিএফ	অন্যান্য
১	GAP-1	নারী ও শিশুদের সেবা প্রদানসহ সমাজের প্রতিটি স্তরে তাদের অংশ গ্রহনের জন্য যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহন।	১	৯০.০০	১০.০০	১২.০০	১৪.০০	১৬.০০	১৮.০০	২০.০০	৩০.০০	৬০.০০				
২	NC-1	পৌরসভা কার্যালয়ে একটি নারী কর্ণার নির্মান	১	৩৫.০০		৩৫.০০					৩৫.০০					
৩	PT(W) 5-6	সারিয়াকান্দি বাজারে ২টি মহিলা টয়লেট নির্মান	২	৯০.০০		৩৫.০০	৫৫.০০				৯০.০০					
৪	Library-2	নারী পাঠাগার নির্মান	১	৮০.০০			৮০.০০				৮০.০০					
৫	WDC-1	দুঃস্থ মহিলাদের জন্য হস্তশিল্প ও কুটির শিল্পের জন্য নারী উন্নয়ন কেন্দ্র নির্মান।	১	২৫০.০০				২৫০.০০			২৫০.০০					
৬	Girl's Club	প্রতিটি ওয়ার্ডে ০১ (এক) টি করে কিশোরী ক্লাব নির্মাণ	৯	৯০.০০	৩০	৩০		৩০			৯০.০০					
		উপমোট		৬৩৫.০০	১০.০০	১১২.০০	১৪৯.০০	২৬৬.০০	১৮.০০	২০.০০	৫৭৫.০০	৬০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	

সেক্টর	ক্রমিক নং	উপখাত	সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমান	সাব সেক্টর বিনিয়োগ পরিকল্পনা (লক্ষ টাকা)								
				১ম পর্যায়	২য় পর্যায়	৩য় পর্যায়	অর্থায়নের উৎস					
				২০২৫-২০২৩	২০২৫-২০২৭	২০২৭-২০২৯	IUGIP	সরকারী উন্নয়ন সহায়তা ও পৌরসভার রাজস্ব উদ্বৃত্ত	এলজিইডির অন্যান্য প্রকল্প	DPHE	BCCTF /বিএমডিএফ	অন্যান্য
সেক্টর -১ঃ অবকাঠামো উন্নয়ন ও সেবা প্রদান	১	নগর যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়ন (রাস্তা উন্নয়ন/ পুণর্বাসন/ মেরামত)	১১২৯৫.০০	৩৫৭৪.৫০	২৪৭৫.০০		৬০৪৯.৫০					
	২	পানি নিস্কাশন (ড্রেইনেজ) ব্যবস্থার উন্নয়ন	১৫৭৮৩.২৫	৩৮৭৬.২৫	৪১৭২.০০		৮০৪৮.২৫					
	৩	পৌর আবর্জনা ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন	৩৮৫৯.০০	৩৬৪৪.০০	৮০.০০	৩৫.০০	৩৭৫৯.০০					
	৪	পানি সরবরাহ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন	২৫৫৩.০০	৯৯৩.০০	৫০০.০০		১৪৯৩.০০					
	৫	স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন	১০৮০.০০	৩৯০.০০	৬৯০.০০		১০৮০.০০					
	৬	বাজার ব্যবস্থাপনা	৬৪৪৩.৪২	৬৪৪৩.৪২			৬৪৪৩.৪২					
	৭	সড়ক বাতি ব্যবস্থাপনা	৯৯৫.০০	৩৬৫.০০	৩২৫.০০	২৯৫.০০	৯৯৫.০০					
	৮	বিনোদন ব্যব্স্থাপনার উন্নয়ন	৩৬০০.০০	১৬০০.০০	২০০০.০০		৩৬০০.০০					
	৯	কবরস্থান ও শশ্মান ঘাট ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন	৪০০.০০		৪০০.০০		৪০০.০০					
	১০	শিক্ষা ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন	২০০.০০		২০০.০০		২০০.০০					
	১১	সৌন্দর্য্যবর্ধন কাজ	৪০৮০.০০		৪০৮০.০০		৪০৮০.০০					
	১২	অন্যান্য সুবিধাধি	১২০০.০০		১২০০.০০		১২০০.০০					
	১৩	যানবাহন ও যন্ত্রপাতি	৫১৬.০০		৫১৬.০০		৫১৬.০০					

সেক্টর	ক্রমিক নং	উপখাত	সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমান	সাব সেক্টর বিনিয়োগ পরিকল্পনা (লক্ষ টাকা)								
				১ম পর্যায়	২য় পর্যায়	৩য় পর্যায়	অর্থায়নের উৎস					
				২০২৫-২০২৩	২০২৫-২০২৭	২০২৭-২০২৯	IUGIP	সরকারী উন্নয়ন সহায়তা ও পৌরসভার রাজস্ব উদ্বৃত্ত	এলজিইডির অন্যান্য প্রকল্প	DPHE	BCCTF /বিএমডিএফ	অন্যান্য
সেক্টর -২ -আর্থ সামাজিক উন্নয়ন	১	দারিদ্র হ্রাসকরন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নসহ বস্তি বাসীদের জন্য মৌলিক সেবা প্রদান	৪৫৫২.০০		৪৫৫২.০০		৪৫৫২.০০					
	২	জেন্ডার একশন প্ল্যান বাস্তবায়ন	৬৩৫.০০		৬৩৫.০০		৬৩৫.০০					
সেক্টর -৩ -নগর সুপরিচালন ও দক্ষতা বৃদ্ধি	১	নগর সুপরিচালন ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সকল কার্যক্রম গ্রহন।	৪৭৫.৩৩	৩১৫.৩৩	৮০.০০	৮০.০০	৪৭৫.৩৩					
		সর্বমোট উন্নয়ন বিনিয়োগ ঃ	**৫৭৬৬৭.০০**	**২০৮৮৬.১৭**	**২১৯০৫.০০**	**৩৩০.০০**	**৪৩৫২৬.৫০**	**০.০০**	**০.০০**	**০.০০**	**০.০০**	

৭.৪ পরিচালন ব্যবস্থার সংস্কার, প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্য বৃদ্ধি এবং দক্ষতা বৃদ্ধির পরিকল্পনা (Plan for Governance Reforms, Institutional Strengthening and Capacity Building)

পৌরসভার পরিচালন ব্যবস্থার সংস্কার ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধি কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য এ সংক্রান্ত গঠিত 'ওয়ার্কিং গ্রুপ' একটি পরিকল্পনা তৈরী করেছে। দক্ষতা বৃদ্ধির কার্যক্রমে মানব সম্পদ উন্নয়ন কৌশল, সেবা প্রদানে উন্নত ব্যবস্থার প্রবর্তন, অপেক্ষাকৃত বেশি রাজস্ব আদায়ের মাধ্যমে আভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহ বৃদ্ধি এবং রক্ষণাবেক্ষণ ও অপারেশন কাজের দক্ষতা বৃদ্ধি অর্ন্তভূক্ত হবে। অন্যদিকে, পরিচালন ব্যবস্থা সংস্কারের মাধ্যমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা পদ্ধতি, দারিদ্র্য বান্ধব কর্মসূচী এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পরিবেশ অন্তর্ভূক্ত হয়েছে।

৭.৪.১ দক্ষতা বৃদ্ধির কর্ম-পরিকল্পনা (Capacity Building Action Plan)

পৌরবাসীকে উন্নত ও দ্রুত সেবা প্রদানের জন্য দক্ষতা বৃদ্ধির কোন বিকল্প নেই। একমাত্র দক্ষ জনবলই পারে কোন প্রতিষ্ঠানকে তার চুড়ান্ত লক্ষ্যে পৌছাতে। সারিয়াকান্দি পৌরসভা স্বল্প আয়ের একটি পৌরসভা। পৌরসভার এই সীমিত আয়ের মাধ্যমে উন্নত চাহিত সেবা জনগণের দৌড়গোড়ায় পৌছাতে প্রয়োজনঃ

১. দক্ষ জনবল;
২. প্রযুক্তির ব্যবহার;
৩. প্রযুক্তি নির্ভর কৌশল প্রণয়ন;
৪. প্রাতিষ্ঠানিক শৃংখলা; এবং
৫.আন্তরিক প্রচেষ্টা।

সারিয়াকান্দি পৌরসভার দক্ষতা বৃদ্ধির কর্ম-পরিকল্পনা নিম্নরূপঃ

সারিয়াকান্দি পৌরসভার দক্ষতা বৃদ্ধির কর্ম পরিকল্পনা ঃ

ক্রঃ নং	দক্ষতা বৃদ্ধি জন্য প্রশিক্ষন	প্রশিক্ষনের পরিমান	অর্থ বরাদ্দের পরিমান	বাস্তবায়ন কাল					মন্তব্য
	অর্থ বছর			২০২৩-২০২৪	২০২৪-২০২৫	২০২৫-২০২৬	২০২৬-২০২৭	২০২৭-২০২৮	
১.১	পৌরসভার সকল কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান	বছরে ০১টি ০৫দিন	৪ লক্ষ	২০২৩-২০২৪	২০২৪-২০২৫	২০২৫-২০২৬	২০২৬-২০২৭	২০২৭-২০২৮	পৌরসভা /প্রকল্প
১.২	মেয়র/ কাউন্সিলরদের দায়িত্ব/ কর্তব্য বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান	বছরে ০১টি ০২দিন	১ লক্ষ	২০২২-২০২৩	২০২৩-২০২৪	২০২৪-২০২৫		২০২৬-২০২৭	
১.৩	TLCC/WC/GC অর্ন্তভূক্ত সদস্যদের দায়িত্ব কর্তব্য বিষয়ে প্রশিক্ষল প্রদান	বছরে ০১টি ০৫দিন	৪ লক্ষ	২০২৩-২০২৪	২০২৪-২০২৫	২০২৫-২০২৬	২০২৬-২০২৭	২০২৭-২০২৮	
২ ২.১	কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের কম্পিউটার বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান	বছরে ০১টি ০৪ দিন	১ লক্ষ	২০২২-২০২৩	২০২৩-২০২৪	২০২৪-২০২৫			

এছাড়াও যে সমস্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে হবে তা নিম্নরূপঃ

১. পৌরকর কম্পিউটারাইজড ও পৌরকরের উন্নততর রেকর্ড ব্যবস্থাপনা;
২. লাইসেন্স শাখায় কম্পিউটারাইজড পদ্ধতি চালু করণ ও উন্নততর রেকর্ড ব্যবস্থাপনা;
৩. জন্মনিবন্ধন কার্যক্রম কম্পিউটারাইজড পদ্ধতি চালু করণ ও উন্নততর রেকর্ড ব্যবস্থাপনা;
৪. হিসাব শাখায় কম্পিউটারাইজড পদ্ধতি চালু করণ ও উন্নততর হিসাব প্রতিবেদন তৈরিকরণ; এবং
৫. পৌর ভৌত অবকাঠামোর তালিকা প্রনয়ন ও বেইজ ম্যাপ প্রস্তুত করণ।

বাস্তবায়ন কৌশল ঃ–পৌরসভার সকল আর্থিক, প্রশাসনিক ও পৌরসেবা এবং মহিলা ও দারিদ্র্যদের প্রতিনিধিত্বসহ পৌর নাগরিক ও অন্যান্য স্টেক হোল্ডারদের অংশ গ্রহনের সুযোগ নিশ্চিত করে তা অব্যাহত রাখা। এ ছাড়া পৌরসভার উন্নয়ন পরিকল্পনা (পিডিপি) প্রস্তুতে বিভিন্ন পর্যায়ে পৌর নাগরিক ও স্টেক হোল্ডারদের সম্পৃক্ত করণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে যা নিম্নরুপঃ

১. পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা (পিডিপি) প্রণয়নের লক্ষ্যে ইন্সেপশন ওয়ার্কশপ, ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন ও ওয়ার্ড ভিশনিং এর মাধ্যমে পৌর নাগরিকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা;

২. পিডিপি প্রণয়নের অংশ হিসেবে পৌর নাগরিক ও স্টেক হোল্ডারদের অংশগ্রহণে ওয়ার্ড ভিশনিং এবং পৌরসভা পর্যায়ে পৌরসভা ভিশনিং অনুশীলন পরিচালনা করে ভিশন ২০২৮ প্রণয়ন করা;

৩. পৌরসভার মহিলা ও দারিদ্র্য জনগোষ্ঠি সহ সকল স্তরের নাগরিকদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করে নগর সমন্বয় কমিটি TLCC গঠন এবং তাদের অংশ গ্রহণে পিডিপি প্রণয়ন তদারকির মাধ্যমে কার্যপরিধি অনুযায়ী সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা;

৪. প্রতিটি ওয়ার্ড পর্যায়ে মহিলা ও দারিদ্র্যদের প্রতিনিধি সহ ওয়ার্ডের সকল স্তরের নাগরিক প্রতিনিধি সমন্বয়ে ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটি WC গঠন ও কার্যপরিধি অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা;

৫. আর্থ সামাজিক উন্নয়ন লক্ষ্যের কৌশল-৩ এর বর্ণিত PRAP পিডিপির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে বর্ণিত কার্যপরিধির আলোকে বাজেট বরাদ্ধসহ তা বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করা;

৬. মহিলা কাউন্সিলরকে প্রধান করে গঠিত জেন্ডার কমিটি গঠন করে তার সহযোগিতায় পৌরসভা ভিত্তিক Gender Action Plan (GAP) তৈরী করে তা পিডিপিতে অন্তর্ভুক্ত করা, প্রকল্পের বিভিন্ন অংগের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে জেন্ডার সম্পর্কিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করা GAP এর কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রতি বছর বাজেট তৈরী করে পৌরসভায় দাখিল করা এবং পৌরসভা কর্তৃক GAP বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্ধ রাখা;

৭. PDP তে উপরোক্ত কমিটি, সংগঠনের এবং GAP ও PRAP এর কার্যপরিধি সহ সময় ভিত্তিক ঐ সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নে কর্ম পরিকল্পনা নির্ধারণ করা আছে এবং তদানুযায়ী সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে; এবং

৮. নাগরিক সচেতনতা বৃদ্ধি ও তাদের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে বর্ণিত সকল কার্যাবলী (Activities) সহ সিটিজেন চার্টার প্রকাশ করে পৌরসভার সাথে নাগরিকদের যোগাযোগের অবাধ সুযোগ সৃষ্টি করা।

৭.৪.১ পৌর সেবা সরবরাহের সাথে সম্পৃক্ত অন্যান্য সংস্থা/প্রতিষ্ঠান (Involvement of other Associated Organizations Regarding Pourashava Services Delivery)

পৌরসভা কার্যাবলী পরিচালনায় ও সেবা প্রদানে সরকারী বিভিন্ন সংস্থার এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রভাব/দায়িত্ব সম্পৃক্ততা রয়েছে। এ সবের মধ্যে কোন কোন সংস্থা পৌরসভার সাথে সমন্বিত/যৌথভাবে আবার কোন কোন সংস্থা/সংগঠন আলাদা পরিমন্ডলে থেকে প্রয়োজনীয় নাগরিক সুবিধা দিয়ে থাকে। এরূপ কতিপয় সংস্থা/সংগঠন কার্যাবলী নিম্নে বর্ণিত হলঃ

সমাজ সেবা কার্যালয় ঃ

সারিয়াকান্দি উপজেলা পরিষদের অন্তর্গত সারিয়াকান্দি পৌর এলাকায় সমাজ সেবা কার্যালয় যৌথ ভাবে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। পৌরসভা ও সমাজ সেবা আর্থিক প্রতিষ্ঠান যৌথভাবে এলাকার মুক্তিযোদ্ধা ভাতা, বয়স্ক ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা, বিধবা ভাতা, স্বামী পরিত্যাক্তা ভাতা সহ অন্যান্য ভাতা প্রদানে তালিকা প্রস্তাব ও ভাতা বিতরণ করে থাকে। বিভিন্ন সমাজ উন্নয়ন মূলক কার্য / প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন, নিয়ন্ত্রন, অডিট ও উন্নয়নে সহযোগিতা করে থাকে।

কৃষি অফিসঃ

পৌর এলাকার কৃষি অফিস কর্তৃক কৃষকদের বিভিন্ন ফসল উৎপাদনে সঠিক সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান করে থাকে। ফসলী জমিতে উর্বরতা, সার বিতরন ও কিটনাশক বিতরন ও পরামর্শ দিয়ে থাকে। দুর্যোগকালীন ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকের তালিকা প্রস্তত করে ক্ষতিগ্রস্থদের মাঝে সহযোগিতা করে থাকে।

শিক্ষা অফিসঃ

উপজেলা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় শিক্ষা অফিস পৌর এলাকায় অবস্থিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহ তদারকী, পরামর্শ, প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। ছাত্র - ছাত্রীদের মাঝে বিনামূল্যে বই বিতরন ও সরবরাহ করে থাকে।

ত্রান অফিসঃ-

ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রালয় অধিনস্থ ত্রাণ অফিস পৌর সভার সহিত সমন্বয় করে ভিজিএফ, ভিজিডি, কাবিখা, টিআর প্রকল্প বাস্তবায়ন করে থাকে। পৌর এলাকায় মাটির রাস্তা নির্মাণ মসজিদ, মন্দির ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে থাকে।

উপজেলা প্রকৌশল অধিদপ্তরঃ

স্থানীয় সরকার অধিদপ্তর এর নিয়ন্ত্রনাধীন উপজেলা প্রকৌশল অধিদপ্তর পৌরসভার সহিত যৌথ ভাবে বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কাজ সম্পন্ন করে থাকে।

উপজেলা মহিলা বিষয়ক কার্যালয়ঃ

পৌর এলাকায় মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা মহিলাদের উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে। সেলাই শিক্ষাসহ বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে। অপ্রাপ্ত বয়স্ক মহিলাদের বিবাহ নিরোধ করে থাকে।

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সঃ

পৌর এলাকার অসুস্থ সকল জনসাধারনের চিকিৎসা সেবা দিয়ে থাকে। দারিদ্র্য জনগোষ্ঠি বিনামূল্যে সেবা পেয়ে থাকে। শিশু ও মায়েদের বিভিন্ন টিকা দিয়ে থাকে।

উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয় ঃ

পৌর এলাকায় জন্মনিয়ন্ত্রন কার্যক্রমে উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকে। গর্ভবতী মহিলাদের টিকা দিয়ে থাকে।

পিডিবি বিদ্যুতায়ন বোর্ড ঃ

সারিয়াকান্দি পৌর এলাকায় বিদ্যুৎ বিতরন করে থাকে। পৌর এলাকায় বিভিন্ন রাস্তার বাতি প্রদানে পৌরসভাকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করে থাকে।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) ঃ

সরকারের নেয়া বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে এলজিইডি পৌরসভার অভ্যান্তরে প্রকল্পের আওতায় উন্নয়ন, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষনের কাজ করে থাকে। তবে এগুলো পর্যায়ক্রমে পৌরসভার নিকট হস্তান্তর করা হয়। পক্ষান্তরে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে এলজিইডি পৌরসভার সাথে যৌথভাবে পৌর এলাকার অবকাঠামো উন্নয়ন, পৌরসভার পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও পৌরসভার প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করে থাকে। এ ছাড়া এলজিইডি পৌরসভার মহা-পরিকল্পনা প্রণয়নসহ যে কোন বৃহৎ অবকাঠামো নির্মাণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা প্রদান করে থাকে।

সড়ক ও জনপদ বিভাগ (RHD) ঃ

প্রায় সকল পৌরসভার ভিতর দিয়ে অথবা পাশ দিয়ে সড়ক ও জনপথ বিভাগের নিয়ন্ত্রিত আঞ্চলিক মহাসড়ক অতিক্রম করেছে। সারিয়াকান্দি পৌরসভার অভ্যন্তরে অবস্থিত প্রধান সড়কটি, সড়ক ও জনপথ বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন। এ সকল রাস্তা উন্নয়ন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষনসহ রাস্তা সংলগ্ন নর্দমা ব্যবস্থা সড়ক ও জনপথ বিভাগের একক দায়িত্বে। এ সব কাজে পৌরসভার কোন ভূমিকা নেই;

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই)

পৌরসভার পানি সরবরাহ ব্যবস্থাপনা স্থাপন ও পরিচালনায় ডিপিএইচই মূখ্য ভূমিকা পালন করে। পৌরসভার সাথে সম্মিলিত ভাবে পানি সরবরাহ অবকাঠামো নির্মানের পর সাধারণত তা পরিচালনা ও রক্ষনাবেক্ষনের দায়িত্ব পৌরসভার নিকট হস্তান্তর করা হয় এবং পৌরসভাই গ্রাহকদের নিকট থেকে পানির 'ট্যারিফ' সংগ্রহ করে। শতভাগ পানি সরবরাহ ব্যবস্থা অর্জন করার জন্য ডিপিএইচ-এর সহায়তায় পিটিডবিউ, আইআরপি, এইচটি এবং ট্রান্সমিশন ও ডিস্টিবিউশন লাইন সম্প্রসারন প্রয়োজন।

টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ (টিএন্ডটি) ঃ

নাগরিক জীবনে যোগাযোগের অপরিহার্য একটি সেবা টেলিযোগাযোগ এর ব্যবস্থাপনার জন্য টিএন্ডটি বিভাগ দায়িত্ব পালন করে থাকে। দেশের সকল পৌর এলাকায় টিএন্ডটি'র কার্যক্রম আছে এবং এরা নিজস্ব প্রক্রিয়ায় কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। পৌর কর্তৃপক্ষের এ কাজে তেমন কোন ভূমিকা নেই। টিএন্ডটি কর্তৃক কেবল লাইন কর্মকান্ডে পৌরসভাকে সম্পৃক্ত করলে স্থানীয় ভাবে সমস্যার সমাধান করা সম্ভব।

জেলা প্রশাসক ঃ

জেলা প্রশাসক জেলার প্রশাসনিক প্রধান। পৌরসভার উন্নয়ন কর্মকান্ডের জন্য প্রয়োজনীয় ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া জেলা প্রশাসন থেকে করা হয়ে থাকে। এ ছাড়া পৌরসভার কর-আদায়, অবৈধ দখল উচ্ছেদ ইত্যাদি কাজে জেলা প্রশাসক ম্যাজিস্ট্রেট পাঠিয়ে পৌরসভাকে সহায়তা করেন।

পুলিশ সুপার ঃ

পুলিশ সুপার জেলার পুলিশ বিভাগের প্রধান। পৌর এলাকাসহ জেলার সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সংরক্ষণ করা পুলিশ প্রশাসনের দায়িত্ব। অবৈধ দখল উচ্ছেদসহ পৌরসভার সকল আইনি পদক্ষেপ বাস্তবায়নে জেলার ম্যাজিস্ট্রেটের সাথে পুলিশ বিভাগের কর্মকর্তাগণও পৌরসভাকে সহায়তা প্রদান করে থাকে।

সিভিল সার্জন ঃ

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে জেলা পর্যায়ের প্রধান হচ্ছেন সিভিল সার্জন। ইপিআইসহ বিভিন্ন স্বাস্থ্য সেবা প্রদানে পৌরসভার সাথে সমন্বিতভাবে সিভিল সার্জন অফিসের কর্মকর্তা/কর্মচারীগন কাজ করে থাকে।

অন্যান্যঃ

উপরে বর্নিত বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা/সংগঠন ছাড়া স্থান ও অবস্থাভেদে, শিল্প মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগ, শিক্ষা অধিদপ্তর, পরিবেশ অধিদপ্তর, পরিসংখান, পানি উন্নয়ন বোর্ড, গণপূর্ত অধিদপ্তর, মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় অফিস, দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যালয় ইত্যাদি সহ অনেক সরকারী/আধাসরকারী/বেসরকারী সংস্থা (NGOs) পৌরসভার জন্য এবং পৌর এলাকার নাগরিকদের জন্য প্রয়োজনীয় সেবা সরবরাহের কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

৭.৫ দারিদ্র্য হ্রাস ও নারী উন্নয়ন কৌশল (Strategies for Poverty Reduction and Gender Development)

৭.৫.১ দারিদ্র্য হ্রাস কৌশল এবং কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন (Poverty Reduction Strategy and Action Plan)

দারিদ্র্য হ্রাস কৌশলঃ

নগর দারিদ্র্যহ্রাসকরণ কৌশল হলো দারিদ্র্যহ্রাস করণে পৌরসভার জন্য দীর্ঘ মেয়াদী কৌশল। এই কৌশলের ভিত্তিতে সারিয়াকান্দি পৌরসভা সুর্নিদিষ্ট কর্মপরিকল্পনা প্রনয়ন করেছে। এই কৌশলপত্রে নিম্নলিখিত বিষয়াবলী থাকবেঃ

- পৌরসভার দারিদ্র্যহ্রাসকরণের স্বপ্ন (ভিশন);
- পৌরসভায় দারিদ্র্য পরিস্থিতি (বস্তি ও দারিদ্র্য জনগোষ্ঠী চিহ্নিতকরণ);

- নগর দারিদ্র্য হ্রাসকরণে মৌলিক নীতিমালায় থাকবে-
  - পৌরসভার দারিদ্র্যের বৈশিষ্ট্য;
  - পৌরসভার বস্তি ও দারিদ্র্য জনগোষ্ঠীর চাহিদা;
  - পৌরসভার নগর দারিদ্র্য হ্রাসকরণে অগ্রাধিকারমূলক কর্মসূচি ও বিষয়সমূহ।
- নগর দারিদ্র্য হ্রাসকরণে বাস্তবায়ন কর্মপ্রক্রিয়া ঠিক করা; এবং
- নগর দারিদ্র্য হ্রাস করার জন্য বাজেট নিশ্চিত করা।

১) নীতি অনুসরণ

- জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালার অনুসরণে এলজিইডি প্রণীত নগর জেন্ডার কর্ম-পরিকল্পনার আলোকে পৌরসভার জেন্ডার কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন;
- পৌরসভার জেন্ডার কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়নে এই নির্দেশিকাটি অনুসরণ করা এবং তদনুসারে বাস্তবায়ন করা;
- পৌরসভার জেন্ডার কর্ম-পরিকল্পনা পর্যালোচনা করা এবং জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালার সাপেক্ষে সংশোধন করা; এবং
- পৌরসভার জেন্ডার কর্ম-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন নির্দেশিকা পর্যালোচনা, মূল্যায়ন এবং হালনাগাদ করণ এবং তদানুসারে বাস্তবায়ন করা।

২) প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা

- জেন্ডার বিষয়কে বিশেষ গুরুত্ব দেয়ার জন্য জেন্ডার ফোকাল পয়েন্ট নির্বাচন;
- পৌরসভা পর্যায়ে জেন্ডার কমিটি গঠন; এবং
- পৌরসভা জেন্ডার উন্নয়ন কমিটির উপ-বিধি প্রণয়নে সহযোগিতা প্রদান।

৩) তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহ, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন

(ক) তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহ

- নারী-পুরুষ ভিত্তিক আলাদা তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহ;
- তথ্য/উপাত্তসমূহ সন্নিবেশিত করা; এবং
- উল্লেখযোগ্য নির্ধারকসহ ফরম্যাট প্রণয়নে সহযোগিতা প্রদান।

(খ) পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন

- পৌরসভা উন্নয়নের জেন্ডার বিষয়ে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নে ভূমিকা পালন; এবং
- এ সংশ্লিষ্ট বার্ষিক ও অন্যান্য প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশ তদনুযায়ী পরিকল্পনা গ্রহণ।

৪) অবকাঠামো উন্নয়ন

- প্রকল্পের আওতায় নির্মিতব্য সকল অবকাঠামো ও পরিসেবাকে নারী বান্ধব হিসেবে নির্মাণের জন্য পরিকল্পনা ও নক্শা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য উদ্বুদ্ধ করা;
- বাস টার্মিনাল ও বাজার সমূহে নারীদের জন্য প্রয়োজনীয় সুবিধাদির (শৌচাগার, বিশ্রামাগার, টিকেট কাউন্টার ইত্যাদি) নক্শা ও বাস্তবায়ন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করা; এবং
- কাঁচা বাজার ও অন্যান্য বাজারে নারীদের জন্য আলাদা স্থান সংরক্ষিত রাখা।

৫) কর্মসংস্থান ও কাজের পরিবেশ

(ক) কর্মসংস্থান

- পৌরসভার ভবিষ্যত নিয়োগ পরিকল্পনা প্রণয়নে সহযোগিতা প্রদান;
- পৌরসভা এবং পৌরসভার প্রকল্প সমূহের কাজে বিদ্যমান নারী-পুরুষ অনুপাতের বৈষম্য হ্রাস করা;

- পৌরসভার অবকাঠামোর নির্মাণ কাজে নারীদের সম্পৃক্ত করা;
- নারী ও পুরুষ শ্রমিকদের জন্য 'সম কাজে সম মজুরি'র সুযোগ সৃষ্টি করা; এবং
- নারীদের কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে নারীদের যুক্ত করা এবং তাদের জন্য উপযোগী আয় বর্ধক কার্যাবলী চিহ্নিত করা।

(খ) কর্ম-পরিবেশ

- অবকাঠামোর নির্মাণ কাজে নিয়োজিত নারী শ্রমিকদের জন্য নারী বান্ধব সুবিধাদি (পৃথক বিশ্রামাগার, শৌচাগার, ডে-কেয়ার) নিশ্চিত করার বিধান রাখা;
- অন্যান্য কাজের ক্ষেত্রে নারী বান্ধব সুবিধাদি (বিশ্রাম কক্ষ, শৌচাগার, ডে-কেয়ার) নিশ্চিত করা; এবং
- শৃংখলা/সামজিক নিরাপত্তা/যৌন নিপিড়ন রোধ করা।

৬) প্রশিক্ষণ

- পৌরসভার নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দের জন্য জেন্ডার বিষয়ে অবহিতকরণ কর্মসূচির আয়োজন করা;
- পৌরসভার বিদ্যমান কার্যাবলীর প্রেক্ষিতে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ; এবং
- পৌরসভায় নিজস্ব তহবিলের আওতায় কর্মরত নারীদের জন্য আয় বর্ধক প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা।

৭) অংশগ্রহণ

- পৌরসভার উন্নয়ন কর্মকান্ডের পরিকল্পনা প্রণয়নে নারী কাউন্সিলর ও নারী কর্মকর্তা/কর্মচারিদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা;
- প্রকল্প/উপ-প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সকল পর্যায়ে নারীদের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা;
- TLCC এবং WC এর কার্যক্রমে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা; এবং
- আয় বর্ধক কার্যক্রমে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

৮) ক্ষমতায়ন

- প্রকল্প/উপ-প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের সকল পর্যায়ে নারীর ক্ষমতায়ন এর ক্ষেত্র সমূহ চিহ্নিত করা;
- TLCC গঠনে এক তৃতীয়াংশ ও WC এবং স্থায়ী কমিটি গঠনে ৪০% নারী সদস্য অন্তর্ভূক্ত করতে সহযোগিতা প্রদান;
- সামাজিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও তত্ত্বাবধানে সম-অনুপাতে নারীদের যুক্ত করা;
- দরপত্রের দলীলপত্রে নারীদের জন্য সহায়ক সুবিধাদি সংযুক্ত করা;
- পৌরসভার মেয়র প্যানেলে কমপক্ষে একটি আসন নারী সদস্যের জন্য সংরক্ষণের বিষয়ে নজর রাখা;
- পৌরসভার বিভিন্ন কমিটিতে নারীদের অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে প্রকল্প কর্তৃক নির্দেশনা প্রদান; এবং
- পৌরসভা কর্তৃক নির্মিত কাঁচা বাজার ও অন্যান্য বাজারে নারী ব্যবসায়ীদের জন্য নির্ধারিত স্থান বরাদ্দ প্রদান।

৯) অর্থায়ন

- জেন্ডার সংশ্লিষ্ট কার্যাবলী ও প্রয়োজনীয় অর্থায়নের বিধান সমূহ বিবেচনায় রেখে প্রকল্প গ্রহণ; এবং
- পৌরসভার কার্যাবলীতে জেন্ডার সংশ্লিষ্ট কাজের বিবেচনায় বাজেট বরাদ্দ নিশ্চিত করা।

৭.৬ দারিদ্র্য হ্রাস করণ কর্ম-পরিকল্পনা

দারিদ্র্য হ্রাস করণ কর্ম-পরিকল্পনা (বাস্তবায়নের বিষয়/ ক্ষেত্র ভিত্তিক ও আর্থিক) সারিয়াকান্দি পৌরসভা, বগুড়া।

সর্বমোট বরাদ্দ রাখা হয়েছে PRAP খাতে ২৮,৫০,০০,০০০/- টাকা

ক্রমিক নং	পৌরসভার দারিদ্র হ্রাসকরণ কর্মপরিকল্পনা উল্লেখিত কার্যক্রম	নির্দেশক/ পরিমান	অর্থ বরাদ্দের পরিমান	বাস্তবায়নের সময়	অগ্রগতি/ দায়িত্বপ্রাপ্ত শাখা/ ইউনিট
১.	দারিদ্র হ্রাসকরণ ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক অতিরিক্ত স্থায়ী কমিটি গঠন।	১. একজন কাউন্সিলরকে (সাধারণ/ সংরক্ষিত আসন) প্রধান করে কমপক্ষে ৪০% নারী সদস্যসহ দারিদ্র হ্রাসকরণ ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটি গঠন ২. এই কমিটির নথি-পত্র ব্যবস্থাপনা সহ যাবতীয় সাচিবিক দায়িত্ব পৌরসভার বস্তি উন্নয়ন কর্মকর্তা/ দায়িত্ব প্রাপ্ত সমাজ উন্নয়ন কর্মকতার উপর অর্পণ। ৩. নির্দেশনা অনুযায়ী অন্যান্য সদস্যঃ প্রশাসক, পদাধিকার বলে সদস্য, ২ জন কাউন্সিলর (সংরক্ষিত আসন) সদস্য, একজন কাউন্সিলর (সংরক্ষিত আসন/সাধারন আসন) কে কমিটিতে অন্তর্ভূক্তকরন । ৪. এই কমিটিকে সহায়তা করার জন্য কমিটির প্রতিটি সভায় উপস্থিত থেকে কার্যকর ভূমিকা পালনের জন্য পৌরসভার প্রকৌশল শাখা প্রধান এবং কমপক্ষে ১ জন নারী সহ ২ জন দরিদ্র শ্রেণীর প্রতিনিধিকে প্রশাসক কর্তৃক মনোনয়ন এবং অন্তর্ভূক্তকরন। ৫. দারিদ্র হ্রাসকরণ ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটি গঠনের প্রজ্ঞাপন জারী		২০২৩ হইতে ২০২৮	মেয়র/দারিদ্র হ্রাসকরণ ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি, সদস্য সচিব
২.	টিএলসিসি, ডব্লিউসি এবং অন্যান্য সকল কমিটিতে দরিদ্র সদস্যের নির্ধারিত হার নিশ্চিতকরণ	১. WC তে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি হিসেবে কমপক্ষে ২ (১জন নারী ও ১ জন পুরুষ) জন দরিদ্র সদস্যের অংশগ্রহন নিশ্চিত করা হয়েছে। ২.TLCC তে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি হিসেবে কমপক্ষে ৭ জন দরিদ্র সদস্যের(২ জন নারী সহ) অংশগ্রহন নিশ্চিত করা হয়েছে।		২০২৩ .হইতে ২০২৮	মেয়র/দারিদ্র হ্রাসকরণ ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি, সদস্য সচিব
৩.	দারিদ্র হ্রাসকরণ কর্মপরিকল্পনা (PRAP) প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন	১. দারিদ্র হ্রাসকরণ কর্মপরিকল্পনার রূপরেখা প্রণয়ন কার্যক্রম চলমান। ২.দারিদ্র হ্রাসকরণ কর্মপরিকল্পনার রূপরেখার আলোকে বিস্তারিত দারিদ্র হ্রাসকরণ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন কার্যক্রম চলমান।		২০২৩ হইতে ২০২৮	মেয়র/দারিদ্র হ্রাসকরণ ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি, সদস্য সচিব
৪.	দারিদ্র অবস্থা নিরুপণ ও অগ্রাধিকার ভিত্তিক বস্তির তালিকা করণ	১.পৌরসভার সীমানার মধ্যে বস্তি চিহ্নিত করে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে তালিকা করণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।		২০২৩ হইতে ২০২৮	মেয়র/দারিদ্র হ্রাসকরণ ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি, সদস্য সচিব

ক্রমিক নং	পৌরসভার দারিদ্র হ্রাসকরণ কর্মপরিকল্পনা উল্লেখিত কার্যক্রম	নির্দেশক/ পরিমান	অর্থ বরাদ্দের পরিমান	বাস্তবায়নের সময়	অগ্রগতি/ দায়িত্বপ্রাপ্ত শাখা/ ইউনিট
৫.	বস্তি বহির্ভূত দরিদ্র এলাকা চিহ্নিত করণ	১.পৌরসভার সীমানার মধ্যে বস্তি বহির্ভূত দরিদ্র ক্লাস্টার ও দরিদ্র পরিবার চিহ্নিত করণ কার্যক্রম গ্রহন করা হবে। ২. জরিপের মাধ্যমে বস্তি বহির্ভূত এলাকায় দরিদ্র পরিবার এবং দরিদ্র ক্লাস্টার চিহ্নিত করণ। ৩. বস্তি বহির্ভূত দরিদ্র ক্লাস্টার ও পরিবারের চাহিদা নিরূপন। ৪. চাহিদা পূরণের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম/ কর্মসূচী দারিদ্র হ্রাসকরণ কর্ম পরিকল্পনায় অন্তর্ভূক্তকরণ ৫. এ সকল কার্যক্রম/ কর্মসূচীর সময়মত যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হবে।		২০২৩ হইতে ২০২৮	মেয়র/দারিদ্র হ্রাসকরণ ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি, সদস্য সচিব
৬.	দারিদ্রতা হ্রাসে অর্থনৈতিক সক্ষমতার জন্য আয়বর্ধক/ কর্মসংস্থানমূলক প্রশিক্ষণ এবং দারিদ্রতা হ্রাসে অর্থনৈতিক সক্ষমতার জন্য আয়বর্ধক/ কর্মসংস্থানমূলক প্রশিক্ষণ	১. সকল ওয়ার্ডে দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থানমূলক এবং প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা করা		২০২৩ হইতে ২০২৮	মেয়র/দারিদ্র হ্রাসকরণ ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি, সদস্য সচিব
৭.	দরিদ্রদের আর্থিক সাহায্য,চিকিৎসা বাবদ,দরিদ্র ছাত্রদের বই ক্রয় এর জন্য সাহায্য	সকল ওয়ার্ডে দরিদ্রদের আর্থিক সাহায্য ও চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করা		২০২৩ হইতে ২০২৮	মেয়র/দারিদ্র হ্রাসকরণ ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি, সদস্য সচিব
৮.	পরিচ্ছন্নতা অভিয়ান সপ্তাহ উদযাপন	১. বস্তি এলাকায় পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযানের মাধ্যমে বছরে কমপক্ষে ১ টি পরিচ্ছন্নতা সপ্তাহ উদযাপন।		২০২৩ হইতে ২০২৮	মেয়র/দারিদ্র হ্রাসকরণ ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি,
৯.	সচেতনতামূলক উঠান বৈঠক অনুষ্ঠান	১. প্রতি তিন মাসে চিহ্নিত প্রতিটি বস্তি / দরিদ্র ক্লাস্টারে ইউজিআপ, স্বাস্থ্য/ শিক্ষা/ স্যানিটেশন/ টিকা / পৌরসেবা বিষয়ক তথ্য সম্পর্কে/ নানা সামাজিক বিষয়ে সচেতনতার জন্য কমপক্ষে ১ টি করে উঠান বৈঠক অনুষ্ঠান		২০২৩ হইতে ২০২৮	মেয়র/দারিদ্র হ্রাসকরণ ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি, সদস্য সচিব
১০.	স্যাটেলাইট স্কুল পরিচালনা	১.পৌরসভার বস্তি এবং বস্তি বহির্ভূত দরিদ্র ক্লাস্টারে উপ আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা স্কুল (Non Formal Primery Education School) খোলা এবং পরিচালনা। ২. এ সম্পর্কিত কার্যক্রমের সাথে সংযুক্ত এনজিও-কে সম্পৃক্তকরন		২০২৩ হইতে ২০২৮	মেয়র/দারিদ্র হ্রাসকরণ ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি, সদস্য সচিব
১১.	পৌরসভার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড/ কর্মসূচী তে দরিদ্র ব্যক্তি (নারী/ পুরুষ) নিয়োগ।	১.পৌরসভা নিয়ন্ত্রিত অবকাঠামো নির্মান কাজে পৌরসভার দরিদ্র ব্যক্তিকে (পুরুষ) শ্রমিক নিয়োগ।		২০২৩ হইতে ২০২৮	মেয়র/দারিদ্র হ্রাসকরণ ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি, সদস্য সচিব

ক্রমিক নং	পৌরসভার দারিদ্র হ্রাসকরণ কর্মপরিকল্পনা উল্লেখিত কার্যক্রম	নির্দেশক/ পরিমান	অর্থ বরাদ্দের পরিমান	বাস্তবায়নের সময়	অগ্রগতি/ দায়িত্বপ্রাপ্ত শাখা/ ইউনিট
১২.	দরিদ্রদের জন্য অবকাঠামো	পৌরসভা অনুমোদিত বস্তি ব্যতীত অন্য বস্তিতে এবং বস্তির বাইরে দরিদ্র এলাকায় অবকাঠামোর স্থান নির্বাচন এবং ডিজাইনে দরিদ্রদের অংশগ্রহণ		২০২৩ হইতে ২০২৮	মেয়র/দারিদ্র হ্রাসকরণ ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি, সদস্য সচিব
১৩.	দরিদ্র হকার/ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য হকার্স মার্কেট নির্মান ও দোকান বরাদ্দ	দরিদ্র হকার/ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের দারিদ্রতা হ্রাসের জন্যে হকার্স মার্কেটে সহজ শর্তে দোকান বরাদ্দ		২০২৩ হইতে ২০২৮	মেয়র/দারিদ্র হ্রাসকরণ ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি, সদস্য সচিব
১৪.	দারিদ্র্য হ্রাসকরণে নারীদের অগ্রাধিকার প্রদান	দারিদ্র্য হ্রাসকরণের যাবতীয় কাজ দরিদ্র পুরুষদের অগ্রাধিকার নিশ্চিতকরণ		২০২৩ হইতে ২০২৮	মেয়র/দারিদ্র হ্রাসকরণ ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি, সদস্য সচিব
১৫.	সরাসরি দান ও অনুদান	দারিদ্র্য হ্রাসকরণে দরিদ্রদের স্বাস্থ্য/শিক্ষা/সমাজিক/কর্মসংস্থান খাতে সরাসরি দান ও অনুদান		২০২৩ হইতে ২০২৮	মেয়র/দারিদ্র হ্রাসকরণ ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি, সদস্য সচিব
১৬.	প্রশিক্ষণে দরিদ্র নারীদের অগ্রাধিকার প্রদান	১. পৌরসভার দরিদ্র নারী স্টাফসহ TLCC, WC দরিদ্র মানুষদের প্রাধান্য দেওয়া।		২০২৩ হইতে ২০২৮	মেয়র/দারিদ্র হ্রাসকরণ ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি, সদস্য সচিব
১৭.	দারিদ্র হ্রাসকরন সম্পর্কিত সকল কার্যক্রমের সাথে পৌরসভার দারিদ্র নিরসন কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন।	পৌর এলাকার দারিদ্র হ্রাসকরন সম্পর্কিত সরকারী, বেসরকারী, এনজিও এবং ব্যাক্তিগত পর্যায়ে যাবতীয় কার্যক্রমের তথ্য সংগ্রহ ও সমন্বয়ের ব্যবস্থা গ্রহন।		২০২৩ হইতে ২০২৮	মেয়র/দারিদ্র হ্রাসকরণ ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি, সদস্য সচিব

৭.৫.১ নারী উন্নয়ন কৌশল এবং কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন (Gender Strategy and Action Plan)

জেন্ডার কৌশলঃ

পৌরসভা সমূহ নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে জেন্ডার কৌশল প্রণয়ন করবে। পৌরসভা সমূহ তার জেন্ডার কৌশল প্রণয়নের ক্ষেত্রে উল্লিখিত কৌশলসমূহ বিবেচনায় রাখতে পারে।

১) নীতি অনুসরণ

- জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালার অনুসরণে এলজিইডি প্রণীত নগর জেন্ডার কর্ম-পরিকল্পনার আলোকে পৌরসভার জেন্ডার কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন;
- পৌরসভার জেন্ডার কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়নে এই নির্দেশিকাটি অনুসরণ করা এবং তদনুসারে বাস্তবায়ন করা;
- পৌরসভার জেন্ডার কর্ম-পরিকল্পনা পর্যালোচনা করা এবং জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালার সাপেক্ষে সংশোধন করা; এবং
- পৌরসভার জেন্ডার কর্ম-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন নির্দেশিকা পর্যালোচনা, মূল্যায়ন হালনাগাদ করণ এবং তদানুসারে বাস্তবায়ন করা।

২) প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা

- জেন্ডার বিষয়কে বিশেষ গুরুত্ব দেয়ার জন্য জেন্ডার ফোকাল পয়েন্ট নির্বাচন;
- পৌরসভা পর্যায়ে নারী এবং শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটি গঠন; এবং
- পৌরসভা নারী এবং শিশু বিষয়ক স্থায়ী উন্নয়ন কমিটির উপ-বিধি প্রণয়নে সহযোগিতা প্রদান।

৩) তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহ, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন

(ক) তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহ

- নারী-পুরুষ ভিত্তিক আলাদা তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহ;
- তথ্য/উপাত্তসমূহ সন্নিবেশিত করা;
- উল্লেখ যোগ্য নির্ধারকসহ ফরম্যাট প্রণয়নে সহযোগিতা প্রদান।

(খ) পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন

- পৌরসভা উন্নয়নের জেন্ডার বিষয়ে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নে ভূমিকা পালন; এবং
- এ সংশ্লিষ্ট বার্ষিক ও অন্যান্য প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশে করা এবং তদানুযায়ী পরিকল্পনা গ্রহণ

৪) অবকাঠামো উন্নয়ন

- প্রকল্পের আওতায় নির্মিতব্য সকল অবকাঠামো ও পরিসেবাকে নারী বান্ধব হিসেবে নির্মাণের জন্য পরিকল্পনা ও নক্শা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য উদ্বুদ্ধ করা;
- বাস টার্মিনাল ও বাজারসমূহে নারীদের জন্য প্রয়োজনীয় সুবিধাদির (শৌচাগার, বিশ্রামাগার, টিকেট কাউন্টার ইত্যাদি) নক্শা ও বাস্তবায়ন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করা; এবং
- কাঁচা বাজার ও অন্যান্য বাজারে নারীদের জন্য আলাদা স্থান সংরক্ষিত রাখা।

৫) কর্মসংস্থান ও কাজের পরিবেশ

(ক) কর্মসংস্থান

- পৌরসভার ভবিষ্যত নিয়োগ পরিকল্পনা প্রণয়নে সহযোগিতা প্রদান;
- পৌরসভা এবং পৌরসভার প্রকল্প সমূহের কাজে বিদ্যমান নারী-পুরুষ অনুপাতের বৈষম্য হ্রাস করা;
- পৌরসভার অবকাঠামোর নির্মাণ কাজে নারীদের সম্পৃক্ত করা;
- নারী ও পুরুষ শ্রমিকদের জন্য 'সম কাজে'-'সম মজুরি'র সুযোগ সৃষ্টি করা; এবং
- নারীদের কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে নারীদের যুক্ত করা যায় এবং তাদের জন্য উপযোগী আয়বর্ধক কার্যাবলী চিহ্নিত করা।

(খ) কর্ম-পরিবেশ

- অবকাঠামোর নির্মাণ কাজে নিয়োজিত নারী শ্রমিকদের জন্য নারী বান্ধব সুবিধাদি (পৃথক বিশ্রামাগার, শৌচাগার, ডে-কেয়ার) নিশ্চিত করার বিধান রাখা;
- অন্যান্য কাজের ক্ষেত্রে নারী বান্ধব সুবিধাদি (বিশ্রাম কক্ষ, শৌচাগার, ডে-কেয়ার) নিশ্চিত করা; এবং
- শৃংখলা/সামজিক নিরাপত্তা/যৌন নিপিড়ন রোধ করা।

৬) প্রশিক্ষণ

- পৌরসভার নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দের জন্য জেন্ডার বিষয়ে অবহিতকরণ কর্মসূচির আয়োজন করা;
- পৌরসভার বিদ্যমান কার্যাবলীর প্রেক্ষিতে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ; এবং
- পৌরসভায় কর্মরত নারীদের জন্য আয় বর্ধক প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা।

৭) অংশগ্রহণ

- পৌরসভার উন্নয়ন কর্মকান্ডের পরিকল্পনা প্রণয়নে নারী কাউন্সিলর ও নারী কর্মকর্তা/কর্মচারিদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা;
- প্রকল্প/উপ-প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সকল পর্যায়ে নারীদের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা;

- TLCC এবং WC এর কার্যক্রমে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা; এবং
- আয় বর্ধক কার্যক্রমে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

৮) ক্ষমতায়ন

- প্রকল্প/উপ-প্রকল্প সমূহ বাস্তবায়নের সকল পর্যায়ে নারীর ক্ষমতায়ন এর ক্ষেত্র সমূহ চিহ্নিত করা;
- TLCC গঠনে এক তৃতীয়াংশ ও WC এবং স্থায়ী কমিটি গঠনে ৪০% নারী সদস্য অন্তর্ভূক্ত করতে সহযোগিতা প্রদান;
- সামাজিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও তত্ত্বাবধানে সম-অনুপাতে নারীদের যুক্ত করা;
- দরপত্রের দলীল পত্রে নারীদের জন্য সহায়ক সুবিধাদি সংযুক্ত করা;
- পৌরসভার মেয়র প্যানেলে কমপক্ষে একটি আসন নারী সদস্যের জন্য সংরক্ষণের বিষয়ে নজর রাখা;
- পৌরসভার বিভিন্ন কমিটিতে নারীদের অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে প্রকল্প কর্তৃক নির্দেশনা প্রদান; এবং
- পৌরসভা কর্তৃক নির্মিত কাঁচা বাজার ও অন্যান্য বাজারে নারী ব্যবসায়ীদের জন্য নির্ধারিত স্থান বরাদ্দ প্রদান।

৯) অর্থায়ন

- জেন্ডার সংশ্লিষ্ট কার্যাবলী ও প্রয়োজনীয় অর্থায়নের বিধান সমূহ বিবেচনায় রেখে প্রকল্প গ্রহণ; এবং
- পৌরসভার কার্যাবলীতে জেন্ডার সংশ্লিষ্ট কাজের বিবেচনায় বাজেট বরাদ্দ নিশ্চিত করা।

৭.৫.২ সারিয়াকান্দি পৌরসভার জেন্ডার কর্ম-পরিকল্পনা ঃ

পৌরসভা কর্তৃক প্রণীত জেন্ডার কৌশলের আলোকে, নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে সারিয়াকান্দি পৌরসভা একটি জেন্ডার কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে যা বাস্তবায়ন করবে। পৌরসভার জেন্ডার কর্ম-পরিকল্পনায় জেন্ডার কৌশলের সকল বিষয়, প্রতিটি কর্মকান্ডের বিপরীতে মানদন্ড, বাজেট কার্যাবলী সম্পাদনের সময়সূচি এবং বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্ব প্রাপ্ত শাখা/ইউনিট ইত্যাদি বিষয় সন্নিবেশিত রয়েছে।

প্রথম পর্ব ঃ

প্রকল্পভূক্ত পৌরসভা সমূহে যথার্থ জেন্ডার কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে নারীকে মূলধারার অগ্রগতিতে নিয়ে আসতে বিশেষ ভূমিকা প্রত্যাশা করে। সাধারণ ভাবে, জেন্ডার কর্ম-পরিকল্পনা নিম্নোক্ত বিষয় সমূহকে গুরুত্ব প্রদান করে।

- পৌরসভার সভাসমূহে নারীদের অংশগ্রহণ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাদের মতামত প্রদান করা এবং প্রদত্ত মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণে নেতৃত্বদানকারী ভূমিকা গ্রহণ করা;
- জেন্ডার কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়নে তহবিল বরাদ্দ নিশ্চিত করণ;
- প্রকল্পভূক্ত TLCC এবং WC সমূহে যুক্ত নারীদের নেতৃত্ব প্রদানের দক্ষতা বৃদ্ধি করণ;
- নারী ও পুরুষ ওয়ার্ড কাউন্সিলর উভয়ের জন্য জেন্ডার বিষয়ক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা;
- পৌরসভার কার্যক্রমে নারী ও পুরুষদের দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট করা এবং তাদের জন্য পৌরসভার পরিসেবা নিশ্চিত করণ; এবং
- পৌর পরিষদ ও পৌরসভার কর্মকর্তা বৃন্দের কর্মকান্ডে জেন্ডার বিষয়ক জবাবদিহিতা নিশ্চিত করণ।

উল্লেখিত জেন্ডার কর্ম-পরিকল্পনার বিবরনের আলোকে পৌরসভা পর্যায়ে জেন্ডার কমিটি পৌরসভার সাথে যৌথভাবে পৌরসভা জেন্ডার কৌশল প্রণয়ন করবে। প্রণয়নকৃত খসড়া জেন্ডার কৌশল পৌর পরিষদে নারী এবং শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটিতে পর্যালোচিত ও অনুমোদন করণ।

পৌর-পরিষদ ও TLCC কর্তৃক জেন্ডার কর্ম-পরিকল্পনা অনুমোদন এবং পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনায় জেন্ডার কর্ম-পরিকল্পনার **অন্তর্ভূক্ত করণ**।

দ্বিতীয় পর্বঃ

ধাপ-১ঃ পৌরসভা পর্যায়ে নারী এবং শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটি এই নির্দেশিকায় উল্লেখিত জেন্ডার কর্ম-পরিকল্পনার ছক পর্যালোচনা করে পরিবর্তনের পক্ষে প্রয়োজনীয় যৌক্তিকতাসহ সংযোজন, বিয়োজন এবং সংশোধনীর মাধ্যমে জেন্ডার কর্ম-পরিকল্পনার খসড়া প্রণয়ন করণ। নারী এবং শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটির খসড়া জেন্ডার কর্ম-পরিকল্পনা মূল্যায়ন করণ।

ধাপ-২ঃ পৌর-পরিষদ ও TLCC কর্তৃক জেন্ডার কর্ম-পরিকল্পনা অনুমোদন এবং পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনায় জেন্ডার কর্ম-পরিকল্পনার অন্তর্ভূক্তিকরণ।

ধাপ- ৩ঃ এই নির্দেশিকা অনুসারে পৌরসভা নারী এবং শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটির মাধ্যমে জেন্ডার কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে হবে। জেন্ডার কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়নের দলীলপত্র মেয়রের নির্দেশনায় নারী এবং শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সদস্য-সচিব পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করবেন।

ধাপ- ৪ঃ জেন্ডার কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়ণের জন্য পৌরসভা প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ করবে এবং প্রকল্প শেষ হওয়ার পরেও পৌরসভা এ ধরণের বাজেট বরাদ্দ অব্যাহত রাখবে।

৭.৭ জেন্ডার কর্ম-পরিকল্পনা

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে সরকারী নীতিমালার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ভাবে প্রয়োজন অনুসারে পৌরসভা জেন্ডার কর্ম-পরিকল্পনা হালনাগাদ করা যেতে পারে। নিম্নে সারিয়াকান্দি পৌরসভার জেন্ডার কর্ম-পরিকল্পনা নিম্নরূপঃ

জেন্ডার কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়নের বিষয়/ক্ষেত্র ভিত্তিক আর্থিক চিত্রঃ
সারিয়াকান্দি পৌরসভা, বগুড়া।
সর্বমোট বরাদ্দ রাখা হয়েছে GAP খাতে ৩,৯৫,০০,০০০/- টাকা

ক্রমিক নং	পৌরসভায় জেন্ডার সমতাকরণ কর্ম পরিকল্পনায় উল্লেখিত কার্যক্রম	নির্দেশক/পরিমাণ	অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ টাকায়	বাস্তবায়ণের সময়	অগ্রগতি/ দায়িত্বপ্রাপ্ত শাখা/ইউনিট
১	২	৩	৪	৫	৬
১	নারীদের জন্য সিএনজি স্ট্যান্ডে যাত্রী ছাউনী, বসার স্থান ও টয়লেট নির্মাণ	ক. সিএনজি পৌর টার্মিনালে ১টি নারীবান্ধব যাত্রী ছাউনী ও টয়লেট নির্মাণ। খ. সারিয়াকান্দি বাজারে নারীদের পৃথক টয়লেট নির্মাণ। গ. সারিয়াকান্দি বাজারে নারীদের জন্য আলাদা পৃথক নামাজের স্থান নির্মান।		২০২৩ হইতে ২০২৮	মেয়র/ নারী এবং শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি, সদস্য সচিব ও প্রকৌশল বিভাগ
	পৌরসভা কার্যালয়ে সেবা গ্রহনে আগত নারীদের জন্য আলাদা নারী কর্নার, বসার স্থান ও পৃথক টয়লেট নির্মাণ এবং নামাজের স্থান নির্ধারন।	পৌরসভা কার্যালয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ		২০২৩ হইতে ২০২৮	মেয়র/ নারী এবং শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি, সদস্য সচিব ও প্রকৌশল বিভাগ
	নারী উন্নয়ন বিষয়ক সমস্ত কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য পৌরসভা কার্যালয়ে অভ্যর্থনা কক্ষে নারী তথ্য সেবা কেন্দ্র স্থাপন	পৌরসভা কার্যালয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ		২০২৩ হইতে ২০২৮	মেয়র/ নারী এবং শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি, সদস্য সচিব ও প্রকৌশল বিভাগ
২	পৌরসভায় নারীদের জন্য গুরুত্বপূর্ন স্থানে নারীদের জন্য বসার স্থান/বেঞ্চ, যাত্রী ছাউনী নির্মাণ	পৌরসভায় ৯টি ওয়ার্ডের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে নারীদের জন্য বসার স্থান/বেঞ্চ, যাত্রী ছাউনী নির্মাণ		২০২৩ হইতে ২০২৮	মেয়র/ নারী এবং শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি, সদস্য সচিব ও প্রকৌশল বিভাগ

ক্রমিক নং	পৌরসভায় জেন্ডার সমতাকরণ কর্ম পরিকল্পনায় উল্লেখিত কার্যক্রম	নির্দেশক/পরিমাণ	অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ টাকায়	বাস্তবায়ণের সময়	অগ্রগতি/ দায়িত্বপ্রাপ্ত শাখা/ইউনিট
১	২	৩	৪	৫	৬
৩	সৌন্দর্যবর্ধন ও বিনোদন স্থানে নারীদের জন্য পৃথক বসার স্থান নির্মাণ।	সারিয়াকান্দি পৌরসভার সৌন্দর্য্য বর্ধন ও বিনোদন স্থান হিসাবে চিহ্নিত জায়গায় বৃক্ষরোপন, হাটার রাস্তা, ছাউনী ও নারীদের পৃথক বসার স্থান নির্মাণ।		২০২৩ হইতে ২০২৮	মেয়র/ নারী এবং শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি, সদস্য সচিব ও প্রকৌশল বিভাগ
৪	মহিলাদের জন্য আলাদা একটি পাঠাগার নির্মাণ	পৌরসভা সংলগ্ন স্থানে ১টি পাঠাগার নির্মান		২০২৩ হইতে ২০২৮	মেয়র/ নারী এবং শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি, সদস্য সচিব ও প্রকৌশল বিভাগ
৫	পৌরসভার সমস্ত অবকাঠামো, রাস্তাঘাটসহ যাবতীয় নির্মাণে নারীদের অন্তর্ভূক্তিকরণ	পৌরসভার অবকাঠামোমূলক কাজে ২০% নারী শ্রমিক অন্তর্ভূক্তিকরণ।		২০২৩ হইতে ২০২৮	মেয়র/ নারী এবং শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি, সদস্য সচিব ও প্রকৌশল বিভাগ
৬	নারী ব্যবসায়ী / দোকানদারদের প্রশিক্ষণ প্রদান; নারীদের আয়বর্ধন - মূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ। যেমনঃ সেলাই প্রশিক্ষণ, পাট শিল্প প্রশিক্ষণ, বাশ/বেত/পাটি দিয়ে পণ্য তৈরী প্রশিক্ষণ; ব্লক-বাটিক,মোম বাতি তৈরি প্রশিক্ষণ, নাসিং প্রশিক্ষণ, বিউটি পার্লারের প্রশিক্ষণ, কম্পিউটারের মৌলিক প্রশিক্ষণ, নার্সারী প্রশিক্ষণ, মাশরুম চাষ প্রশিক্ষণ, নকসিকাঁথা ও টুপি তৈরী প্রশিক্ষণ। হাস মুরগি পালন প্রশিক্ষণ, ছাগল পালন প্রশিক্ষণ, শাক সবজি চাষ প্রশিক্ষণ।	নারীদের জেন্ডার সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশিক্ষণে অন্তর্ভূক্তিকরণ		২০২৩ হইতে ২০২৮	মেয়র/ নারী এবং শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি, সদস্য সচিব ও প্রকৌশল বিভাগ
৭	নারী কাউন্সিলরের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করণ	নারী কাউন্সিলরের সভাপতিত্বে নারী এবং শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটি গঠন, মাসিক সভা করা।		২০২৩ হইতে ২০২৮	মেয়র/ নারী এবং শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি, সদস্য সচিব ও প্রকৌশল বিভাগ
৮	আয়বর্ধক কাজে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা	৪০% নারী আয়বর্ধক কাজে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা		২০২৩ হইতে ২০২৮	মেয়র/ নারী এবং শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি, সদস্য সচিব ও প্রকৌশল বিভাগ
৯	TLCC এবং WC কমিটিতে যথাক্রমে ৩৩% ও ৪০%নারী প্রতিনিধি অন্তর্ভূক্তিকরণ।	TLCC এবং WC কমিটিতে নারী প্রতিনিধি অন্তর্ভূক্তিকরণ।		২০২৩ হইতে ২০২৮	মেয়র/ নারী এবং শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি, সদস্য সচিব ও প্রকৌশল বিভাগ
১০	র‍্যালী- বিশ্ব নারী দিবস, বিশ্ব মা দিবস, বিশ্ব শিশু দিবস, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস	নারীদের বিভিন্ন প্রোগ্রামে অন্তর্ভূক্তিকরণ		২০২৩ হইতে ২০২৮	মেয়র/ নারী এবং শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি, সদস্য সচিব ও প্রকৌশল বিভাগ

ক্রমিক নং	পৌরসভায় জেন্ডার সমতাকরণ কর্ম পরিকল্পনায় উল্লেখিত কার্যক্রম	নির্দেশক/পরিমাণ	অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ টাকায়	বাস্তবায়ণের সময়	অগ্রগতি/ দায়িত্বপ্রাপ্ত শাখা/ইউনিট
১	২	৩	৪	৫	৬
১১	জেন্ডার সচেতনতার জন্য উঠান বৈঠক	নারীদের নিয়ে প্রতি বছর ৯টি ওয়ার্ডে কমপক্ষে ৭২ টি উঠান বৈঠক করা		২০২৩ হইতে ২০২৮	মেয়র/ নারী এবং শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি, সদস্য সচিব ও প্রকৌশল বিভাগ

৭.৮ সম্পদের প্রাপ্যতা ও যৌক্তিক বন্টন (Resource Availability Efficient Distribution)

পৌরসভা সংবিধান উপায়ে রাজস্ব আদায় করে থাকে যা স্ব স্ব পৌরসভার মূল আর্থিক ভিত্তি। এছাড়া সরকারি অনুদান, এলজিইডি ও ডিপিএইচই এর আওতায় প্রকল্প সহায়তা, বিএমডিএফ অথবা অন্য কোনো সংস্থা থেকে গৃহীত ঋণের/ অনুদানের অর্থে পৌরসভার উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়িত হবে। সারিয়াকান্দি পৌরসভা ভিশন ২০৩১ অর্জনের লক্ষ্যে ২০২৩-২০২৮ সালের জন্য স্বল্প ও মধ্য মেয়াদী বিনিয়োগ পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে পৌরসভার আর্থিক আয়-ব্যয় বিশ্লেষণসহ অন্যান্য উৎস থেকে কী পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগের জন্য পাওয়ার সম্ভাবনা আছে তার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হল:

অধ্যায়-৮
আবর্তক পরিকল্পনা
ROLLING PLAN

৮.১ পরিবীক্ষণ প্রণালী প্রবর্তন ও নির্দিষ্ট সময় পর পর পর্যালোচনা (Development of mechanism for monitoring system and periodic review)

আবর্তক পরিকল্পনা (Rolling Plan) একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নিয়মিত পর্যালোচনা-মূল্যায়নের মাধ্যমে পরিকল্পনা হালনাগাদ করা। এর যে কোন পরিবর্তন হালনাগাদের জন্য সমন্বয় করতে হবে। পৌরসভা PDP নির্ধারণ করেছে পাঁচ বছরের জন্য যা পৌরসভার ২০ বছরের মহা-পরিকল্পনার সাথে সাংঘর্ষিক নয়। এই পরিকল্পনা কৌশলগত চিন্তার প্রতিফলন এবং জন অংশগ্রহণ মূলক যা প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন পর্যায়ে পৌরবাসীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য, পৌরসভার প্রভাবশালী ব্যক্তি বর্গ, শিক্ষক, নারী, দরিদ্র্য জনগোষ্ঠি, ছাত্র, ব্যবসায়ী, সংখ্যালঘু ও অন্যান্য জনগোষ্ঠি এবং বিভিন্ন স্টেক হোল্ডারদের মতামতের ভিত্তিতে তৈরি। এটা পাঁচ বছরের জন্য (২০২৩-২০২৮) নির্ধারণ করা হয়েছে এবং কার্যকরী বাস্তবায়ন পরিকল্পনার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে যা প্রতি বছর নবায়ন করা হবে। পরিকল্পনাটি পৌরবাসী ও গুরুত্বপূর্ণ, স্টেক হোল্ডারদের মতামতেরই প্রতিফলন, ব্যবস্থাপকদের ধারনা ও দিক নির্দেশনার মাধ্যমে প্রকল্প ও বরাদ্দ নির্ধারিত হয়। PDP প্রস্তুতকালে বিশ্লেষণ ও ব্যয় নির্ধারণের ক্ষেত্রে ম্যানেজমেন্টের সর্বোৎকৃষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। কনসালটেন্টগণের সহায়তায় পৌর পরিষদ PDP বাস্তবায়ন করবে যাতে বাৎসরিক বাস্তবায়ন পরিকল্পনা, বাজেট, নিয়মিত কর্মকান্ডের সমন্বয় থাকবে। পরিকল্পনার ক্ষেত্রে আবর্তক পরিকল্পনা পদ্ধতি একটি যুগোপযোগী ধারনা যা নমনীয় ও গতিশীল এবং এতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির পর্যালোচনা-মূল্যায়নের সুযোগ থাকে। এই পরিকল্পনা পদ্ধতিতে পৌরসভার ভিশন অর্জনের ক্ষেত্রে কৌশলগত প্রকল্প গুলির নিয়মিত মূল্যায়নের মাধ্যমে বাস্তবায়নের ফলে পরিবর্তিত পরিস্থিতি বিবেচনায় রাখবে। আবর্তক পরিকল্পনা PDP কে নিয়মিত পর্যালোচনা-মূল্যায়নের সুযোগ দেয় অন্ততঃ বছরে একবার যা পরিবর্তিত পরিস্থিতি, আন্তঃ ও বহিঃ পরিবেশ অংশগ্রহণ পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে বিবেচনার সুযোগ তৈরী করবে।

৮.১.১ পঞ্চ বার্ষিকী কৌশলগত আবর্তক পরিকল্পনা

- প্রথম বছর পৌরসভা পাঁচ বছরের পরিকল্পনা তৈরী করেছে। পরবর্তী পদক্ষেপ- সামনের বছরের পরিকল্পনা করা হবে যা পাঁচ বছরের পরিকল্পনা থেকে বাদ যাবে;
- যেহেতু পৌরসভা পরবর্তী বছরের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও একই সময়ে পরিকল্পনা চক্র আরম্ভ হয়, পরবর্তী এক বছরের পরিকল্পনা গ্রহণ করে, অর্থাৎ বছর শেষে পৌরসভা পরিকল্পনা নবায়ন এবং পরবর্তী বছরের পরিকল্পনা গ্রহণ করবে; এবং
- এটা একটা পদ্ধতির পর্যায় ২০২৩ সাল থেকে বছর ভিত্তিক চলমান থাকবে।

৮.১.২ আবর্তক পরিকল্পনার প্রয়োজন

- আন্তঃ ও বহিঃ পরিবেশ সর্বদাই পরির্বতনশীল;
- এটা প্রতিষ্ঠানকে ভবিষ্যতের নির্দেশনা দেয়;
- এটা কৌশলগত ধারনা ও অগ্রাধিকারকে আরও জোরদার করে;
- এটা দ্রুত সাড়াদানকারী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করে; এবং
- সর্বশেষ উপাত্ত, বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষণের মাধ্যমে পরবর্তী বছরের PDP নবায়ন করা হবে।

৮.১.৩ আবর্তক পরিকল্পনার প্রাপ্তি

- অধিক অনুশীলনের ফলে পৌরসভার চিন্তা কৌশলগত ও পরিশোধিত হবে;
- পৌরসভা প্রতিনিয়ত পরিবর্তনকে প্রত্যক্ষ করে বিধায় আবর্তক পরিকল্পনা অধিক যৌক্তিক হবে;
- পৌরসভার বিভিন্ন পর্যায়ের মিটিং গুলির অধিক কৌশলগত চিন্তার প্রতিফলন ঘটাবে;
- পৌরসভার কার্যকরী পরিচালন ব্যবস্থার উন্নতি ঘটাবে; এবং
- বাস্তবায়নের প্রকৃত লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি অধিক সাফল্য বয়ে আনবে।

৮.১.৪ পিডিপি পর্যালোচনার প্রয়োজন

পৌরসভার মৌলিক ভৌত অবকাঠামো, উন্নয়ন চাহিদার অগ্রাধিকার ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার ক্রমাগত পরিবর্তনশীল হওয়ায় নিয়মিত PDP পর্যালোচনা করা প্রয়োজন এবং PDP বছর বছর পর্যালোচনা করা হবে। নিয়মিত ভাবে যে সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পর্যালোচনা করা হবে তা নিম্নে বর্ণনা করা হয়েছেঃ

- বিনিয়োগ পরিকল্পনার প্রকল্প তালিকা পুনরায় বিশ্লেষণ করাঃ
- প্রকৌশলীদের মাধ্যমে প্রাক-সম্ভাব্যতা সমীক্ষা করে হালনাগাদ করা হবে;
- WC ও TLCC এর সাথে মতবিনিময় করে হালনাগাদ করা হবে।
- জেন্ডার এ্যাকশন প্ল্যান প্রস্তুত ও সংযুক্ত করা হয়েছে;
- দারিদ্র্য বিমোচন এ্যাকশন প্ল্যান প্রস্তুত ও সংযুক্ত করা হয়েছে;
- O & M প্ল্যান, ভিশন, ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা এবং অন্যান্য বিষয়সহ পিডিপির যে কোন অংশ বিষয় পুনঃবিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

৮.২ বিনিয়োগ পরিকল্পনায় তালিকাভুক্ত প্রকল্পের অগ্রাধিকার

পৌরসভার অবস্থার পরিবর্তন বিবেচনা করে নিয়মিতভাবে বিনিয়োগ পরিকল্পনা পর্যালোচনা করা হবে। যা পৌরসভাকে সর্বশেষ অবস্থা এবং জনগনের প্রকৃত চাহিদা নিরূপনে সহায়তা করবে। গতানুগতিক বিষয় সমূহ যা পর্যালোচনার সময় বিবেচনা করা হবে তা নিম্নে প্রদত্ত হল ঃ

- প্রাকৃতিক দূর্যোগ, দূর্ঘটনা এবং পুরাতন হয়ে যাওয়ার কারনে মৌলিক অবকাঠামোর অবস্থা;
- নতুন আবাসিক, মার্কেট এবং বানিজ্যিক ইমারত উন্নয়ন সহ আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন;
- জাতীয় মহাসড়ক এবং অন্যান্য সড়ক, রেলওয়ে নেটওয়ার্ক এবং অন্যান্য জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের প্রকল্পসহ পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তন;
- মতবিনিময় সভা, সিটিজেন রিপোর্ট কার্ড জরিপ এবং অন্যান্য ভাবে চিহ্নিত জনগণের চাহিদার পরিবর্তন সমূহ; এবং
- উপরোক্ত বিষয় সমূহ পৌরসভার প্রকৌশল বিভাগ কর্তৃক প্রাক-সম্ভাব্যতা সমীক্ষা এবং WC ও TLCC এর সহিত আলোচনা করে নিশ্চিত করতে হব।

(১) জেন্ডার এ্যাকশন প্ল্যান

জেন্ডার কৌশল তৈরী করে পিডিপিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পিডিপির প্রথম বার্ষিক পর্যালোচনার সময় জেন্ডার এ্যাকশন প্ল্যান পিডিপির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

(২) দারিদ্র্য বিমোচন এ্যাকশন প্ল্যান

দারিদ্র্য বিমোচন এ্যাকশন প্ল্যান প্রস্তুত করে পিডিপিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পৌরসভার দারিদ্র্য বিমোচন এ্যাকশন প্ল্যান তৈরী করা হয়েছে। পিডিপির প্রথম বার্ষিক পর্যালোচনার সময় দারিদ্র্য বিমোচন এ্যাকশন প্ল্যান পিডিপির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

(৩) O & M প্ল্যান

মৌলিক অবকাঠামো ও অন্যান্য সরঞ্জামাদির অবস্থা বিবেচনা করে নিয়মিতভাবে O & M প্ল্যান পর্যালোচনা করা হয়েছে। এজন্য পৌরসভার প্রকৌশল বিভাগ নিয়মিতভাবে অবকাঠামোর অবস্থা পরিদর্শন করবে এবং O & M প্ল্যানে পরিদর্শনের ফলাফল প্রতিফলিত হবে।

(৪) ভুমি ব্যবহার পরিকল্পনা

বিদ্যমান ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা পর্যালোচনা করা, ভূমির অনুমোদিত ব্যবহার ও অনুমোদিত ইমারত চিহ্নিত করা প্রয়োজন। বিদ্যামান ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তন এবং ভবিষ্যৎ চাহিদার কথা বিবেচনা করে পৌরসভা ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা হালনাগাদ চলমান থাকবে।

পিডিপি প্রস্তুত প্রক্রিয়ার মত পর্যালোচনা প্রক্রিয়ায়ও জনগণের অংশগ্রহণ পদ্ধতি নিশ্চিত করতে হবে। পিডিপি পর্যালোচনায় প্রকৌশল বিষয়সমুহ বিবেচনায় আনতে হবে।

৮.৩ পিডিপি পর্যালোচনা প্রক্রিয়ার উপাদান সমুহ

পৌরসভা নিম্ন লিখিত ভাবে অংশগ্রহণমুলক পর্যালোচনা প্রক্রিয়া নিশ্চিত করবে।

- TLCC ও WC পর্যায়ে আলোচনার ভিত্তিতে পিডিপি পর্যালোচনা করা হয়েছে। পর্যালোচিত পিডিপি TLCC কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে; এবং
- TLCC ও WC ছাড়াও ওয়ার্ড ও মহল্লা পর্যায়ে বিভিন্ন ষ্টেকহোল্ডারদের সাথে মত বিনিময় করা হয়েছে।

৮.৩.১ পিডিপি পর্যালোচনার মুলধাপ সমুহ

পিডিপি পর্যালোচনার জন্য পৌরসভা কর্তৃক গৃহীত মূলধাপ ও করণীয় টেবিল-৫ এ উপস্থাপন করা হল।

টেবিল-৮.১ পিডিপি পর্যালোচনার মূল পদক্ষেপ সমূহ ও কার্যাবলী

মূল পদক্ষেপ	কার্যাবলী
১. প্রস্তুতিমূলক পর্ব	➢ পৌরসভার কোর গ্রুপ ও সেক্টর ভিত্তিক ওয়ার্কিং গ্রুপ পুর্নঃগঠন; ➢ ওয়ার্ড কমিটি, নগর পরিকল্পনা, নাগরিক সেবা ও উন্নয়ন বিষয়ক স্থয়ী কমিটির প্রতিনিধি সমন্বয়ে পিডিপি পর্যালোচনার উপর শহর সমন্বয় কমিটির বিশেষ সভা।
২. বিদ্যমান অবস্থা বিশ্লেষন	➢ সিটিজেন রিপোর্ট কার্ড বিশ্লেষণ; ➢ WC এর ৬ মাস পরপর অনুষ্ঠিত গন-সভার সিদ্ধান্ত পর্যালোচনা; ➢ ষ্টেকহোল্ডার, TLCC ও WC সহিত পিডিপি পর্যালোচনার উপর মত বিনিময় সভা এবং সভা হতে প্রাপ্ত মতামত সংগ্রহ; ➢ দারিদ্র্য মানচিত্র, মূল্যায়ন ও অগ্রাধিকার পর্যালোচনা।
৩. আর্থিক ও বিনিয়োগ পরিকল্পনা	➢ রাজস্ব আয় এবং ব্যয় বিশ্লেষণ; ➢ পৌরসভার পরিবর্তিত অবস্থা বিবেচনা করে বিনিয়োগ পরিকল্পনা পর্যালোচনা; ➢ সর্বশেষ অবস্থা এবং জনগণের চাহিদা পর্যালোচনা; ➢ সম্ভাব্য ব্যয় প্রাক্কলন ও সেক্টর ভিত্তিক পরিকল্পনা; ➢ আর্থিক ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা প্রণয়ন।
৪. অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ	➢ পুনঃবিবেচনাকৃত বিনিয়োগ প্রকল্পের অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ।
৫.পরিচালন ব্যবস্থার সংস্কার, প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ বৃদ্ধি এবং দক্ষতা বৃদ্ধির পরিকল্পনা	➢ দক্ষতা বৃদ্ধির কর্ম পরিকল্পনা পর্যালোচনা; ➢ পরিচালন ব্যবস্থার সংস্কার (যেমন; জবাবদীহিতা, স্বচ্ছতা ও নাগরিক সম্পৃক্ততা বৃদ্ধির পদ্ধতি) পর্যালোচনা।
৬.দারিদ্র্য বিমোচন ও নারী উন্নয়ন কৌশল	➢ দারিদ্র্য বিমোচন কৌশল এবং কর্ম পরিকল্পনা পর্যালোচনা; ➢ নারী উন্নয়ন কৌশল এবং কর্ম পরিকল্পনা পর্যালোচনা।
৭. পরিবেশগত কাঠামো, ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা ও পুনর্বাসন সম্পর্কিত কাঠামো	➢ পৌরসভার মহা পরিকল্পনা বা এর খসড়া পর্যালোচনা; ➢ পরিবেশগত কর্ম পরিকল্পনা পর্যালোচনা, যদি প্রয়োজন হয়; ➢ ভূমি ব্যবহার ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা হালনাগাদ করণ; ➢ পুনর্বাসন পরিকল্পনা, যদি প্রয়োজন হয়।
৮. খসড়া পিডিপি দলিলের বৈধতাদান ও অনুমোদন	➢ সাধারণ জনগণ ও ভূক্তভোগিদের পরামর্শ; ➢ পর্যালোচনাকৃত পিডিপি চুড়ান্তকরণ।
৯.বাস্তবায়ন	➢ পিডিপি বাস্তবায়ন; ➢ পরিবীক্ষণ প্রণালী প্রবর্তন ও নির্দিষ্ট সময় পর পর পর্যালোচনা।

পিডিপি পর্যালোচনার সময় যে সকল বিষয় সমুহ বিবেচ্য হবে ঃ

পিডিপি যাতে সর্বশেষ অবস্থা ও চাহিদার সঠিক প্রতিফলন ঘটাতে পারে সে জন্য প্রতিবছর পিডিপি পর্যালোচনা করা হবে। পিডিপি প্রস্তুতের জন্য নিম্নলিখিত বিষয় সমুহ বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে।

- পৌরসভার উন্নয়নের জন্য সরকারী পরিকল্পনা ও নীতিমালা সমূহ;
- উন্নয়নের জন্য বাৎসরিক সরকারী বরাদ্দ ও অন্যান্য সম্ভাব্য তহবিল;
- পৌরসভার উন্নয়নের ধারা;
- উন্নয়নের সুযোগ ও সম্ভাব্যতা;
- পরিবেশ ও সামাজিক বিবেচ্য বিষয়াদি ইত্যাদি।

আবর্তক পরিকল্পনা পদ্ধতি প্রয়োজন অনুসারে পুনরালোচনা করতে সামর্থ্য করে তোলে ও কৌশলগত ভিশন অর্জনে গুরুত্ব বৃদ্ধি। এই পদ্ধতি পৌরসভাকে সাম্প্রতিক সুযোগ গুলো কাজে লাগাতে সাহায্য করে, পরিবেশ পরিস্থিতি বিবেচনায় নিতে ভূমিকা রাখে, বিশেষত পুঁজির ক্ষেত্রে। এই পদ্ধতি অনিশ্চয়তার মাত্রা বিবেচনায় আনে যা পরিবর্তিত পরিস্থিতি বিবেচনার সুযোগ থাকে। এটা গতানুগতিক মডেল থেকে আলাদা। এভাবে আবর্তক পরিকল্পনা পরিবর্তিত পরিস্থিতি সঠিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে অধিক বাস্তবভিত্তিক নবায়নের সুযোগ পাবে। এই পরিকল্পনা বাৎসরিক সঠিক মূল্যায়ন ও বাস্তবায়নের সুযোগ সৃষ্টি করে।

অধ্যায়-৯
জলবায়ু পরিবর্তন
CLIMATE CHANGE

৯.১ জলবায়ুর পরিবর্তন ও এর প্রভাব
(Climate change and its impact)

পৃথিবীর উষ্ণায়ন (Global Warming) এর কারণে সকল দেশে জলবায়ুর যে পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে, তাতে সমগ্র পৃথিবী এক ভয়াবহ বিপর্যয়ের দিকেই ধাবিত হচ্ছে। জলবায়ুর পরিবর্তন স্পষ্ট করে তুলছে বিশ্বব্যাপী আবহাওয়ার বৈরী আচরণ। এই উষ্ণতা বাড়ার মূল কারণ গ্রিনহাউজ গ্যাসের ইফেক্ট ও ঊর্ধ্বাকাশে ওজোন গ্যাসের ঘনত্ব কমে যাওয়া। ইউরোপের দেশগুলোতে অষ্টাদশ শতাব্দীর শিল্প বিপ্লবের পর থেকে কলকারখানা, যানবাহন, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, কৃষি ও পশুখামারগুলো বায়ুমন্ডলে কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও মিথেনসহ নানা গ্রিনহাউজ গ্যাস নিঃসরণ করে চলেছে। কাঠ, কয়লা, তেল এবং পরবর্তীকালে গ্যাস পোড়ানোর ফলে কার্বন-ডাই অক্সাইড বায়ুমন্ডলে চলে এসেছে। এত দিন পৃথিবীর বনাঞ্চল ও সাগর এই গ্যাস আহরণ করে পৃথিবীকে মোটামুটি নিরাপদ রেখেছিল। কিন্তু বিশ্বের জনসংখ্যা বিপুলভাবে বেড়ে যাওয়ায় অনেক দেশে বন ধ্বংস করা হচ্ছে। এতে গাছপালা কমে যাওয়ায় কার্বন আহরণ প্রক্রিয়াও কমে গেছে। এ কারণে আবহাওয়ামন্ডল ক্রমাগত উষ্ণ হয়ে উঠছে এবং পৃথিবীতে প্রাকৃতিক বিপর্যয় অনেক বেড়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে আমেরিকায় খরা ও দাবানল, ব্রিটেনে প্রলয়ঙ্করী বন্যা, পাকিস্তানে আকস্মিক পাহাড়ি ঢল ও ভূমিধস, চীনের অনেক অঞ্চলে বন্যা ও ভূমিধস, বাংলাদেশে ভারত থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢল ও অবিরাম বৃষ্টির ফলে দীর্ঘ বন্যা জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক ফল।

এক হিসাবে দেখা যাচ্ছে গত ৫০ থেকে ১০০ বছরে মানুষ যে পরিমাণ প্রাকৃতিক সম্পদ ভোগ করেছে, তা এর আগে ১০ হাজার বছরেরও বেশি সময়ে ব্যবহারের মাত্রা অতিক্রম করেছে। প্রকৃতিতে তারই প্রতিক্রিয়া দৃশ্যমান, আবহাওয়ার পরিবর্তন তারই একটা নমুনা। এই স্তরে যদি মানুষ তার অতীত ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করে, প্রকৃতি হয়তো আর রূদ্র রূপ ধারণ করবে না। ১৯৮০'র দশক থেকে গ্রিনহাউজ গ্যাসের প্রভাবে প্রতি বছর পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়েছে গড়ে দশমিক ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। পৃথিবীর উষ্ণতা এই গতিতে বাড়তে থাকলে এ শতাব্দীর শেষের দিকে কুমেরুর বিস্তীর্ণ এলাকায় বরফ গলে যাবে। আমাদের কাছে হিমালয় অঞ্চলেও ব্যাপক পরিবর্তন ঘটছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন "গঙ্গোত্রী হিমবাহসংলগ্ন প্রায় ১০ কিলোমিটার বিস্তৃত এলাকায় বরফ গলে হিমবাহের গায়ে গর্ত বা ফাটল সৃষ্টি হয়েছে। আইপিসিসি (ইন্টার গভর্নমেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ) অর্থাৎ জলবায়ু পরিবর্তন পর্যবেক্ষণের লক্ষ্যে ৬২০ জন বিশিষ্ট বিজ্ঞানীর সমন্বয়ে গঠিত বিশেষজ্ঞ কমিটি সমর্থন করেছে যে, "গত শতাব্দীতেই পৃথিবীর তাপমাত্রা শূন্য দশমিক ৭৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়ে গেছে। আমাদের কাছে এই বৃদ্ধি সামান্য মনে হলেও আবহাওয়া জগতে এই বৃদ্ধি অসামান্য গুরুত্ব বহন করে।" এভাবে বাড়তে থাকলে ২০৫০ সালে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাবে ১৫৩ সেন্টিমিটার এবং ২১০০ সালে তা ৪৬০ সেন্টিমিটারে পৌঁছবে। জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে স্থল ও জলজ জীববৈচিত্র্য ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। নেতিবাচক প্রভাব পড়বে বিভিন্ন প্রতিবেশের ওপর যেমন– শুষ্ক এবং প্রায় শুষ্কভূমির প্রতিবেশ, অভ্যন্তরীণ জলজ প্রতিবেশ, সামুদ্রিক ও উপকূলীয় প্রতিবেশ, কৃষি প্রতিবেশ, বন প্রতিবেশ, দ্বীপ প্রতিবেশ, পর্বত প্রতিবেশ, মেরু প্রতিবেশ প্রভৃতি এবং এর প্রভাব সর্বোপরি মানুষসহ সকল জীবের উপরে আসন্ন বলেই প্রতীয়মান।

৯.২ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ
(Bangladesh Context)

জলবায়ু পরিবর্তন ও সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধিতে প্রাথমিকভাবে বাংলাদেশের নিম্নাঞ্চলগুলো প্লাবিত হবে। নদীপ্রবাহ ক্ষীণ হয়ে যাবে এবং পানিতে লবণাক্ততা দেখা দেবে। উষ্ণতা বৃদ্ধির কারণে মেরু অঞ্চলের বরফ গলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে চলেছে। আশংকা করা হচ্ছে এতে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের ১৫-১৭ ভাগ এলাকা সাগরে তলিয়ে যাবে এবং বাস্তুহারা হবে ২০-৩০ মিলিয়ন মানুষ। এ ছাড়া নানান প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন–হঠাৎ বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস, খরা এবং নদীতীর বা মোহনায় ভাঙন ও ভূমি গঠনে ভারসাম্যহীনতা দেখা দেবে। বিশ্বব্যাংকের সমীক্ষা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দক্ষিণ এশিয়ায় **জলবায়ু অভিবাসীর অর্ধেকই হবে বাংলাদেশ থেকে**। জরুরী উদ্যোগ এবং কার্যকর পদক্ষেপ না নিলে বন্যা ও ফসলের উৎপাদন নষ্ট হয়ে ২০৫০ সালের মধ্যে বাংলাদেশর প্রায় দুই কোটি মানুষ অভিবাসী হওয়ার ঝুঁকিতে যাবে।

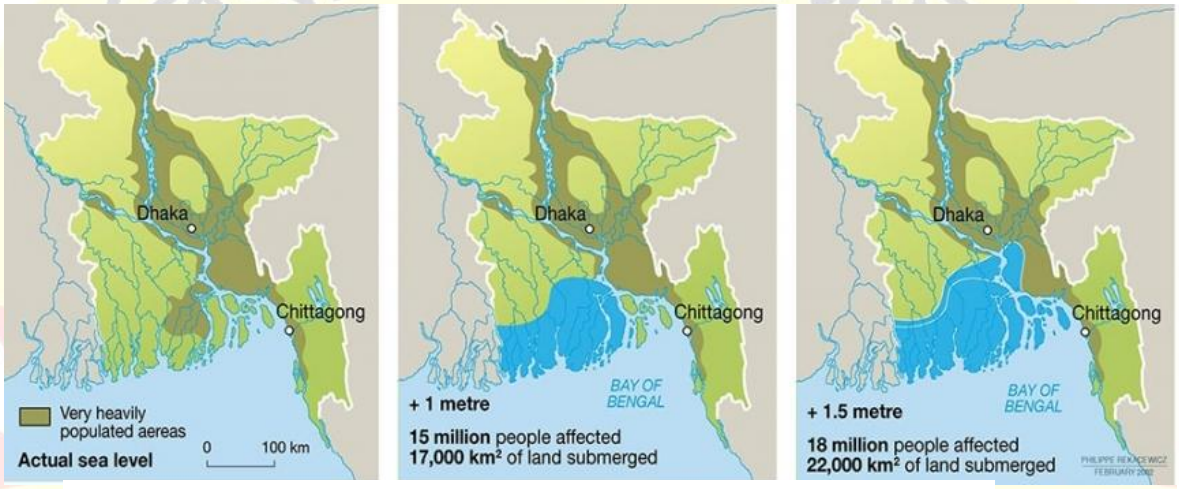

চিত্রঃ সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির সাপেক্ষে প্লাবিত অঞ্চল

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে আগামী তিন দশকে প্রায় ৩ কোটি মানুষ ঘরবাড়ী ছাড়তে বাধ্য হবে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা, পরিবেশগতভাবে সংবেদনশীল জীবিকায়ন এবং অপরিকল্পিত নগরায়ণের কারণে দক্ষিণ এশিয়া পৃথিবীর মধ্যে জলবায়ু সৃষ্ট অভিবাসনের ক্ষেত্রে সর্বাধিক সক্রিয় অঞ্চল হিসেবে পরিণত হতে যাচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির কারণে সৃষ্ট ঘন ঘন প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় এখানকার দেশগুলো দ্রুত পারস্পরিক সহযোগিতাপূর্ণ ও ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী ও কার্যকর পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হলে আগামী ৩০ বছরের মধ্যে এখানে জলবায়ু শরণার্থীর সংখ্যা বর্তমান সময়ের চেয়ে তিনগুণ বৃদ্ধি পেতে পারে। বেশ আশঙ্কার বিষয় হলো, দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর গুরুত্বপূর্ণ শহর ও বৃহৎ নগরকেন্দ্রগুলো গড়ে উঠেছে জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতির আশঙ্কায় থাকা উপকূলীয় অঞ্চলগুলোতে। আর এ কারণে এসব এলাকায় অভিবাসীদের আগমনের হার বাড়তেই থাকবে। তাই সম্ভাব্য জলবায়ু অভিবাসীদের বিষয় টিকে মাথায় রেখে অবিলম্বে নীতিনির্ধারকদের উচিত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

দেশের অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক জাতীয় কৌশলপত্রে উল্লেখ করা হয়, ২০০৮ থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ২০১৯ সালের অর্ধ-বার্ষিকী প্রতিবেদনের হিসাব মতে, দেশের ২৩টি জেলা থেকে প্রায় ১৭ লাখ মানুষকে বাস্তুচ্যুত হতে হয়েছে। যার বেশির ভাগই ঘটেছে বিভিন্ন উপকূলীয় জেলাগুলোতে। ২০৫০ সাল নাগাদ দেশে বাস্তুচ্যুত মানুষের সংখ্যা হবে প্রায় ৩ কোটি ৩০ লাখ। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি এই দুর্যোগকে আরও বাড়িয়ে দিবে। ২০৮০ সালের মধ্যে তলিয়ে যেতে পারে বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চলের ১৭ % ভূমি।

সমুদ্রপৃষ্ঠে পানির উচ্চতা বৃদ্ধির অনুমেয় সবচেয়ে গুরুতর প্রভাব হলো চাষযোগ্য জমি, মাটি এবং পানিতে লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ এবং তার পরিণতিতে উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষের কৃষিভিত্তিক জীবনযাত্রায় বিরূপ প্রভাব। এটিই উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষের বাস্তুচ্যুতির অন্যতম বড় কারণ।

মূল ভূখন্ড এলাকায় বাস্তুচ্যুতির প্রধান কারণ নদী ভাঙন ও বন্যা। দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের এলাকায় নিয়মিত খরাও মানুষের বাস্তুচ্যুতির আরেকটি কারণ। ভূতাত্ত্বিকভাবে কয়েকটি সক্রিয় ভূ-চ্যুতির মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান। এ কারণে ভূমিকম্পের ঝুঁকি প্রবণ উচ্চ মাত্রার তালিকায় বাংলাদেশ অন্যতম।

ক্ষতিকর গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন কমানো এবং সবুজ অন্তর্ভুক্তিমূলক ও স্থিতিস্থাপক উন্নয়নে সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে জলবায়ু পরির্বতনজনিত অভিবাসনের হার ৮০ % পর্যন্ত কমিয়ে আনা সম্ভব।

৯.৩ প্রেক্ষিত সারিয়াকান্দি ঃ

সারিয়াকান্দি পৌরসভার ভৌগোলিক অবস্থান অনুযায়ী জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব বিবেচনায় নেয়া উচিত। সে লক্ষ্যেই বিভিন্ন ঝুঁকি-জোন সাপেক্ষে সারিয়াকান্দির অবস্থান নিরুপন এবং সে অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগুলো বিবেচনায় নিয়ে উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। এতে করে আমরা জলবায়ু সহিষ্ণু উন্নয়নের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে পারি। প্রথমত, অবস্থান বিশ্লেষন করলে যা পাওয়া যায় তা নিম্নে আলোচনা করা হলো ঃ

৯.৩.১ ভূমিকম্প বা ভূমিধ্বসঃ

বাংলাদেশের ভূমিকম্প ঝূঁকি সংক্রান্ত জোনিং ম্যাপে (সর্বশেষ আপডেট অনুযায়ী) চারটি জোনে বিভক্ত করা হয়েছে ।

জোন ১ ঃ ন্যুনতম ঝূঁকিপূর্ণ
জোন ২ ঃ কম ঝূঁকিপূর্ণ
জোন ৩ ঃ মধ্যম ঝূঁকিপূর্ণ
জোন ৪ ঃ অধিক ঝূঁকিপূর্ণ

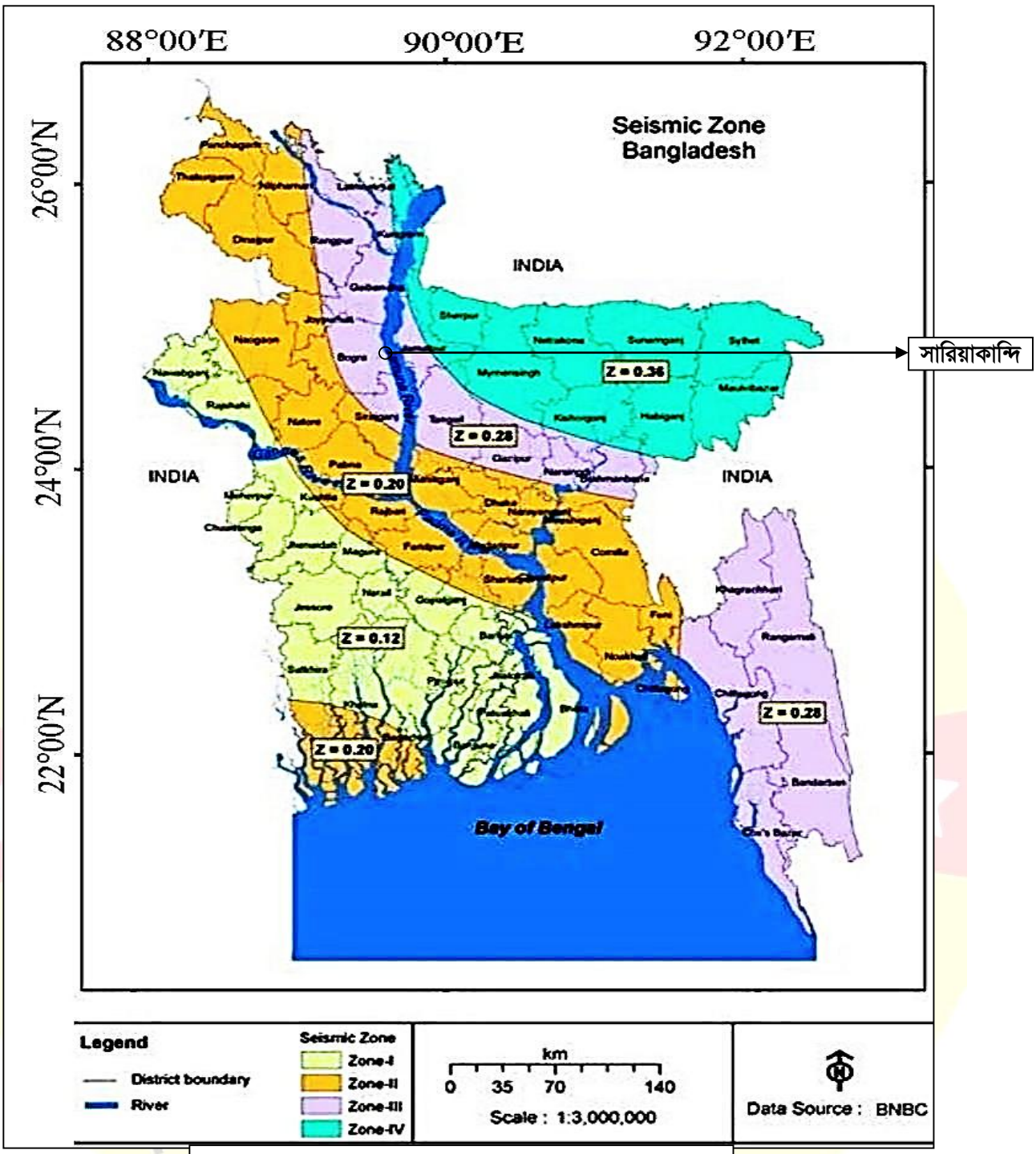

চিত্রঃ ভূমিকম্প জোনিং ম্যাপে সারিয়াকান্দি পৌরসভার অবস্থান

ম্যাপে অবস্থান অনুযায়ী, সারিয়াকান্দি **পৌরসভা "জোন ৩ঃ তুলনামূলক অধিক ঝুঁকিপূর্ণ"** অঞ্চলে অবস্থিত। অর্থাৎ ভূমিকম্প সংক্রান্ত বিষয়ে কতিপয় বিবেচনা সাপেক্ষে উন্নয়ন কাজ করা দরকার। ভূমিকম্প মাত্রার (রিকটার স্কেল এ ৫.০ বা সমমাত্রার, যদিও এটাকে আরও পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করে স্থানভিত্তিক আরও নির্দিষ্ট করা সম্ভব, সেজন্য একটি ভিন্ন সমীক্ষা প্রয়োজন) সহনশীল অবকাঠামো নির্মাণ করে এই ঝুঁকি এড়ানো সম্ভব।

৯.৩.২ বন্যা অঞ্চল

নদীমাতৃক দেশ হওয়ায়, বাংলদেশের অধিকাংশ অঞ্চলই নদীর অববাহিকা বা তদসংলগ্ন এলাকায় অবস্থিত। বাংলাদেশের বেশীরভাগ নদীর নব্যতা কম, এ কারনে সাধারন অতিবৃষ্টিই বন্যায় রুপ নেয়। তাছাড়া যেহেতু বাংলাদেশের অবস্থান ভাটির দিকে এবং পার্শ্ববর্তী বৃহৎ দেশ ভারতে বয়ে চলা পানির নির্গমন পথ হলো বাংলাদেশ, তাই বর্ষাকলে বন্যা আমাদের নিত্য নৈমত্তিক ব্যাপার। এজন্য প্রয়োজন সুপরিকল্পিত নদী-শাসন সহ একটি সামগ্রিক পরিকল্পনা (Comprehensive Plan).

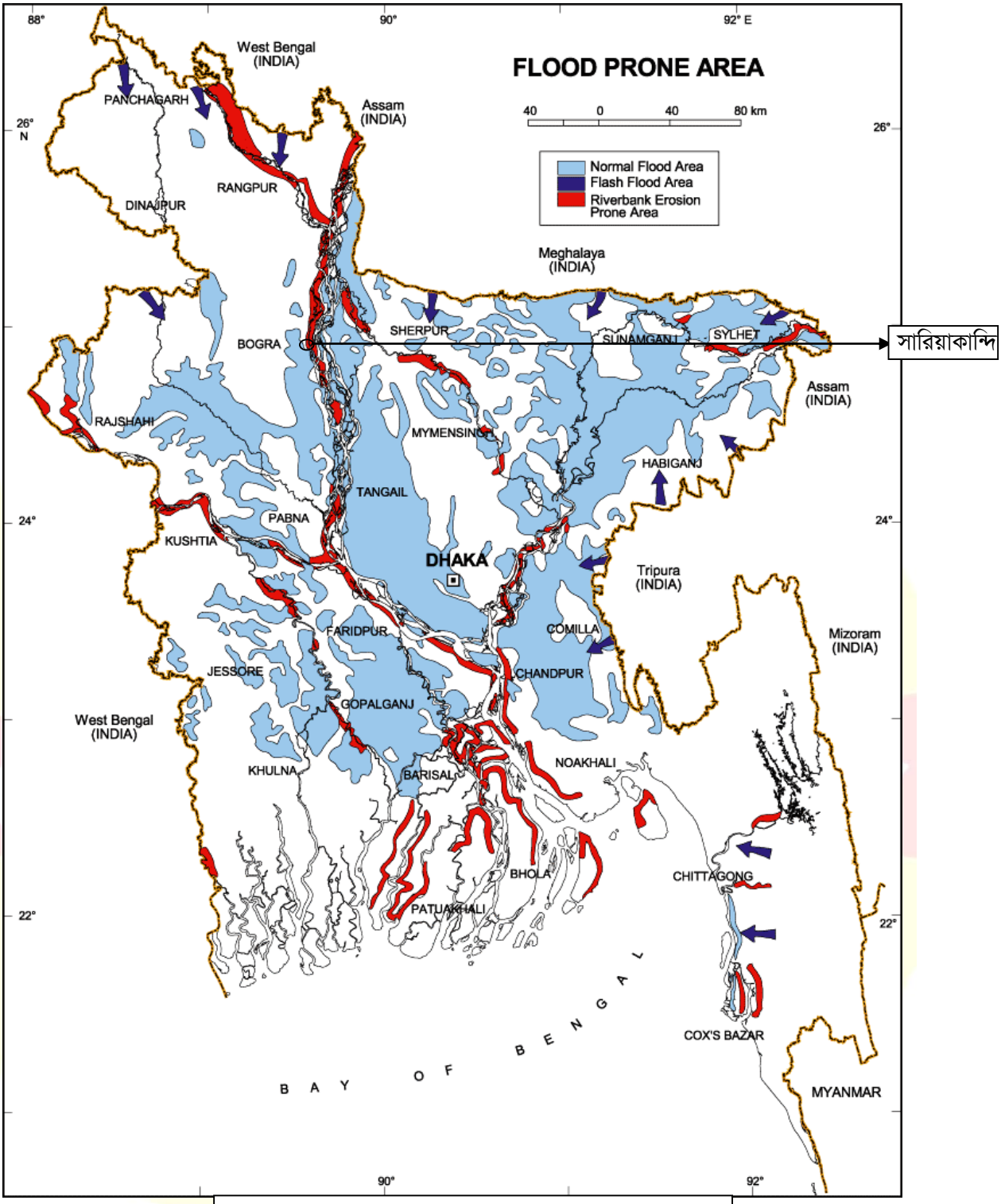

চিত্রঃ বন্যা জোনিং ম্যাপে সারিয়াকান্দি পৌরসভার অবস্থান

ম্যাপে অবস্থান অনুযায়ী, সারিয়াকান্দি **পৌরসভা** এলাকা বন্যার ঝুকতে রয়েছে এবং **সারিয়াকান্দি** পৌরসভার এরিয়া মাত্র ৩.৫৭ বর্গ কি.মি আয়তন এবং পৌরসভা মধ্যে দুই পার্শ্বে নদী প্রবাহিত হয়েছে। দেশে বন্যার পানি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যমুনা নদীর পানি বেড়ে যায় । প্রতি বছরই সারিয়াকান্দিতে বন্যা হয়। প্রতিবছর বন্যার কারণে অনেক জমির ফসল নষ্ট হয়। এতে কৃষক শ্রেণী পেশার লোকজন মারাত্মক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ্য হয়। অর্থাৎ এ এলাকায় বণ্যার প্রবণতা বেশী এবং নদীতে বাঁধ থাকলে এবং রক্ষণাবেক্ষন করা না হলে এই এলাকা বন্যায় প্লাবিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। এই এলাকাটি বন্যামুক্ত রেখে উন্নয়ন কার্যক্রমের পরিকল্পনা গ্রহন করতে হবে এবং ড্রেইনেজ ব্যবস্থার প্রস্তুত উন্নয়ন সাধন করতে হবে। একটি ড্রেইনেজ পরিকল্পনা একান্ত প্রয়োজনীয়।

৭.৩.৩ নদী-ভাঙন অঞ্চল

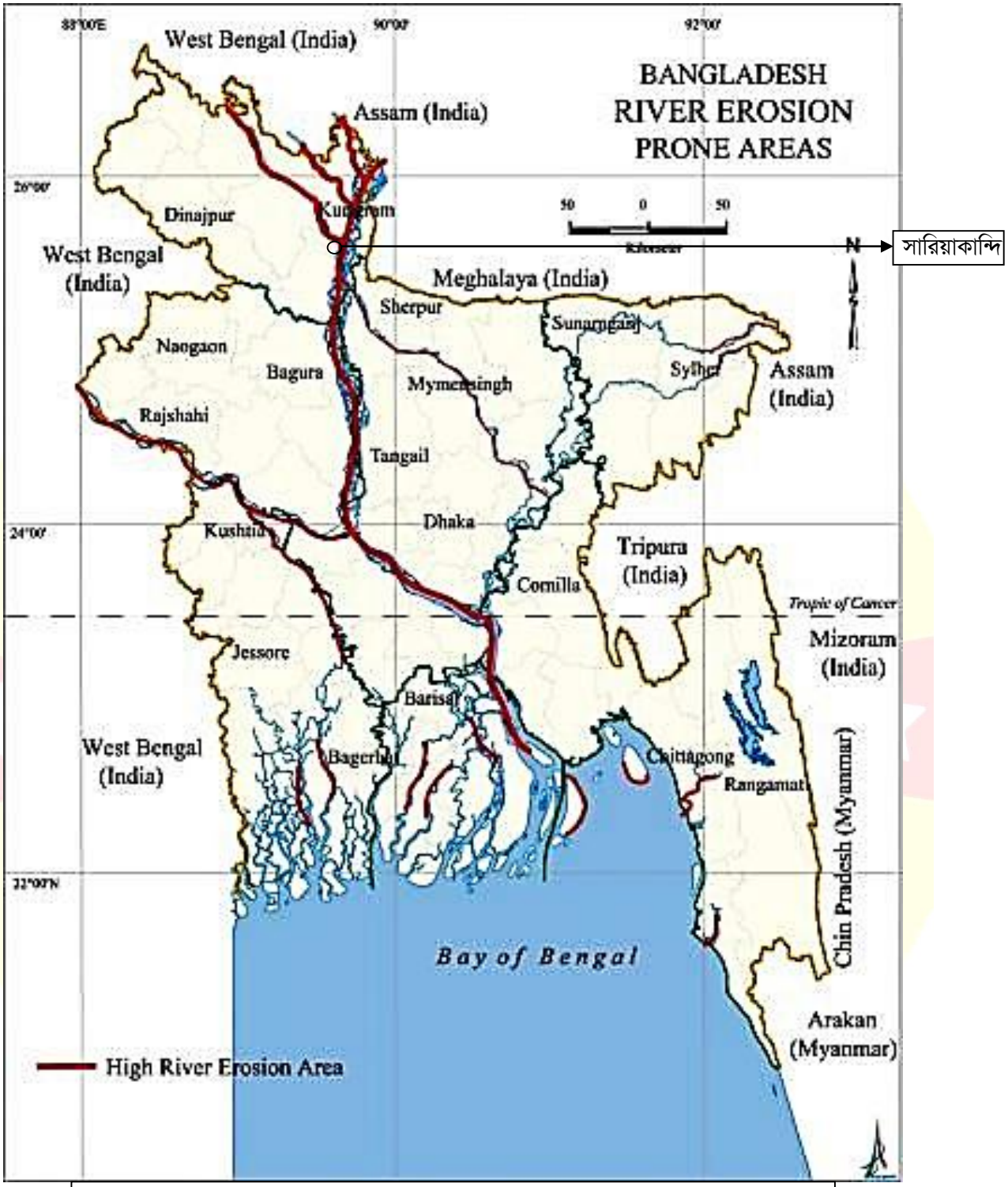

চিত্রঃ বাংলাদেশের নদী-ভাঙন ঝুঁকি ম্যাপে সারিয়াকান্দি পৌরসভার অবস্থান

বন্যা যখন প্রকট হয় তখন নদী ভাঙনের কারন হয়ে দাঁড়ায়। এজন্য প্রয়োজন সুপরিকল্পিত নদী-শাসন। বর্তমানে অপর্যাপ্ত ও অপরিকল্পিত নদী-শাসনের ফলস্বরুপ আমাদের অনেক এলাকাই ভাঙনের শিকার। ম্যাপে প্রদর্শিত লাল অঞ্চলগুলোতে উচ্চমাত্রার ভাঙন দেখা যায়। এ এলাকায় উন্নয়নের জন্য জল-সহিষ্ণু অবকাঠামো নির্মাণ সহ কিছু প্রয়োজনীয় সতর্কতা গ্রহন করতে হবে। সারিয়াকান্দি পৌরসভা উচ্চ মাত্রার নদী-ভাঙ্গন ঝুঁকিতে রয়েছে। নদীর বাঁধ এক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক।

৯.৩.৪ খরা অঞ্চল

নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে অবস্থিত হওয়ায় বাংলাদেশ শীত, গ্রীষ্ম, বন্যা সবই বিদ্যমান। বর্তমানে গুরুতর না হলেও বৈশ্বিক উষ্ণায়নের এই ভয়ঙ্কর সময়ে খরাকেও আমাদের বিবেচনায় নিতে হবে।

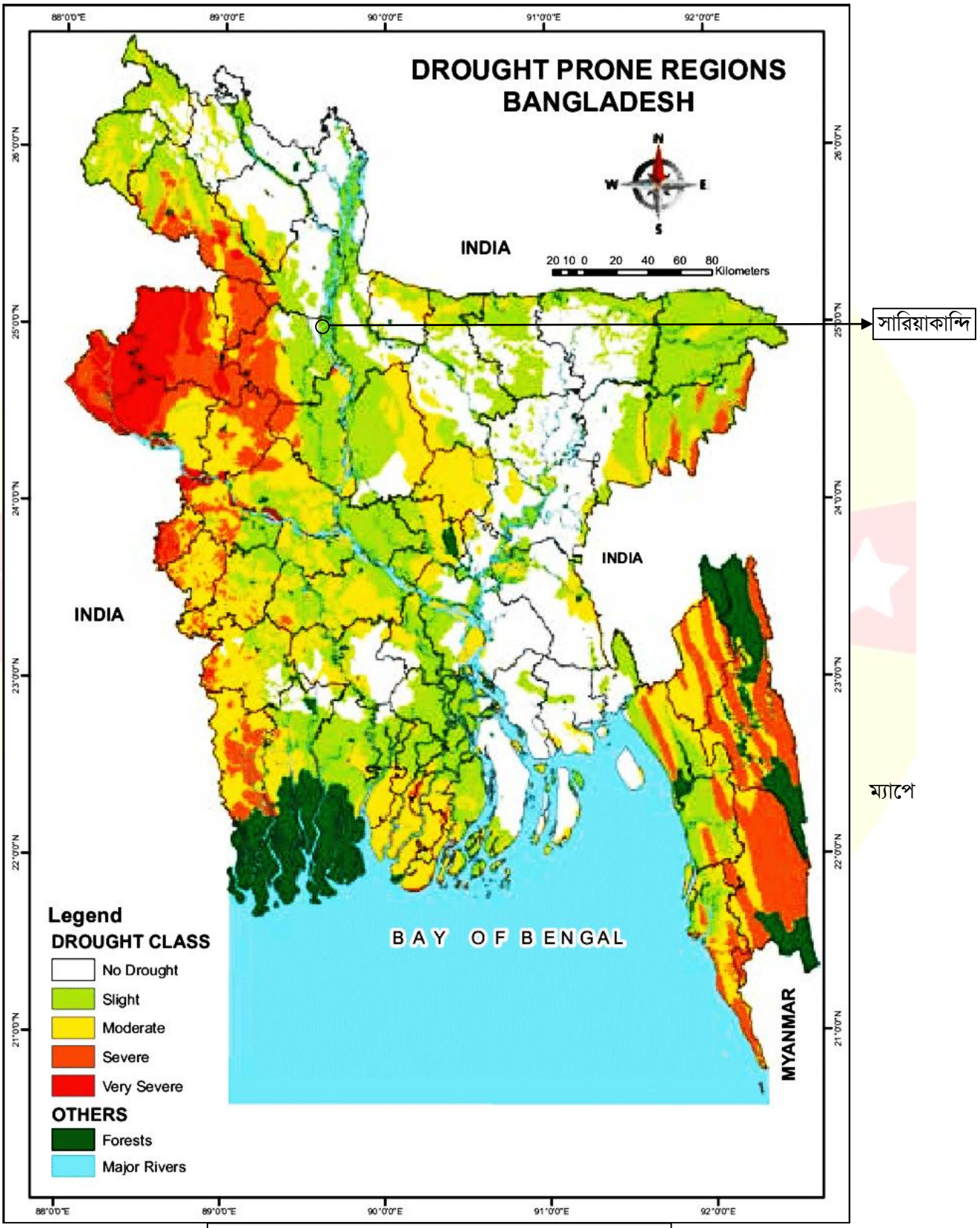

ম্যাপে

চিত্রঃ খরা জোনিং ম্যাপে সারিয়াকান্দি পৌরসভার অবস্থান

অবস্থান অনুযায়ী, গারিয়াকান্দি **পৌরসভা "জোন ১ঃ No Drought "** অঞ্চলে অবস্থিত। অর্থাৎ খরা সংক্রান্ত বিষয়ে সারিয়াকান্দি পৌরসভা কোন **ঝুঁকিতে নেই**।

৯.৩.৫ আর্সেনিক ঝুঁকিঃ

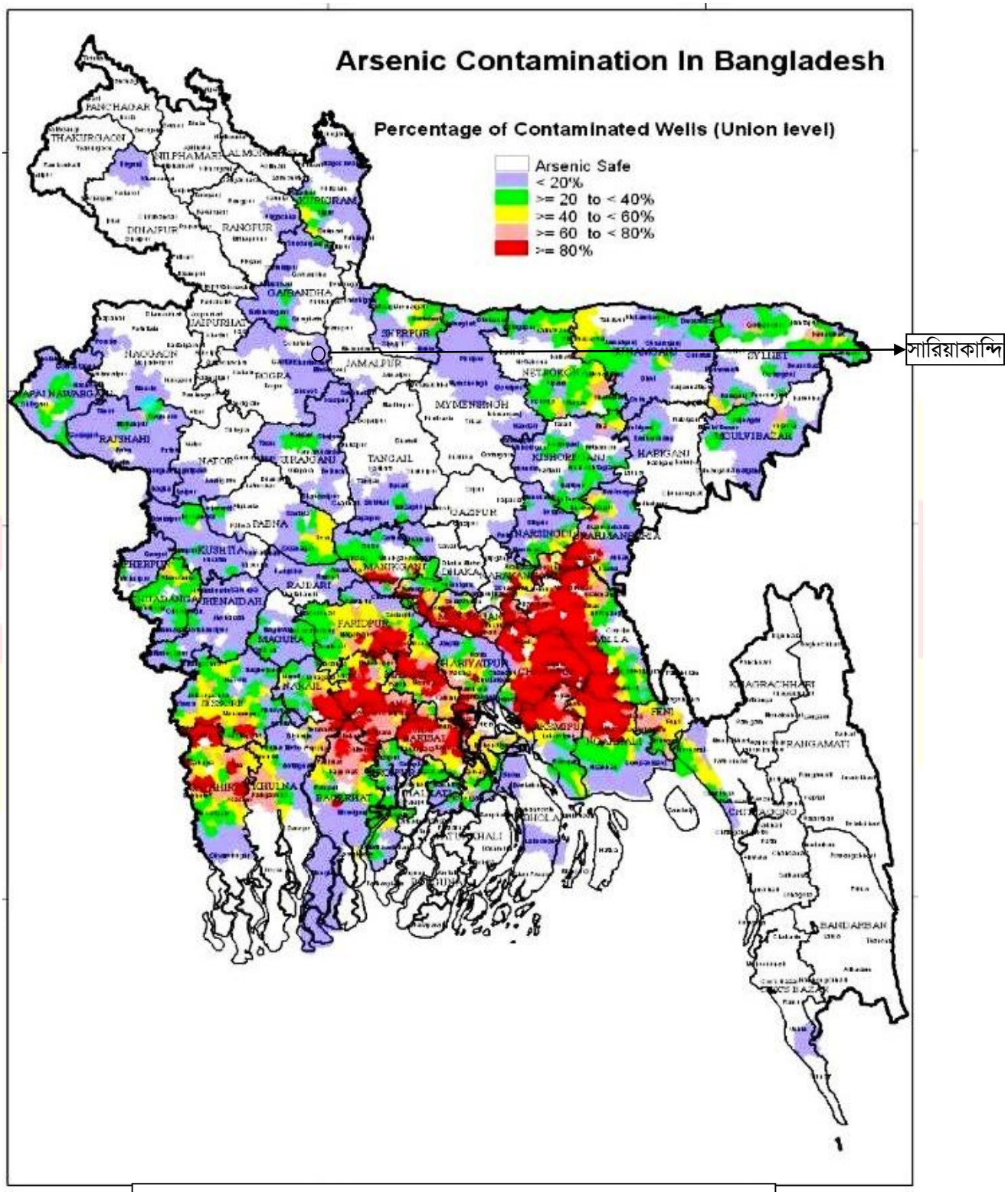

চিত্রঃ আর্সেনিক কন্টামিনেশান জোনিং ম্যাপে সারিয়াকান্দি পৌরসভার অবস্থান

ম্যাপে প্রদর্শিত অবস্থান অনুযায়ী, সারিয়াকান্দি **পৌরসভা** অঞ্চলে **আর্সেনিক ঝুঁকি অনেক কম**। তবে স্থানীয়ক্ষেত্রে কতিপয় অগভীর নলকূপ স্থাপনের সময় আর্সেনিক উপস্থিতির নিদর্শণ পাওয়া গেছে। এই বিবেচনায় এবং পানি আমাদের জীবনের

একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য অনুসঙ্গ হওয়ায়, গভীর/অগভীর নলকূপ এবং উত্তোলন পাম্প স্থাপনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় টেস্ট সম্পন্ন করেই সেটা করা উচিত হবে।

৯.৩.৬ সাইক্লোন ঝুঁকিঃ

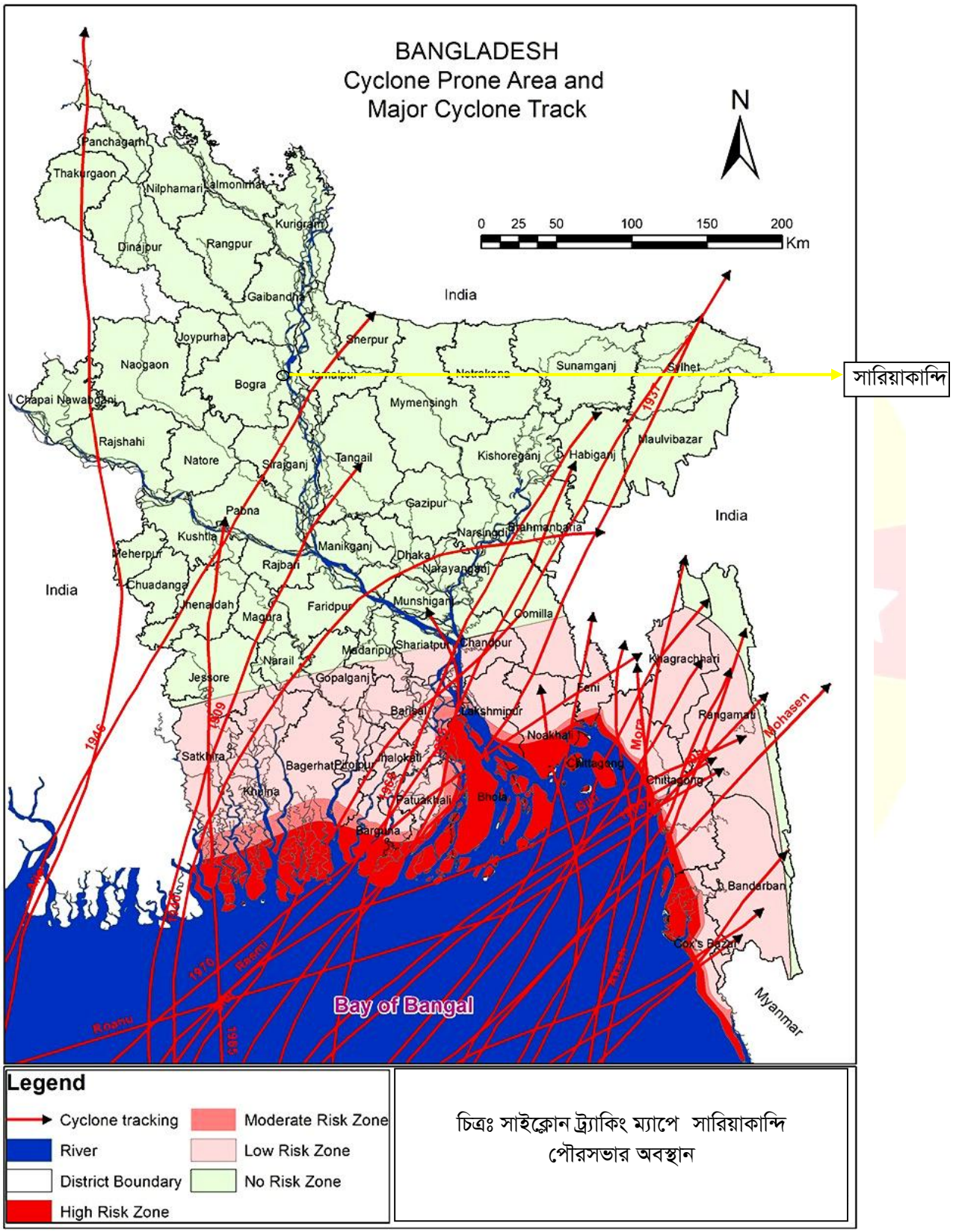

চিত্রঃ সাইক্লোন ট্র্যাকিং ম্যাপে সারিয়াকান্দি পৌরসভার অবস্থান

অবস্থান অনুযায়ী, সারিয়াকান্দি পৌরসভা " Cyclone Tracking" সংশ্লিষ্ট এলাকার বাইরে এবং এর অবস্থান "No Risk Zone" তে হওয়ায় সাইক্লোন এ অঞ্চলের উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য কোনো প্রভাব ফেলবেনা ।

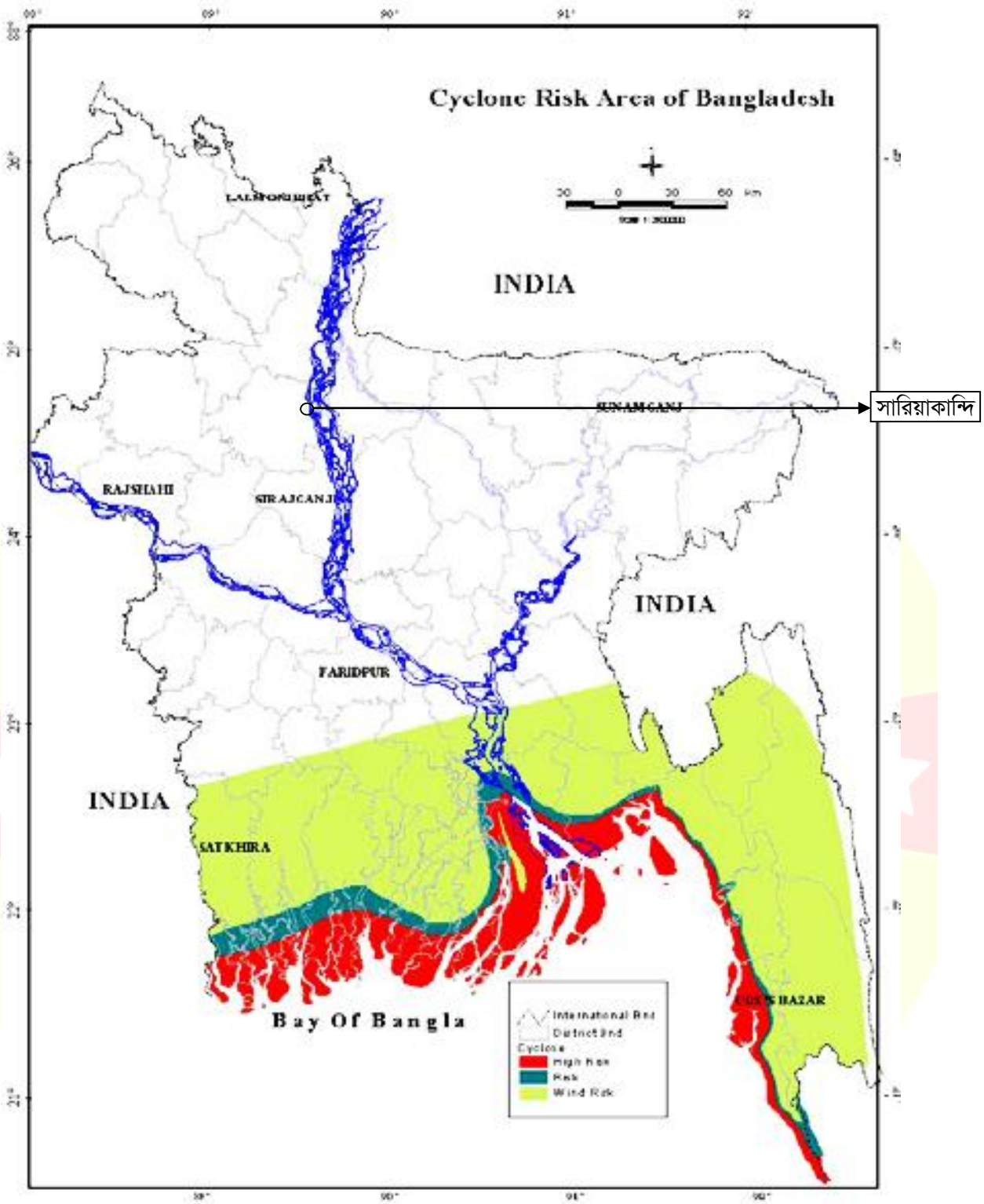

চিত্রঃ সাইক্লোন-রিস্ক ম্যাপে সারিয়াকান্দি পৌরসভার অবস্থান

উপরোক্ত চিত্র অনুযায়ী সারিয়াকান্দি পৌরসভা কোনো ধরনের রিস্ক জোনের মধ্যে পড়ে নাই এবং এটা থেকেও প্রতীয়মান হয় যে, সাইক্লোন সংক্রান্ত কোন ধরনের ঝুঁকির (জলোচ্ছাস, ঝড়) মধ্যেই সারিয়াকান্দি পৌরসভার পড়ে নাই এবং এ অঞ্চলের উন্নয়নে এ সংক্রান্ত কোনো বিশেষ পূর্ব-সতর্কতা (Precaution) এর প্রয়োজন নেই।

এছাড়াও স্থানীয়ভাবে পরিবেশগত দিক থেকে আমরা অহরহ যে সকল প্রতিকুল পরিস্থিতির স্বীকার হই - সেগুলোর বিবেচনাও প্রয়োজন। এ ধরনের কতিপয় বিষয়াবলী সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো:

৯.৪ দূষণ

৯.৪.১ পানি

প্রকৃতিতে পানি ভূউপরিস্থ ও ভূগর্ভস্থ উভয় উৎসে বিদ্যমান। সারিয়াকান্দি পৌর এলাকার ভূউপরিস্থ পানির উৎস যেমন; পুকুর, ডোবা, খাল দূষিত হচ্ছে অনুপযুক্ত সেনিটেশন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, হাসপাতাল বর্জ্যের অপর্যাপ্ত পরিশোধন ও অপসারণ, রাসায়নিক সার ও ক্ষতিকর পোকামাকড় দমনের ঔষধ প্রভৃতি ব্যবহারের কারণে। পৌরসভার প্রকৌশলী মহোদয়ের দাবী মতে পৌরসভায় প্রায় ৪০ শতাংশ শৌচাগার স্বাস্থ্যসম্মত। পানি দূষণের আরেকটি উৎস হল হাসপাতাল বর্জ্য। পৌর এলাকায় একটি হাসপাতাল ও ৬টি প্যাথলজিকাল পরীক্ষাগার রয়েছে যেখানে বিভিন্ন জীবানুসমৃদ্ধ বর্জ্য সৃষ্টি হয়। এসকল বর্জ্য পুড়িয়ে ফেলার নিজস্ব কোন ব্যবস্থা হাসপাতালের নেই। এছাড়াও বসতবাড়ী ও অন্যান্য উৎসের বর্জ্য প্রায়শ:ই উন্মুক্ত স্থান, কোথাও কোথাও সড়কের পাশে, সেতু/কালভার্টের নিচে, অন্যান্য নিচু জায়গায় অপসারণ করা হয়। বর্ষা মৌসুমে এসকল বর্জ্য পানির সংস্পর্শে আসে যা পানি দূষণের অন্যতম কারণ। পানি দূষণের আরেকটি উল্লেখযোগ্য উৎস হল কৃষি জমিতে রাসায়নিক সার ও পোকামাকড় দমনের ঔষধের ব্যবহার। ফসলের ক্ষেত থেকে এসকল পদার্থ খাল ও নদীর পানিতে মিশ্রণের মাধ্যমে পানি দূষিত হয় যা বর্তমানে উদ্বেগজনক পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। দীর্ঘ সময় ধরে এধরণের দূষণ জলজ জীববৈচিত্রের জন্য মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ। এছাড়াও দীর্ঘদিন ধরে মাত্রাতিরিক্ত রাসায়নিক ব্যবহার উৎপাদিত খাদ্য পণ্যে রাসায়নিক পদার্থের পরিমান এই পরিমান বাড়য়ে দেয় যা জনস্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। পৌরবাসীর পানীয় জলের একমাত্র উৎস নলকূপের মাধ্যমে উত্তোলিত ভূ-গর্ভস্থ পানি। নগরবাসী হস্তচালিত নলকূপের মাধ্যমে খাবার পানি সংগ্রহ করে। পৌর এলাকায় ৩৯৮২টি পরিবার বসবাস করে। পৌর এলাকার ভূগর্ভস্থ পানির উচ্চতা শীত মৌসুমে ১০ ফুট পর্যন্ত থাকে যা গ্রীষ্ম মৌসুমে ২৫-৩০ ফুট পর্যন্ত নিচে নেমে যায়। পৌরসভার ভূগর্ভস্থ পানিতে প্রচুর পরিমানে আয়রন রয়েছে। হস্তচালিত নলকূপগুলোতে মিশ্রিত আয়রন এবং ক্ষতিকারক খনিজ মানুষের পরিপাকতন্ত্রের বিভিন্ন রোগের কারন। শীতকালে হস্তচালিত নলকূপগুলো প্রায় পানিশূন্য হয়ে পড়ে। পানির স্তর অতিরিক্ত নিচে নেমে যাওয়ায় (৭০-৮০ ফুট) এসময় নলকূপে পানি পাওয়া যায় না, পানিতে লোহার পরিমান অত্যধিক বেড়ে যায় যা পৌরবাসীর জন্য সমস্যার সৃষ্টি করে। ভূগর্ভস্থ পানি দূষণের একটি সম্ভাব্য উৎস হলো পানিতে মাত্রাতিরিক্ত আর্সেনিকের উপস্থিতি। ভূগর্ভস্থ উপরের এবং মধ্যবর্তী স্তর থেকে উত্তোলিত পানিতেই বেশিরভাগ সময় আর্সেনিক থাকে। ভূস্তর থেকে প্রাকৃতিকভাবে উৎসন্ন বিভিন্ন পদার্থের মধ্যে আর্সেনিক সম্ভাব্য দ্রবিভূত আকারে থাকে। ধারণা করা হয় যে, পানির স্তর কমে যাওয়ার প্রেক্ষিতে এটি পানিতে দ্রবীভূত হয়। বাংলাদেশে ১৯৯৩ সালে প্রথম আর্সেনিক চিহ্নিত হয়। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর পৌরসভায় কিছু নলকূপের পানিতে আর্সেনিক সনাক্ত করেছে। সেসব স্থানে দূষিত নলকূপের পরিবর্তে নতুন নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে।

৯.৪.২ বায়ু

সারিয়াকান্দি পৌরসভায় বায়ু দুষণের প্রধান উৎসসমূহের মধ্যে রয়েছে ইটভাটা, যানবাহন, বর্জ্য ফেলার স্থানসমূহ, কিছু শিল্প কারখানা, নির্মাণ কর্মকান্ড যেসকল স্থান থেকে ক্ষতিকর কণা নির্গত হয়। দ্রুত নগরায়নের ফলে সারিয়াকান্দি পৌরসভায় যান্ত্রিক যানবাহনের পরিমান বৃদ্ধি পেয়েছে। সারিয়াকান্দি পৌরসভায় চলাচলকারী স্থানীয় বাস, ট্রাক ও অন্যান্য যান্তিক যানবাহন দীর্ঘদিনের পুরানো, রক্ষণাক্ষেণ পর্যাপ্ত ও যথাযথ না হওয়ায় এসকল যানবাহন থেকে নির্ধারিত মাত্রার থেকে বেশী বিষাক্ত ধোঁয়া নির্গত হয় যা বায়ু দূষণের একটি কারণ। উন্মুক্ত স্থানে ময়লা আবর্জনা ফেলা হয় যা দূর্গন্ধ সৃষ্টি করে ইটভাটা, ধানকল প্রভৃতি থেকে চিমনীর মাধ্যমে কালো ধোঁয়া তথা কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গত হয় যা বায়ু দূষণ ঘটায়। বায়ু দূষণের মাধ্যমে জনস্বাস্থ্যের ক্ষতি নির্ভরশীল কী ধরণের ক্ষতিকর কণা/পদার্থ, বায়ুতে তাদের পরিমান ও মাত্রা, মানুষের বয়স স্বাস্থ্যের অবস্থা প্রভৃতি সূচকের উপর। মানুষের ক্ষতি ছাড়াও বায়ু দূষণ পশুপাখি, গাছপালা ও বস্তুসংস্থানের উপরও ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। বায়ু দূষণের ঝুঁকি মোকাবেলায় উন্নয়ন পরিকল্পনায় নিয়মিত বাতাসের মান পরীক্ষা ও অন্যান্য কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে ।

৯.৪.৩ শব্দ

সারিয়াকান্দি পৌরসভায় শব্দ দূষণের পরিমান উল্লেখ করার মতো নয়। সবমিলিয়ে পৌর এলাকায় ১১ টি শিল্প প্রতিষ্ঠান আছে যার মধ্যে রয়েছে ইটভাটা, তেলের মিল, করাত কল, ছাপাখানা, বরফ কারখানা, বেকারী এবং হালকা প্রকৌশল ওয়ার্কশপ। এদের মধ্যে বালিবহনকারী ট্রাক চলাচল যথেষ্ট শব্দ সৃষ্টি করে। চলন্ত যানবাহনের সৃষ্ট শব্দেও কিছু মাত্রায় শব্দ দূষণ ঘটে। এছাড়াও হাটের দিনে পণ্য বেচা কেনার জন্য প্রচুর যনবাহন ও লোকসমাগম হয় যার ফলে কিছু পরিমান শব্দ দূষণ ঘটে। বাজার এলাকায় কাঠের দোকান, দর্জির দোকান ও কামারের দোকন থাকায় এগুলো যথেষ্ট পরিমান শব্দ সৃষ্টি করে।

৯.৪.৪ জলাবদ্ধতা

সারিয়াকান্দি পৌর এলাকার কয়েকটি স্থানে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়। জলাবদ্ধতার অন্যতম কারণ পানি নিষ্কাশনে সড়কে নির্মিত সেতু, কালভার্ট বন্ধ হয়ে যাওয়া ও যত্রতত্র বাড়ীঘর নির্মাণ করা। জলাবদ্ধতার সমস্য মূল শহর এলাকায় বেশী হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায়, জলাবদ্ধতা সেই সব এলাকায় ঘটছে যেখানে বাড়ীঘর সড়কের উচ্চতা থেকে কম উচ্চতায় ও পর্যাপ্ত নিষ্কাশন ব্যবস্থা বা নর্দমা ছাড়াই নির্মাণ করা হয়েছে। বর্ষা মৌসুমে অত্যধিক বৃষ্টির পানির ক্ষুদ্র একটি অংশ বাষ্পীভবন ও মাটিতে শুষে নেয়র পর বৃহৎ অংশ নিষ্কাশনের অভাবে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি করে। কিছু কিছু এলাকায় জলাবদ্ধতা সপ্তাহব্যপী স্থায়ী হয়। জলাবদ্ধতার সমস্যা সাধারণত জুনের শেষ দিকে আরম্ভ হয় অক্টোবর পর্যন্ত এর অবস্থান পরিলক্ষিত হয়।

৯.৪.৫ অগ্নিকান্ড

অগ্নিকান্ড দূর্যোগ সেই অবস্থা যেখানে অগ্নিকান্ডে মানুষ, সম্পদ ও স্থাপনার স্বাভাবিকের থেকে বহুগুণ বেশী ঝুকি থাকে ও এর ফলে ক্ষয়ক্ষতি হয়। সারিয়াকান্দি পৌরসভা মাঝে মাঝে বিভিন্ন ধরণের দূর্যোগের কবলে পড়ে যেমন; বন্য, জলাবদ্ধতা, অগ্নিকান্ড বা অন্যান্য মানব-সৃষ্ট দূর্যোগ। অগ্নিকান্ড যেখানে হয়, সেখানে শুধু ভৌত ক্ষতি হয়না, মারাত্মকভাবে সামাজিক ও আর্থিক ক্ষতিরও সম্মুখীন হতে হয়। সাধারণভাবে অগ্নিকান্ড ঘটে ঘনবিন্যস্ত নগর এলাকায়, যেখানে বাড়ীঘর একটির সঙ্গে অপরটি অত্যন্ত লাগোয়া, অপ্রশস্ত সড়ক, বাড়ী নির্মাণে দাহ্য উপকরণ, ভবনে দাহ্য পদার্থের উপস্থিতি, বৈদ্যুতিক সংযোগ ও তারেরস গুনগত অবস্থা প্রভৃতি। এছাড়াও পানির স্বল্পতা, দক্ষতা ও সচেতনতার অভাব, এসকর সমস্যা উত্তরণে অর্থের অভাব প্রভৃতি ধীরে ধীরে অগ্নিকান্ডকে দুর্যোগে পরিনত করছে। সাধারণত: বিপনীবিতান, বাণিজ্যিক ও শিল্প স্থাপনা বা জনসমাগম স্থানে অগ্নিকান্ড ভয়াবহ ক্ষয়ক্ষতির কারণ হয়। অসচেতনতা, ইমারত নির্মাণে যথাযথ বিধি পালন না করা, নিম্নমানের বৈদ্যুতিক উপকরণ ব্যবহার, অপরিকল্পিত কার্যক্রম পরিচালনা করা, অগ্নিকান্ড প্রতিরোধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের অভাব প্রভৃতি বিভিন্ন কারণে দিন দিন অগ্নিকান্ডের সংখ্যা ও এর থেকে সৃষ্ট ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা বেড়েই চলেছে। অগ্নিনির্বাপন কেন্দ্রের তথ্য মতে সারিয়াকান্দি পৌর এলাকায় এখনো পর্যন্ত অগ্নিকান্ডের ঘটনা ও হার অত্যন্ত কম। গৃহ নির্মাণে দাহ্য উপকরণ, জ্বালানী হিসাবে কাঠ ও কেরোসিনের ব্যবহার মাঝে মাঝে এখানে বিপদের কারণ হয়।

৯.৫ দূষণ নিয়ন্ত্রণ প্রস্তাবনা

৯.৫.১ শিল্প

আজকের দিনে শিল্প দূষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা দিন দিন ভয়াবহ রূপ ধারণ করছে। এজন্য সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা জরুরী। পরিবেশগত পরিকল্পনার অন্যতম লক্ষ্য হল এমন একটি ভৌত পরিবেশ গড়ে তোলা যা এখানকার প্রতিটি পরিবার ও সমাজের জন্য সহনীয় ও আরমদায়ক হবে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন তরান্বিত করতে কার্যকরী ভূমিকা পালন করবে। পরিকল্পনার একটি লক্ষ্য হল এই পর্যায়ে দূষণ নিয়ন্ত্রণে কমিউনিটির মধ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা যা নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ গড়ে তুলতে সহায়ক হবে। পৌর এলাকার আবাসিক ও বাণিজ্যিক এলাকা শিল্প দূষণ থেকে মুক্ত রাখতে সালতিয়া সড়কের পাশে ও পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদীর পাশে একটি শিল্প অঞ্চল প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবনা দেয়া হয়েছে। এই শিল্প এলাকা স্থাপনে প্রস্তাবিত ভূমির পরিমান ৪৮.৬৪ একর। বর্তমানে যে সকল শিল্প আবাসিক বা অন্যাস্য পরিবেশের সাথে সাংঘর্ষিক, সেগুলো প্রস্তাবিত শিল্প এলাকায় পুনর্বাসন/স্থানান্তর করবে। সাধারণ শিল্প (সবুজ ও কমলা-ক শ্রেণিভুক্ত) এবং ভারী শিল্প (কমলা-খ ও লাল শ্রেণিভুক্ত) স্থাপনে নিয়ম অনুযায়ী পরিশোধনাগার স্থাপন করতে হবে। যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণে দূষণ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে তা নিম্নরূপ:

- ✓ যথাযথ অঞ্চলীকরণ শিল্প স্থাপনা যথাযথ স্থানে স্থানান্তরের মাধ্যমে বসবাসের পরিবেশের মানোন্নয়ন করা

- ✓ প্রস্তাবিত শিল্প এলাকার চারপাশে বেষ্টনী সৃষ্টির মাধ্যমে বসবাসের এলাকা নিরাপদ করা,
- ✓ শিল্পাঞ্চলের জন্য গ্যাস সরবরাহের ব্যবস্থা করা জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা,
- ✓ দূষণ বিষয়ক বিভিন্ন কমিউনিটি কার্যক্রম গ্রহণ করা।
- ✓ শিল্প দূষণ নিয়ন্ত্রণে স্থানীয় পর্যায়ে পদক্ষেপ গ্রহণ কার্যকর ফল দিতে পারে। নগর সমস্যা সমাধানে সবথেকে ভালো উপায় সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ।
- ✓ নিম্নলিখিত কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে:
- ✓ পৌর এলাকার ভিতরে শিল্প স্থাপনে উৎসাহিত করা,
- ✓ চলমান সকল শিল্পকে প্রস্তাবিত শিল্প অঞ্চলে স্থানান্তর,
- ✓ নতুন শিল্প স্থাপনের পূর্বে নিশ্চিত হতে হবে যেন শিল্প স্থাপনের ফলে পরিবেশ বিপর্যয়কারী বিষয়গুলো নিরসণে যথাসাধ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে, যেসকল শিল্পের কারণে পরিবেশ দূষণ ঘটবে তাদেরকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করা,
- ✓ নিয়মিত শিল্প স্থাপনা পরিদর্শন করা যেন দূষিত পদার্থের নির্গমণ নির্ধারিত সীমার মধ্যে রাখা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়।
- ✓ শিল্প স্থাপনে স্থান নির্ধারণ নিয়ন্ত্রণে নিম্নলিখিত তিনটি গুরুত্বপূর্ণ পথ হল: শিল্পাঞ্চল গড়ে তোলা, বিশেষ সুবিধা বা ছাড়ের প্রবর্তন নিয়ন্ত্রণ আরোপ
- ✓ শিল্প বর্জ্য পরিশোধন প্রক্রিয়া নির্ভরশীল বর্জ্যের ধরণ ও বিভিন্ন বিষয়ের উপর। সাধারনত: এমন পরিশোধন প্রস্তাব করা হয় তা যেন কিছু ব্যবহার উপযোগী উপাদান পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়। এটা শিল্প মালিকাদের পরিশোধনাগার স্থাপনে উৎসাহিত করবে এবং পরিশোধন ব্যয় সাশ্রয়ী হবে।

৯.৫.২ বায়ু/পানি/মাটি/শব্দ সংক্রান্ত

➢ বায়ু

প্রতিদিন একজন পূর্ণ বয়স্ক মানুষ গড়ে ২০০০০ লিটার বায়ু শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে গ্রহণ করে। প্রতিবার নিশ্বাস গ্রহণের সময় দূষিত পদার্থ গ্রহণের ঝুঁকি রয়েছে। যেহেতু সারিয়াকান্দি পৌরসভায় দূষিত বায়ু কণা যেমন সিএফসি, ভারী ধাতব কণা, এসপিএম প্রভৃতি নি:সরণের মতো ভারী শিল্প প্রতিষ্ঠান নেই এবং যানবাহনের সংখ্যাও সীমিত ফলে পরিকল্পনায় বায়ু দূষণ নিরসণে আলাদা করে কোন প্রস্তাবনা দেয়া হয়নি।

➢ পানি

প্রকৃতিতে পানি ভূউপরিস্থ ও ভূগর্ভস্থ উভয় উৎসে বিদ্যমান। সারিয়াকান্দি পৌর এলাকার ভূউপরিস্থ পানির উৎস যেমন; পুকুর, ডোবা, খাল অনুপযুক্ত সেনিটেশন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, হাসপাতাল বর্জ্যের অপর্যাপ্ত পরিশোধন ও অপসারণ, রাসায়নিক সার ও ক্ষতিকর পোকামাকড় দমনের ঔষধ প্রভৃতি ব্যবহারের কারণে দূষিত হচ্ছে। পানি দূষণ বহুমাত্রিক উপায়ে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। এটা করার সবথেকে ভালো উপায় হলো দূষিত পানিকে বিভিন্ন রাসায়নিক সহযোহে পরিশোধন করা এবং একে বিষমুক্ত পানিতে রুপান্তর করা। পানিতে অক্সিডেশন পানির স্বল্প মাত্রার রেডিওএকটি দূষণ মুক্ত করে। বেশ কিছু নির্দিষ্ট রাসায়নিক রয়েছে যারা পানিতে জৈব ব্যকটেরিয়ার কাজ করে এবং এগুলো কীটপতঙ্গ নিধনে পেষ্টিসাইড হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া পানি দূষণের অন্যান্য কারণ ময়লা আবর্জনা, হাসপাতাল বর্জ্য, রাসায়নিক সারের ব্যবহার প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ যেমন; বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, কৃষিতে সারের পরিমিত ব্যবহার, জৈব সারের ব্যবহার উৎসাহিতকরণ প্রভৃতি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

ভূমি দূষণ হল মানুষের কর্মকান্ড ও অপব্যবহারের কারণে কোন এলাকার ভূস্তর বা মাটি দূষণ। এটা সাধারণত: ঘটে যখন ময়লা আবর্জনা বা বর্জ্য পদার্থ যথাযথভাবে অপসারণ করা না হয়। নগরায়ন ও শিল্পায়ন ভূমি দূষণের অন্যতম কারণ। মাটি দূষণ হল মাটিতে কঠিন বা তরল দূষিত পদার্থের মিশ্রণ যা মাটির স্বাভাবিক গুনাগুন নষ্ট কওে এবং এর ফলে জনস্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকি সৃষ্টি হয়। ভূমি দূষিত করে এমন বিভিন্ন শ্রেণির পদার্থের ধরণের মধ্যে রয়েছে পৌর বর্জ্য, নির্মাণ ও ভেঙ্গে ফেলা বর্জ্য, বিভিন্ন ধরণের ক্ষতিকর বর্জ্য প্রভৃতি। পৌর বর্জ্যের মধ্যে রয়েছে অক্ষতিকর ময়লা আবর্জনা, বসতবাড়ী ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের আবর্জনা, খাবারের বর্জ্য, বাজারের বর্জ্য প্রভৃতি।

➢ শব্দ

শব্দ দূষণ মূলত মানুষ, প্রাণি বা যন্ত্র থেকে সৃষ্টি হয় যা মানুষ ও প্রাণি জগতের কাজকর্ম ও ভারসাম্যের বিপত্তি ঘটায়। জল ও বায়ু দূষণের ক্রমবর্ধমান মাত্রার সঙ্গে শব্দ দূষণ ও পৌর নাগরিকদের কাছে নতুন হুমকি হিসেবে আর্বিভূত হচ্ছে। শব্দ দূষণের দীর্ঘ মেয়াদী প্রভাব রয়েছে যেমন: উচ্চরক্ত চাপ, মানসিক চাপ, তন্দ্রাহীনতা। উচ্চমাত্রার শব্দ নগরবাসী বিশেষ ক'রে শিশুদের শ্রবণে ও স্নায়ূতন্ত্রে মারাত্মক চাপ তৈরি করতে পারে। কিছু কিছু শিল্প প্রতিষ্ঠান অন্যদেও তুলনায় প্রচুর উচ্চ মাত্রার শব্দ সৃষ্টি করে। শহর এলাকায় মোটরচালিত যান অন্যতম প্রধান শব্দ দূষণের উৎস। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যেখানে উচ্চ মাত্রার শব্দ উৎপন্ন হয় সেখানে শব্দ নিয়ন্ত্রণে রাখতে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। গ্রহণীয় মাত্রার চেয়ে বেশী মাত্রার শব্দ উৎপন্ন হলে সেখানে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে:

- ✓ শব্দ সৃষ্টিকারী মেশিনের জন্য শব্দ নিরোধ ঘর নির্মাণ,
- ✓ কর্কশ ও তীখ্ন শব্দ সৃষ্টিকারী হর্ণ ব্যবহার নিষিদ্ধকরণ,
- ✓ শব্দ সৃষ্টিকারী শিল্প ও রেলস্টেশন আবাসিক এলাকা থেকে দুরে স্থানান্তর,
- ✓ জনসাধারনের মধ্যে প্রচারের সাধারণ যন্ত্র যেমন: মাইক প্রভৃতির অপব্যবহার রোধে যথাযথ আইনের প্রয়োগ,
- ✓ স্কুল, কলেজ, হাসপাতার প্রভৃতি স্থানে 'নি:শব্দ এলাকা' ঘোষণা ও মানতে বাধ্য করা,
- ✓ সড়কের পাশে বৃক্ষ রোপণ
- ✓ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য লাউড স্পকার নিষিদ্ধ করা।

৯.৫.৩ অন্যান্য

➢ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

জনসংখ্যার কম ঘনত্ব ও সম্পদ ব্যবহারের নিম্ন হারের কারণে এই শহরে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এখনো পরিবেশগত সমস্যা হিসাবে দেখা দেয়নি। কিন্তু ভবিষ্যতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এবং ঘনত্ব বাড়বে। সুতরাং বর্জ্য ভবিষ্যতে প্রধান পরিবেশগত সমস্যা হিসেবে দেখা দিতে পারে। ভবিষ্যৎ সমস্যা বা বিপর্যয় এড়াতে আগে থেকেই সতকর্তামূলক পদক্ষেপ নেয়া উচিত। বাসযোগ্য পরিবেশ নিশ্চিত এবং শহরের পরিবেশ দূষণমুক্ত রাখতে চুড়ান্ত পর্যায়ে বর্জ্য অপসারণের জন্য পৌরসভার একদম পূর্ব প্রান্তে একটি বর্জ্য অপসারণ কেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে। বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সমস্যার সমাধানে বাড়ি বাড়ি বর্জ্য সংগ্রহ কার্যক্রম প্রর্বতন করা উচিত। বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা (এনজিও) এবং কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠনসহ (সিবিও) পৌর কর্তৃপক্ষ বসতবাড়ি ও অন্যান্য বর্জ্য সৃষ্টিকারী স্থান থেকে প্রতিদিন বর্জ্য সংগ্রহ করতে পারে। প্রতিটি ওয়ার্ডেই ভ্যান যাবে এবং হুইসেল দিয়ে আগমন ঘোষণা করবে। একই যান অন্য প্রতিষ্ঠান, সোসাইটি এবং কমপ্লেক্সগুলোর বর্জ্য অপসারণ করবে। এভাবে এই ব্যবস্থা পুরো শহরের বর্জ্য সংগ্রহ করবে এবং শহরের অভ্যন্তরে বিভিন্ন বর্জ্য স্থানান্তর স্থানে জমা করবে। পরিশেষে সকল বর্জ্য প্রস্তাবিত বর্জ্য অপসারণ কেন্দ্রে ফেলা হবে। পৌর কর্তৃপক্ষ বর্জ্য সংগ্রহ কাজে বাসিন্দাদের উপর ন্যূনতম ফি ধার্য কর নিম্ন বর্নিত উপায়ে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালিত করতে পারে। ।

- ✓ নিরসণমূলক পদক্ষেপ
- ✓ প্রতিটি বাড়ী থেকে বর্জ্য সংগ্রহ ব্যবস্থা চালু করা;
- ✓ গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বর্জ্য স্থানান্তর স্থান স্থাপন;
- ✓ বর্জ্য অপসারণের জন্য অপসারণ কেন্দ্র স্থাপন;
- ✓ স্বাস্থ্যকর মাটি ভরাট পদ্ধতিতে অপসারণ কেন্দ্রে বর্জ্য পরিশোধন;
- ✓ উন্মুক্ত স্থান, জলাশয় ও সংশ্লিষ্ট উপাদান সুরক্ষা পরিকল্পনা

➢ উন্মুক্ত স্থান সংরক্ষণ

বর্তমানে এখানে প্রতি হাজার জনসংখ্যার জন্য উন্মুক্ত স্থানের হার অতি নগণ্য। পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে ২০৩১ সালে এই হার হবে ০.৫৭ একর। তবে এখানে অতিরিক্ত উন্মুক্ত স্থান স্থাপন করার তেমন কোন সুযোগ থাকবে না। এজন্য মহাপরিকল্পনা এলাকায় ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জন্য উন্মুক্ত স্থানের ব্যবস্থা করতে হবে।

- ✓ প্রস্তাবিত পদক্ষেপ
- ✓ শহরের ভবিষ্যৎ পরিবেশ রক্ষায় উন্মুক্ত স্থানের ব্যবস্থা রাখতে হবে;
- ✓ উন্মুক্ত স্থানের উন্নয়নে পর্যাপ্ত অর্থায়ন করতে হবে;
- ✓ মহাপরিকল্পনায় চিহ্নিত উন্মুক্ত স্থানে কোন ইমারত নির্মাণের অনুমোদন দেওয়া যাবে না;
- ✓ উন্মুক্ত স্থান স্থাপনের জন্য জমির মালিকদের জমি দান করতে উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারে।

জলাশয়/নিম্নভূমি সংরক্ষণ: ভূমিগ্রাসীরা পৌরসভার মধ্যকার প্রায় সবগুলো খালই অবৈধভাবে দখল করে ফেলেছে। অনেক স্থানে খালগুলো ভরাট হয়ে গেছে। এর ফলে খালগুলো সরু হয়ে বর্ষাকালে তাদের জল নিষ্কাশনের ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে। এ অবস্থা চলতে থাকলে পৌরসভায় বন্যা ও নিচু এলাকায় জলাবদ্ধতার ঝুঁকি বাড়বে। নিম্ন বর্নিত উপায়ে দখলকৃত জলাশয় ও নিম্নভূমি উদ্ধার করা যেতে পারে।

- ✓ দখলারদের হাত থেকে খালসহ যে কোন জলাশয় উদ্ধারে কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে;
- ✓ যেখানেই খাল ভরাট করা হয়েছে সেখানে তা পুন:খনন করে দখলমুক্ত করতে হবে;
- ✓ সীমানা স্তম্ভ স্থাপন করে খালের এলাকা চিহ্নিত করতে হবে;
- ✓ খাল এবং ব্যক্তিমালিকানাধীন জমির মাঝখানে বৃক্ষরোপন করে বাফার অঞ্চল তৈরি করতে হবে।

৯.৬ প্রাকৃতিক দূর্যোগ মোকাবেলা পরিকল্পনা (কাঠামোগত ও অকাঠামোগত পদক্ষেপ)

প্রাকৃতিক দূর্যোগ যেমন; বন্যা, টর্নেডো, ভূমিকম্প প্রভৃতি জীবনহানিসহ পরিবেশ, সামাজিক ও আর্থিক ক্ষতি সাধন করে। ক্ষয়ক্ষতির পরিমান নির্ভরশীল আক্রান্ত এলাকার মানুষ ও ব্যবস্থার প্রতিরোধ সক্ষমতা ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা। মূলত: দূর্যোগ তখন হয় যখন আপদ (হ্যাজার্ড) ঝুঁকি প্রতিরোধ ব্যবস্থা অতিক্রম করে যায় এবং ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়। প্রাকৃতিক আপদ যদি কোন ক্ষয়ক্ষতি না করে তবে তাকে দূর্যোগ বলা হয় না।

- ✓ আপদ মোকাবেলা পরিকল্পনা (কাঠামোগত ও অকাঠামোগত পদক্ষেপ)

সকল জনপদের বিশেষত: দরিদ্র মানুষের প্রাকৃতিক, পরিবেশগত ও মানবসৃষ্ট দূর্যোগে আক্রান্ত ঝুঁকি (ভালনারেবিলিটি) মোকাবেলা ও গ্রহণীয় মাত্রায় কমিয়ে আনার লক্ষ্যে এপ্রিল ২০১০ সালে জাতীয় দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ২০১০-২০১৫ প্রণয়ন করা হয়। জাতীয় পরিকল্পনার সাথে সংযোগ রেখে পৌরসভা দূর্যোগ মোকাবেলা কমিটি ' পৌরসভা দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা' প্রণয়ন করবে।

- ✓ আপদসৃষ্টিকারী দখল মোকাবেলা পরিকল্পনা

দখল শব্দটি বন্যা আপদ ও নিষ্কাশন প্রবাহের ক্ষেত্রে ব্যবহারযোগ্য। কতিপয় মানুষ তাদের বাড়ীঘর, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বা শিল্প বা অন্য প্রতিষ্ঠান অনোনুমোদিত স্থান বা নদী, খাল, জলাশয়, নর্দমা প্রভৃতির আংশিক দখলপূর্বক নির্মাণ করেছেন যার ফলে পানি প্রবাহ বাঁধাগ্রস্ত হচ্ছে। এধরণের বাঁধার ফলে অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশিত হতে পারে না ও তাৎক্ষনিকভাবে জলাবদ্ধতার ও দীর্ঘমেয়াদে বন্যার সৃষ্টি করে। সকল ধরণের অবৈধ দখল অপসারণ করতে হবে।

- ✓ পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বাস্তবায়ন প্রবিধান

পরিবেশ সুরক্ষা ও প্রকৃতি সংরক্ষণে প্রয়োগযোগ্য প্রথম ও মুখ্য আইন হল "পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫" এবং পরবর্তী আইন হল "পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭। পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৬ বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়কে পরিবেশ সুরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় আইন ও বিধি-বিধান প্রণয়নের ক্ষমতা দিয়েছে। এই আইন বাংলাদেশ পরিবেশ অধিদপ্তরকে আইনের বিধি- বিধান প্রয়োগ ও বিভিন্ন দূষণ প্রতিরোধে পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭ প্রয়োগসহ কার্যকার ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা অর্পণ করেছে। বিভিন্ন ধরণের দূষণ প্রতিরোধে এসকল আইন কার্যকরী হাতিয়ার। পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭ এর আওতায় সকল শিল্প ও প্রকল্পকে তাদের কার্যক্রম বিবেচনায় পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানে ৪টি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে: সবুজ, কমলা-ক, কমলা-খ এবং লাল। ফলে পৌর কর্তৃপক্ষ শিল্প স্থাপন অনুমোদনে পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ আবশ্যিক করণ ও এই শ্রেণি অনুযায়ী শিল্প স্থাপনায় নির্দেশনা প্রণয়ন করতে পারে।

সারিয়াকান্দি পৌর এলাকায় দূষিত গ্যাষ ও বিষাক্ত গ্যাসীয় কণা নি:সরণ নিয়ন্ত্রণে পৌরসভা মোটরযান অধ্যাদেশ ১৯৮৩ ও মোটরযান বিধিমালা ১৯৯৭ প্রয়োগ করতে পারে। পৌরসভার পরিচ্ছন্নতা বিভাগ পৌর এলাকার উন্নত পরিবেশ

নিশ্চিতকল্পে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম নিয়মিত তদারকি ও নিয়ন্ত্রণের জন্য স্থানীয় সরকার পৌরসভা) আইন, ২০০৯ প্রয়োগ করতে পারে। বাংলাদেশে নীতিমালা প্রণীত হলেও এসকল নীতিমালা বাস্তবায়নে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনামূলক বিধি বা নির্দেশনার অভাব পরিলক্ষিত হয়। ফলে বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয় বা সংস্থা নিজেদের মত করে প্রচেষ্টা গ্রহণ করে থাকে যা সবসময় কার্যকর হয়না। বাংলাদেশ মাত্রাতিরিক্তভাবে পরিবেশ ও প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভরশীল। এদেশের বিপুল জনগোষ্ঠীর চাহিদা পূরণ ও এর সঙ্গে ব্যবস্থাপনা ও কারিগরি দক্ষতা মিলে এই সম্পদ দ্রুত নি:শেষ করে ফেলছে। এই অবস্থা থেকে উত্তরণে বাংলাদেশ সরকার ১৯৯৬ সালে জাতীয় পরিবেশ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও অনুমোদন করে। ব্যপক মাত্রায় তৃণমূল পর্যায়ের অংশগ্রহণ, সংরাপ, সভা, আঞ্চলিক কর্মশালা, পেশাজীবি ও বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে সংলাপের মাধ্যমে এই জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণীত হয়। পরিকল্পনায় পরিবেশ বিষয়ে বেশ কিছু কার্যক্রমকে বিশেষ অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে এবং সরকার জাতীয় পরিবেশ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে দ্বিতীয় পর্যায়ে অগ্রাধিকার তালিকা প্রণয়ন করছে।

৯.৭ পরিকল্পনার বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও সমন্বয়

এটি উল্লেখ করা দরকার যে, বাস্তবায়ন হল কোন পরিকল্পনার প্রয়োগ। কোন পরিকল্পনার বাস্তবায়ন কৌশলে পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও সমন্বয়ের গুরুত্ব অত্যধিক। পরিকল্পনা যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে কিনা তা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে পরিবীক্ষণ সহায়তা করে। এটি পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাত্রাও পরিমাপ করে। পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সঠিকভাবে না হলে সঠিক পথে বাস্তবায়নের জন্য সংশোধনের পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে। পরিকল্পনা বা'স্তবায়ন মেয়াদ সম্পন্নের পর এর সফলতা, ব্যর্থতা, ভূলত্রুটি নির্ণয়ে মূল্যায়ন করা জরুরী। এধরণের মূল্যায়ন সংশোধনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণে সহায়তা করে। পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক সমন্বয় অত্যন্ত জরুরী। পৌরসভার মেয়র মহোদয়ের নেতৃত্বে পরিকল্পনার কার্যকর পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও সমন্বয়ের জন্য একটি কমিটি গঠন করা উচিত।

৯.৮ উপসংহার

বিভিন্ন ঝুঁকি জোনিং ম্যাপে পৌরসভার অবস্থান পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রাকৃতিক দূর্যোগ সংক্রান্ত ঝুঁকির ব্যাপারে সারিয়াকান্দি তুলনামূলক নিরাপদে রয়েছে। তবে মানবসৃস্ট দুর্যোগ (বিল্ডিং ধ্বস, বন উজারের কারনে ভূমিক্ষয়, পরিবেশের অবক্ষয়জনিত অবাসযোগ্য শহর ইত্যাদি) সম্পর্কে অবশ্যই সজাগ থাকতে হবে। ক্ষেত্রবিশেষে খুব সামান্য পদক্ষেপ যেমন অবকাঠামো উন্নয়নের পূর্বে ভূমিকম্প-সহনীয় (মধ্যম মাত্রার) কাঠামো নির্মাণ, জলাশয় সংলগ্ন এলাকায় জল-নিরোধক/জল-সহিষ্ণু কাঠামো নির্মাণ, পরিবেশগত দিক থেকে টেকসই উন্নয়ন ইত্যাদি গ্রহণের মাধ্যমেই ঝুঁকিমুক্ত টেকসই উন্নয়ন করা সম্ভব। সে লক্ষ্যেই, সারিয়াকান্দি পৌরসভা একটি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুতপূর্বক সে অনুযায়ী উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা নিশ্চিত করতে বদ্ধ পরিকর।

অধ্যায়-১০
বাস্তবায়ন ব্যবস্থাপনা
IMPLEMENTATION ARRANGEMENT

১০.১ পৌরসভার ভূমিকা (Role of Pourashava)

বাংলাদেশে পৌরসভা বলতে জেলায় এবং স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন ২০০৯ অনুযায়ী "নগর এলাকা" হিসেবে ঘোষিত অন্যান্য ছোট শহর সমূহের মূখ্য প্রশাসনিক ইউনিট এবং নগরকেন্দ্র সমূহকে বোঝায়। দ্রুত গতিতে নগর উন্নয়নের জন্য স্থানীয় প্রতিষ্ঠান সমূহ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় যা বৃহৎ পরিসরে প্রাতিষ্ঠানিক, উৎপাদনমূখী, আয় সৃষ্টিকারী, কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারী, জনস্বাস্থ্য, স্যানিটেশন, পানি সরবরাহ, অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা ও কল্যাণমূখী কর্মকান্ডের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। পৌরসভা সমূহকে বিভিন্ন ধরণের আর্থ-সামাজিক ও নাগরিক কার্যাবলী সম্পাদনের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। সমগ্র বাংলাদেশব্যাপী দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে অধিকতর নাগরিক সুযোগ-সুবিধা, কর্মসংস্থান এবং উন্নত জীবন যাপনের লক্ষ্যে পল্লী এলাকা থেকে নগর এলাকায় প্রতিনিয়ত ব্যাপক হারে জনসংখ্যা স্থানান্তরিত হচ্ছে। বাংলাদেশের সার্বিক প্রশাসনিক এবং শাসন ব্যবস্থায় পৌরসভাসমূহ একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে।

সংবিধিবদ্ধ সংস্থার মর্যাদা নিয়ে আইন দ্বারা গঠিত মূখ্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান এবং দেশের নগর এলাকায় স্বায়ত্বশাসন ভোগকারী স্ব-শাসিত ইউনিট হিসেবে কাজ করে এবং নগর এলাকায় নাগরিকদের গুরুত্বপূর্ণ জনসেবা প্রদানকারী সংস্থা হিসেবে কাজ করে। নগর উন্নয়ন এবং নগর প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। স্থানীয় প্রতিষ্ঠান সমূহ নগর উন্নয়ন সহজতর করার জন্য প্রয়োজনীয়, যা প্রাতিষ্ঠানিক, কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারী, জনস্বাস্থ্য, পানি সরবরাহ, অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা এবং কল্যাণধর্মী কর্মকান্ড নিশ্চিত করে। তবে বর্তমানে, পৌরসভা সমূহের উপর ন্যস্ত সকল কর্মকান্ড সম্পাদন করার মত পর্যাপ্ত সামর্থ তাদের নেই। সুতরাং, পৌরসভা সমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয়, যাতে স্থানীয় কার্যভার প্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক, আর্থিক ও কারিগরি যোগ্যতা এমন এক পর্যায়ে উন্নীত হয় যা স্থানীয় সরকারের বিধি-বিধানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ এবং যাতে স্থানীয় সরকার তার নির্বাচনী এলাকার চাহিদার প্রতি সাড়া প্রদানধর্মী এবং কার্যকর হতে পারে।

এ ব্যাপকতা মনে রেখে পৌরসভা পরিচালন উন্নতিকরণের জন্য পৌরসভা সমূহ কর্তৃক নগর পরিচালন উন্নতিকরণ কর্মসূচী বাস্তবায়িত হবে। নগর পরিচালন উন্নতিকরণ কর্মসূচীর অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হলো "প্রশাসনিক সক্ষমতা", যার লক্ষ্য হলো পৌরসভা সমূহের প্রশাসনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

১০.১.১ পৌর পরিষদের ভূমিকা (Role of Poura Parishad)

১. PDP বাস্তবায়ন তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় করা;
২. PDP বাস্তবায়নের জন্য সকল কমিটির কাজ মনিটরিং করা;
৩. PDP বাস্তবায়নের জন্য পৌরসভার প্রত্যেক শাখার মধ্যে বিস্তারিত দায়িত্ব লিখিতভাবে বন্টন করা এবং এর অনুলিপি প্রকল্প ব্যবস্থাপনা অফিসে প্রেরণ করা;
৪. PDP বাস্তবায়নের কাজ তত্ত্বাবধান ও তদারকির জন্য সুনিদিষ্ট কর্মকর্তাকে নির্বাহী দায়িত্ব আনুষ্ঠানিকভাবে প্রদান করা এবং এর অনুলিপি প্রকল্প ব্যবস্থাপনা অফিসে প্রেরণ করা;
৫. PDP বাস্তবায়নে কোন সমস্যা দেখা দিলে সংশ্লিষ্ট কমিটির সাথে আলোচনা করা।

পৌর-পরিষদ এবং শহর সমন্বয় কমিটির সভায় PDP বাস্তবায়নের অগ্রগতি ও সমস্যা সমূহ আলোচনা করা এবং সভার কার্য বিবরণী প্রকল্প ব্যবস্থাপনা অফিসে প্রেরণ করা।

১০.১.২ প্রকৌশল বিভাগ/পরিকল্পনা ইউনিটের ভূমিকা (Role of Engineering Division/Planning Unit)

১. পরিকল্পনা শাখার প্রধান পরিকল্পনা শাখার সার্বিক সমন্বয় ও PDP এর কাজ বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করবেন;

২. PDP বাস্তবায়নে পরিকল্পনা ইউনিট কর্ম পরিধি অনুসারে দায়িত্ব পালন করবেন। ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা/মহা পরিকল্পন অনুসারে তিনি দালান নির্মাণের জন্য ভূমি-ব্যবহার ছাড়পত্র প্রদান করবেন। তিনি প্রদেয় দালান নির্মাণ নক্শার মাঠ পর্যায়ের তদন্ত এবং প্রয়োজনীয় অনুমোদন ও বেআইনী স্থাপনা চিহ্নিত করণের দায়িত্ব পালন করবেন। তিনি তার সকল দায়িত্বের অনুমোদন ও পরবর্তী নির্দেশনার জন্য ইউনিট প্রধানের নিকট পেশ করবেন;

৩. পরিকল্পনা ইউনিটের অন্য সদস্যবৃন্দ (স্বাস্থ্য কর্মকর্তা/স্যানিটারি ইন্সপেক্টর, উপ-সহকারী প্রকৌশলী এবং সচিব) PDP বাস্তবায়নে সকল বিষয়ে তথ্য সরবরাহ, নির্দেশনা এবং গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রদান করবেন;

৪. পরিকল্পনা শাখার সভায় PDP বাস্তবায়নের অগ্রগতি তুলে ধরা;

৫. PDP'র বাৎসরিক মূল্যায়ন করা;

৬. ড্রেইনেজ পরিকল্পনা, পরিবহন ও যোগাযোগ পরিকল্পনা, ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা, কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাসহ PDP এর হালনাগাদ করণ;

৭. পরিকল্পিত PDP বাস্তবায়নে দালান নক্শা অনুমোদন ও ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র প্রদান সম্পর্কিত পদ্ধতি/নীতি মেনে চলা;

৮. দালান নির্মাণ অথবা ভূমির অন্য কোন ধরণের ব্যবহারের ক্ষেত্রে ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা/মহা পরিকল্পনা/ PDP অনুসারে ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র প্রদান;

৯. দালান নির্মাণ (Building Construction) আইন এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের (এলজিডি) নির্দেশনার আলোকে দালান নক্শার অনুমোদন প্রদান;

১০. PDP বাস্তবায়নে অবৈধ দালান ও ভূমি ব্যবহার চিহ্নিতকরণ এবং অবৈধ দালান ও ভূমির বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ;

১১. PDP বাস্তবায়নে নগর পরিকল্পনার উন্নতিকল্পে নির্ধারিত কার্যাবলী ও দায়িত্বসমূহ বাস্তবায়ন;

১২. PDP বাস্তবায়নে সরকার প্রণীত অন্যান্য নির্দেশনা বাস্তবায়ন;

১৩. PDP বাস্তবায়নের জন্য আলোচনার উদ্যোগ গ্রহণ এবং PDP বাস্তবায়নের প্রক্রিয়ায় নাগরিক সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করা;

১৪. PDP'র অন্তর্ভূক্ত কার্যাবলী ও কাজ সমূহ বাস্তবায়ন করা;

১৫. শহর সমন্বয় কমিটির সুপারিশ নিয়ে PDP'র হালনাগাদ করা;

১৬. শহর সমন্বয় কমিটির সভায় PDP বাস্তবায়নের অগ্রগতি তুলে ধরা;

১৭. PDP বাস্তবায়নের বার্ষিক কমপক্ষে ৫% হারে O&M বরাদ্দ বৃদ্ধি করা এবং প্রকৃত O&M ব্যয় মিটানো পর্যন্ত এ বৃদ্ধি অব্যাহত রাখা;

১৮. প্রতি মাসে নির্বাহী প্রকৌশলী/সহকারী প্রকৌশলী কর্তৃক O&M কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা এবং অগ্রগতির প্রতিবেদন ও সমস্যা (ভৌত এবং আর্থিক) মেয়রের নিকট পেশ করা।

১০.১.৩ প্রশাসন বিভাগের ভূমিকা (Role of Administrative Division)

প্রশাসন বিভাগের ভূমিকা উপবিভাগ অনুযায়ী নিম্নরুপঃ

সাধারণ উপবিভাগ (সেকশন)

(১) সাধারণ প্রশাসন সংক্রান্ত কার্যাবলী

- সাধারণ প্রশাসন, প্রশিক্ষণ, শিক্ষা এবং পাঠাগার;
- সকল সম্পদের বিস্তারিত তালিকা করা;
- নিয়মিত কাউন্সিল সভার আয়োজন করা;

- নিয়মিত শহর সমন্বয় কমিটির সভার আয়োজন করা;
- সভার সিদ্ধান্ত সমূহ লিপিবদ্ধ করণ এবং পরবর্তী কর্মপন্থা গ্রহণ করা;
- হাট-বাজার, বাজার-ঘাট ইত্যাদি ইজারা প্রদান করা;
- দমকল বাহিনী ও সিভিল ডিফেন্স;
- আইন-শৃঙ্খলা ও জন নিরাপত্তা;
- বন্যা ও দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা;
- দৈনন্দিন দাপ্তরিক কাজে মেয়রকে সহায়তা প্রদান।

হিসাব উপবিভাগ (সেকশন)

(২) বাজেট সংক্রান্ত কার্যাবলী

- অর্থ বছর শুরু হওয়ার পূর্বে ঐ বছরের সম্ভাব্য আয়-ব্যয়ের বিবরণ সহ প্রাক্কলিত বাজেট প্রণয়ন এবং তা অনুমোদনের জন্য আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সকল প্রক্রিয়া সম্পন্ন করণ;
- অর্থবছরের ৯ মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বেই সংশোধিত বাজেট প্রণয়ন এবং তা অনুমোদনের জন্য বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় সকল প্রক্রিয়া সম্পন্ন করণ;
- সরকারি নিরীক্ষা দলকে প্রয়োজনীয় সব ধরণের তথ্য যোগান এবং হিসাব রক্ষণাবেক্ষণ, তহবিল লোকসান, তহবিলের অপচয় ও অপব্যবহার ইত্যাদি অনিয়ম সম্বন্ধে অডিট আপত্তির প্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;
- অর্থবছর শেষ হওয়ার ৩ (তিন) মাসের মধ্যে হিসাব ও নিরীক্ষা বিষয়ক স্থায়ী কমিটি দ্বারা পৌরসভার আয়-ব্যয়ের নিরীক্ষা সম্পাদন করা;
- স্থায়ী কমিটি এবং সরকারি নিরীক্ষা টিমের নিরীক্ষা প্রতিবেদন, পৌর কাউন্সিল সভার এজেন্ডা হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করা এবং কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ;
- সরকারি নিরীক্ষা প্রতিবেদনের উপর দ্রুত গ্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং তা নিরীক্ষা কর্তৃপক্ষ ও সরকারকে অবহিত করণ।

কর নির্ধারণ উপবিভাগ (সেকশন)

(৩) কর নির্ধারণ সংক্রান্ত কার্যাবলী

- সাধারণ কর নির্ধারণ এবং পুনঃনির্ধারন;
- অন্তর্বর্তীকালীন কর নির্ধারণ;
- পর্যালোচনা বোর্ডের আয়েজন;
- কর চূড়ান্ত করণ;
- প্রচার করা;
- ডাটাবেজ তৈরী ও রক্ষণাবেক্ষণ।

কর আদায় এবং লাইসেন্স উপবিভাগ (সেকশন)

(৪) কর সংক্রান্ত কার্যাবলী

- কর আদায় বৃদ্ধির কৌশল উদ্ভাবন;
- কর আদায়ের মাসিক পরিকল্পনা নির্ধারণ এবং তা পর্যালোচনা;
- কম্পিউটার ডাটাবেজ তৈরি, বিল ছাপানো ও বিতরণ;
- কর আদায়ের তথ্য কম্পিউটারে সংরক্ষণ ব্যবস্থা চালুকরণ এবং হিসাব রক্ষণাবেক্ষণ;
- মাসিক কর আদায়ের উপর প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং তা মেয়র বরাবর উপস্থাপন।

(৫) লাইসেন্স সংক্রান্ত কার্যাবলী

- লাইসেন্সযোগ্য ব্যবসা চিহ্নিত করার জন্য জরিপ পরিচালনা;
- ডাটাবেজ তৈরী এবং রেকর্ড সংরক্ষণ;
- লাইসেন্স প্রদান, নবায়ন ও ফিস আদায়;
- অন্তর্বর্তীকালীন লাইসেন্স প্রদান;
- অনুমোদিত ব্যবসার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ;
- কম্পিউটারাইজড লাইসেন্স পদ্ধতি চালুকরণ;
- সচেতনতা বৃদ্ধি প্রচারাভিযান পরিচালনা।

(৬) পৌর-বাজার উপবিভাগ

- সকল হাট-বাজার, বাজার, ঘাট, টার্মিনালের তালিকা প্রণয়ন এবং সেগুলো ইজারা বা ভাড়ায় প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ;
- ভাড়া এবং ইজারার টাকা আদায় এবং তার যথাযথ হিসাব রক্ষণাবেক্ষণ;
- খেলাপী চিহ্নিত করণ এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
- ইজারা যোগ্য সকল সম্পদের ডাটাবেজ তৈরিকরণ;
- পৌরসভার আয় বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ।

(৭) শিক্ষা ও সংস্কৃতি সংক্রান্ত কার্যাবলী

প্রতিষ্ঠা এবং পরিচালনা করাঃ

- প্রয়োজন মোতাবেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান;
- দারিদ্র্য ও মেধাবী শিক্ষার্থীদেরকে আর্থিক সহায়তা;
- অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আর্থিক সহায়তা;
- বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচি;
- কমিউনিটি সেন্টার, পাঠাগার, যাদুঘর, আর্ট গ্যালারী, ব্যায়ামাগার, পার্ক, পর্যটন স্থান, ও বিনোদন কেন্দ্র;
- ঐতিহাসিক স্থান সমূহ রক্ষণাবেক্ষণ;
- বিভিন্ন জাতীয়-দিবস উদ্‌যাপন;
- সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও খেলাধুলার আয়োজন।

(৮) সমাজকল্যাণ/উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যাবলী

প্রতিষ্ঠা এবং পরিচালনা করা ঃ

- দুঃস্থ নারী ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র;
- স্বেচ্ছাসেবী দল সংগঠন;
- কমিউনিটি ভিত্তিক সংস্থা (সিবিও/অনানুষ্ঠানিক গ্রুপ);
- কমিউনিটি উন্নয়ন পরিকল্পনা;
- দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কর্মকান্ড;
- জেন্ডার উন্নয়ন।

১০.১.৪ স্বাস্থ্য বিভাগের ভূমিকা (Role of health division)

১ পৌরসভার স্বাস্থ্য কর্মকর্তাসহ স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও পরিচ্ছন্নতা বিভাগে প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ করা;
২ রাস্তা ঝাড়ু এবং নর্দমা থেকে স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে বর্জ্য সংগ্রহ ও অপসারণ;
৩ বাসগৃহ, প্রশাসনিক ও বানিজ্যিক ভবন, হোটেল, রেস্তোরাঁ ইত্যাদি থেকে স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে কঠিন বর্জ্য সংগ্রহ, নিরাপদ পরিবহন ও অপসারণ;
৪ উৎস থেকে বর্জ্য পৃথককরণসহ বর্জ্য সংগ্রহ, পরিবহণ ও অপসারণ বিষয়ে জন সচেতনতা মূলক কার্যক্রম গ্রহণ;
৫ প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা ও স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির কর্মসূচী গ্রহণ এবং ইপিআইসহ বিভিন্ন প্রকার রোগ প্রতিরোধ মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং স্বাস্থ্য সর্ম্পকে গণসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রচার প্রচারণা/র‍্যালী ইত্যাদির ব্যবস্থা করা;
৬ সরকারি/বেসরকারি উদ্যোগে প্রয়োজনীয় সংখ্যক মাতৃমঙ্গল/প্রসূতি কেন্দ্র ইত্যাদি স্থাপনে পৌরসভা কর্তৃক উদ্যোগী ভূমিকা পালন করা;
৭ খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যের মান নিয়ন্ত্রণ;
৮ দুধ সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ;
৯ স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে পশু জবাইয়ের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক কসাইখানা নির্মাণ ও ব্যবস্থাপনা এবং তালিকা প্রণয়ন;
১০ নিয়মিত কসাইখানা পরিদর্শন এবং পশু স্বাস্থ্য পরীক্ষাকরণ ও মাংসের গুণগত মানের সনদ স্বরূপ সীল মোহর মারা;
১১ স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে জবাইকৃত পশুর বর্জ্য ও রক্ত সংগ্রহ, স্থানান্তর ও অপসারণে সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণ;
১২ কসাইখানা সমূহ ব্যক্তি মালিকানাধীন করণের আয়োজন বা যথাযথ ফিস্ আদায়ের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
১৩ প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দের ব্যবস্থা করা; এবং
১৪ কার্যক্রমের অগ্রগতি মনিটরিং ও পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা।

১০.১.৫ স্থায়ী কমিটির ভূমিকা (Role of Pourashava Standing Committees)

স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন-২০০৯ এর ধারা ৫৬ যথাযথভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ধারা ৫৫ (১) এর "ক" এবং স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ পৌর-১ শাখার জারীকৃত পরিপত্র নং-৪৬.০৬৩.০২২.০১.০০.০০১.২০১২ (অংশ-৩)-৭, তারিখঃ- ২০০২ খ্রিঃ মূলে পৌরসভা গঠিত হইবার পর প্রথম সভায় অথবা তৎপরবর্তী কোন সভায় কার্যপরিধি ও আড়াই বৎসর মেয়াদ নির্ধারণ করিয়া বিধি অনুযায়ী স্থায়ী কমিটি গঠন করিবে, নাগরিক চাহিদা পূরনে পৌরসভার বিভিন্ন কার্যক্ষেত্র ভিত্তিক উন্নয়ন ও পরিসেবা প্রদান কার্যক্রম সমূহ সঠিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা দেখার লক্ষ্যে সঠিকভাবে স্থায়ী কমিটি গঠন ও কার্যকর করা প্রয়োজন।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে স্থায়ী কমিটি নাগরিকদের জন্য উন্নত জনসেবা নিশ্চিতকল্পে অবকাঠামো উন্নয়নসহ উন্নয়ন ও পরিসেবা প্রদান কার্যক্রমের মূল্যায়ন এবং সুপারিশ/পরামর্শ প্রদান করবে। পৌরসভার সকল স্তরে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্থায়ী কমিটির ধারণা একটি গনতান্ত্রিক প্রক্রিয়া।

স্থায়ী কমিটির কার্যাবলীঃ

১. স্থায়ী কমিটির কার্যাবলী উপ-আইন দ্বারা নির্ধারিত হইবে, তবে উপ-আইন প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত পরিষদের সাধারণ সভায় স্থায়ী কমিটির কার্যাবলী নির্ধারণ করা যাইবে;
২. স্থায়ী কমিটির সুপারিশ পরিষদের পরবর্তী সভায় বিবেচিত হইবে এবং কোন সুপারিশ পৌর পরিষদে গৃহীত না হইলে তাহার যথার্থতা ও কারণ লিখিত ভাবে স্থায়ী কমিটিকে জানাইতে হইবে;
৩. স্থায়ী কমিটির সকল কার্যধারা পরিষদের সাধারণ সভার অনুমোদন সাপেক্ষে চূড়ান্ত হইবে।

সারিয়াকান্দি পৌর আইন অনুসরণ করে ৫ সদস্য বিশিষ্ট ১০টি স্থায়ী কমিটি এবং আরো ৭টি অতিরিক্ত স্থায়ী কমিটি গঠন করা হয় যা ২ বছর ৬ মাস মেয়াদী। নাগরিক চাহিদা পূরনে পৌরসভার বিভিন্ন কার্যক্ষেত্র ভিত্তিক উন্নয়ন ও পরিসেবা প্রদান কার্যক্রমসমূহ সঠিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা দেখার লক্ষ্যে সঠিকভাবে স্থায়ী কমিটি গঠন ও কার্যকর করা প্রয়োজন।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে স্থায়ী কমিটি নাগরিকদের জন্য উন্নত জনসেবা নিশ্চিত কল্পে অবকাঠামো উন্নয়নসহ উন্নয়ন ও পরিসেবা প্রদান কার্যক্রমের মূল্যায়ন এবং সুপারিশ/পরামর্শ প্রদান করবে।

ধারা ৫৬ (১)ঃ স্থায়ী কমিটির কার্যাবলী উপ-আইন দ্বারা নির্ধারিত হবে, তবে উপ-আইন প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত পরিষদের সাধারণ সভায় স্থায়ী কমিটির কার্যাবলী নির্ধারণ করা যাবে।

ধারা ৫৬ (২)ঃ স্থায়ী কমিটির সুপারিশ পৌর পরিষদের পরবর্তি সভায় বিবেচিত হবে এবং কোন সুপারিশ পরিষদে গৃহীত না হলে তাহার যথার্থতা ও কারণ লিখিত ভাবে স্থায়ী কমিটিকে জানাতে হবে।

ধারা ৫৬ (৩)ঃ স্থায়ী কমিটি সকল কার্যধারা পরিষদের সাধারণ সভার অনুমোদন সাপেক্ষে চূড়ান্ত হবে। পৌরসভার সকল স্তরে জবাবদিহীতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্থায়ী কমিটি ধারণা একটি গনতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ।

১০.২ টিএলসিসি'র এবং ডব্লিউসি'র ভূমিকা (Role of TLCC and WC)

TLCC'র ভুমিকা (Role of TLCC)ঃ

১. নাগরিকদেরকে PDP প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন পর্যায়ে অংশ গ্রহণের লক্ষ্যে সচেতন করাসহ পৌরসভার সার্বিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনার উদ্যোগ নেয়া;
২. পৌরসভার সার্বিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের বিষয় অগ্রগতি, সহযোগিতা, তত্ত্বাবধান এবং মনিটরিং করা;
৩. PDP বাস্তবায়নের জন্য TLCC'র সভায় পৌরসভার কর ধার্যকরণসহ কর আদায়ের বিষয়ে আলোচনা করা;
৪. পৌরসভা কর্তৃক পৌরবাসীকে PDP বাস্তবায়নের বিভিন্ন তথ্য সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করা;
৫. TLCC'র ত্রৈমাসিক সভায় PDP বাস্তবায়নের অগ্রগতি ও বিভিন্ন সমস্যা উপস্থাপন করা;
৬. পৌরসভা কর্তৃক বাস্তবায়িত উন্নয়ন মূলক কর্মকান্ডের অগ্রগতি, গুনগতমান ও সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা;
৭. PDP বাস্তবায়নে পৌরসভার পরিচালন ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের বিষয়ে আলোচনা করা;
৮. পৌরসভার উন্নয়ন পরিকল্পনার বিভিন্ন কর্মকান্ডে নাগরিক সম্পৃক্ততা নিয়ে আলোচনা করা;
৯. PDP বাস্তবায়নে পৌরসভার স্থায়ী কমিটি সমূহের কাজের অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করা;
১০. শহর সমন্বয় কমিটির আলোচনা ও সিদ্ধান্ত সমূহ কার্যবিবরণী আকারে লিপিবদ্ধ করা এবং পরবর্তী সভা সমূহে সিদ্ধান্ত সমূহের বাস্তবায়নের অবস্থা আলোচনা করা ও এ প্রক্রিয়া চলমান রাখা;
১১. পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনার (PDP) নির্দেশনার আলোকে পৌরসভার উন্নয়ন মুলক কাজ মনিটরিং করা;
১২. নারী ও দরিদ্র্যসহ সকল সদস্যদের উপস্থিতিতে পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ধারবাহিক সভার আয়োজন করা;
১৩. PDP বাস্তবায়নে WC থেকে প্রাপ্ত বিষয় ও সমস্যাসমূহ নিয়ে আলোচনা করা এবং সমাধানের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা; এবং
১৪. জেলা প্রশাসন, আরএইচডি, বিআরটিএ, পিডব্লিউডি, পিডিবি, ডিপিএইচই, এলজিইডিসহ পৌরসভার উন্নয়ন কর্মকান্ডের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের সহযোগিতা প্রাপ্তির পথ অনুসন্ধান ও কার্যকর করা।

WC'র ভুমিকা (Role of WC)ঃ

১. PDP বাস্তবায়নে ওয়ার্ডের চলমান, বাস্তবায়িতব্য উন্নয়নমূলক কাজের অগ্রগতি, গুনগতমান ও সমস্যা নিয়ে ওয়ার্ডের নাগরিকগণের সাথে আলোচনা করা;
২. ধারা ১১৫-এর অধীন গঠিত কমিটির সভায় ওয়ার্ডের অবকাঠামো নির্মান এবং সেবা ও সমস্যা সমূহ উপস্থাপন করা;
৩. PDP বাস্তবায়নে পৌরসভার আয় বৃদ্ধির জন্য জনগণকে কর, উপ-কর, ফিস, টোল ও রেইট ইত্যাদি প্রদানের জন্য সচেতনতা বৃদ্ধির করা ;
৪. রাস্তার বাতি, নিরাপদ পানির উৎস ও অন্যান্য জনকল্যাণমূলক প্রকল্প বাস্তবায়নে পরিষদকে পরামর্শ প্রদান;
৫. PDP বাস্তবায়নে বিভিন্ন বিষয়ে গণসচেতনতা সৃষ্টি করা;
৬. ওয়ার্ডের বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার লোকের সাথে ঐক্য ও সুসম্পর্ক সৃষ্টি করার মাধ্যমে PDP বাস্তবায়নে উদ্যোগ নেয়া;

৭. PDP বাস্তবায়নে জনস্বাস্থ্য বিষয়ক কার্যক্রম, বিশেষত বিভিন্ন প্রকার রোগ প্রতিরোধ, পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম, বর্জ্য অপসারণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান করা;
৮. প্রতি ছয় মাসে একবার ১৫০ জন গণ্যমান্য ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ করে ওয়ার্ডের সার্বিক কর্মকান্ড বাস্তবায়ন সম্পর্কে উন্মুক্ত আলোচনা পূর্বক জনগণের মতামত বাস্তবায়নের জন্য তা পরিষদে প্রেরণ করা;
৯. সরকার এবং পরিষদ কর্তৃক PDP বাস্তবায়নে দায়িত্ব পালন করা; এবং
১০. ওয়ার্ডের সকল নাগরিকের সুবিধা নিশ্চিত করে ওয়ার্ড রূপকল্পের (Ward Visoning) আলোকে পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ধারাবাহিক ভাবে সভা আয়োজন করা।

১০.৩ এলজিইডি এবং অন্যান্য দাতা সংস্থার ভূমিকা (Role of LGED and Other Donors)

এলজিইডি ঃ- স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের সহিত পৌরসভা বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে থাকে। এলজিইডি নগর ব্যবস্থাপনায় পৌরসভার বিএমডিএফ, স্টিফ, ইউজিআইআইপি, উপজেলা ও জেলা শহর অবকাঠামোর উন্নতীকরণ, শহর উন্নয়ন, ১৯ শহর অবকাঠামো উন্নতীকরণ, গুরুত্বপূর্ণ শহর অবকাঠামো উন্নতিকরণ বর্নিত প্রকল্প সমূহ পৌরসভায় বাস্তবায়ন করেছে। বর্তমানে ও অনেক প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। পৌরসভা উন্নয়নে এলজিইডির অগ্রনী ভূমিকা রয়েছে।

পৌরসভায় জনস্বাস্থ্য ঃ- প্রকৌশল অধিদপ্তর পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। পৌরসভায় বিশুদ্ধ পানি গভীর নলকূপের মাধ্যমে পাইপ লাইনের মাধ্যমে সরবরাহ করছে। পৌরসভায় ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, এশিয়ান ডেভেলপম্যান্ট ব্যাংক, এলজিইডি ও অন্যান্য সংস্থার আর্থিক সহযোগিতায় এসব প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। স্বল্প সুদে প্রকল্পের মাধ্যমে ঋণ দিয়ে উন্নয়ন কাজে সহযোগিতা করছে।

ইউএনডিপিঃ- জলবায়ু পরিবর্তনে বা বিভিন্ন দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ পৌরসভায় ত্রান ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রনালয়ের মাধ্যমে উন্নয়ন কাজে ইউএনডিপির ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনে যাতে পৌরসভা সমূহ ক্ষতিগ্রস্থ না হয় সে প্রকল্প বাস্তবায়নে ইউএনডিপির ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে।

টিএলসিসি'র সভায় পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা (পিডিপি) অনুমোদন করা হয়

সারিয়াকান্দি পৌরসভা কার্যালয়

সারিয়াকান্দি, বগুড়া। ফোন: ০৫০২৮ ৫৬২১০ মোবাইল: ০১৭১৬৮২৫২৭২
E-mail: sariakandipourasava@gmail.com
Wed: www.Sariakandipourashava.gov.bd

মোঃ মতিউর রহমান
মেয়র
সারিয়াকান্দি পৌরসভা, বগুড়া

স্মারক নং: সাকাপ/প্র:বি:/২০২৩/১১২

তারিখ: ০৮ ০১ ২০২৩

প্রাপক: জনাব
সদস্য, শহর সমন্বয় কমিটি (TLCC)
সারিয়াকান্দি পৌরসভা, বগুড়া।

বিষয়:- শহর সমন্বয় কমিটি (TLCC) এর বিশেষ সভা প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ে জানানো যাচ্ছে যে, স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর ১১৫ ধারা সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শহর সমন্বয় কমিটি (TLCC) এর বিশেষ সভা আগামী ১১-০১-২০২৩ ইং সকাল ১১.০০ ঘটিকার সময় পৌরসভার সভা কক্ষে অনুষ্ঠিত হবে।

উক্ত কমিটির সম্মানিত সদস্য হিসেবে যথাসময়ে সভায় উপস্থিত হয়ে পৌর উন্নয়ন কার্যক্রমে সহযোগীতাসহ সুচিন্তিত মতামত প্রদানের জন্য বিশেষভাবে আপনাকে অনুরোধ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়:

১. পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা (PDP) অনুমোদনের সুপারিশ প্রসঙ্গে।
২. পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা (PDP) তে বস্তি উন্নয়ন কমিটি অন্তর্ভূক্তকরণ প্রসঙ্গে।

৮/১/২৩
(মো: মতিউর রহমান)
মেয়র ও সভাপতি
শহর সমন্বয় কমিটি
সারিয়াকান্দি পৌরসভা, বগুড়া।

স্মারক নং- সাকাপ/প্র:বি:/ তারিখ: ০৮-০১-২০২৩ ইং

অনুলিপি: অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য:-

১। পৌর নির্বাহী কর্মকর্তা ও সদস্য সচিব, শহর সমন্বয় কমিটি, সারিয়াকান্দি পৌরসভা, বগুড়া।
২। সহকারী প্রকৌশলী, সারিয়াকান্দি পৌরসভা, বগুড়া।
৩। জনাব ....., সারিয়াকান্দি পৌরসভা, বগুড়া।
৪। অফিস কপি।

৮/১/২৩
(মো: মতিউর রহমান)
মেয়র
সারিয়াকান্দি পৌরসভা, বগুড়া।

আপনার শিশুকে স্কুলে পাঠান। নিয়মিত পৌরকর পরিশোধ করুন। আপনার শহর পরিচ্ছন্ন রাখুন।

সারিয়াকান্দি পৌরসভা কার্যালয়

সারিয়াকান্দি, বগুড়া।

স্থাপিত-১৯৯৯

"শেখ হাসিনার মূলনীতি গ্রাম শহরের উন্নতি"

www.sariakandipourashava.gov.bd Email: sariakandipourasava@gmail.com

সারিয়াকান্দি পৌরসভার টিএলসিটি'র (বিশেষ) ০৮(আট) নং সভার কার্যপত্র

সভার তারিখ	ঃ ১১/০১/২০২৩ ইং।
সময়	ঃ সকাল ১১.০০ ঘটিকায়।
সভার স্থান	ঃ সারিয়াকান্দি পৌরসভা কার্যালয় , সারিয়াকান্দি, বগুড়া।
উপস্থিতি স্বাক্ষর	ঃ সংযুক্তি
আলোচ্যসূচি-১	ঃ কমিটির উদ্দেশ্য ও কার্য-পরিধির আলোকে পূর্ব-নির্ধারিত বিষয়বস্তুর উপর আলোচনাও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

পূর্ব-নির্ধারিত আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত/সুপারিশ	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/কর্মকর্তা/ কর্মচারী	কাজ বাস্তবায়নের নির্ধারিত সময়
বিষয়-১ ঃ বিগত সভার কার্যবিবরণী পাঠ ও নিশ্চিত করণ।	অদ্যকার সভায় শহর সমন্বয় কমিটির সদস্য-সচিব বিগত সভার কার্যবিবরণী পাঠ করেন।	সংযোজন বিয়োজন না থাকায় বিগত সভার কার্যবিবরণী অনুমোদিত হলো।		
বিষয়-০২ঃ পৌরসভার উন্নয়ন পরিকল্পনা (PDP) হালনাগাদ অনুমোদনের সুপারিশ প্রসঙ্গে।।	সভাপতি মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে প্রথমে সারিয়াকান্দি পৌরসভার সহকারী প্রকৌশলী জনাব মো: শফি মাহমুদ হালনাগাদ PDP'এর আউট লাইন উপস্থাপন করেন এবং বলেন যে, সারিয়াকান্দি পৌরসভায় ৪৭,৫৩২.২৬ লক্ষ টাকার পৌরসভার উন্নয়ন পরিকল্পনা করা হয়েছে। উন্নয়ন পরিকল্পনার জলবায়ু পরিবর্তন জন্য সোলার লাইড সংযুক্ত করা হয়েছে। সভায় পৌরসভার উন্নয়ন পরিকল্পনার খাত অনুসারে ব্যয়ের বিবরণী উপস্থাপন করা হয়। পৌরসভার উন্নয়ন পরিকল্পনা'র প্রস্তুতকৃত বিনিয়োগ পরিকল্পনা অনুসারে আগামী ০৫ বছর পৌরসভার উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে। উপস্থিত সদস্যবৃন্দ (সকল)পৌরসভার জন্য এ ধরনের বিনিয়োগ পরিকল্পনা প্রস্তুত করার জন্য সহকারী প্রকৌশলী মহোদয়কে ধন্যবাদ জানান। PDP বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনায় এটা প্রতীয়মান হয় যে, PDP তে সারিয়াকান্দি পৌরসভার TLCC, WC এবং সাধারণ জনগনের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটেছে। তাই সভায় সম্মতিক্রমে প্রনীত হালনাগাদ PDP অনুমোদনের সুপারিশ করা হয়।	সভায় সম্মতিক্রমে প্রনীত হালনাগাদ অনুমোদনে সুপারিশ করা হয়।	পৌর পরিষদ	

১১/০১/২৩
(মোঃ মতিউর রহমান)
মেয়র
সারিয়াকান্দি পৌরসভা, বগুড়া।

বিষয়-০২ঃ হালনাগাদ পৌরসভার উন্নয়ন পরিকল্পনা (PDP)তে বস্তি উন্নয়ন কমিটি অন্তভূক্তকরণ প্রসঙ্গে।	সভাপতি মহোদয়ের অনুরোধ ক্রমে প্রথমে সারিয়াকান্দি পৌরসভার ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মো: জাহাঙ্গীর আলম বলেন যে, সারিয়াকান্দি পৌরসভায় ১৯(উনিশ)টি বস্তি চিহ্নিত করা হয়েছে এব SIC কমিটি গঠন করে PRAP কমিটি গঠন করে অনুমোদন করা হয়েছে। পর্যায়ক্রম চিহ্নিত বস্তিতে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে। উক্ত বস্তিগুলোর হালনাগাদ তথ্য পৌরসভার উন্নয়ন পরিকল্পনা (PDP)তে অন্তভূক্ত করার জন্য সপারিশ করা হয়।	সভায় সম্মতিক্রমে প্রণীত হালনাগাদ পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা (PDP)তে অনুমোদনে সুপারিশ করা হয়।	পৌর পরিষদ	

অতপর আর কোন আলোচনা না থাকায় মাননীয় মেয়র মহোদয় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্ত ঘোষনা করেন।

সভাপতির স্বাক্ষরঃ (মোঃ মতিউর রহমান) মেয়র সারিয়াকান্দি পৌরসভা, বগুড়া।	তারিখঃ ১১/০১/2026

উপস্থিতি শীট

পৌরসভার নাম ঃ সারিয়াকান্দি পৌরসভা।

টিএলসিসি'র ----০৮------ নং সভা

সভার স্থান ঃ সারিয়াকান্দি পৌরসভা কার্যালয়, সারিয়াকান্দি,বগুড়া।

সভার তারিখ ঃ ----২১/০১/২০২৬ ইং।

সময় ঃ ------১১:৩০----------

ক্রমিক নং	নাম	পৌরসভায় পদবী/পরিচয়	কমিটিতে পদবী	মোবাইল নং	স্বাক্ষর
০১	জনাব মোঃ মতিউর রহমান, মেয়র, সারিয়াকান্দি পৌরসভা,বগুড়া।	মেয়র	চেয়ারপার্সন	০১৭২৬৮২৫২৭২	
০২	সহকারী কমিশনার, ভূমি সারিয়াকান্দি, বগুড়া।	জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধি	সদস্য	01733335431	
০৩	উপজেলা প্রকৌশলী, সারিয়াকান্দি, বগুড়া।	প্রতিনিধি এলজিইডি, বগুড়া	সদস্য	01718543918	
০৪	সহকারী প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, বগুড়া।	প্রতিনিধি সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, বগুড়া।	সদস্য		
০৫	সহকারী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, জোন, বগুড়া।	প্রতিনিধি গণপূর্ত অধিদপ্তর বগুড়া জোন।	সদস্য		
০৬	উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা, সারিয়াকান্দি, বগুড়া।	প্রতিনিধি জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, বগুড়া।	সদস্য	01708415036	
০৭	উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা, সারিয়াকান্দি, বগুড়া।	প্রতিনিধি জেলা সমবায় কার্যালয়, বগুড়া।	সদস্য	01719863112	
০৮	উপ-সহকারী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য সহকারী প্রকৌশলী কার্যালয়, সারিয়াকান্দি, বগুড়া।	প্রতিনিধি জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, বগুড়া।	সদস্য	০১৭০৬০৬৬৫৩৫৭	
০৯	উপ-সহকারী প্রকৌশলী, টিএনটি, সারিয়াকান্দি, বগুড়া।	প্রতিনিধি জেলা টিএনটি কার্যালয়, বগুড়া।	সদস্য		
১০	মোছাঃ রিনা বেগম, কাউন্সিলর সংরক্ষিত আসনঃ ১,২,৩	সংরক্ষিত কাউন্সিলর	সদস্য	01719644286	রিনা

উপস্থিতি শীট

পৌরসভার নাম ঃ সারিয়াকান্দি পৌরসভা।
টিএলসিসি'র ----০৬---- নং সভা
সভার স্থান ঃ সারিয়াকান্দি পৌরসভা কার্যালয়, সারিয়াকান্দি,বগুড়া।
সভার তারিখ ঃ ----২১/০১/২০২৬ ইং।
সময় ঃ ----১১:৩০----

ক্রমিক নং	নাম	পৌরসভায় পদবী/পরিচয়	কমিটিতে পদবী	মোবাইল নং	স্বাক্ষর
১১	মোছাঃ শেফালি বেগম, কাউন্সিলর সংরক্ষিত আসন ৪,৫,৭	সংরক্ষিত কাউন্সিলর	সদস্য	01980488218	
১২	মোছাঃ আলেফা বেগম, কাউন্সিলর সংরক্ষিত আসনঃ ৬,৮,৯	সংরক্ষিত কাউন্সিলর	সদস্য	০১৯২৪৬৪৪৭৬০	
১৩	মোঃ মিলন প্রাং , কাউন্সিলর ওয়ার্ড নংঃ ০১	কাউন্সিলর	সদস্য	০১৭০৪০১৭৭০১	
১৪	খন্দকার মোঃ খোরশেদ আলম, কাউন্সিলর ওয়ার্ড নংঃ ০২	কাউন্সিলর	সদস্য	01750993766	
১৫	মোঃ বজলুর রহমান, কাউন্সিলর ওয়ার্ড নংঃ ০৩	কাউন্সিলর	সদস্য	01719234190	
১৬	মোঃ আপেল মিয়া (রনি), কাউন্সিলর ওয়ার্ড নংঃ ০৪	কাউন্সিলর	সদস্য	01916092732	
১৭	মোঃ মামুনুর রশীদ, কাউন্সিলর ওয়ার্ড নংঃ ০৫	কাউন্সিলর	সদস্য	01719-107203	
১৮	মোঃ মুন্জু মিয়া, কাউন্সিলর ওয়ার্ড নংঃ ০৬	কাউন্সিলর	সদস্য	01722-439666	
১৯	মোঃ শিতাবুল ইসলাম, কাউন্সিলর ওয়ার্ড নংঃ ০৭	কাউন্সিলর	সদস্য	01721613833	
২০	মোঃ মেহেদী হাসান, কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নংঃ ০৮	কাউন্সিলর	সদস্য	01716026260	

উপস্থিতি শীট

পৌরসভার নাম ঃ সারিয়াকান্দি পৌরসভা।

টিএলসিসি'র ---০৮------ নং সভা

সভার স্থান ঃ সারিয়াকান্দি পৌরসভা কার্যালয়, সারিয়াকান্দি,বগুড়া।

সভার তারিখ ঃ ---২১/০২/২০২৫---

সময় ঃ ---১১:৩০---

ক্রমিক নং	নাম	পৌরসভায় পদবী/পরিচয়	কমিটিতে পদবী	মোবাইল নং	স্বাক্ষর
২১	মোঃ ফজলুল করিম, কাউন্সিলর ওয়ার্ড নংঃ ০৯	কাউন্সিলর	সদস্য	01731-242724	ফজলুল করিম
২২	জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম, প্রভাষক, আব্দুল মান্নান সরকারী মহিলা কলেজ, সারিয়াকান্দি, বগুড়া।	পেশাজীবী প্রতিনিধি	সদস্য		
২৩	জনাব খায়রুল আলম, সভাপতি যমুনা থিয়েটার, সারিয়াকান্দি, বগুড়া।	পেশাজীবী প্রতিনিধি	সদস্য	০১৭১২২২৮২৬২	
২৪	জনাব এ্যাড. শফিকুল ইসলাম (হিরা) , হিন্দুকান্দি, সারিয়াকান্দি, বগুড়া।	পেশাজীবী প্রতিনিধি	সদস্য		
২৫	জনাব আবু তৈয়ব জহুরুল ইসলাম বাদশা, সভাপতি, বণিক সমিতি, সারিয়াকান্দি, বগুড়া।	পেশাজীবী প্রতিনিধি	সদস্য	০১৭২০-৬৭৪৫৬২	
২৬	জনাব ডাঃ মিলটন কুমার সাহা, সহকারী অধ্যাপক, শহীদ জিয়া মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল, বগুড়া।	পেশাজীবী প্রতিনিধি	সদস্য		
২৭	জনাব এ্যাড. সাকোয়াত হোসেন, পরিচালক, পল্লী গণ উন্নয়ন সংস্থা, সারিয়াকান্দি, বগুড়া।	এনজিও প্রতিনিধি	সদস্য	01706-156355	
২৮	জনাব শাফি মাহমুদ, পরিচালক, রুরাল ডেভেলফম্যান্ট ফাউন্ডেশন, সারিয়াকান্দি, বগুড়া।	এনজিও প্রতিনিধি	সদস্য	০১৭১৬০২০৫২৯	
২৯	জনাব আশিক মাহমুদ, স্বাস্থ্য উন্নয়ন সংস্থা, সারিয়াকান্দি, বগুড়া।	এনজিও প্রতিনিধি	সদস্য	01711716929	
৩০	জনাব মোঃ কোরবান আলী, সভাপতি, পল্লী গণ উন্নয়ন সংস্থা, সারিয়াকান্দি, বগুড়া।	এনজিও প্রতিনিধি	সদস্য	01721-873052	

উপস্থিতি শীট

পৌরসভার নাম ঃ সারিয়াকান্দি পৌরসভা।

টিএলসিসি'র ----০৮------ নং সভা

সভার স্থান ঃ সারিয়াকান্দি পৌরসভা কার্যালয়, সারিয়াকান্দি,বগুড়া।

সভার তারিখ ঃ ----১১/০১/২০২৬ ইং----

সময় ঃ ----১১:৩০----

ক্রমিক নং	নাম	পৌরসভায় পদবী/পরিচয়	কমিটিতে পদবী	মোবাইল নং	স্বাক্ষর
৩১	জনাব আব্দুর রশিদ, সাবেক প্রধান শিক্ষক, সারিয়াকান্দি সরকারী বালক উচ্চ বিদ্যালয়, বাড়ইপাড়া, ০৯ নং ওয়ার্ড, সারিয়াকান্দি পৌরসভা,বগুড়া।	নাগরিক সমাজ	সদস্য	০১৭৩৪-৩৫ ৬৭১০	
৩২	জনাব বাবু অরুনাংশু কুমার, সাবেক প্রধান শিক্ষক, সারিয়াকান্দি সরকারী বালক উচ্চ বিদ্যালয়, ০৫ নং ওয়ার্ড, সারিয়াকান্দি পৌরসভা,বগুড়া।	নাগরিক সমাজ	সদস্য	01715272255	
৩৩	জনাব আলহাজ্ব মোজাহার আলী সরদার, সমাজসেবক, সারিয়াকান্দি, ০৫ নং ওয়ার্ড, সারিয়াকান্দি, বগুড়া।	নাগরিক সমাজ	সদস্য		
৩৪	জনাব মোঃ আইয়ুর আলী তরফদার, ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, সারিয়াকান্দি বগুড়া।	নাগরিক সমাজ	সদস্য	01711184258	
৩৫	জনাব বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল করিম, সমাজসেবক,সারিয়াকান্দি, ০৫ নং ওয়ার্ড, সারিয়াকান্দি পৌরসভা, বগুড়া।	নাগরিক সমাজ	সদস্য	০১৯৬৬৫২৫ ০১৭	
৩৬	জনাব চন্দ্রন কুমার চক্রবর্তি, সারিয়াকান্দি, ০৬ নং ওয়ার্ড, সারিয়াকান্দি পৌরসভা, বগুড়া।	নাগরিক সমাজ	সদস্য	০১৭৪০-৫৮২০ ৫৯	
৩৭	জনাব বীর মুক্তিযোদ্ধা আলী আজগর, সাবেক কমান্ডার ,০৪ নং ওয়ার্ড, সারিয়াকান্দি পৌরসভা, বগুড়া।	নাগরিক সমাজ	সদস্য	01731450028	
৩৮	জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম পটল, ব্যাংকার, সারিয়াকান্দি ০৬ নং ওয়ার্ড, সারিয়াকান্দি পৌরসভা,বগুড়া।	নাগরিক সমাজ	সদস্য		
৩৯	জনাব মোঃ শাহাদত জামান গেদা, বাগবেড়, ০৭ নং ওয়ার্ড, সারিয়াকান্দি পৌরসভা, বগুড়া।	নাগরিক সমাজ	সদস্য	০১৭৪৬৫৪৪২৪৪	
৪০	জনাব মোঃ খাজা নাজিমদ্দিন, সাবেক কাউন্সিলর, বাড়ই পাড়া ০৮ নং ওয়ার্ড, সারিয়াকান্দি পৌরসভা, বগুড়া।	নাগরিক সমাজ	সদস্য	০১৭২৯৪৪৮১৫৪	

উপস্থিতি শীট

পৌরসভার নাম ঃ সারিয়াকান্দি পৌরসভা।

টিএলসিসি'র --০৮------ নং সভা

সভার স্থান ঃ সারিয়াকান্দি পৌরসভা কার্যালয়, সারিয়াকান্দি,বগুড়া।

সভার তারিখ ঃ ---২২/০১/২০২৬ ইং।

সময় ঃ ------১১:৩০----------

ক্রমিক নং	নাম	পৌরসভায় পদবী/পরিচয়	কমিটিতে পদবী	মোবাইল নং	স্বাক্ষর
৪১	জনাব মোঃ সবুজ আলী, প্রধান শিক্ষক, গজারিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, হিন্দুকান্দি, ০১ নং ওয়ার্ড, সারিয়াকান্দি পৌরসভা,বগুড়া।	নাগরিক সমাজ	সদস্য		
৪২	জনাব মোঃ মমতাজুর রহমান মন্ডল, হিন্দুকান্দি, ০৪ নং ওয়ার্ড, সারিয়াকান্দি পৌরসভা, বগুড়া।	নাগরিক সমাজ	সদস্য	০১৭১৬২০০৩৬৪	
৪৩	জনাব প্রভাত চন্দ্র সাহা, সারিয়াকান্দি ০৫নং ওয়ার্ড, সারিয়াকান্দি পৌরসভা,বগুড়া।	শহর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি	সদস্য	০১৭১৮৬৯২৬৭০	
৪৪	জনাব মিনহাজ উদ্দিন, সাবেক কাউন্সিলর, হিন্দুকান্দি ০১ নং ওয়ার্ড, সারিয়াকান্দি পৌরসভা, বগুড়া।	শহর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি	সদস্য	০১৭২৮৪৪০৭৮৭	
৪৫	জনাব চানু রাজভর, সারিয়াকান্দি, ০৬নং ওয়ার্ড, সারিয়াকান্দি পৌরসভা,বগুড়া।	শহর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি	সদস্য	০১৭৯৭৬৬০৮০০	চানু
৪৬	জনাব আব্দুর রশিদ, ট্রাক শ্রমিক, বাড়ইপাড়া, ০৯নং ওয়ার্ড, সারিয়াকান্দি পৌরসভা,বগুড়া।	শহর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি	সদস্য	০১৭৫৯২৮০৫১৮	
৪৭	জনাব শফিকুল ইসলাম, সারিয়াকান্দি, ওয়ার্ড নং-০৬, সারিয়াকান্দি পৌরসভা,বগুড়া।	শহর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি	সদস্য	01716-330613	
৪৮	জনাব মোঃ রেজাউল করিম, হিন্দুকান্দি, ওয়ার্ড নং-০১ সারিয়াকান্দি পৌরসভা,বগুড়া।	শহর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি	সদস্য	01723-937955	
৪৯	জনাব সামছুর রহমান (ছনছু), হিন্দুকান্দি, ওয়ার্ড নং-০১, সারিয়াকান্দি পৌরসভা,বগুড়া।	শহর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি	সদস্য		
৫০	জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম	উপ-সহকারী প্রকৌশলী, সারিয়াকান্দি পৌরসভা, বগুড়া।	সদস্য-সচিব	০১৭১৪৫৫৯২৬৯	

পৌর-পরিষদের মাসিক সভায় পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা (পিডিপি) অনুমোদন করা হয়

সারিয়াকান্দি পৌরসভা কার্যালয়
সারিয়াকান্দি, বগুড়া।
স্থাপিত- ১৯৯৯ ইং

"শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি"

E-mail:sariakandipourasava@gmail.com
Web: www.sariakandipourashava.gov.bd
ফোনঃ ০২৫৮৯৯০৯৯৮৬

স্মারক নং-সাকাপ/প্রঃবিঃ/২০২২-২০২৩/ ৯৯৬

তারিখঃ ০৮-০১-২০২৩ ইং।

নোটিশ

এতদ্বারা সারিয়াকান্দি পৌর পরিষদের সকল সম্মানিত সদস্যগনের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, অত্র পৌর পরিষদের মাসিক সভা আগামী ১২-০১-২০২৩ ইং তারিখ রোজঃ বৃহস্পতিবার, বেলা ১১.০০ ঘটিকায় অত্র পৌরসভা কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হবে।

উক্ত সভায় পরিষদের সকল সদস্যগনকে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ জানানো হইল।

আলোচ্য সূচিঃ

০১। গত সভার কার্যবিবরণী পাঠ।
০২। পৌরসভার উন্নয়ন পরিকল্পনা (PDP) অনুমোদন প্রসঙ্গে আলোচনা।

০৮/০১/২৩

(মোঃ মতিউর রহমান)
মেয়র
সারিয়াকান্দি পৌরসভা,বগুড়া।

সারিয়াকান্দি পৌরসভা কার্যালয়
সারিয়াকান্দি, বগুড়া।

সারিয়াকান্দি পৌরসভার ৩৪তম মাসিক সভার কার্যবিবরনী

সভাপতি ঃ জনাব মোঃ মতিউর রহমান, মেয়র, সারিয়াকান্দি পৌরসভা, বগুড়া ।
তারিখ ঃ ১২/০১/২০২৩ ইং, রোজ বৃহস্পতিবার।
সময় ঃ বেলা- ১১.৩০ ঘটিকা ।
স্থান ঃ পৌরসভা কার্যালয় ।

সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দঃ

ক্র: নং	নাম	পদবী/পরিচিতি এবং ওয়ার্ড নং	স্বাক্ষর
০১	জনাব মো: মতিউর রহমান	মেয়র	
০২	মোছা: রিনা বেগম	কাউন্সিলর, সং: আসন নং-০১	
০৩	মোছা: শেফালি বেগম	কাউন্সিলর, সং: আসন নং--০২	
০৪	মোছা: আলেফা বেগম	কাউন্সিলর, সং: আসন নং--০৩	
০৫	মো: মিলন প্রাং	কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-০১	
০৬	খন্দকার মো: খোরশেদ আলম	কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-০২	
০৭	মো: বজলুর রহমান	কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-০৩	
০৮	মো: আপেল মিয়া (রনি)	কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-০৪	
০৯	মো: মামুনুর রশীদ	কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-০৫	
১০	মো: মুন্‌জু মিয়া	কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-০৬	
১১	মো: শিতাবুল ইসলাম	কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-০৭	
১২	মো: মেহেদী হাসান	কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-০৮	
১৩	মো: ফজলুল করিম	কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-০৯	

আলোচ্য সূচী-০১ ঃ পূর্ববর্তী সভার কার্য বিবরনী পাঠ এবং অনুমোদন প্রসঙ্গে।

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ অদ্যকার সভায় পূর্ববর্তী সভার কার্য বিবরনী পাঠান্তে কোন সংশোধনী না থাকায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হইলো।

আলোচ্য সূচী-০২ ঃ পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা (PDP) অনুমোদন প্রসঙ্গে।

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ সভাপতি মহোদয়ের অনুরোধক্রমে প্রথমে সারিয়াকান্দি পৌরসভার সহকারী প্রকোশলী জনাব মোঃ শফি মাহমুদ (PDP) এর আউট লাইন সমন্ধে বলেন। পরে তিনি সারিয়াকান্দি পৌরসভায় সর্বমোট ৪৭৫,৩২,২৫০০০ (চারশত পচাত্তর কোটি বত্রিশ লক্ষ পচিশ হাজার) টাকার পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত হালনাগাদ পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনার (Climate Change) জলবায়ূ পরিবর্তন পৃথক অধ্যায় (Chapter) অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। বিনিয়োগ পরিকল্পনার সেক্টর গুলো হল ১) ভৌত অবকাঠামে ও সেবা প্রদানে ৪৩৭,২৯,৬৭০০০/-(চারশত সাইত্রিশ কোটি উনত্রিশ লক্ষ সাতষট্টি হাজার) টাকা ২) আর্থ সামাজিক উন্নয়নে ৩৩,২৭,২৬০০০/- (তেত্রিশ কোটি সাতাশ লক্ষ ছাব্বিশ হাজার) টাকা ৩) নগর পরিচালন ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে ৪,৭৫,৩২,০০০/- (চার কোটি পচাত্তর লক্ষ বত্রিশ হাজার) টাকা হালনাগাদে পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনার খাত অনুসারে ব্যয়ের বিবরনী উপস্থাপন করা হবে। পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রস্তুতকৃত বিনিয়োগ পরিকল্পনা অনুসারে আগামী ০৫ বছর পৌরসভার উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে। উপস্থিত কাউন্সিলরগণ স্ব স্ব এলাকার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন সেবা সমূহের বিষয় গুলো তাদের এলাকার জনগনের ইচ্ছা অনুযায়ী হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং সর্ব-সম্মতিক্রমে প্রনীত হালনাগাদ PDP অনুমোদন করা হয়।

আলোচ্য সূচী-০৩ ঃ বস্তি চিহ্নিত করা এবং বস্তি উন্নয়ন কমিটি করা প্রসঙ্গে।

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে সারিয়াকান্দি পৌরসভার সহকারী প্রকোশলী জনাব মোঃ শফি মাহমুদ বলেন, অত্র পৌরসভায় সর্বমোট ১৯ টি বস্তি চিহ্নিত করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে চিহ্নিত বস্তিতে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে। আলোচনান্তে উক্ত বস্তিগুলো এবং বস্তিগুলোর বস্তি উন্নয়ন কমিটি সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করা হ'ল।

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সাহেব সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভা সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

১২/০১/২৩

(মোঃ মতিউর রহমান)
মেয়র
সারিয়াকান্দি পৌরসভা, বগুড়া।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরন করা হলো-
স্মারক নংঃ সাকাপ/প্রঃবিঃ/রেজু-২০২২-২৩/ ১৯৪ তারিখঃ ১২/০১/২০২৩ ইং।

১। সচিব, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। জেলা প্রশাসক, বগুড়া।
৩। কাউন্সিলর (সকল), সারিয়াকান্দি পৌরসভা, বগুড়া।
৪। সচিব, সারিয়াকান্দি পৌরসভা, বগুড়া।
৫। উপ-সহকারী প্রকৌশলী, সারিয়াকান্দি পৌরসভা, বগুড়া।
৬। হিসাব রক্ষক/শাখা প্রধান (সকল), সারিয়াকান্দি পৌরসভা, বগুড়া।
৭। রেজুলেশন বহি, সারিয়াকান্দি পৌরসভা, বগুড়া।

১২/০১/২৩

(মোঃ মতিউর রহমান)
মেয়র
সারিয়াকান্দি পৌরসভা, বগুড়া।

১১. উপসংহার (Conclusion)

পিডিপি পৌরসভাকে পরিকল্পিত উন্নয়নের গুরুত্ব অনুধাবন করতে সাহায্য করবে, যা বিনিয়োগের প্রভাবকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যাবে এবং অন্যান্য উন্নয়ন কর্মকান্ডের সাথে সমন্বয় বাড়াতে সাহায্য করবে।

উল্লেখ্য, ইতিপূর্বে উল্লেখিত নগর উন্নয়ন প্রকল্পগুলির আওতায় অনেক পৌরসভাতেই পিডিপি প্রনয়ন করা হয়েছে, যেমন- UGIIP-2, UGIIP-3 এবং NOBIDEP। এছাড়া, স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন ২০০৯ এ নগর পরিকল্পনাকে পৌরসভার অন্যতম একটি কাজ হিসেবে ব্যক্ত করা হয়েছে। অতএব পৌরসভাকে মনে রাখতে হবে যে, যেকোন প্রকল্পের আওতায়ই পৌরসভাকে নেয়া হোক না কেন পিডিপি প্রনয়ন, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়নের কাজ সকল পৌরসভাকেই করতে হবে। পিডিপি মূল্যায়ন ও হালনাগাদ করার কাজ পৌরসভা নিয়মিত ভাবে চালিয়ে যেতে হবে ।

পিডিপি ছাড়াও, প্রায় প্রতিটি পৌরসভাতেই এলজিইডি'র UTIDP, DTIDP প্রকল্পের সহযোগিতায় ২০ বছর মেয়াদি নগর উন্নয়ন মহা পরিকল্পনা প্রনয়ন করা হয়েছে। মহা পরিকল্পনা প্রনয়ন শেষে এটাই হবে সকল ধরণের নগর উন্নয়নের ভিত্তি। পিডিপি ও মহা পরিকল্পনার উপর ভিত্তি করে প্রণয়ন করা হয়েছে এবং মহা পরিকল্পনায় অন্তর্ভূক্ত রয়েছে, কারণ পিডিপি হচ্ছে একটি ৫ বছর মেয়াদি পরিকল্পনা, অপরদিকে পৌরসভা মহা পরিকল্পনা হচ্ছে ২০ বছর মেয়াদি। মহা পরিকল্পনা ও পিডিপি'র মধ্যে সমন্বয় বাড়ানোর একটি সম্ভাব্য উপায় হচ্ছে মহা পরিকল্পনায় পৌরসভার সামগ্রীক উন্নয়নকে অন্তর্ভূক্ত করা, অপরদিকে পিডিপিতে বিনিয়োগ পরিকল্পনার উপর অধিক জোর দেয়া হয়েছে। বিশেষ করে, মহা পরিকল্পনা প্রতিটি পৌরসভার উন্নয়ন রূপকল্প, মৌলিক উন্নয়ন নীতি, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, অবকাঠামো উন্নয়ন এবং জনপরিসেবা উন্নতিকরণ সহ প্রতিটি পৌরসভার সার্বিক উন্নয়ন বিষয় অন্তর্ভূক্ত করে প্রণীত হয়েছে। পিডিপিতে আগামী ৫ বছরের বিনিয়োগ পরিকল্পনা সন্নিবেশ করা হয়েছে এবং তা পৌরসভা মহা পরিকল্পনায় অন্তর্ভূক্ত বিষয়ের সাথে কোন ভাবেই সাংঘর্ষিক নয়।

সকল পৌরসভা একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া হিসেবে উন্নয়ন পরিকল্পনার কাজ করে যাবে। পৌরসভা অবশ্যই বিবেচনা করবে যে, কিভাবে উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রক্রিয়া তাদের নিজস্ব পরিস্থিতি বিবেচনায় অধিকতর কার্যকর ও টেকসই করা যায় ।